অচিন রাগিনী

লেখকের অন্যান্য বই

জাগরী (৮ম সং)

ঢোঁড়াই-চরিত মানস ১ম চরণ, ২য় চরণ

চিত্রগুপ্তের ফাইল

সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী (২য় সং)

গণনায়ক (২য় সং)

জাগরী (কিশোর সং)

অপরিচিতা

সতীনাথ ভাদুড়ী

বেঙ্গল পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৬১
দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৬২
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—শ্রীতড়িৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রনাথ প্রেস
১৬৯, ১৬৯।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা—৬
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাড়ে তিন টাকা

পিলে, নতুন-দিদিমা আর তুলসী, তিনজনকে নিয়ে এই 'টান-ভালবাসা'র গল্প। শোনা পিলের মুখে।

এখনও নতুন-দিদিমার কথা বলবার সময় সে একেবারে গদ্‌গদ হ'য়ে ওঠে।

……কি সুন্দর কথা বলতে পারতেন তিনি! 'টান-ভালবাসা' কথাটি যে তাঁরই সৃষ্টি। লেখাপড়া-না-জানা কোন গ্রাম্য মহিলা যদি এইরকম সব অদ্ভুত ভাল কথা না ভেবে-চিন্তে যখন তখন ব'লে যেতে পারেন, তা'হ'লে পিলে অবাক না হ'য়ে পারে না।

আগে তার নাম ছিল খোকা। তারপর তুলসী তার নাম দিল পিলে। এই নতুন নামকরণের দিনটি বেশ মনে আছে।……ঘুঁটে-পক পোরের ভাত ছাড়া আর কোন জিনিস খাওয়ার অনুমতি দেননি গণেশ কবিরাজ। গরুর চোনার সেঁক, হিং দিয়ে অড়রপাতার রস, শিউলিপাতার বড়ি ও গুলঞ্চের পাঁচনের দৌরাত্ম্যে জীবন দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে। পিসিমার নজর এড়িয়ে রোদ্দুরে বেরুবার উপায় নেই। তিনি ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় আমসত্ত্ব দিচ্ছেন, রোগীর ঘরের বারান্দায় দিতে ভরসা পান না। মাঝে মাঝে তাঁর হাঁক শোনা যাচ্ছে: "ওরে ঘুমুস না; খেয়ে-দেয়ে ঘুমুলেই জ্বর আসবে। কানদোমড়ানো খাতাখান নিয়ে ব'স না কেন কিছুক্ষণ।" বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে 'সায়ান্টিস্ট' করাবেন। পিলে তখন সবে লিখতে শিখেছে। তখন থেকেই বাবার হুকুম কবে কোথায় কোন ফল, ফুল, জানোয়ার, পাখী, সে দেখে, সব একখানা খাতায় যেন লিখে রাখে। কোন কোন রবিবারে বাবার হঠাৎ মনে হয় যে ছেলেকে উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়ায় তাঁর দিক থেকে গাফিলতি হচ্ছে। অমনি খাতাসুদ্ধ পিলের ডাক পড়ে। সেইখানাই পিসিমার উল্লিখিত কানদোমড়ানো খাতা। পিসিমার কথাতে পিলের খেয়াল হ'ল যে খাতা লেখা অনেকদিন বাদ পড়েছে।

অনেক দিনের মিথ্যা তারিখ দিয়ে সেগুলোকে লিখে ফেলা দরকার। বাবাটার আবার যা মুখস্থ! গত মাসে, সে লিখেছিল খঞ্জন পাখী দেখেছে। বাবা ধ'রে ফেলেছিলেন। "খঞ্জন পাখীতো আসে শীতের প্রথমে। তুই বৈশাখ মাসে দেখলি কি করে?" অভিজ্ঞতায় পিলের সড়গড় হ'য়ে এসেছে কোন্ কোন্ জিনিস লিখলে বিপদ নেই। "শুক্রবারে ঠিকেদারবাবুর বাগানে একটি মোচা দেখিয়াছি।" শনিবারে কাক না শালিখ কি দেওয়া যায় সেই কথা ভাবতে ভাবতে পিলে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছে।......যে ডাইনী বুড়ীরা গভীর জঙ্গলের কুটিরে ছেলে-পিলেদের বন্ধ ক'রে রেখে দেয়, তাদেরই কেউ হয়তো এ বাড়িতে পিসিমা সেজে এসে আমসত্ত্ব দিচ্ছে।......পিলে বাগানের দিককার জানালা খুলে দিল—লাগুক রোদ্দুরের ঝাঁজ। রোদ লাগিয়ে হ'ক তার জ্বর। বেশ হ'বে! খুব হ'বে পিসিমার।......বাগানের পাঁচিলের ওপারে ও কে? তুলসী না? ঐতো কাঁধের ওপর পোষা বেজিটা বসে। তুলসী পাঁচিল টপ্‌কে এই দিকেই আসছে পা টিপেটিপে। গাছতলার শুকনো পাতাগুলোর ওপর আলগোছে পা না ফেললে বড় শব্দ হয়। সে পিলেকে জানলায় দেখেছে; কিন্তু কে জানে—ঘরের ভিতরে পিসিমারা থাকতেও পারেন—অনর্থক এই রোগা ছেলেটাকে বকুনি খাইয়ে লাভ কি! চোখে চোখে ইশারা খেলে গেল—চ'লে আয় জানলার কাছে; ঘরে কেউ নেই। তুলসীর গড়ন ছিপছিপে। কালো রঙের মধ্যে বেশ একটা চকচকে ভাব। অস্পষ্ট গুটিকয়েক বসন্তের দাগ সত্ত্বেও মুখখানি বেশ মিষ্টি—বোধ হয় তার চোখদুটির জন্যে। মুখের দাগ কয়টি বোধহয় তার গর্বের জিনিস; কেন না, তাকে কেউ যখনই জিজ্ঞাসা করে যে তার বসন্ত হয়েছিল কি-না—সে নিশ্চয়ই জবাব দেবে "হ্যাঁ। মিক্স।" এই ইংরাজী শব্দটির মানে তখন তাদের কেউই জানত না; বহুদিন পরে বুঝেছিল যে মিক্স মানে জলবসন্ত আর আসল বসন্ত মেশানো। শোনা ইংরাজী শব্দ ব্যবহারের ওপর একটা প্রবণতা তুলসীর ছোটবেলা থেকেই; আর কোন বিষয়ে একবার মত স্থির ক'রে ফেললে তার পক্ষে সেটা বদলানো শক্ত, সেই তখন থেকেই।

তুলসী এসে দাঁড়িয়েছে জানলার বাইরে হাসতে হাসতে। বেজিটাকে এক চাঁটি মেরে বলে, "এই শালা! টেরি নষ্ট ক'রে দিস না! এইটাকে নিয়েই

হয়েছে মুশকিল। দেখছিস না—আমি পা টিপে টিপে এলে কি হয়, শালিখ পাখীগুলোর কিচিরমিচির বন্ধ হ'বে না, যতক্ষণ এটাকে দেখতে পাবে। ছোট ছোট এই আমটা দেখেছিস। টিপলে পুচ ক'রে আঁঠি বেরিয়ে আসে। ঠিকেদার-বাবুদের বাগান থেকে পেড়ে আনলাম অমৃত আম—তোর জন্তে। নে, চট্ ক'রে খেয়ে ফেল্!" কবিরাজ আম খেতে বারণ করেছে, কিন্তু শুধু সেজন্তে নয়। পিলের আসল ভয় পিসিমাকে। জানতে পারলে আর আস্ত রাখবে না। তাই সে মৃদু আপত্তি জানায়—"গণেশ কবিরাজ বলেছে যে, আমার পেটজোড়া পিলে।"

"কে? ঐ পেটরোগা মিস্টার গন্‌সন্ কবরেজ? পিলেতে ভরা ব'লে কি তোর পেটে আর এই পুচ্‌কে আমটা আঁটবার জায়গা নেই? কি যে বলিস! তুই সত্যিই একটা আস্ত পিলে;—ছেলে না। পিলে গলানোর হজমিপাচক হচ্ছে আম। ঐ কবরেজের বৌ মিসেস গন্‌সন্ সেদিন শিউলিপাতার না কিসের যেন বড়ি শুকোতে দিয়েছিল। তাই খেয়ে ক্ষুদি মিস্ত্রির ছাগলটা ব্যা ব্যা করতে করতে মরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে। মাইরি বলছি। ওর আবার ওষুধ!"

তার স্নেহে নয়, লোভে পড়েই পিলে আমটা খেল। হাতমুখ ধুতে গেলে এখনই ধরা পড়ে যাবে পিসিমার কাছে।

"এই নে, মুছে ফেল্ আমার জামায়! আমি তো এমন হ'লে বেজির গায়ের বুরুশে মুখ মুছতাম। তোর আবার যেমন আটাশেপনা! তোকে এবার থেকে পিলে ব'লে ডাকবো। আবার কাল আসবো—ঠিক এই সময়। বুঝলি!"

ভাল না লাগলেও তুলসীর দেওয়া নামের কেউ প্রতিবাদ করে না কোনদিন। এর চেয়েও খারাপ নাম যে ও পিলের দেয়নি সেই যথেষ্ট। ঐ তো নবীন সেকরার হাড়জিরজিরে ছেলেটাকে তুলসী 'মড়া" ব'লে ডাকতো। এখন সকলেই তাকে ঐ নামেই ডাকে।

সেই থেকে নিজেদের বাড়ির বাইরে খোকার নাম হ'য়ে গেল পিলে।

সে বয়সে কারও সঙ্গে হৃদ্যতা এক নাগাড়ে বেশীদিন টেকে না। কিছুদিন দিদিকেই খুব ভাল লাগে, কিছুদিন তুলসীকে, কিছুদিন মিস্ত্রিদের ছেলেটাকে, কিছুদিন নতুন-দিদিমাকে, কিছুদিন নিতুদার কনে বউকে। যখন থাকে তখন

মনে হয়, এ ভাল লাগা চিরস্থায়ী ; কিন্তু কবে থেকে যেন একজনের বদলে আর একজনকে ভাল লাগা অভ্যাস হ'য়ে যায়। খেলার বেলাতেও যেমন হয় না ? কখনও লাটিম, কখনও মার্বেল, কখনও ডাণ্ডাগুলির উপর ঝোঁক ? এও সেই রকম। এর আগেও নতুন-দিদিমা আর তুলসীকে ভাল লাগার ঝোঁক বার-কয়েক এসেছে গিয়েছে। নতুন-দিদিমাকে ভাল লেগেছে—সেই অনেক ছোটবেলায়, দিদির সঙ্গে যখন তাঁদের বাড়ির উঠনে রোজ খেলা করতে যেত। দিদি বড় হ'য়ে যাবার পর গত দুই তিন বছর থেকে আর খেলতে যায় না। তাই পিলেরও সেখানে যাওয়া বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। এই সময়, মনে রাখবার মত একটি ঘটনার দিন থেকে সাময়িক ঝোঁকের পরিবর্তে একরকম স্থায়ী আকর্ষণ গ'ড়ে উঠতে আরম্ভ করে পিলের অন্তরের গভীরে।

পিলের অসুখ তখন একেবারে সেরে গিয়েছে। তুলসীর উপর অগাধ বিশ্বাস।

"পিলে, নুন এনেছিস ?"

"আনি আবার নি।"

তুলসী বলেছে নুন দিয়ে পাকাকলা খেতে "ফাইন" লাগে। কাজেই তাদের সকলেরই, ফাইন লাগে, মাইরি !

জায়গা বাছতে তাদের ভুল হয়েছিল। ঠিকেদারবাবুর পশ্চিম বাগানের পিছনে পুরনো ইঁটের পাঁজার আড়ালে সবে কলা খাওয়া আরম্ভ করেছে সকলে, এমন সময় জনকয়েক মিস্ত্রীমজুর এসে হাজির সেখানে। এরা ঠিকেদারবাবুর জমিতেই ঘর বেঁধে থাকে। আজ যে হঠাৎ তাঁর ইঁদারার পাড় বাঁধানোর জন্তে এই সাপের আড্ডা পাঁজাটার থেকে ইঁটের দরকার পড়বে, তা' কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। জনমজুররাও প্রথমটায় ছেলেদের এখানে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর একসঙ্গে সবাই উল্লসিত হ'য়ে ওঠে।

"তাই বল ! এইগুলোরই কাজ তাহ'লে ! নিত্যি কলা চুরি ! নিত্যি কলা চুরি ঠিকেদারবাবুর বাগান থেকে ! আর আমরা এখানে থাকি ব'লে আমাদেরই ওপর দোষ পড়ে ! গত সপ্তাহেও ঠিকেদারবাবু আমাদের চোর ব'লে গালাগালি করেছেন !"

"এ কি [illegible] বাগানের কলা নাকি? বললেই হ'ল!"

কে তাদের প্রতিবাদ শুনছে! মিস্ত্রীরা কানেও তোলে না এ কথা। পালাতে পারে পিলেরা; কিন্তু তা' হ'লে দোষ প্রমাণ হ'য়ে যাবে। তা' ছাড়া, সুরকিকোটা বুড়ি ভিখুয়ার মা আর ভখুরণ মিস্ত্রী সকলকেই চেনে; পালিয়ে লাভ নেই। ছেলেরা সকলে চুপ ক'রে আছে; কারণ সকলেই জানে যে, যা' করবার তা' তুলসীই করবে। কলা চুরি নিয়ে একটা হইচই না হয় এ সম্বন্ধে পিলেরই স্বার্থ সবচেয়ে বেশি। আর কারও বাড়িতে শাসনের বালাই নেই। এদের মধ্যে তুলসী আর পিলেই হচ্ছে পাড়ার ছেলে। বাকি সকলে পড়ে "বাজারের ছেলে"র পর্যায়ে। তাদের নাকি ছিল "যত সব বাজারী অসভ্যতা"। তাই তাদের সঙ্গে পাড়ার বড়দের সম্মুখে, মেশা বারণ।

"কিছু বলিস না এদের তুলসী!" পিলে কাতর মিনতি জানায়।

"সে আর আমাকে ব'লে দিতে হবে না। তোকে নিয়েই তো যত ভাবনা! নইলে দিতাম ম্যাসা এক 'য়ুনিভার্সালি-এর বাড়ি ভখুরনটার মাথায়……"

তুলসীর কাছে সব সময় থাকে একটি রেলের চাবি, একখানি রুমালের সাইজের "ইউনিয়ন জ্যাক"-এর সঙ্গে বাঁধা। এই চাবিটির নাম তুলসীর ভাষায় "ইউনিভার্সাল"। রাজার অভিষেক উপলক্ষে প্রাইমারী স্কুলে যে সারি সারি নিশান টাঙানো হয়েছিল, তারই একখানা নিয়ে সে রুমাল করেছে।

পিলেকে নিয়েই ভাবনা; নইলে তুলসী ক'রবে এদের ভয়! সে ব'লে "হাওয়াগাড়ি" সিগারেটের ধোঁয়া নাক দিয়ে বার করেছিল একদিন! হাতের কাছে এত ইঁট,……আচ্ছা মারামারির কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল…… যা চমৎকার হিন্দি বলে, হিন্দুস্থানী গালাগালি দিয়ে এখনই এদের ভূত ছাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু সে হুকুম করল ভখুরন মিস্ত্রীকে।

"নে! তাকাচ্ছিস্ কি ড্যাব ড্যাব ক'রে! তুলে নে কলার কাঁদিটা! চল্ কোথায় যেতে হ'বে!"

চুরি করলে কি হয়। বাবুভাইয়াদের বাড়ির ছেলে; হুকুম করতেই পারে। ভখুরন মিস্ত্রী কলার কাঁদিটা হাতে ক'রে নেয়। সে-ই চলে সবচেয়ে আগে

আগে। ইঁটের বোঝা মাথায় বীরের দলের সঙ্গে, বন্দীদের মিছিল গিয়ে ঢোকে ঠিকেদারবাবুর বাড়ির উঠনে।

"মাইজী কোথায়!"

বামাল চোর ধরতে পারলে বোবার মুখেও কথা ফোটে। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে ভখুরন মিস্ত্রী। মাইজী কুলোয় ক'রে কি যেন ঝাড়ছিলেন ভাঁড়ার ঘরে। বেরিয়ে এলেন। কালাপেড়ে আধময়লা শাড়ি পরনে।

"দাঁড়া, আজ তোদের মজা বার করছি!......বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান। এবার পড়েছ বামুনের ব্যাটারা দেখনঠাকরুণের পাল্লায়! চেন না তো আমাকে! এমনি দেখনঠাকরুণ কিছু বলে না তো বলে না; কিন্তু যখন বলে তখন একেবারে বুঝিয়ে ছাড়ে। ভদ্দর লোকের বাড়ির ছেলের এই কাজ! ছি ছি ছি ছি! আছে তো সব জিনিসেরই একটা...... !"

তুলসী আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না।

"এ কলায় আপনাদের বাড়ির নাম লেখা আছে নাকি?"

"তুই-ই বুঝি পালের গোদা? কলায় আবার নাম লেখা থাকে নাকি?"

"চলুন আপনাদের কলাবাগানে; কাঁদি মেপে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এ কলা আপনাদের বাগানের না।"

"ওরে আমার মেপে দেখানেওলা রে! সে গাছের থোড়ের কবে ছেঁচকি খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে; আজ এসেছেন গাছ মিলিয়ে দেখাতে!"

সকলেই বুঝতে পারছে যে, তুলসী এখানে জুত করতে পারছে না।

"আপনারা থোড়ছেঁচকি খেয়েছেন ব'লে কি আমরা চোর হ'য়ে যাব? আবদার!"

দেখনঠাকরুণ এ কথায় কান না দিয়ে 'বাজারের' ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন —"তোরা কে রে? চিনতে পারলাম না তো ঠিক। কি নাম বললি? মড়া? কি নামের ছিরি! 'বাজারের'? সেকরাদের বাড়ির ছেলে তোরা সব? তোরা আবার এ পাড়ায় এসে জুটেছিস কেন? পালা! চ'লে যা আমার সমুখ থেকে এখনই! নিয়ে যা তোদের এঁটো কলার কাঁদি! মিস্ত্রী! তোরা এখানে হাঁ ক'রে কি দেখছিস তখন থেকে! কাজে ফাঁকি দিতে পারলে হ'ল!"

ভখুরন মিস্ত্রীর দল লজ্জিত হ'য়ে ইঁদারাতলার কাজ করতে চ'লে যায়।

যাক্, ব্যাপারটা আজ তাহ'লে অল্পের ওপর দিয়ে গেল। পিলে আর তুলসীও "বাজারের" ছেলেদের পিছনে পিছনে দরজার দিকে যাচ্ছে।

"বামুনের ব্যাটাদের যেতে বলেছে কে? বড় যে গুটি গুটি এগনো হচ্ছে!"

তুলসীকে আর ঠেকানো গেল না। সে রুখে দাঁড়িয়েছে।

"বাপ তুলে কথা বলবেন না বলছি! আমাদের বলতে এসেছেন বামুনের ব্যাটা! আপনারা কি? জানি না ভেবেছেন? সদ্‌গোপ হয়েও ভোজকাজের সময় নিজেদের কায়স্থ ব'লে চালান সে খবর আমরা রাখি না ভেবেছেন? সদ্‌গোপরা তো ভাল লোক। আমি আপনাকে বলি বদ্‌গোপ। বুঝেছেন—বদ্‌গোপ!"

এত খবরও রাখে তুলসী। বাংলার বাইরে মানুষ তা'রা। এখানে সে বয়সে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যে বামুন নয় তাকেই কায়স্থ বলে ধরা হ'ত। অপরের এঁটো পেয়ারা খাবার সময়, এই জাতিবিভাগের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হ'ত। বামুনের ছেলেরই এই ব্যবস্থায় লোকসান। সুতরাং বামুনের ছেলে হ'য়ে জন্মানোর জন্যে নিজেকে ধিক্‌কার না দিয়ে উপায় ছিল না।

এতক্ষণ একটা হাসির বিজলী ঝিলিক মারছিল দেখনঠাকরুণের চোখে। বদ্‌গোপ! এইবার সত্যি হেসে ফেলেছেন তিনি। সে হাসি আর থামতে চায় না। তুলসীর মুখ দেখে বোঝা যায় যে, সে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।

"বেশ কথা বলতে শিখেছিস তো। দাঁড়া, তোকে আমি পিটোই।"

হাসতে হাসতে তিনি এগিয়ে এসে তুলসীর মাথাটি নিজের দিকে টেনে নিলেন। কনুই-এর উপরের নরম জায়গাটিতে তাঁর চারটি আঙুল চেপে বসেছে······বুড়ো আঙুলটি দেখা যাচ্ছে না। ফাঁক করা ঠোঁট দু'টির মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছেন; আর তারই মধ্যে দিয়ে একটা অর্থহীন স্বর বেরুচ্ছে—হি-ই-ই-ই-ই···।

এই হচ্ছে দেখনঠাকরুণের আদরের নিজস্ব রূপ। পরে এ জিনিস পিলে বহুবার দেখেছে। ছোটবেলা থেকে রোগে ভুগতো ব'লেই বোধ হয়, একটু দূর

থেকে পরিবেশের খুঁটিনাটিগুলো দেখবার, মনে রাখবার ও তা' নিয়ে ভাবর কাটবার একটা সহজ ক্ষমতা জন্মে গিয়েছিল পিলের।

"তোর গা-টা তো খুব মোলায়েম রে।"

তুলসীর গা যে খুব মোলায়েম, তা পিলে এর আগে জানতো না। দেখন-ঠাকরুণের কথায় এখন লক্ষ্য ক'রে দেখে। সত্যিই তো! বেশ তেলা তেলা। নতুন জুতোর মত। এইজন্তেই কি তুলসীকে ছারপোকা কামড়ায় না? একদিন একখান চেয়ারে অনেকক্ষণ ব'সে দেখিয়ে দিয়েছিল। আর কেউ পারেনি। সেদিন সবাই ঠিক করেছিল যে, তুলসীর রক্ত তেতো। দূর! তা' কেন হ'তে যাবে! তেতো ওষুধ খেল পিলে; আর রক্ত তেতো হয়ে যাবে তুলসীর? এতদিনে পিলে বুঝেছে ব্যাপারটা। তেলা গা ব'লে ছারপোকার কামড় পিছলে যায়। নিজের গায়ের চামড়াও পিলে একবার দেখে নিল আড়চোখে। তুলসীর মত নয়;—অন্ত রকম। তবু যদি দেখনঠাকরুণ বলেন যে, তার গা-টাও বেশ মোলায়েম, তা' হলে খুব ভাল লাগবে তা'র। জিজ্ঞাসা করবে নাকি—"আর আমার গা-টা?" ধেৎ! তা' কি জিজ্ঞাসা করা যায়! পিসিমা টিসিমা হ'লেও না হয় হ'ত।

তুলসী জোর ক'রে মাথাটা ছাড়িয়ে নেয়; পিলের সমুখে বোধ হয় লজ্জা লজ্জা করছিল। ঠোঁটের কোণের নির্গতপ্রায় লালা টেনে নিয়ে দেখনঠাকরুণ ঢোক গিললেন।

"আচ্ছা, আপাতত ঐ বালতির জলে পা ধুয়ে আসুন বামুনঠাকুর। বামুন-ঠাকুর তো আমার বামুনঠাকুরই।" তারপর পিলেকে বললেন, "ওরে, ও সংক্রান্তির বামুন! তোকেও কি আপনি বলতে হবে নাকি রে? কি, কথা বলছিস না যে বড়? হাসি বেরিয়েছে দেখি এতক্ষণে মুখে। যা হাত-পা ধুয়ে আয়! ছিষ্টি সাত মুল্লুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐ পা না ধুয়ে আমি ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় উঠতে দিই! আমি বরঞ্চ দেখি ভাঁড়ার ঘরে কিছু আছে টাছে নাকি। লেজওয়ালা বামুনঠাকুরের কলা খাওয়া বন্ধ করেছি আজ......"

"দেখুন, বার বার বামুনঠাকুর বামুনঠাকুর ব'লে ঠাট্টা করবেন না বলছি!"

"কি বলবো আপনাকে তাহ'লে ব'লে দেন দয়া ক'রে। বামুনের ব্যাটা বলবো না, বামুনঠাকুর বলবো না, তবে কি বদ্‌বামুন বলবো ?"

আবার সেই হাসি। দেখনঠাকরুণের হাসি যত বাড়ে তত তুলসীর চোখ ছলছল করে।

"ওকি! রেকাবের ওপর মুখ গুঁজে ব'সে রইলি! খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। ছাখ্‌ তো বেলা প'ড়ে এলো। আমার কি আজ খাওয়া-দাওয়া নেই নাকি? তোকে আবার ছুঁয়ে ফেললাম—কাপড় ছাড়তে হবে। তুই চটিস, কিন্তু তোকে কি ব'লে যে ডাকি সে-ই হয়েছে মুশকিল। তোর নাম যে আমার শ্বশুরেরও নাম। তাই জন্তেই যে আমি ঠাকুরদেবতার গন্ধপাতার নাম নিতে পারি না। আচ্ছা, তোকে গন্ধপাতা ব'লেই ডাকবো এবার থেকে। আর যদি গন্ধবামুন বলি, তাহ'লে? তাহ'লে কেমন হয়? আবার হাসি হচ্ছে! হাসি! ছাখ্‌তো হাসলে পরে কি সুন্দর দেখতে লাগে। তা' নয়, রেগে হুম্-ম্-ম্! যা' দু'চক্ষে দেখতে পারি না!"

এরপর তুলসীর হাবভাব সহজ হ'য়ে আসতে আর দেরি হয় না। পিলে এই ফাঁকে কাজের কথা পাড়ে।

"কলার কাঁদির কথাটা যেন আমাদের বাড়িতে ব'লে দেবেন না। সত্যি বলছি, ওটা আপনাদের বাগানের নয়। ও আমাদের নিজেদের বাগানের। আমাদের বাগান থেকে এক রাতে কেটে নিয়ে গিয়েছিল তুলসী আর "বাজারের" ছেলেরা। আজ আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল সেই কলা খাওয়ার।"

"ও রে! নিজেদের বাগানের কলা চুরি করেছিস?" হাসতে হাসতে আবার তার দম বন্ধ হ'য়ে আসে। তুলসীর মুখে ততক্ষণে বেশ কথা ফুটেছে। মুখ ধুতে ধুতে বিজ্ঞের মত বলে, "উঠনের ভিতর আবার কামিনী ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে দেখছি!"

"কেন, কামিনী গাছ লাগালে কি হয়?"

"বৃষ্টির পর কামিনী ফুল থেকে পায়খানার গন্ধ বেরোয়।"

"সব শিয়ালের এক রা! আমি এনে শখ ক'রে লাগিয়েছি। বাড়ির মানুষ বলেন, সাপখোপ আসে। গন্ধপাতা বলছে পায়খানার গন্ধ। আর তুই-ই বা

বাকি থাকিস কেন ? তুইও একটা কিছু বল। ওল কচু মান, তিনই সমান। এ হয়েছে তাই। যার পায়খানার গন্ধ লাগে সে যেন নাক-মুখ বন্ধ করে থাকে।"

পিলে নার্ভাস হ'য়ে পড়ে। আবার তুলসীটা চটালো বুঝি দেখন-ঠাকরুণকে! কি দরকার ছিল এত কাণ্ডের পর আবার কামিনী গাছের কথা তোলার। না না, ওঁর মুখখানাতো চটা চটা মনে হচ্ছে না। হাসি হাসি ভাব যেন!......

"এইবার আমার খাওয়া। আমার খাওয়া দেখবি নাকি রে তোরা ?"

"ধ্যেৎ!"

পিলেরা তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

"আচ্ছা, আবার আসিস। কলার কথা কাউকে ব'লব না। গন্ধপাতা, তুই শুনেছি গান গাইতে জানিস। একদিন শোনাতে হবে কিন্তু।"

"আচ্ছা।"

বাড়ি থেকে সলজ্জ হাসিমুখে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই পিলে বলে, "ভারি ফাইন কথা বলেন উনি, না রে ?"

"একেবারে হাসিয়ে হাসিয়ে মারেন, মাইরি! ওল কচু মান,......শুনলি না ? গন্ধপাতা ? গন্ধবামুন ? এমন সুন্দর ক'রে কথা কেউ বলতে পারে না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে—'আমার খাওয়া দেখবি নাকি রে'—তাহ'লে তাকে ফাইন লাগে—না রে ?"

"হ্যাঁ। আর কলার কথা কাউকে বলবেন না। উনি ভয়ঙ্কর আমাদের সাইডে, না রে ?"

"ওঁর গায়ে কেমন যেন একটা হিং হিং গন্ধ না রে ?"

পিলে জবাব দেয় না। নিজেকে একটু যেন ছোট ছোট মনে হচ্ছে তার। সে তো জানে না গন্ধটা কেমন। তাকে তো উনি অমন ক'রে কাছে টেনে নেননি—তুলসীর মত। বাবার তেল মাখবার কাপড়ের মত কোন গন্ধ হয়ত তুলসী পেয়ে থাকবে। উনি তুলসীকে কাঁদিয়ে ছাড়লেন, কথায় হারিয়ে দিলেন, নতুন নাম দিলেন;—তবু সে চটলো না তো ওঁর ওপর। অমন মিষ্টি যাঁর

কথা, তাঁর ওপর কি চটে থাকা যায়?……পিলের সবচেয়ে ভাল লেগেছে আপাতত, আর বরফ শব্দ দু'টি। বাংলার বাইরে তাদের জন্ম। এখানকার কারও মুখে এসব কথা শোনেনি। দেখনঠাকরুণের কথার সুরই আলাদা, ধরনই আলাদা; এখানকার সঙ্গে মেলে না।……খুব ভাল লাগে মাইরি! যে তুলসী রাজ্যের লোকের নামকরণ ক'রে বেড়ায়, তাকে নতুন নাম দিয়ে দিলেন উনি! দেখনঠাকরুণ কি যে-সে লোক! তার ওপর ভয়ঙ্কর আমাদের "সাইড"-এ; না রে?……

এই দেখনঠাকরুণই পিলেদের নতুন-দিদিমা। তিনি ছিলেন ঠিকেদার-বাবুর বোধ হয় তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। 'বোধ হয়' এইজন্যে বলা হচ্ছে যে, পাড়ায় এ বিষয়ে দুই রকমের কথা শোনা যেত। পাড়ার সবজান্তার দল বলতো যে, ঠিকেদারবাবু প্রথম জীবনে রেলে পয়েন্টস্‌ম্যান-এর কাজ করতেন। দর্শনা ইস্টিশানে ছিলেন। সেকালের বিখ্যাত দর্শনা রেল দুর্ঘটনা সেই সময়েই ঘটে। দায়িত্ব ও ক্রুটি তাঁরই, একথা বুঝতে পেরে গাড়ু হাতে সেই যে পালিয়েছিলেন, আর ওমুখো হননি। এখানে এসে নাম বদলে নতুন ক'রে জীবন গড়া। আগেকার বউ-এর খোঁজও নাকি আর কখনও নেননি। ঠিকেদারবাবুর বন্ধুরা কিন্তু এসব কথা আগাগোড়া অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে ঠিকেদারবাবু এখানে এসে যে বিয়ে করেছিলেন, সেই তাঁর প্রথম বিয়ে। তাঁরা একথা বলতেন বটে; কিন্তু মনে একটা খট্‌কা লেগে থাকতো এই কারণে যে, ঠিকেদার-বাবুর দেশের কোনও আত্মীয়স্বজনের কথা কেউ কোনদিন তাঁর মুখে শোনেনি; এখানে কেউ কোনদিন আসেননি। সাত কুলে কেউ নেই এমন লোক কি হয় পৃথিবীতে? যাক্ গে! এখানে এসে যাঁকে বিয়ে করেন, সে ভাগ্যবতী বছর পনর স্বামীর ঘর ক'রে ছেলেমেয়ে রেখে, স্বামীর কোলে মাথা দিয়ে স্বর্গে যান। পিসিমার কাছে সেদিনকার গল্প শুনেছে পিলে।……"হাসপাতালে সেদিন মেরামতের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন ঠিকেদারবাবু। মেম লেডীডাক্তার তাঁর গিন্নীকে দেখে হাসপাতালে ফিরে গিয়ে তাঁকে খুব বকেছে। শুনে ভদ্রলোক হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলেন। এসেই বসলেন পরিবারের মাথা কোলে নিয়ে। কিন্তু তখন আর তার কোন সাড় নেই। আগেই বোধ হয় সব শেষ হ'য়ে

গিয়েছিল। তারপর ঠিকেদারবাবুর কি ইংরিজীতে কান্না! বুক চাপড়ে মরে! ইংরিজীতে কি সব যেন বলে, আর চোখের জলে বুক ভাসায়।......"

তখন এখানে সবচেয়ে নামডাক হরগোপাল উকিলের—ঐ যে যাঁর বাড়ির গেটে ইংরাজীতে "রায়বাহাদুর কটেজ" লেখা। একটা নামের মিলের সূত্রে তিনি ঠিকেদারবাবুকে ডাকতেন "শ্বশুর" ব'লে। ঠিকেদারবাবু তাঁকে বলতেন "জামাই"। তাইজন্যে ঠিকেদারবাবুর স্ত্রীকে রায়বাহাদুরের ছেলেমেয়েরা দিদিমা বলতো। এর থেকেই তিনি পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের দিদিমা হ'য়ে যান। ইনি স্বর্গে যাবার মাস-খানেক পর যে নতুন বউ এ বাড়িতে তাঁর জায়গা নিলেন, তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে নাম পেয়ে গেলেন নতুন-দিদিমা। ঠিকেদারবাবু ছিলেন ভারিক্কী লোক। তবু তাঁকে বন্ধুবান্ধবেরা ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে আবার বিয়ে করতে বারণ করেছিলেন......"তা কি ঠেকানো যায়? বউ মরার ধাত কিনা ওঁর; তাই একদিন মধু নাপিতকে দিয়ে পায়রা কাটিয়ে, চ'লে গেলেন বিয়ে করতে।" পিসিমাকে আরও জেরা করলে জানা যায় যে, মন্ত্রপূত পায়রাটি নতুন বউ-এর প্রতীক। সেটাকে মেরে ফেলতে পারলে নতুন বউ-এর মরবার সম্ভাবনা থাকে না। সেই জন্যেই না নতুন-দিদিমা বউ-মরা-ধাতের স্বামীর পরিবার হ'য়েও টিকে গেলেন এতকাল।......

স্থানীয় সমাজে ঠিকেদারবাবুর বেশ প্রতিপত্তি ছিল—কতকটা তাঁর রাশভারী স্বভাবের জন্যে, আর বেশীটা তাঁর পয়সার জোরে। কখনও তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নেয়নি এমন লোক পাড়ায় ছিল না। রায়বাহাদুরকে পর্যন্ত তাঁর কাছে হাত পাততে হ'ত কখন কখন। তৃতীয় পক্ষের বিয়ে নিয়ে এমন লোকের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাবার সাহস, তাই এখানকার কারও ছিল না। ঐ পুঁচকে নোলকপরা মেয়েটিকে ঠিকেদারবাবুর স্ত্রী ব'লে মানতে আমরা বাধ্য, কিন্তু তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে রাজী নই—এই দাঁড়িয়ে গেল পুরুষ মানুষদের মনোভাব। পাড়ার গিন্নীবান্নীরা ভাবলেন অন্য লাইনে। আক্রোশ নয়, অপছন্দও ঠিক বলা চলে না, অথচ এক ধরনের মানসিক বিরোধ ছিল নতুন বউটির বিরুদ্ধে। আগের বউ আপন ছিল, কাজেই ইনি পর। তার ছেলে, তার মেয়ে, তারই নিজে হাতে

গ'ড়ে তোলা সংসারের উপ্‌ছে-পড়া লক্ষীশ্রীর মধ্যে কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে বসলো! "যে ছেলেমেয়ে দু'টোকে ফেলে রেখে সে বউ স্বর্গে গেল, সে দু'টোর ওপরও তো দশের একটা কর্তব্য আছে! আছে বললেই আছে! নেই বললেই নেই! সব জিনিসই কি অমনি ক'রে উড়িয়ে দিলে চলে!" সেইজন্যে নতুন বউকে আপন না ভাবা, ছেলেমেয়ে দু'টির ওপর পাড়াপড়শীর কর্তব্যের একটা অঙ্গ ব'লে মনে হয়েছিল তাঁদের।

আর নতুন মাকে আপনার লোক ব'লে নিতে পারেনি ঠিকেদারবাবুর বড় ছেলে তারা।

এ সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রামাণিক খবর পাওয়া যায় নতুন-দিদিমার নিজের এখানকার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা থেকে। সে কথা তিনি আজও ভোলেন নি।

"মা-বাপে যে গলায় দড়ি বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে তা' বোঝবার কি তখন বয়স হয়েছে! আগেকার ছেলেপিলে আছে শুনেছি, কিন্তু ক'টি ছেলে, ক'টি মেয়ে সে-সব জানতামও না, জানতেও চাইনি। কি-ই বা তখন বুঝি! 'এ-বাড়ির-মানুষ'কে দেখে তখন ভয়ে মরি—অত বড় মানুষটা, অত বড় বড় গোঁফ! এদের সংসারে এসে তো ঢুকলাম। সংসার তো আমার সংসারই! ঢুকতেই 'এ-বাড়ির-মানুষ' তারা আর গুটলিকে আমার কাছে এনে বললেন— 'এরা যেন কোনদিন বুঝতে না পারে যে, এদের মা নেই।' প্রথম কথাই হ'ল এই! দেখ একবার? ভাল ভাবে বুঝবার বয়স না হোক, এতো জেনেই এসেছি। এ হুকুম দেবার দরকার ছিল না। কিন্তু সে কথা বলতে পারিনি তখন অত বড় মানুষটাকে। যত কম বয়সই হ'ক না কেন আমার, মনে মনে আগে থেকে ঠিক করে নিয়েছিলাম যে, তুল্যের তুল্য করে দিতে হ'বে এই ছেলেমেয়েদের; দিয়ে দিয়ে, দিয়ে দিয়ে একেবারে নিজের ক'রে নিতে হ'বে। যাতে কেউ কোনদিন একটুও ত্রুটি ধরতে না পারে আমার। দেখি, আর ভাবি, যে সে বয়সে আজকালকার মেয়েরা সামলে শাড়িখানা পর্যন্ত পরতে পারে না।.........ঐ দেখ না! হাজার দিন বারণ করেছি না!........."

মুখের ভঙ্গী আর চোখের ইশারায় ক্লক আর ইজারপরা রায়বাহাদুরের নাতনীকে বকুনি দিতেই সে অপ্রস্তুত হ'য়ে ফাঁক-করা হাঁটু দু'টিকে এক ক'রে ব'সলো।

"সুরকিকোটা বুড়ী ভিখুয়ার মার কাছ থেকে তো গুটলিকে টেনে কোলে নিলাম! তারাটা আসতেই চায় না কাছে। কত বলি। গোঁজ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বাপে বললো 'প্রণাম কর মাকে!' বাপের ভয়ে জুজু। টিপ ক'রে সমুখের ঘটিটার কাছে মাথা ঠেকাল। আমি ভাবি ছেলের লজ্জা হয়েছে বুঝি, বড় ছেলে তো। হাঁ, তার বয়স তখন বছর দশেক হবে। বাপ চ'লে যেতেই, ছেলের লজ্জা ভাঙানোর জন্তে আমি হেসে জিজ্ঞাসা করি, 'হ্যাঁরে, ঘটিকে প্রণাম করলি নাকি?' তারা বললে, 'মাও যা ঘটিও তাই।' শোনো একবার জবাব! পোড়াকপাল অমন মায়ের! কেঁদে মরি; সেই প্রথম দিন থেকেই। পাড়ার লোকে বিষ ক'রে দিয়েছে ওর মন আমার বিরুদ্ধে। কেনরে বাপু, আমি কি করলাম। তোর বাবা ক'রে এনেছে বিয়ে! মন খারাপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ভিখুয়ার মা আমার কাছে এসে বলে, 'এই নাও মাইজী লেবু। তোমাদেরই বাগানের। তেতেপুড়ে এসেছ; একটু জলে দিয়ে খেয়ে নাও। তারপর এ সব তো আছেই সারা জীবন ধ'রে। এ কথাটুকু বলারও কোন লোক নেই এ বাড়িতে! যেমন বরাত নিয়ে এসেছ!' সেদিন ভিখুয়ার মাকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদেছিলাম। কি ভাবলো কি জানি! যত আমি কাঁদি, তত সে কাঁদে, তত কাঁদে গুটলি। ছেলেমানুষ তো গুটলি তখন! তারপর গুটিগুটি একজন দুজন ক'রে উঠনে ঢুকলেন পাড়ার মেয়েরা, তারার মায়ের গুণের বিন্যাস করতে। না, মিছে বলবো না; তখন কি-ই বা বুঝি, কি-ই বা জানি; রায় বাহাদুরের গিন্নী সে সময় দিনকয়েক খুব উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে আমার দেখাশোনা করেছিল। রোজ খোঁপা বেঁধে দিয়ে যেত। যার কাছ থেকে যেটুকু পেয়েছি, তা' স্বীকার করবো না কেন। তার কাছেই তো প্রথম শিখলাম সেইবার যে, এখানে জরকাটিকে 'থার্মাম্টার' বলে।"

কান্নার মধ্যে দিয়ে এখানকার সংসারে ঢুকলে কি হয়, তিনি মানুষটি ছিলেন

হাসির। না হেসে কথা বলতে পারেন না। যেমন পারতেন হাসতে, তেমনি পারতেন কথা ব'লে হাসাতে। হাসিখুশি, গান রঙ্গতামাশার আবহ তয়ের হ'য়ে যেত তাঁকে ঘিরে, যেখানে তিনি বসতেন সেখানেই। চেষ্টা ক'রে গান তিনি কোনদিনই শেখেননি; ঐ শুনে শুনেই যা। আর গান গাইবার সুযোগও মেয়েমানুষের ঘটত ভারি সেকালে! তবে তিনি সুরপাগল লোক ছিলেন। পাড়ায় তখন ঠিকেদারবাবুর বাড়ি ছাড়া আর কোনও বাড়িতে গ্রামোফোন ছিল না। পাড়ার লোকে দিনের পর দিন 'ধিনতা ধিনা পাকা নোনা' গানের রেকর্ডখানি বাজাতে শুনে তিক্তবিরক্ত হ'য়ে উঠতো; কিন্তু নতুন-দিদিমার ক্লান্তি আসতো না কোনদিন। রামলীলা, থিয়েটার, হিন্দুস্থানীদের 'ঝুগীরা'র গান, ধাঙড়দের 'কর্মাধর্মা'র নাচগান, মোহরমের লাঠিখেলা, 'ছটপরবের পিদিম ভাসানো', রাজা সিংহাসনে বসবার মিছিল, বাড়ির উঠনে মেয়েদের চড়ুই-ভাতি, সব জিনিসে ছিল তাঁর সমান উৎসাহ। পাড়ার গিন্নীবান্নীদের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি চেষ্টা করতেন ভারিক্কি হবার; কিন্তু যার চোখ আছে সে-ই বুঝত যে এ শুধু তাঁর বুঝে-সুঝে চলবার প্রয়াস। তাই থসথসে বুড়িরা দু'জন একত্র হ'লেই একবার অবাক হ'য়ে নিতেন—'কি হুজুগেই নাচতে পারে ঠিকেদারের নতুন-বউ!' এই কথার পিছনে বোধ হয় উহ্য থাকত—'অনেক খোয়ার আছে ঠিকেদারের কপালে…যেমন গিয়েছিল…!'

পাড়ার ছেলেমেয়েরা কিন্তু নতুন-দিদিমাকে ভালবেসেছিল প্রথম থেকেই। তাদের কাছে তিনি হ'য়ে যেতেন বয়সের চেয়েও ছোট। এ তাঁকে চেষ্টা ক'রে হ'তে হ'ত না, কারণ এই হচ্ছেন আসল নতুন-দিদিমা। বাড়ির উঠনে এক্কাদোক্কা খেলা থেকেই এ জিনিসের আরম্ভ। তারার মনের নাগাল তিনি পাননি। তাই বোধ হয় গুটলিকে বেশি ক'রে কাছে টানতে চেয়েছিলেন, এই সব ক'রে। 'বাড়ির-মানুষ' সাধারণত সন্ধ্যার আগে বাড়ি আসতেন না। সন্ধ্যার পর থেকে আরম্ভ হ'য়ে যেত হিসাবনিকাশ, মিস্ত্রী-মজুরদের মজুরি দেওয়া, জিনিসপত্র গুণে-গেঁথে তোলানো—আরও অনেক রকম আনুষঙ্গিক কাজ। প্রথমে যেদিন হঠাৎ অসময়ে বাড়ি ঢুকতে গিয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নতুন-বউকে এক্কাদোক্কা খেলতে দেখেন, তখন কেশে তাকে সময় দিয়েছিলেন সামলে নেবার

জন্তে। নতুন-বউ অপ্রস্তুত হ'য়ে মাথার কাপড় টেনে দিয়েছিলেন। ছেলে-পিলেরা মুহূর্তের জন্তে থমকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল;—অন্তায় করতে গিয়ে যেন ধরা পড়েছে সকলে। 'বাড়ির-মাহুষ' মুহূর্তের জন্তে কি ভাবলেন তিনিই জানেন।

'তোরা সব খেলা বন্ধ করলি কেন? কি গো খুদে চাটুজ্যে, দিদির কোলে চড়ে খেলতে আসা হয়েছে। অত ক'রে চুষলে বুড়ো আঙুলটা আর থাকবে না।'

বারান্দার উপর তারার বন্ধুরা ফুটবল পাম্প করছিল। ইনফ্লাটারটি তারার। সে নিজের অধিকার সম্বন্ধে খুব সজাগ। তাই এখানে এসেই বল পাম্প করতে হয় বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেদের। ঠিকেদারবাবুকে দেখেই ছেলেরা স্বাভাবিক বুদ্ধিতে ইনফ্লাটারটা লুকিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত বসেছিল। বারান্দার উপর দিয়ে ঘরে ঢুকবার সময়, তিনি তারাদের দলের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে গেলেন 'সব একেবারে সাধুঃ সাধুঃ সাধবঃ।' ঠিকেদারবাবু আজ অন্ত মানুষ! তারার বাবার আজ হ'ল কি? ভয়ে যাঁর কাছে কোনদিন সরস্বতীপুজোর চাঁদা পর্যন্ত চাইতে যাওয়া হয় না, তিনি তাহ'লে হাসিমস্করাও জানেন! একটা সংক্রামক হাসির গুঞ্জনে সারা উঠন মুখর হয়ে উঠে।

ঠিকেদারবাবু যেন হঠাৎ উপলব্ধি করলেন তাঁদের দুজনের বয়সের তফাতটা। তেত্রিশ বছরের পার্থক্য দুজনের বয়সে! তাঁর চোখ দিয়ে কি নতুন-বৌকে এই জগতটা দেখাতে বাধ্য করা ঠিক হবে? নিজের মনের মধ্যে সংস্কারের বিরোধটুকুকে দূর করে দিতে চেয়েছিলেন হালকা হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে। এই ছাড়পত্র দেবার মধ্যে অন্ত কোনও হিসাব ছিল না। তরুণী ভার্যার প্রতি স্বাভাবিক দুর্বলতাজনিত আচরণও এ নয়। হঠাত বুঝবার ঝলকে চোখে ফুটে উঠেছিল একটা নিবিড় কোমলতা যা নতুন-বউ-এর নজর এড়ায়নি।...বাপের বাড়িতে একবার একটা ছাগলছানার পায়ের উপর দিয়ে গরুর গাড়ি চলে গিয়েছিল। তাই দেখে বাবা তালুতে জিভ ঠেকিয়ে, দুবার যখন চিক্ চিক্ শব্দ করেছিলেন, তখন তাঁর চোখের

ভাব ঠিক এইরকমই হয়ে গিয়েছিল না? 'বেচারী!' বলবার সময়ের মুখের ভাব? কিন্তু সব জিনিসের খারাপ দিকটা ভাবা কি ভাল?...না না! এ দৃষ্টি হচ্ছে তাঁর আসল অধিকারের স্বীকৃতি। কেবল এই নতুন সংসারে নয়, ঐ মনেও তাহ'লে তাঁর জায়গা আছে! কর্তব্য আর নিয়মের গভীরেও তাহ'লে তাঁর স্থান আছে। একজনের চাউনির মধ্যে দিয়ে তিনি একটা নতুন মন দেখতে পেয়েছেন...।

ভুল হ'ক, ঠিক হ'ক, তখন এইরকমই ভাবতে ভাল লেগেছিল। মন উন্মুখ থাকলে, অপরের চোখের আয়নায় নিজের আকাঙ্ক্ষার ছায়া দেখতে পাওয়া যায়, এ বুঝবার বয়স তখনও নতুন-দিদিমার হয়নি।

পরে বুঝেছিলেন। স্বপ্ন কখনও ধোপে টেঁকে? ছোটদের সঙ্গে মিশবার ছাড়পত্রই ছিল তাঁর অধিকারের দৌড়। পরের জীবনে অন্তরঙ্গদের কাছে বলেছেন—

'আমাদের আবার বিয়ে! বিয়ে না ছাই! ছেলেপিলে তো কুকুর বিড়ালেরও হয়। বাপের বাড়ি থেকে আসবার আগে সবাই ঠাট্টা করে বলেছিল—বুড়োকে খুব নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবি! ও কেবল শুনতে! একদিন এ বাড়ির-মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পেরেছি? সে সাহসই ছিল না অত বড় লোকটার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করে মরি। কি বলতে কি বলে ফেলব। তার সংসার; তারই সব; বাজার খরচ চাইতে হবে চোরের মত। আমার কি আর অন্য দশজনের মত? বিয়ে করে কেন এসব লোকে? একটাকে ধরে এনে রাখলেই পারত। 'তুমি' বলতে পেরেছি কোনদিন। চিরকাল 'আপনি'। তারপর শেষের দিকে—এই ইদানিং—'আপনি' বলতে গেলেই জানাশোনা অন্য দশজনের ডাকবার ধরনের সঙ্গে নিজেরটার তুলনা এসে যেত মনে। তখন আরম্ভ করলাম—'আপনি'-ও না, 'তুমি'-ও না—ঐ একরকম শাটেশোটে। নিজের মা-বাবাকেই আপনি বললাম না কোনদিন। বাড়ির-মানুষ কি তার চেয়েও বড়? 'আপনি' বলবার সময় মনে হ'ত অন্য মেয়েরা আবার শুনলে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করবে। 'আপনি' বললে কেমন পুরুতমশাই পুরুত-

মশাই, গুরুঠাকুর গুরুঠাকুর লাগে না? করবো কি বলো, আমার কি অন্য দশজনের মত? লোকে আসল বয়সের চেয়ে নিজেকে ছোট দেখানর চেষ্টা করে; বুড়োরা পাকা চুলে কলপ দেয়; রায়বাহাদুরের গিন্নীর বয়স দেখবে পঁয়তাল্লিশে আটকে গিয়েছে; আর বাড়ে না; অথচ তাঁর ছেলের বয়স পঁয়তাল্লিশ হয়ে গিয়েছে; ওঁর ছেলের বউকেই দেখ না—সাত ছেলের মা তবু রঙীন কাপড় পরবে। আমার কিন্তু ঠিক এর উলটো। নিজেকে বয়সের চেয়ে বড় দেখানর চেষ্টা করতে করতেই জীবন গেল। কেউ জিজ্ঞাসা করলে সব সময় বয়স বাড়িয়ে বলি। ঠাকুরের কাছে চিরকাল বলে এসেছি, হে ঠাকুর, আমার মাথার চুল পাকিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। পাড়ার কোন বড়সড় জামাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেই, কেবল ভাবি, ও কি আমার আসল বয়স বুঝতে পারছে। সেবার ট্রেনে একজন কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে তারা আমার ছেলে। কি ঘেন্না বল! খাটে চড়ে ছোট ছেলেরা বলে না যে আমি মায়ের চেয়েও বড়? আমার মনেরও সেই দশা।······আজকালকার মেয়েরা কেমন সবার সম্মুখে হেসে বরের সঙ্গে গল্প করে; না মাথায় কাপড়, না একটা কিছু। বেশ লাগে আমার। দিব্যি! খাসা! থাকত বেঁচে সে-মানুষ এখন, তাহ'লে আচ্ছা করে শোনাতাম। শেষের দিকে কখনওসখনও শোনাতে আরম্ভও করেছিলাম একটু আধটু। তখন হেসে বলত, 'সুরেন বাড়ুজ্যের মত লেকচার দেওয়া আরম্ভ করলে যে দেখি।' শেষের দিকে মানুষটা যেন একটু বদলাচ্ছিল। ঐ চেয়ারখানাতে ব'সে পা দুটোকে ঐ থামের গায়ে স্বগ্‌গে তুলে দিয়ে, ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক খাওয়া চলছে তো চলছেই। আর অনবরত সেখান থেকেই কেশে কেশে ফেলা হচ্ছে সারা উঠান ছিটিয়ে। উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ! তামাকখোর বুড়োদের নাড়ি হাঁটকানো কাশি শুনলেই আমার সারা গায়ের মধ্যে কেমন করে ওঠে! তা' আমি বলি যে একটা পিকদানি রাখলেই হয়। না, তা' নয়! যার যা রীত, না যায় কদাচিত! তবে হ্যাঁ, শেষের দিকে মানুষটা একটু নরম হয়ে আসছিল। কোনদিন একটা পয়সাও তো নাও বলে হাতে করে দেয়নি। শেষের দিকে সংসার থেকে বাঁচিয়ে দু-এক আনা নিলে কিছু বলত না। মজুর-মিস্ত্রী বিদায় করবার পর, রাতে বালিশের

নীচেইতো এনে রাখতো খুচরো টাকা পয়সা। তা'র থেকে দু'চার আনা নেবার জন্ত বকুনি খাইনি কোন দিন। যার কাছ থেকে যেটুকু পেয়েছি তা' বলব না কেন। নিলে, বুঝতে আবার পারত না! বুঝতো সব। এত লোক চরিয়ে যে খায়, সে আবার বোঝে না। মনে মনে সে-মানুষের সব জিনিসের হিসাব ছিল, কড়ায় ক্রান্তিতে। আর আমি নিজেই কত সময় বলে দিতাম পরে ঐ পয়সা নেওয়ার কথা। শুনে হাসত। বলত—জমিয়ে রাখ; পরে আমায় ধার দিতে হবে। আমি বলি, হ্যাঁ, একেবারে তালুকমুলুক কিনবার মত টাকার আণ্ডিল নিয়েছি কিনা।···তুইও যেমন। সে আর ক'টা টাকা! সেও, তারাই চুরি করে করে তার অর্ধেক শেষ করত। যেখানে লুকিয়ে রাখি, সব জানতে পারে ও ছেলে। কিন্তু কিছু কি বলবার জো ছিল তারাকে? অমনি হয়ত চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড় করবে। ও বাবা! পাড়ার লোকের কানে গেলে আমার রক্ষে আছে? আর বাড়ির-মানুষের কানে গেলে সে আবার আর এক বিপর্যয় কাণ্ড! তখনই খড়মপেটা করা হবে ছেলেকে। বল্! কি করেছিস বল্! কি কিনেছিস বল্! পারলে পরে গলায় আঙুল দিয়ে তখনই বুঝি বার করে! তারপর এ পালা শেষ হলে চলবে আমার উপর লেকচার,—তারার সঙ্গে না বনিয়ে চললে আমার ভবিষ্যতে অনেক খোয়ার আছে; নিজের কথা ভেবেই আমার উচিত তারাকে আপন করে নেওয়া; আরও কত কথা, কত কথা। নাও! হ'ল! এই ছিল সে-মানুষের ধরন! এসব আমার নখদর্পণে। তাই লুকিয়ে রাখা পয়সা কমলে মুখ বুঁজে হজম করে যেতাম। ও ছেলে নিয়েথুয়েও যা বাঁচত, সে পয়সা গয়লানি, মিস্ত্রীবৌ, ভিখুয়ার মা, এদের ধার দিতাম সুদে। এই এক টাকা, দু'টাকা করে জমিয়ে জমিয়ে শেষ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ টাকা করেছিলাম। সে টাকাও গেল তারারই গভ্যে। এই সেদিন। ঐ যেবার তারার বৌয়ের ছেলে হ'ল সেইবার। সে ছেলে কি হয়! সাঁড়াশি দিয়ে তো লেডী ডাক্তার ছেলে বার করলে। ভয়ে মরি; ফল, গাছ, দুই-ই বুঝি যায়! গুরুদেবের কৃপায় দুটি প্রাণী তো কোন রকমে রক্ষা পেল। দিনরাত ঐ আঁতুড় নিয়েই থাকি। তখন দেখি তারা বার বার মা ব'লে ডেকে কাছে আসে। প্রথমটায় অবাক হয়ে

যাই, হঠাৎ ছেলের এই ভক্তি উথলে উঠতে দেখে। তারপর ভাবি, হবেও বা; বউএর অসুখের সময় দেখেছে তো; দিন কোথা দিয়ে, রাত কোথা দিয়ে কেটেছে তার হিসাব ছিল না মায়ের। সে সব দেখেই বুঝি মন গলেছে! বিদঘুটে না হ'লে তো নজরে পড়ে না এ বাড়ির লোকেদের! এতদিন ধরে একটু একটু করে, চব্বিশ ঘন্টার দেওয়াটা কেউ তাকিয়ে দেখেনি; নজরে পড়েছে কেবল বিদঘুটে অসুখের সময়ের সেবাটুকু! রোজকার ভাত বেড়ে যে খেতে দেয়, সে হচ্ছে রাঁধুনির সামিল, আর যে একদিন লুচি, ঘিভাত রেঁধে বাবা-বাছা বলে খাওয়ায়, তাকে মনে হয় আপন। এই হ'ল জগতের রীত। তাই দেখিস না, আজকালকার ছেলেদের মায়ের চেয়ে শ্বাশুড়ী আপন? যাকগে মরুকগে! মন যে গলেছে ওর সেই ঢের। তারার মনের কেষ্টপক্ষ যে কোনদিন কাটবে তা আর ভাবিনি। আমি তখন আহ্লাদে ডগমগ। বলেই ফেললাম কথাটা গুটলিকে। সে ঠাট্টা করে বলে—'দেখি দেখি পা দুটো কোথায়, খাটের উপর তুলে বসেছে তো? গরবে আর মা'র পা পড়বে না মাটিতে'।...ঠাকুরকে প্রণাম করি, গুরুদেবকে প্রণাম করি। ও মা! দিনকয়েক যেতে না যেতেই একদিন তারা বলে—'মা তোমার টাকাগুলো দাও না। বড় একটা ঠিকে পেয়েছি; জজসাহেবের কুঠি-তয়েরের। রেলের রসিদ এসে পড়ে রয়েছে চুন-সিমেন্টের; ছাড়াতে পারছি না টাকার অভাবে।' আরও কি কি যেন ইনিয়ে-বিনিয়ে বলল, অনেকদিনের কথা হ'ল; অত ছাই মনেও থাকে না।

তাই বল! এরই জন্য মায়ের উপর এত ভক্তি! 'আমি টাকা পাব কোথা থেকে? টাকা তুই কোথায় দেখলি আমার?' সেকথা ছেলে কি শোনে। বলে, 'মা তুমি আমায় অবিশ্বাস ক'র না। এক বছরের মধ্যে ফেরত দেব সুদসুদ্ধ। ফাগুন মাসে গভর্ণমেন্টের বছর শেষ; তার আগেই। এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।'

ছাড়বে না কিছুতেই। পা তো আমার পা-ই। পা না ঘটির খুরো! সেই টাকা নিল বাক্স-পেঁটরা হাঁটকে, তবেগে নিশ্চিন্দি। তারপর কত ফাগুন এল গেল। সে টাকা আজও দিচ্ছে, কালও দিচ্ছে। এখন বলে—'তোমার

টাকা আবার কবে নিতে গেলাম আমি ?' শোন একবার কথা। আমার একটা একটা করে জমানো পয়সা রে! লোক-লৌকিকতা, সখ-সৌখিন, দেওয়া-থোয়া আছে তো সবই! লাগে তো একটা মানুষের বেঁচে থাকতে গেলে! যতই শাঁখা-সিঁদুর না থাকুক। দুটো দুটো খেতেই না হয় দিচ্ছিস। কার কথা কে শোনে! মা-ও যা, ঘটিও তাই। দোষ আর কাকে দেবো। সে টাকা দিয়ে যদি দুখান গয়না গড়িয়েও রাখতাম! কপাল! কপাল! নইলে বাড়ির-মানুষও তো আমাকে কিছু দিয়ে যেতে পারত। দেয়ও তো লোকে অমন। আমি সে কথা মুখ ফুটে তোমার কাছে বলতে যাব কোন্ ঘেন্নায় ? যার মন আছে সে নিজে থেকেই বোঝে। আমার জন্য কিছু ব্যবস্থা করে গেলে তারার কাছে ছোট হয়ে যাবে, পাড়ার লোকের চোখে ছোট হয়ে যাবে, তাই ভেবেই গেলে! এত যার ছেলের কাছে ছোট হয়ে যাবার ভয়, বিয়ে করবার সময় তার সে খেয়াল হয়নি ? আশ্চর্য এই ব্যাটাছেলের দল।

বুড়োবয়সে আবার বিয়ে করবার জন্য বড় ছেলের কাছে ঠিকেদারবাবুর যে একটা সঙ্কোচ ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। মা-মরা ছেলে-মেয়ের উপর মায়া-মমতা একটু বেশী থাকা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু এ ছিল অন্য জিনিস। নিজের মনের এই দোষী ভাবের কথা তিনি বাইরের লোকের কাছে জানতে দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। সেইজন্য কেউ তারার বিরুদ্ধে নালিশ করলে, শাস্তি দিতেন দরকারের চেয়েও বেশী। নইলে তারার কোন দোষ একলা তাঁর চোখে পড়লে, তিনি দেখেও দেখতেন না। নতুন-বউকে একখান গয়না গড়িয়ে দেবার কথা ভাবতে গেলেই প্রথমে মনে পড়ত, তারা আবার না জানি কি ভাববে। তাঁর মধ্যে সামান্য যা কিছু রসকষের অবশেষ ছিল, সেটুকুকেও বাড়িতে কখনও প্রকাশ করতেন না; ভয় হ'ত যে, নতুন স্ত্রী ও আগের পক্ষের ছেলেমেয়ের কাছে খেলো হয়ে যাবেন। এদের সত্যিকার মন তিনি আর কখনও পাবেন না, এ তিনি ধরে নিয়েছিলেন। তাই নিজের গাম্ভীর্যের আড়ালে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটা ভয় ও সমীহের সম্বন্ধ। একবার হালকা হলে নিজের দূরত্ব ও গুরুত্ব আর কোনদিন ফিরে পাওয়া যাবে না। খেলো তিনি হয়ে গিয়েছেন, বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত। তবে

একটা দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিপক্ষদের এটা প্রকাশের সুযোগ না দেওয়া উচিত। এ জিনিস আরম্ভ হতেই যা দেরি। একবার আরম্ভ হলে আর সামলানো যাবে না। তা ছাড়া দূরে দূরে রাখবার আর একটা লাভ, এতে সত্যটার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা কম; পরিবারের মধ্যে সব ঠিক আছে, এই ব'লে মনকে স্তোক দেওয়া চলে। ঠিকেদারবাবু ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন না—তাই এত কথা কখনও গুছিয়ে ভাবেন নি। আর খুব ভেবে-চিন্তে তিনি যে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতেন, তা-ও নয়। একজন সফল ঠিকাদারের সহজ লোকচরিত্রজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে যে অবস্থা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, এ হচ্ছে তারই বিশ্লেষণ। যে মোটা আটপৌরে চিন্তা তাঁর ভোঁতা মনকে সব সময় আশ্বস্ত রাখত, সেটা হচ্ছে যে—যতদিন পয়সা রোজগার করতে পারবে, ততদিন সবাই হচ্ছে কাদার তাল—সে স্ত্রীই বলো, আর ছেলেপিলেই বলো! তবু নিজের তৃপ্তির জন্য মনের মধ্যে একটা জগৎ সৃষ্টি করেই নিতে হয়। রামায়ণ, মহাভারতে কে কে ছেলেপিলে থাকতে আবার বিয়ে করেছিল, পড়বার সময় সে নামগুলোর উপর নজর রাখতে হয়। সমাজ তাঁকে দোষী বলছে না, ধর্ম তাঁকে অপরাধী বলে না। তবে কেন তিনি বাড়ির লোকের কাছে চোরের মত থাকেন? তাঁর জানাশোনা লোকদের মধ্যে যে যে বেশি বয়সে আবার বিয়ে করেছিল, তাদের কথা ভেবে ভেবে দেখতে ইচ্ছা করে। কুলীন বামুন অতুল চাটুজ্যের কতগুলি বিয়ে সে খবর ঠিক কেউ জানে না। কত কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু লজ্জা করে। আগে হ'লেও বা হ'ত, কিন্তু এ বিয়ের পর সঙ্কোচ এসে গিয়েছে। নবীন সেকরা তো এক বউ থাকতেই আবার বিয়ে করে এনেছে। কিন্তু যত জিনিস জানতে ইচ্ছা হয়, সব কি জিজ্ঞাসা করতে পারা যায় লোককে?

মা-বোনের কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র কিনবার ভার ছিল তারার উপর। পুজোর আগে তাকে জিজ্ঞাসা করতেন ঠিকেদারবাবু, "গুটলির জন্য আলতা ফিতেটিতে যা লাগে কিনেছিস তো? কিসে কত খরচ হ'ল বলেছি না সেটা লিখে রাখতে।" পরে তিনি ফিতে কাঁটার হিসাব থেকে মনে মনে

খুঁজবার চেষ্টা করেছেন যে, নতুনবউএর জন্যও কিছু কেনা হয়েছে কিনা। কিনে থাকবে বইকি। তবে পাড়ার খুড়ীরা কেউ জোর করে বেঁধে না দিলে নতুনবউ যে চুল বাঁধতেই চায় না। কেমন যেন! ঘুমন্ত স্ত্রীর মাথার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন; এখন অল্প বয়স, ঘুম সজাগ নয়—এই ভরসা। স্ত্রীকে কোন জিনিস নিজে হাতে কিনে দিতে, শুধু ছেলেমেয়ের কাছে লজ্জা নয়; স্ত্রী যদি ভাবে যে বুড়ো সোহাগ দেখাতে এসেছে। ভয় ভয় করে নতুনবউকে। তিনি আশা করেছিলেন যে, অল্প-বয়সী মেয়েদের মত নতুনবউও হবে শৌখীন, আর তাঁকে পদে পদে বোঝাতে হবে যে, যে ছেলেমেয়ের মা হয়ে এ সংসারে ঢুকেছে, তার এ জিনিস সাজে না। তাঁর ঠিকাদারী মাথা এই মেয়েই চেনে। কিন্তু নতুনবউ যেন হলপ খেয়েছে, নিজের জন্য অন্য কোন জিনিস চাইবে না, এদের সংসার থেকে! একদিনও রঙিন শাড়ী পরতে কেউ দেখেনি তাকে! অথচ নিজে শৌখীন জিনিস কিনে দিতে পৌরুষে বাধে বুড়ো বয়সে।···

এই ছিল এ বাড়ির লোকদের মানসিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ।

তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করবার বছর সতর আঠার পরে ঠিকাদারবাবু মারা যান। এ পক্ষে তাঁর সন্তান একটি। কেষ্টর পর নতুন-দিদিমার আর কোন ছেলেপুলে হয়নি। বেঁচে থাকবার সময় স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভেবে তাঁর হাতে স্বামী একটা পয়সাও দিয়ে যাননি, এইটাই বহুকাল পরে ঠিকেদারবাবুর বিরুদ্ধে নতুন-দিদিমার সবচেয়ে বড় অভিযোগ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কেন বোঝা যায় না। এ জিনিস তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। সাধারণ অর্থে নীচতা, স্বার্থপরতা বা টাকাকড়ির উপর লোভ বলতে যে জিনিস বোঝায়, তা' তাঁর মধ্যে কেউ কোনদিন দেখেনি। হয়ত স্বামীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগগুলিকে তিনি প্রকাশ করতে পারতেন না। কিম্বা বোধ হয় অষ্টপ্রহর চাপা ছোট ছোট মানসিক অশান্তিগুলো নিজের অজ্ঞাতে দানা বাঁধতে বাঁধতে শেষকালে এই নূতন রূপ নিয়েছিল। তাঁর বলা কথা এত স্বতঃস্ফূর্ত যে তার আন্তরিকতার সন্দেহের প্রশ্ন উঠে না। "আজ কি রেঁধেছিল পিসিমা?"—এই রকম সাধারণ প্রশ্নের সঙ্গে, সেই স্বরেই গল্পচ্ছলে বেরিয়ে আসত নিজের সুখ-দুঃখের

কথাগুলো। এই প্রসঙ্গে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত। যখনই তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের কোন অভিযোগের কথা বলেছেন, তখনই শেষকালটাতে উল্লেখ করেছেন যে, শেষবয়সে লোকটা যেন একটু বদলাচ্ছিল। বিবাহিত জীবনের শেষের দিকের কোন রঙিন দিনের কোন্ অমুক্ত অধ্যায় তাঁর মনের মধ্যে রেখে গিয়েছিল জানা নেই। কিম্বা হয়ত স্বামীর নিন্দা করবার পর একটু প্রশংসা না করলে সংস্কারে বাধত। "বুঝলি পিলে এ-বাড়ির-মানুষ চলে যাবার দিন, সেই ঘোর ঘোর ভাবের মধ্যেও, হাত মুঠো করে আমাকে খুঁজছিলেন। তখন তাঁর কথা বোঝাও যায় না। তারা জিজ্ঞাসা করে, 'কি বলছেন বাবা ?' কি বলছেন তা' অন্যলোকে বুঝবে কি ; বুঝেছিলাম শুধু আমি। তখন আমার টাকা নেবারই সময় বটে!"

এত প্রাণের আবেগে কথাগুলো বলা যে, এর পর আর কিছু বলা ভাল দেখায় না। তবু নতুন-দিদিমার চোখের কোণে জল দেখে বলতে হয়, "থাকগে নতুন-দিদিমা! এসব পুরনো কথা যেতে দিন এখন।"

"পুরনো কথা কি আর মন থেকে যাও বললেই যায় ? যায়নারে পাগল, যায় না।"

এই জলভরা চোখের নতুন-দিদিমা আবার অন্য মানুষ। পিলের হাতখানাকে টেনে নিয়েছেন তিনি নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে। চোখ নাক মুছতে মুছতে বললেন,—"আপন থেকে পর ভাল, পর থেকে জঙ্গল-ভাল।"

বিচার বিশ্লেষণ করে মানুষের মনের থই কে কবে পেয়েছে ? পিলে তো কোন্ ছার! শেষের কথা কয়টির একটি মনগড়া মানে করে নিয়ে তবু পিলে ভাবে যে, সে ঠিক বুঝেছে নতুন-দিদিমার গভীর অন্তরের ব্যথা।

পিলে নামটাই থেকে গেল,—অবশ্য নিজেদের বাড়ির বাইরে। তুলসীর দেওয়া নামের গুণই ঐ। কি করে যে ওর দেওয়া ডাকনাম লোকের আসল নাম ছাপিয়ে ওঠে বোঝা শক্ত। এতো তবু ভাল ; এ হচ্ছে তুলসীর ভালবাসার দান। কারও উপর বেশী চটা থাকলে, সে তার নাম বদলাত না। শুধু বলত যে, দাঁড়া ও বেটাকে অপয়া ডিক্লেয়ার করতে হবে। যেমন করেছিল ও

নলিনীবাবুকে এর বছর চারেক পরে। নিয়মিত স্কুলে যাবার বাধ্যবাধকতা ছিল না তুলসীর কোনদিনই। পয়সার দরকারও তার বারোমাস। তাই সে একবার মণ্ডলদের গোটাকয়েক আম গাছ জমা নিয়েছিল, ধারে। সেই গাছতলার মাচাতে গরমের ছুটির দুপুরে পিলেরা কয়েকজন গল্পগুজব করত, আম পাহারারত তুলসীকে সঙ্গ দেবার উদ্দেশ্যে। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত নলিনীবাবুর মনে হয় যে তাঁদের কুয়োতলার বউঝিদের দেখবার জন্য বখাটে তুলসীর দল এখানে এই উঁচু মাচায় বসে জটলা করে। তাঁর সন্দেহ অমূলক। তা' ছাড়া ছেলের দলের তখনও সে বয়স হয়নি। নলিনীবাবুকে আসতে দেখে সবাই মনে করেছে যে তিনি আসছেন আম কিনতে। অভিযোগ শুনেইতো সকলের চক্ষুস্থির। তুলসী চেঁচামেচি করেনি; ঝগড়া করেনি; কেবল বলেছিল "দেখুন নলিনীকাকা, আমরা পাজি হতে পারি, কিন্তু বদমাইস নই।" ছোট্ট কথাটি; কিন্তু তুলসীর প্রকাশভঙ্গী এত অপূর্ব যে এর অর্থ পরিষ্কার বুঝতে কারও কষ্ট হয়নি। নলিনীবাবু আমতা আমতা করে ফিরে গিয়েছিলেন। বিপদের মুখে কি বলা উচিত, কি করা উচিত, সে কথা ভেবে নিতে তুলসীর এক মুহূর্তও সময় লাগে না। "ওটাকে শায়েস্তা করতে কতক্ষণ! দাঁড়া ওটাকে আজই অপয়া ডিক্লেয়ার করছি।" সেইদিনই ফুটবল মাঠে প্রথম সবাই লক্ষ্য করল যে নলিনী ঘোষের নাম নিলে পেনাল্টি শট্‌-এও গোল হয় না। তারপর থেকেই এই নাম জেলার ক্রীড়ামোদী লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, এবং আজও টিকে আছে ফুটবল মাঠের বাইরের জীবনের অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও, সবচেয়ে অলক্ষুণে শব্দ হিসাবে।

বদনাম দিয়ে নয়, এইরকম নাম দিয়ে কাউকে জব্দ করবার আগে তুলসীর সমকক্ষ ভূভারতে কেউ ছিল না। কিন্তু সেই কলাচুরির দিনে তুলসীর এই নিজস্ব অস্ত্র দিয়েই হারিয়ে দিয়েছিলেন তাকে নতুন-দিদিমা। সেদিন প্রথম নতুন-দিদিমাকে একেবারে অন্যরকম ভাল লেগেছিল। বড়দের মধ্যেও একজন "ভীষণ আমাদের সাইডের" লোক থাকতে পারেন, এ ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত। আর এই মানুষকে এতদিন বড়দের 'সাইডে' ভেবে, ফাঁক পেলেই প্রত্যহ ঠিকেদারবাবুর বাড়ির বাইরের টিউবওয়েলটা ঘটাং ঘটাং করে

চালিয়ে দিয়ে এসেছে তাঁদের জ্বালাতন করবার জন্ত ! নতুন-দিদিমার চিৎকার শোনা গেলে তবে তারা পালিয়েছে।

এখন নতুন-দিদিমাকে মনে হয় আপনার লোক। দিদির সঙ্গে এরই মধ্যে গল্প করা হয়ে গিয়েছে তাঁর কথা। দিদিও বলেছে যে নতুন-দিদিমা ভারি মজার মজার করে ডাকেন সকলকে। "ও নলিতে চাঁপাকলিতে !" "ও ছেলেটা।" "ওরে তোরা !"—আরও কতরকম করে। মজার মজার গল্প করে একেবারে হাসিয়ে মারেন। পিলের সঙ্গেও তাহলে দিদির মতের মিল হয় কোন কোন বিষয়ে।

পিলে তুলসী দুজনেরই ইচ্ছা নতুন-দিদিমাদের বাড়ি খেলা করতে যায়। কিন্তু সে বাড়ির উঠনে মেয়েরা আর ছোট ছেলেরা খেলা করে। সেখানে হঠাৎ খেলতে যাওয়া আরম্ভ করতে তাদের পৌরুষে বাধে। তারা এখন বড় হয়েছে; কাপড় পরে। গান শোনাবার জন্ম তুলসীকে যেতে বলে দিয়েছিলেন তিনি সেদিন। এই সূত্রে তুলসীর যাওয়া চলে বটে; কিন্তু একলা যেতে লজ্জা করে। পিলেটা যে গান জানে না। তুলসীর ইচ্ছা, পিলেই যাবার কথাটা তোলে। পিলে তা তুলবে কেন ? গান শোনানোর সূত্রে যেতে হলে তাকে যেতে হয় তুলসীর লেজুড় হিসাবে। তা'হলে ও একা গেলেই পারে। দুজনেই দুজনের মনের ভাব বোঝে। সেই ছোটবেলার পরিচয়ে দুজনে মিলে নতুন-দিদিমার কাছে হঠাৎ যাওয়া চলে না কিছুতেই, এত দিনের পর !.........

"একটা কোরাস গান শিখবি পিলে ?"

পিলেদের বাড়ির কারও গানের গলা নেই। তবে তার মনে মনে বিশ্বাস যে শিখলেই পারবে। তুলসীর গানের সঙ্গে সঙ্গে পিলে সুর মেলাতে চেষ্টা করে প্রাণপণে। 'দিয়ে করতালি, নাচ হরি বলি' গানখানি। তুলসী যেই থামে অমনি পিলেও থেমে যায়; তবু মনে হচ্ছিল যে বেশ এসে গিয়েছে সুরটি। মনের একাগ্রতায় গানখানি মুখস্থ হয়ে যায় তখনই। তুলসী বলল "এতেই হবে। একদিনেই কি আর বাবার মত ওস্তাদী গান শিখে যাবি নাকি ? রায়বাহাদুরের বাড়ির বউভাতে তাঁর নাতিরা যে গেয়েছিল, তার চেয়ে তোর ঢের ভাল হচ্ছে। মনে আছে না গানটা ?—জনসন মহোদয়, সমাগত এ সভায়, দয়া

করি এসেছেন শ্রীদেওঅঞ্জন।—ঐ গানেই কি ফ্ল্যাপ্ পেয়ে গেল বাইরি, ম্যাজিস্ট্রেট আর জজসাহেবের কাছ থেকে।"

গভীর আত্মপ্রসাদের মধ্যে পিলের গানের মহলা শেষ হল। কিন্তু একেবারে গান করতে যাচ্ছি বলে কারও বাড়িতে তো হুড়মুড় করে ঢোকা যায় না! দুটি মনের একরকম অব্যক্ত সহযোগিতায়, দুজনেই দুজনের মনের কথা ঠিক ধরতে পারছে।……তুঁতগাছটার তলা থেকে তারা তুঁত কুড়িয়ে নিল কোঁচড় ভরে। ঠিকেদারের পশ্চিমবাগানের এই তুঁত গাছটা ছাড়া পাড়ায় আর তুঁত গাছ নেই। অর্থাৎ পাড়ায় এমন কেউ নেই যে জানে না এ গাছটা কাদের।

পিলে জিজ্ঞাসা করে, "এ গাছটা ঠিকেদারবাবুদের নারে?"

"হ্যাঁ চল ওঁদের গাছের তুঁত খাব কিনা জিজ্ঞাসা করে নিই ওঁদের বাড়িতে।"

এ গাছের ফল খেতে ঠিকেদারবাবুরা কোনদিন কাউকে বারণ করেন নি। চিরকাল যার ইচ্ছা সেই খায়। অথচ নতুন-দিদিমার কাছে যাবার একটা উপলক্ষ্য খুঁজে পেল ভেবে দুজনেই বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠে।

ঢুকবার সময় দুজনেই একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। তারই মধ্যেও তখন পিলে মনে মনে গানটিকে আউড়ে নেবার চেষ্টা করছে। নতুন-দিদিমা শোবার ঘরের বারান্দায় শিউলিফুলের বোঁটার রঙে গুটলিদির শাড়ি রাঙিয়ে দিচ্ছেন।

"কেরে? এ দেখি দুই 'গোস্ত' এক সঙ্গে।"

হিন্দী 'দোস্ত' শব্দটিকে তিনি ঠাট্টা করে 'গোস্ত' বললেন।

তুলসী গম্ভীরভাবে আরম্ভ করল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম। তুঁত গাছটি কি আপনাদের?"

"হ্যাঁ, তারাদের। কেন?"

"ও গাছের তুঁত খাই আমরা।"

"খাবি না কেন? বেশী খাস না যেন—বড় পেট খারাপ হয় তুঁত খেলে। কোঁচড়ে কি রে? তুঁত? কোঁচড়ে ভরে নিয়ে এসেছিস জিজ্ঞাসা করতে? ও মা আমি কোথায় যাব! জিভ বার করতো দেখি দুজনে। ঐতো জিভ নীল! খেয়ে দেয়ে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিস?"

হেসে ফেটে পড়লেন তিনি। তবে এ ধরা পড়ায় লজ্জার কারণ নেই, সেকথা হাসির ধরন দেখেই বোঝা যায়। বরঞ্চ সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও হাসি আসে।

"তোদের কোঁচড়ের কাপড়েও যে দেখি রং হয়ে গেল তুঁত দিয়ে! ও রং কি আর উঠবে? শিগ্‌গির বাড়ি গিয়ে কেচে ফেল! আবার আসিস দুই গোস্ত মিলে।"

দুই বন্ধুর এত ভেবেচিন্তে ঠিক করা হিসাব সব গুলিয়ে গিয়েছে। হতাশ হওয়ারই কথা। সেদিনকার গানের কথাটা নতুন-দিদিমা একদম ভুলে গিয়েছেন নাকি? কিন্তু বাড়ির বাইরে এসে কেউ একথা তোলে না। এ বিষয় নিয়ে প্রাণখোলা আলোচনা করতে গেলে তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি, আর এ বাড়িতে না আসা। সেটা কেউই চায় না। দুই বন্ধুকে আবার আসতে বলেছেন সেইটাই বড় কথা—একমাত্র কথা। "হাঃ হাঃ! গোস্ত টোস্ত দিয়ে এমন এমন কথা বলেন মাইরি, যে হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যায়।"

কেউ মনের মত কথা না বললেও তবু তাঁকে খুব ভাল লাগতে পারে, এ জিনিসের অভিজ্ঞতা তাদের এই প্রথম।

এর পর, অর্থাৎ ঠিকেদারবাবুর বাড়ি তাদের যাতায়াত বেশ সহজ হয়ে আসবার পর, নতুন-দিদিমার হঠাৎ চটে যাওয়ার বকুনিগুলো খুব ভালো লাগত। এ একটা নতুন খেলার মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল পরে। হয়ত পিলে ও'দের ঘরের মশারির দড়িটাতে হাত দিয়েছে অন্যমনস্ক ভাবে। অমনি তিনি চটে উঠেছেন, "আবার ওটার রাশে লাগলি কেন?" কোথায় অপ্রস্তুত হবে, তা নয় তিনজনই এক সঙ্গে হেসে ফেলে। এক সঙ্গে হাসির মধ্যে দিয়ে তিনজনে কত কাছে এসে যাওয়া যায়। হয়তো জলখাবার খেতে দিয়েছেন। বাঁ হাতে গেলাস নিয়ে জল খেলে হাত এটো হয় বলে তিনি খুব রাগ করেন। তবু তাঁকে চটাতে হবে, শুধু তাঁর বকুনিটা উপভোগ করার জন্য। পিলেরা ভালভাবেই জানে যে এ রাগ সত্যিকারের রাগ; তাদের খুশী করবার জন্ত কপটক্রোধ নয়। এঁটোকাঁটার ব্যাপারে পান থেকে চুন খসলে তিনি অন্তর থেকে বিরক্ত হন; কিন্তু খেলা—খেলা!

······আর এই পরের ছেলেদের উপর কি সত্যিকার চটে থাকা যায়! এত 'ভাব-ভালবাসা' এদের। বকলে পরে এমন দুষ্টুমি করে হাসবে যে চেষ্টা করেও তুমি হাসি চাপতে পারবে না। বলো! এইসব ছেলেমেয়েরা যে তাঁর টানেই আসে; তাঁকে কত ভালবাসে; নতুন-দিদিমা বলতে অজ্ঞান। এদের দোষত্রুটি-গুলোর সঙ্গে নিজের মনকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মধ্যে বেশ একরকমের আনন্দ আছে না?······

দেখন ঠাকরুন 'এদের সংসারে' আসবার পর থেকে এক বিশাল বিরোধের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে চলেছেন অষ্টপ্রহর। তাঁর কাছে, এই ছেলেপিলেদের "অনাচার-মনাচারগুলোর" সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানর চেষ্টাটুকু একটা বিলাস মাত্র।

······"অগুকে বোঝাই কি করে! বারব্রততে উপোস করায় একরকম আনন্দ আছে না? এও সেই রকম। কিছু পেলে যে দিতেও হয়। কেবল পাওয়া, কেবল পাওয়া, তা' কি কখনও হয় সংসারে? বরের দেওয়া ভাতকাপড়ের পর্যন্ত দাম দিতে হয় হাঁড়ি ঠেলে।······এই ছোঁড়াকেই দেখ না। একদিন যদি গন্ধপাতা কিম্বা গন্ধবামুন বলে না ডেকেছ অন্তত একবারও, অমনি মুখ হয়ে উঠবে হাঁড়ি—এই এতখানি! এত ছেলেমেয়ে তো আসে আমার কাছে নিত্যি তিরিশ দিন; একদিন তুই না ব'লে তুমি বলতো কাউকে, অমনি ফাটাফাটি লেগে যাবে। খেলাধুলো মাথায় চড়বে। এই মনটুকুইতো আসল। ভাত-কাপড় তো দাসীবাঁদীতেও পায়। সেই ভাত-কাপড়ের দাম দিতে দিতেই জীবন গেল।"······

যত ছেলেমেয়ের দল নতুন-দিদিমার ওখানে যেত, তাদের সকলের মধ্যেই চেষ্টা ছিল বেশি করে তাঁর নজরে পড়বার, আর ভালবাসা পাবার। যখনই বয়সে বড় কাউকে ঘিরে ছোটদের দল দানা বাঁধে, তখনই বোধ হয় ছেলেপিলে-দের মধ্যে এই রকম হয়। তিনি যখন গল্প বলেন তখনও রেষারেষি চলে, কে সবচেয়ে জোরে হুঁ ব'লে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছে বেশি। এত বড় সংসার দেখন ঠাকরুনের মাথায়; বিকাল বেলায় তাঁর অনেক কাজ। তারই ফাঁকে ফাঁকে চলে ছেলেপিলেদের সঙ্গে হাসি-গল্প-খেলা। একটা কাজ সেরে এসে

দাঁড়াতেই খেলার উৎসাহ যায় বেড়ে। ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় ডাল ঝাড়তে ঝাড়তে উঠনের দিকে তাকালেই নিকায়-বকার পয়া ঘুঘুবাবু দুটো ডিগবাজি খেয়ে নেয়। "চুলে ধুলো লাগালি তো আবার?" এই কথাটুকুতেই খুশী ঘুঘুবাবু।

পুঁটির একবার ঠিকেদাবাবুর উঠনের পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে পা মচকে যায়। রটে গেল—পা একেবারে ভেঙে দু টুকরো; ও মেয়ের এখন বিয়ে হ'লে হয়। পাড়ায় এ নিয়ে খুব হইচই। ঠিকেদারবাবুর বাড়িতে ছেলেমেয়ে-দের খেলতে আসা বন্ধ হয়ে যায়। দিনকয়েক পর একটি-দুটি করে আবার তারা আসতে আরম্ভ করে। "আবার এসেছিস! বারণ করেছি না! আর তোরা আসিস না বলছি!" অতটুকু-টুকু ছেলেপিলেরাও বোঝে যে, একটা ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে পুঁটিদির ঠ্যাং ভেঙে যাওয়া নিয়ে। তাই নতুন-দিদিমা সত্যিকারের বকছে। রাগ করেছে। পুঁটিদিটা একটা যা-তা একেবারে! এমন করে পা ভাঙানোর কি দরকার পড়েছিল?······

এদের ফিরে যেতে দেখে দেখন ঠাকরুনের দুঃখ হয়।...বড় বেশি কড়া হয়ে গিয়েছে তাঁর কথাগুলো!···কচি-কচি মুখগুলি একেবারে শুকিয়ে উঠেছে! এরা কিই বা বোঝে, কিই বা জানে!······

"ওরে তোরা শোন! তোদের মা-বাবা এখানে খেললে বকবে বলে আমি বললাম, বুঝলি!"

"না, আজকে তো মা বকেনি!"

নাও! হ'ল! এদের কি ফিরিয়ে দেওয়া যায়?

"আজ বকেনি তো, মা কবে বকেছে রে? কাল?"

ত্রস্ত মুখগুলোয় ফুটে ওঠে বিস্ময়। ···বলার সুরটা যেন অন্য রকম অন্য রকম লাগল!···একেবারে চেনা নতুন-দিদিমার!...ঐতো! মুখ গম্ভীর হ'লে কি হয়; চোখ দিয়ে হাসছেন!

মজার কথা বলেছেন নিশ্চয়!

হাসির বন্যায় জমাট থমথমানি কোথায় ভেসে যায়। 'ও ললিতে, চাঁপাকলিতে!' আবার আরম্ভ হয়ে যায় সাবেক দস্তুর।

···যে আসতে দিতে না চায় সে নিজের ছেলেমেয়ে আটকাক গিয়ে!···

একেবারে খাঁ খাঁ করত বাড়িটা এ কয়দিন !...'ভাব-ভালবাসা' কি অমন করে উড়িয়ে দেওয়া যায় ?...

এরপর যেদিন পুঁটি প্রথম এল এ বাড়িতে, সেদিন দুজনকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না !

নতুন-দিদিমার কথা কি মিষ্টি ! শুধু মিষ্টি নয়, নূতন ধরনের ! বাংলা দেশের লোকে হয়ত এর মাধুর্য ধরতে পারবে না। কিন্তু পিলেদের জন্ম বাংলার বাইরে। তারা অন্য রকম বাংলা কথায় অভ্যস্ত। সে ভাষা হয়ত বইয়ের সঙ্গে বেশি মেলে, কিন্তু তার সুর হিন্দীর ; ভঙ্গী আড়ষ্ট। তাই নতুন-দিদিমার কথার সুরে তাদের চমক লাগে। কখনও বাংলা দেশ দেখেনি ব'লে তারা লজ্জিত। বাধ্য না হলে এ কথা তা'রা কারও কাছে স্বীকার করতে চায় না।

"পিলে তো দেশ দেখেই নি। হ্যাঁরে গন্ধপাতা, তুই গিয়েছিস তোদের দেশে !"

তুলসী কুণ্ঠা ঢাকবার চেষ্টা করে বলে, "আমি যখন মায়ের পেটে তখন মা দেশে গিয়েছিল।"

"তবে তো তুই মায়ের পেটে চড়ে দেশে গিয়েছিস। পিলেটাই গেল হেরে দেখছি।"

মরমে মরে যায় পিলে, এই দুর্ভাগ্যে। কিন্তু এমন মিষ্টি করে, মায়ের পেটে চড়ে দেশ দেখবার কথা, নতুন-দিদিমা ছাড়া আর কেউ কি বলতে পারে ? একবার মনে হয় তুলসীকে ঠাট্টা করলেন ; আবার মনে হয়—না তো ! সত্যিই তিনি তুলসীকে উঁচুতে জায়গা দিয়েছেন ! তুলসীই সমস্যাটি সমাধান করে দিল।

"ভাল হবে না বলছি ! চালাকি করে আমায় 'আপ' (up) করা হচ্ছে।"

তিন জনের হাসির মধ্যে দিয়ে তখনকার মত কথাটি শেষ হ'ল। এমনিই হয় প্রত্যেক প্রসঙ্গে।

আর এই সব হাসি-ঠাট্টার মধ্যে মধ্যে যখন-তখন তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে নিজের দুরদৃষ্টের কথা।......

হয়তো হঠাৎ বৃষ্টি এল। ছেলেমেয়েরা উঠনের খেলা ছেড়ে তার ঘরে

উঠে আসে। নতুন-দিদিমা তাদের সঙ্গে সুর মেলালেন "শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।" তারপর মেয়েদের বলেন, "শিব পুজো করবি। কিন্তু খবদ্দার শিবের মত বর চাস না; বরং চাইবি কেষ্টঠাকুরের মত। নইলে আমার মত বুড়ো বর জুটবে। কি ধবধবে ষাঁড়টা দেখেছিস শিবঠাকুরের; আর কি তেজীয়ান।" ঘরের দেওয়ালের গঙ্গাবতরণের ছবিটির দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে। বুড়ো বর থাকবার জন্য লোকের কাছে তাঁর সঙ্কোচের ভাবটা এত প্রবল ছিল যে, কথা বলতে বলতে তিনি ভুলে যেতেন, ছোট ছেলেমেয়েরা ও বিষয় নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না।

তাঁর ভালবাসা নিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে কাড়াকাড়ি চলত, পিলেও প্রথম দিন থেকেই সেই প্রতিযোগিতার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। ছেলেপিলেরা যখন-তখন হিসাব করে নতুন-দিদিমার ভালবাসা পাওয়ার কে 'ফাস্', কে 'সেকেন', কে 'থাড়', কে 'ফোর'। পিলেও এইরকম হিসেব করে; বাচ্চাদের মত চেঁচিয়ে নয়, মনে মনে।······নতুন-দিদিমার চোখে তুলসী 'ফাস্ট', সে 'সেকেন,' গুট্‌লিদি 'থাড়', কেষ্ট 'ফোর,' তারাদা 'লাস্ট'। ক্ষীণজীবী লোকদের বোধ হয় মনের এই দিকটা জ্বালাতন করে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু একথা বাইরে প্রকাশ করতে পিলের স্বাভাবিক সঙ্কোচ ছিল। ছোট ছেলেপিলেরা অপরের নামে নালিশ ক'রে তাঁর কাছে নিজের উৎকর্ষের দাবি জানায়; বড় মেয়েরা বন্ধুদের নিন্দা ক'রে তাঁর কাছে আসবার চেষ্টা করে। পিলে কি তা' করতে পারে? পিসিমার কাছে কেঁদে জেতা যায়; কিন্তু সে জিনিস বাড়ির বাইরে অচল। রাগ করা যায়, কিন্তু দেখানো যায় না। কেননা, তোমার রাগ এখানে কে পোঁছে? রাগের কথা বলে ফেললে হয়তো নেঙ্গিগেঙ্গিগুলো সবাই ফ্যাক্‌ফ্যাক্ করে হাসবে; অথচ কিছু না ব'লে রাগ করলে নতুন-দিদিমা পর্যন্ত বোধহয় বুঝতেই পারবেন না যে সে চটেছে। বেমানান কিছু করতে পিলে ভয় পায়। নতুন-দিদিমা আবার কি ভাববেন ভেবে লজ্জা লজ্জা করে। পৃথিবীসুদ্ধ সবাই যে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে; তার আচরণের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির উপর লক্ষ্য রেখেছে। তুলসীর এসব কুণ্ঠার বালাই নেই। জোর করে অধিকার আদায় করতে হয় কি করে, তা' সে জানে।

পাড়ার কোন মেয়ে হয়ত বাপের বাড়ি এসেছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে এলেই মেয়েরা নতুনদিদিমাকে পেয়ে বসে। শ্বশুরবাড়ির গল্প, বরের গল্প, বরের চিঠি দেখানো ইত্যাদির দাবিতে তাঁকে একেবারে একচেটিয়া ক'রে নেয়। এ গল্প পেলে নতুনদিদিমা আর কিছু চান না। এই সময় পিলেরা কেউ তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত মনোযোগ পাবে না, এ একেবারে জানা কথা। খুব খারাপ লাগে। এই খারাপ লাগাটা পিলের বাইরে প্রকাশ করতে বাধে। কিন্তু তুলসী সে অবস্থায় নিশ্চয়ই নতুনদিদিমাকে শুনিয়ে বলবে, "চলরে পিলে! এখন ওরা বর-ফরের গপ্পো জমিয়েছে দেখছিস না?"

'হবেরে হবে। তোদেরও টুকটুকে বউ আসবে একদিন। তখন ঘটিই বা কে, নতুনদিদিমাই বা কে।"

বলেন বটে একথা; কিন্তু তাদের বসতে বলেন না সেদিন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময় তুলসী জোরে শব্দ ক'রে সদর দরজার কপাট বন্ধ ক'রে দেয়। জানা কথা যে, পরের দিন আবার যখন এই উঠনে এসে ঢুকবে, তখন নতুনদিদিমা বলবেন, "বদবামুন-সাহেবের কাল যে বড় ফটফটিয়ে চলে যাওয়া হ'ল?"

"না, যাবে না তো কি!"

"উরে বাবা! দেখি দেখি, চটলে কেমন দেখায় গন্ধবামুনকে। গন্ধপাতার মাথার গন্ধটা একটু শুঁকি।"

ইচ্ছে থাকলেও পিলে পারে না তুলসীর মত জোর ক'রে অধিকার নিতে।

তুলসীরা যাকে বলত, 'বর-ফরের গপ্পো', নতুনদিদিমা তাকে বলতেন 'প্রেম-ভালবাসার গপ্পো'। বড়দের। তার মধ্যে ছোটদের থাকতে নেই। বাপের বাড়িতে-আসা পাড়ার মেয়েদের বেলা যে নিয়ম, শ্বশুরবাড়িতে-আসা পাড়ার জামাইদের বেলা নিয়ম ঠিক তার উল্টো। তাঁরা শ্বশুরবাড়িতে এলে প্রত্যহ নতুনদিদিমার সঙ্গে গল্প করতে আসতেন আর সেই সময় পিলেদের বারণ করা দূরে থাক, তিনি চাইতেন যে, তারা সেখানে থাকুক। এখানকার গল্পও তো সেই "বর-ফর"-এরই বেশি। তবু কেন এর মধ্যে বসা বারণ নয়, এ প্রশ্ন পিলেকে অনেকদিন পীড়া দিয়েছে। তুলসী বুঝিয়েছে—"নাতজামাই যে বড় রে, তাই থাকতে বলে।" পিলে তবু ঠিক বুঝতে পারে না। বড় তো কি হ'ল? নতুনদিদিমা

যখন নাতজামাইয়ের সঙ্গে নাতনীর চিঠি নিয়ে হাসিঠাট্টা, আর অনেক 'রস-কষ'-এর গল্প করেন, তখন পিলে জোর ক'রে হাসি চেপে থাকে। তুলসী কিন্তু সমানে তাল দিয়ে যায়; হো হো ক'রে হাসে; এর জন্য নতুনদিদিমা বিরক্ত হন না কেন, সেই কথা ভেবেই পিলে অবাক হয়। পাড়া সম্পর্কে নাতজামাইদের ভিতরে জনকয়েক ছিলেন প্রৌঢ়গোছের—বেশ কাঁচাপাকা গোঁফওয়ালা। তাঁদের পর্যন্ত তিনি অনায়াসে "তুই" বলতেন। বুড়ো স্বামীর ঘর করতে করতে বয়সের ব্যবধানজনিত আড়ষ্টতা যে কোন অবস্থায় কাটিয়ে উঠবার একটা স্বচ্ছন্দ ক্ষমতা আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁর।

······"তুমি-আপনিতে কি আর গপ্পো জমে! অমন ওষুধগেলা ওষুধ-গেলা গপ্পো আমি দুচ'ক্ষে দেখতে পারি না। এসেছ, বেশ, না আসতে তাও বেশ;—এমনি ভাব নিয়ে যারা কথা বলে, তারা সম্বন্ধ রাখে তুমি-আপনির।"······

এমন হাসিখুশি নতুনদিদিমার সঙ্গে 'তুই'-এর সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ খাপ খায় না। আর সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে যে, নিজেদের দেশে ঠিকেদার-বাবুর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে শাশুড়ীরা জামাইদের সঙ্গে কথা বলতেন না। যখন নতুনদিদিমা নতুন-বউ হয়ে এ বাড়িতে আসেন, তখন ঠিকেদারবাবু তাঁকে রায়বাহাদুরের জামাই-এর সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলেন। তিনি কিছুতেই যাবেন না জামাই-এর সম্মুখে লজ্জায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীর বকুনিতে তাঁকে কথা বলতে হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে-র সম্বন্ধটাই এমন যে, একজন আর একজনকে যত দূর যাবার অধিকার দেয়, সে ঠিক তার চেয়ে আরও অল্প খানিকটা এগিয়ে যায়। কিন্তু বেশী দূর নয়। সওয়া চাই। অধিকাংশ মেয়েরই একটা সহজ ক্ষমতা থাকে বুঝবার যে, ঠিক কতদূর পর্যন্ত সইবে। দেখন-ঠাকরুণের বুঝতে ভুল হয়নি। বয়স নির্বিশেষে পাড়ার সব জামাইদের সঙ্গে স্ত্রীর হাসি-গল্পে ঠিকেদারবাবু খুশি হতেন কিনা জানা নেই; তবে তিনি একদিনও বিরক্তি প্রকাশ করেননি।

······"বরের সঙ্গে 'প্রেম-ভালবাসা'র সম্বন্ধ কা'কে বলে তা'ও কোনদিন জানিনি আর আদর-আবদার-শখ-শৌখিনের অধিকার নেবার ইচ্ছাও কোনদিন ছিল না!"······

তাই বুঝি তাঁর মনের ঝোঁক গিয়েছিল অন্ত কতকগুলো অধিকার নিতে। এরজন্ত মন রাখতে হয় সজাগ। স্বামীর আচরণের খুঁটিনাটিগুলোর মধ্যে থেকে বেছে বেছে নজির হিসাবে কতকগুলোকে মনের মধ্যে জমিয়ে রাখতে হয়। স্বীকৃত অধিকারগুলোতে মরচে ধরতে দিতে নেই। ঠিক তার পরের অধিকার-গুলো পাবার জন্ত চেঁচামেচি করতে নেই; সেটাকে নিয়ে একেবারে ভাতভাল ক'রে ফেলতে হবে, অপর পক্ষ আপত্তি জানাবার সুযোগ পাবার আগেই। তারপর তার কানে কথাটা তুলতে হবে অতি সহজভাবে। ঢাকঢাক গুড়গুড় কিংবা আড়ষ্টপনা দেখিয়েছ কি গিয়েছ! এই ছিল দেখন-ঠাকরুণের রণকৌশল।

একদিনের কথা। গুটলিদির এক বন্ধুর মা আর বাবা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছেন, ঠিকেদারবাবুর পরিবার বাড়ির মধ্যে এত জোরে জোরে হাসিগল্প করেন যে, এক মাইল দূরের লোক শুনতে পায়। বন্ধুর কাছ থেকে জেনে এসে গুটলিদি সে কথা মায়ের কাছে বলেছে। তা'র কিছুক্ষণ পরই পিলে গিয়েছে নতুনদিদিমার কাছে। ঠিকেদারবাবু শোবার ঘরের বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছেন।

"শুনেছিস তো পিলে পাড়ার লোকের কথা? আমি নাকি চীৎকার ক'রে পাড়া মাথায় করি। জোরে কথা বললে বাড়ির-মানুষ কিছু বলেন না; যত মাথাব্যথা পাড়ার লোকের!"

আসলে কথাটি পিলেকে শোনানোর জন্ত নয়, ঠিকেদারবাবুকে শুনিয়ে রাখবার জন্ত; যা'তে তিনি বাইরে থেকে আবার কিছু শুনে এসে, একটা স্বীকৃত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করেন। এমন সময়ে, এমন ভাবে, পিলের কাছে বলা যে, স্বামী এ সম্বন্ধে এখন কিছু বলতে পারবেন না, তা'ও সুনিশ্চিত।

এই ছিল তাঁর অধিকার বজায় রাখবার পদ্ধতি। এই সমস্ত ব্যক্তিগত অধিকারগুলোর সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সজাগ। কিন্তু স্বামীর মনের উপরের কিংবা 'তারার মায়ের সংসার'-এর উপরের দাবিগুলোর সম্বন্ধে তিনি দেখাতেন একটা নিস্পৃহতা। এই দিকটাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে তাঁর আত্মসম্মানে বাধতো। অন্তের গোছানো সংসার তিনি পেয়েছেন; কথাটি মনে করবার মধ্যেও খানিকটা আত্মগ্লানি আছে। সেইজন্ত তিনি একে বলতেন, "তারার মায়ের সংসার,"

"এদের সংসার," "তারাদের বাড়ি"। এ সংসারকে নিজের ব'লে স্বীকার করতে তাঁকে কেউ কোনদিন শোনে নি। অন্ত লোকদের শুনিয়ে বলবার জন্ত প্রথম জীবনে এরকম বলতে আরম্ভ করেছিলেন; পরে অভ্যাসে এমন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল যে, দরকার পড়লেও "আমাদের বাড়ি" কথাটি ব্যবহার করতে পারতেন না, এখানকার সংসারের সম্বন্ধে। রেলগাড়ির অপরিচিতা সহযাত্রিনীর সঙ্গেও তিনি গল্প করতেন "তারাদের বাড়ি"র। তাঁর কাছে "আমাদের বাড়ি"র মানে ছিল বাপের বাড়ি।

......"বড় ছেলের কথা বাদ দাও! সে তো মনে করতেই পারে যে, তার মায়ের সংসারের উপর কোথাকার কে উড়ে এসে জুড়ে ব'সল। এ আপদ বিদায় হওয়ারও নয়—অন্তত যতদিন বাপ বেঁচে আছে; কিন্তু যে লোক বিয়ে ক'রে আনলো, তার মনের শুদ্ধ খিচ্ গেল না! এদের সংসারে আসবার কিছুকাল পর নজরে পড়ল বাড়ির-মানুষের আলমারির পিছনের দেওয়ালে। কি রে! কাপড় দিয়ে ঢাকা দেখি! আমার আবার সব জিনিস খুলে দেখা বাতিক। পুরনো বাক্স-পেঁটরা হাঁটকাতে আমার খুব ভাল লাগে। এক ভাদ্দরে বাবার গরমজামা রোদ্দুরে দিতে গিয়ে পকেট থেকে একটা সিকি পেয়েছিলাম; সেই থেকেই হবে বোধ হয়। এই ছাখ্, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় এলাম! আলমারির পিছনের কাপড় সরিয়ে দেখি, তারার মায়ের ছবি—গয়নাগাঁটি-পরা ফটোগেরাপ। সিঁথেয় সিঁছুর নিয়ে বেশ গিয়েছে সে মানুষ! বুঝি যে আমাকে লুকনোর জন্যই বাড়ির-মানুষ ওখান অমনি ক'রে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছেন। আমি বলি, তা কেন হবে? ছবিখানিকে এনে বাড়ির-মানুষের খাটের মাথার কাছে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম ভাল করে। কাউকে জিজ্ঞাসাও করিনি কিছুই না। চারটি চারটি খেতে দিচ্ছ সে-ই ঢের। এ না দিলেই বা কি করতাম? হিংসে করি না তারার মাকে। মুছে দিতে চেয়েছিল এ-বাড়ির-মানুষ তা'কে মরবার সঙ্গে সঙ্গেই! পেরেছে? কিন্তু ঝাঁটা মারি তা'র বরাতেও! হাড়েহাড়ে চিনেছি এই ব্যাটাছেলেদের! আমি মরলেও অমনই ক'রত তো! আমি কি পেয়েছি, সে কথা যাক্—আমার কথা বাদই দাও। আমার আগে যে মানুষ সিঁথেয় সিঁছুর নিয়ে ভেবে গিয়েছে যে খুব

পেয়েছে, সে-ও পেয়েছে ছাই! এদের আদর-সোহাগও বুঝি না; লাথিঝাঁটাও বুঝি না।......যাক্! গুটলিকে সেইদিনই ব'লে দিলাম—'তোদের মায়ের ছবিতে রোজ ফুলের মালা দিবি বুঝলি!' গুটলি কাঁদে।

'কাঁদিস কেন? ও গুটলি, কেন কাঁদিস রে?'

'ভয় করে।'

ছবিতে ফুলের মালা দিতে তার ভয় করে। এর কি করবে বলো! তবে আমি, ত্রুটি রাখিনি কিছুর। 'তুল্যের তুল্য' ক'রে দিয়েছি। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে পাড়াসুদ্ধ লোকের নজর রয়েছে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে আমার খুঁত ধরবার দিকে। বাড়ির-মানুষের কথা তো আছেই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভেবেছি ছেলেমেয়েরা যেন বড় হয়ে কোনদিন বলতে না পারে, আমার কাছ থেকে নিজের মায়ের ব্যবহার পায়নি। বলবে কি? সব মনের মধ্যে লেখা আছে। বলুক তো!

এইদিন দিন নয়, আরও দিন আছে,
এই দিনকে নিয়ে যাব সেই দিনের কাছে।

সে সময়-সুযোগ যদি কোনদিন ভগবান দেন তো দেখিয়ে দেবো।

নতুনদিদিমার এখানে আসবার সময়ের কথা বলতে গিয়ে, পিসিমা এখনও বলেন, "মানুষটা এসেছিল সাদা। ছোট তো তখন। হাবা-হাবা গোছের। গেলেই আগেকার বউয়ের কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করত। একদিন হয়তো জিজ্ঞাসা করল, তারার মায়ের সাবিত্রী ব্রত উদ্‌যাপনের দিন, তারার বাবা কি বলেছিলেন, কি করেছিলেন? অত কি মানুষের মনে থাকে!......"

আসলে কিন্তু এটা নতুনদিদিমার নির্বুদ্ধিতা নয়। তিনি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে চান যে স্বামীর কাছ থেকে যেটুকু পাচ্ছেন, আগের স্ত্রীও কি সেই জিনিসই পেয়েছিলেন? কম পেলেও দুঃখ; সমান পেলেও মনে হয় লোক-দেখানো। তারার মায়ের আগেও যে আর একজন ছিলেন! স্বামীর আদর-সোহাগ প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে একই রকম। প্রত্যেকেই হয়ত পাবার সময় ভেবেছে যে, এটি তার নিজস্ব প্রাপ্য; এই ঠাট্টাটি, এই ডাকনামটি স্বামী তাঁরই জন্য তয়ের করেছেন। ভুল! এক বউএর পাওয়া তুচ্ছতম চোখের

ইশারাটুকুও, অত ঘটরাও পেয়েছে! তাই সুরকিকোটা ডি ডিপুয়ার-মাকে আজেবাজে গল্পের মধ্যে চালাকি ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে নেন, তাঁরার মায়ের বড়ি দেবার সময় বাড়ির-মানুষ কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করতেন কিনা।·· ···এঁটো ব্যবহার! গলায় দড়ি অমন পাওয়ার! ঘরের খাট-আলমারি রাখবার স্থান বদলে মনে হয়েছিল আক্রোশ তবু মিটলো কতকটা। নতুন পরিবেশে হয়ত পুরনো লোকটা একটু নতুন হ'ল। সেই খাট, সেই বিছানা! রাতে এক একদিন ভয়-ভয়ই করে!······

তখন প্রথম-প্রথম কিনা!

······"তারপর তো ভাতডাল হয়ে গেল সব।" কিন্তু সেই সময়কার অভ্যাসে, এখনও নতুনদিদিমা, মেজাজ খারাপ হলেই ঘর গুছতে বসেন।

পিলে বাংলাদেশ দেখল প্রথম দিদির বিয়ের সময়। "বর ফর"-এর ব্যাপার; তারা এ দূর দেশে আসতে চায় না। তাই বিয়ে হ'ল কলকাতা থেকে। তুলসী শিখিয়েছিল, মেয়েরা ব'লে কলকাতা; বেটাছেলেদের বলতে হয় ক্যালকাটা। ক্যালকাটায় দেখবার জিনিস ট্রামগাড়ি, হাওড়ার পুল, চিড়িয়াখানা আর মিউজিয়ম। কিন্তু এগুলো তো একবার দেখলেই ফুরিয়ে যায়। তারপর শুধু গল্প করা চলে যে আমিও দেখেছি। পিলের আসল লোভ বাংলাদেশ দেখবার। আর কলকাতার আসল আকর্ষণ যে, সেখানে যেতে গেলে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশ! যেখানকার মুটে-মজুরও ফাইন বাংলা বলে, যেখানে ঘিয়ের রং হলদে, যেখানকার মাছ ভাজতে গেলে গল্‌গল্‌ ক'রে তেল বেরয়, যেখানে সবাই গাবগাছ চেনে, যেখানে—বললে বিশ্বাস করবে না—চার বছরের ছেলেটা পর্যন্ত সাঁতার জানে! সেখানকার সম্বন্ধে আরও কত সময়ের কত শোনা কথার আকর্ষণ পিলের। সেখানকার সব ভাল; কিন্তু কলকাতা বাজে। সেখানকার বিয়েবাড়ির ছেলেরা পিলের বাংলা শুনে ঠাট্টা করে। মার্বেল খেলবার সময় "গাব্বুতে গুলি পেলা" কথাটি কেউ বুঝতে পারেনি। একজন বরযাত্রী সম্বন্ধে পিলে বলেছিল, "লোকটা বদ্‌মাস হচ্ছে"। তার সমবয়সী এক দূরসম্পর্কের ভাই শুনে হেসেই বাঁচে না।

"তোরা পশ্চিমে থাকিস কিনা, তাই জানিস না কথা বলতে। বলতে হয় 'লোকটা দুষ্টু'। হচ্ছে টচ্ছে নয়।"

মরমে মরে যায় পিলে। পশ্চিম না ছাই!

তবে মিছে কথা বলবে না; কলকাতায় গিয়ে তার এক অনেকদিনকার অতৃপ্ত কামনা পূর্ণ হয়েছে। কাঁদাকাটি ক'রে পিসিমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে, সে একটা ডাব খেয়েছে। শুধু জলটুকু খেয়ে আস্ত ডাবটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, ওই দূরে! ঠিক খাঁটি বাংলাদেশের লোকরা যেমন ক'রে ফেলে। শাঁসটা খেতে ইচ্ছে করছিল; তাও খায়নি। 'নেয়াপাতি'র মত সুন্দর কথাটির মানে জানবার জন্য শাঁসটা দেখতে কি যে ইচ্ছা করছিল!······ ক্যালকাটার কথা যেতে দাও; কিন্তু রেলগাড়িতে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে যাবার আর আসবার সময়? সে উদ্দীপনার কথা পিলে অন্যলোককে বুঝোতে পারবে না!···রামপুরহাট! রামপুরহাট! নামটিই অন্যরকম অন্যরকম। এসে গিয়েছে তা'হলে! কুলিতে বাংলা বলছে! বাইরে ফুটফুটে জোছনা, কিন্তু পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না। তবু সে সারারাত গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। শুনে শুনে সব মুখস্থ; রাত্রে না দেখতে পাওয়া-গুলোকে দেখতে পাচ্ছে মনে ক'রে কত আনন্দ! একটা বাড়িতে আলো জ্বলছে অনেকগুলো; বিয়ে-টিয়ে হবে বোধ হয়। এমনি বাড়িতেই বোধ হয় খোকনবাবু বিয়ে করতে যায়। সঙ্গে হুলো বিড়াল নিয়ে। ওকি! জোছনায় আলোতে দেখা গেল! ভুল দেখল নাকি? কুঁড়েঘর। আলপনায় আঁকা কুঁড়েঘরের মত! ধনুকের মত বাঁকা; মটকা, ছাঁচতলা দুই-ই! এরকম ধনুকমার্কা কুঁড়েঘর যে সত্যি সত্যি আছে সেকথা আগে ভাবতে পারত না! অথচ মনে হয় আগে যেন কোথায় দেখেছে। সেইরকমই চেনা চেনা······ এসে গেল বর্ধমান! 'টিকি ধরে মারবো টান, উড়ে যাবি বর্ধমান।' 'বর্ধমানের রাঙামাটি, বুড়িকে ধরে ঘেঁচ করে কাটি।' রাতের বেলায় নাই-বা দেখা গেল এখানকার মাটির রং; কিন্তু এ যে লাল তা'তে সন্দেহ নেই।···করুক তো দেখি এসব খাবার পশ্চিমে। নতুনদিদিমা বলেন "পশ্চিমে পারে শুধু মজবুত আর টেকসই খাবার করতে। কি করবে বলো! যে দেশ যেমন,

সে দেশ তেমন!"……গাড়িতে মুসলমানে পর্যন্ত বাংলা বলছে অনায়াসে। অদ্ভুত! ঐ বেঞ্চের ছেলেটি নিশ্চয়ই বাংলা দেশের ইস্কুলে পড়ে। পিলেও যদি তার মত এখানকার ইস্কুলে পড়তে পেত! ও নিশ্চয়ই দাঁড় বইতে জানে, আর হিজল গাছ দেখেছে। জিজ্ঞাসা করবে নাকি? ওর সঙ্গে গল্প করতে ভারি ইচ্ছে করছে। ওর কাছে নিজের পরিচয় দেবার সময় পিলে চেপে যাবে যে, তা'রা বাংলার বাইরের লোক। কিন্তু তার কথা থেকে যদি ধ'রে ফেলে! ভয়ে সে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করতে পারে না। এখানে মাষ্টাররাও ইস্কুলে বাংলাতে পড়ায়! আচ্ছা ইস্কুলটা পাস হয়ে নিতে দাও না; কলেজে পড়বার সময় সে নিশ্চয়ই বাংলাদেশে পড়বে।…সব জেনে নিয়ে দেখাবে মজা সকলকে একবার! বড় 'বরঞ্চ', 'আপাতত', 'নেয়াপাতি,' দেখাতে আসে সকলে তা'কে!……

রেলগাড়িতে চড়লে বড় তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ ফুরিয়ে যায়। ফুরোবার সময় দুঃখ হয় বটে; কিন্তু তারপরই কতক্ষণে নিজেদের বাড়ি পৌঁছুব ভেবে মন উতলা হয়ে ওঠে! এ কয়দিনে কত বড় হয়ে গিয়েছে সে!—কত জেনেছে! নতুন দু'টো কথা শিখেছে—'ল্যাবা' আর 'ঘিন্টু'। তুলসী আর নতুন-দিদিমাকে শুনিয়ে অবাক ক'রে দিতে হবে।……

বাড়ি পৌঁছে পিলে হতাশ হ'ল। তুলসী একজন নেপালীর সঙ্গে নেপালে গিয়েছে। লোকটার বাবা যুদ্ধে মারা গিয়েছিল; বছরে একবার ক'রে এখানে পেন্‌শন নিতে আসতো। তার সঙ্গে কি ক'রে যেন তুলসী আলাপ জমায়। সে তুলসীকে এখানে একদিন আড়মাছ-পোড়া খাওয়ার নেমন্তন্ন করে। পরদিন তুলসী বাড়িতে না ব'লে তা'র সঙ্গে নেপালে চলে যায়। এই হ'ল পাড়ার খবর।

নতুনদিদিমার কাছ থেকে খবর পেল যে, তুলসীরা একদল উঠেছিল তাঁদের উঠনের পেয়ারা গাছে। সেই গাছের একটা ডাল গিয়েছে ঘুঁটেঘরের চালের উপর দিয়ে।……"আমি কি জানি, কোন মূর্তিমান চড়ে আছেন গাছে। ইঁদারাতলা থেকে কানে এল মট্‌মট্ ক'রে খাপরা ভাঙবার শব্দ। সেখান থেকে চীৎকার করি—নেমে পড়। একটা পেয়ারা বাড়ির লোকে জরো মুখেও

চিবোতে পায় না, এই হনুমানগুলোর দৌরাত্ম্যে! গাছ থেকে নেমে গন্ধপাতা চলে গেল। মুখ হুম্-ম্—এতখানি হাঁড়ি! পরদিনই শুনলাম নেপালীটার সঙ্গে চলে গিয়েছে। 'দাজু' পাতানো হয়েছে তার সঙ্গে! সাহস দেখ অতটুকু ছেলের! রাগ দেখ! যাবি, তা' বলে যা বাড়িতে! কি ছেলেই সব হয়েছেন! পান থেকে চুন খসবার জো নেই। রাগের মাথায় কি বলেছি জন্মযুগ ধ'রে সেটাকে গিঁট বেঁধে মনের মধ্যে রেখে দিতে হবে? আছে তো সব জিনিসেরই একটা... !"

তুলসীর ভয়ডর মোটেই নেই, এ কথা পিলের অজ্ঞাত নয়। পাঁচ মাইল দূরের বালুয়ামেলায় দশহরাতে রামলীলা দেখে, সে একা রাতদুপুরে হেঁটে ফেরে। আর পিলে? একবার পিসিমার অযথা বকুনির প্রতিবাদে সে বাড়ির পিছনের লিচুগাছের উপর লুকিয়ে বসেছিল। সন্ধ্যার পর আর সাহসে কুলোয় নি। তুলসী পরের দিন জিজ্ঞাসা করেছিল, "অত তাড়াতাড়ি নেমে এলি কেন রে? গাছে খুব লাল পিঁপড়ে বুঝি? সেদিন যখন লিচু পাড়তে উঠেছিলাম তখন তো পিঁপড়ে দেখিনি।"

ভূতের ভয়ের কথা তুলসীর কাছে স্বীকার করতে লজ্জা করল পিলের। "একটা সাপের শব্দ পেলাম গাছে।"

"সাপে আবার গাছে শব্দ করে নাকি রে? তুই একটি ইডিয়ট! আর সাপ হ'লেই বা কি? লুকিয়ে থাকবার সময় কখনও সাপে কামড়ায়? চুরি করতে গিয়ে রাত্রে কোন চোরকে সাপের কামড়ে মরতে শুনেছিস?"

পিলে চুপ ক'রে গিয়েছিল। ভূতের ভয়ের কথা তুলসী সন্দেহও করেনি। সেইটুকুই বাঁচোয়া!......

সেই তুলসীর নেপালে যাবার সাহস দেখে নতুনদিদিমা অবাক হতে পারেন; কিন্তু পিলে হয়নি। তুলসী যে কতদিন হেলে সাপের লেজ ধ'রে ঘুরিয়ে ম্যাজিক দেখায়! তবে সে নেপালে পালিয়ে গেল কেন? পিলের ক্যালকাটা আর বাংলাদেশ দেখবার গৌরব কমিয়ে দেবার জন্য সে নেপালে গেল নাতো?......না! তা কেন হতে যাবে! বাহাদুরি দেখানোর ভাব সে তুলসীর মধ্যে কোনদিন দেখতে পায়নি তো! তুলসী নিজের খেয়ালে

অনায়াসে যা' কিছু করে, পাড়ার আর কোন ছেলে, বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করেও সে রকম পারে না। সে চলে নিজের ঝোঁকে আগুপাছু না ভেবে; আর তারই সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে বন্ধুবান্ধবরা বকুনি খেয়ে মরে!······ নতুনদিদিমাই ঠিক ধরেছেন। সে নিশ্চয়ই পেয়ারা-খাওয়ার-বকুনিতে রাগ ক'রে চলে গিয়েছে। বাংলাদেশের গল্প করবার অর্ধেক উৎসাহ পিলের উবে গিয়েছে, তুলসী না থাকায়। নতুনদিদিমা যে বাংলাদেশের পোকা! তাঁকে আর সেখানকার নতুন কথা কি বলবে?—তবু পিলে লোভ সামলাতে পারে না।

"গেলই যদি, তবে নেপালের লাইনে না গিয়ে সাঁইতের লাইনে গেলেই পারত।"

ব'লেই পিলে বোঝে যে, কথাটা একটু বিজ্ঞের মত হয়ে গেল। কিন্তু উপায় ছিল না। সাঁইতে নামটি কথার মধ্যে ব্যবহারের জন্যই এ প্রসঙ্গ তোলা। রেলগাড়ির সেই ছেলেটি সাঁইথিয়া ইস্টিশানকে সাঁইতে বলছিল বারবার। নতুনদিদিমাকে পিলে জানাতে চায় যে, খাঁটি বাঙালীর মত সে বাংলা কথা বলতে শিখে এসেছে এবার—একেবারে সাঁইতে টাঁইতে সব। সাঁইতে মাঠে মারা গেল। তিনি সেকথা কানেও তুললেন না।

"বর কেমন হয়েছেরে? বয়স কত? সত্যিই তো, তুই জানবি কি করে! জামাইষষ্ঠীর সময় আসবে নাকি? নিশ্চয়ই দিদিকে নিয়ে যাবে যাবার সময়? তাদের জিনিস যত তাড়াতাড়ি নিয়ে যায় ততই ভাল। জামাই খুব হাসিখুশী —না? গোমড়ামুখো জামাইগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। রং কার মত? তোর দিদির মত হবে? ভাল হ'লেই ভাল। রায়বাহাদুরের ছোট নাতজামাই-এর কি রকম চোয়াড়ে চোয়াড়ে চেহারা দেখছিস তো? আচ্ছা বল, ঐ সুন্দর মেয়ের সঙ্গে কি ঐ জামাই সাজে? টাকা-পয়সাই কি জীবনে সব! মেয়ে দেখার এত ধুম—ছেলে দেখে না কেন লোকে! হ্যাঁরে নতুন জামাই তোর সম্মুখে দিদির সঙ্গে কথা ব'লল? খুব হাসি, খুব স্ফুর্তি। না? বেঁচে ব'র্তে থাকুক! একটু কচি কচি চেহারা না হ'লে কি জামাই মানায়! বেশ মানিয়েছে তো দু'জনে? মেয়ের মাথার উপর চার আঙুল লম্বা না হ'লে

ঠিক মানানসই হয় না। এসব কি দেখে মা-বাপরা! একটা হ'লেই হল। বিয়ের পর ঠেকারে তোর দিদি বাড়ি থেকে বেরুবেই না বোধ হয়। আর এখন নতুনদিদিমাই বা কে, গুটলিই বা কে! এখন কি আর তারাদের বাড়িতে পা পড়বে! আজ সন্ধ্যায় যাব তোদের বাড়ি; দেখি শাঁখা-সিঁদুরে কেমন মানিয়েছে লিলিকে। এখন কথা ব'ললে হয় আমার সঙ্গে—নতুন বর পেয়েছে। গিয়ে যে দু'টো তার সঙ্গে ভালভাবে কথা ব'লব তারও উপায় নেই; তোর পিসিমা আগলে আগলে রাখে। ঐ এক ধরনের মানুষ! কেনরে বাপু, আমি কি তোদের হাঁড়ির খবর জানবার জন্য আকুলি বিকুলি ক'রে মরছি! যার যা রীত, না যায় কদাচিত।......ও কি আঙুলে আদা করছিস যে বড়? জ্বর আসছে নাকি? এদিকে সরে আয়তো—দেখি তোর গা'টা! ...হ্যাঁ! ভোজকাজের পর বাড়িতে এক প্রস্থ অসুখ-বিসুখ হবেই হবে। ওরে রামশরণা, এই খোকাবাবুকে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আয়তো!"

জ্বর পিলের গা-সওয়া। এর জন্য দুঃখ নেই। আজকের মন্দার বাজারে জ্বরের দৌলতে তার একটা মস্ত লাভ হয়েছে। 'আঙুলে আদা করা' কথাটি আজ সে প্রথম শুনল। একেবারে নতুনদিদিমার দেশের কথা! পিসিমা জ্বর আসা বোঝেন তার রোদ্দুরে বসা দেখে; আর নতুনদিদিমা বোঝেন আঙুলে আদা করা দেখে। কত তফাৎ দু'জনে। উঠনের ঘটিটা সরিয়ে রাখবার সময় পিসিমা বলেন, "যা উটমুখো হয়ে চলবার ছিরি সকলের!" আর নতুনদিদিমা ঘটি সরিয়ে রাখবার সময় নিশ্চয়ই হেসে "মাও যা, ঘটিও তাই" বলবেন। তিনি ঠিকই বলেছেন—পিসিমাটা যেন কেমন। পিলে তাঁর 'সাইড্'-এ জানেন বলেই নতুনদিদিমা তার সম্মুখে পিসিমার নিন্দা করতে ভয় পান না। বুঝে গিয়েছেন যে, সে বাড়ি গিয়ে এ কথা বলে দেবে না। শুধু পিসিমার সঙ্গে কেন, পাড়ার অন্য যে কোন মেয়েমানুষের থেকে তিনি অন্য রকমের। এখানে আসবার সময় রায়বাহাদুরের বাড়ির জেঠিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বিয়েতে কি কি গহনা হ'ল? বরযাত্রী ক'জন এসেছিল? বর কি করে? বিয়েতে কে কে এসেছিল? আরও এইসব কত

কি। একটুও মেলে না নতুনদিদিমার সঙ্গে। এইসব কথা বড় বলতে ইচ্ছে করছে তুলসীকে। জ্বর আসবার মুখে কথা বলতে বড় ভাল লাগে তা'র।...

তুলসী নেপাল থেকে ফিরে এল মাস দেড়েক পরে। স্টেশন থেকে সোজা পিলের কাছে। পেয়ারা খাওয়া সংক্রান্ত গণ্ডগোলের পর একা যেতে লজ্জা করছিল বোধ হয় নতুনদিদিমার কাছে। তুলসী একটি মুখোশ পরেছে—শিবের মুখ। কিছুই হয়নি; শুধু যেন একটা ফুটবল ম্যাচ দেখে আসছে ওপাড়া থেকে এমনি ভাব। হাতের খাঁচায় একটি নেপালী ময়না!

"তোর জন্য নিয়ে এলাম। দাজুর মা দিয়েছে। ভারি ভাল লোকরে। রেলগাড়িতে তুলে দিয়ে গেল।"

"নতুনদিদিমার চাইতেও ভাল?"

"ধ্যেৎ।"

'ধ্যেৎ' বলবার সময় তুলসীর মুখখান একটু কি রকম যেন হয়ে গেল। পিলের মনে হ'ল হঠাৎ নতুনদিদিমার কথা তোলায় সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল; নিশ্চয়ই সে তাঁর উপর রাগ করেই তা'হলে নেপালে চলে গিয়েছিল।

"তবে? দাজুর মা ভালতে 'সেকেন'? নতুনদিদিমার মত ভালতে 'ফাস্ট' কেউ না, নারে?"

"হ্যাঁ। কিছুতেই আমাকে পাহাড়ের জঙ্গলে যেতে দেবে না। একদিন দাজুর সঙ্গে পাহাড় থেকে কাঠ নিয়ে এসেছিলাম। এমন 'ডাউন' করল দাজুকে আমার সম্মুখে! খুব আমার 'সাইডে'।"

"চল্।"

তুলসীর স্থান পিলের মনে চিরকালই খুব উঁচুতে। সেই মহিমা আরও উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে হঠাৎ—সে, যে কোন স্টেশনে টিকিট করতে পারে, নিজে কুলিকে জিজ্ঞাসা ক'রে গাড়ি বদল করতে পারে, এমন কি এঞ্জিন ড্রাইভারের কাছ থেকে গরম জল পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারে!...

"মুখোশটা কিনলি কত দিয়ে রে?"

"কিনিনি, দাজুর বোন দিয়েছে। দেওয়ালির দিন সেখানে ছেলেমেয়েরা মুখোশ প'রে দলে দলে ঘুরে বেড়ায়। আর জুয়ো খেলতে হয় সকলকে সেদিন। দাজুর বোন বাজি রেখেছিল যে অন্ধকারে তা'কে খুঁজে বার করতে পারলে সে বাজি হারবে। পয়সা কারও নেই। তাই সে আমার কড়ে আঙুলটা কামড়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, যে হারবে তার আঙুলটাকে একবার কামড়াতে দিতে হবে।"

"আস্তে, না জোরে রে?"

"আস্তে কুট্! ব্যস্!"

"ভারি মজার মজার বাজি রাখে তো নেপালে।"

"নেপালে না; পাহাড়ে। সে হেরে গেল বাজিতে। আমি কিছুতেই কামড়াব না। মেয়েমানুষের আবার আঙুল কামড়াবে! দেওয়ালির বাজির ধার রাখতে নেই। সেইজন্য শেষকালে আমাকে এই মুখোশটি দিলো।"

"অত লোকের মধ্যে রাত্তিরবেলা চিনলি কি করে মাইরি, দাজুর বোনটাকে?"

"সন্ধ্যাবেলায় বেরুনর আগে রসুন দিয়ে চিড়েভাজা খেয়েছিল যে সে, আমার সম্মুখে। আমি খুঁজছি কোন মুখোশের মধ্যে দিয়ে নিশ্বাসের সঙ্গে রসুনের গন্ধ বার হচ্ছে।"

ঠিকেদারবাবুর বাড়ির দোরগোড়ায় এসে তুলসী দাঁড়াল, পিলেকে আগে ঢুকতে দেবার জন্য। তার ভাব একটু আড়ষ্টগোছের হয়ে উঠেছে, নতুনদিদিমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে। পিলের মুখে মুখোশ পরা। "কি গুটলিদি!" বলে হাসতে হাসতে তুলসী উঠনে ঢুকল। নতুনদিদিমাকে ডাকতে লজ্জা লজ্জা করছে, সেইজন্য গুটলিদির খোঁজ পড়েছে।

"ওমা, দেখ কে এসেছে!"

নতুনদিদিমা ভাঁড়ারঘর থেকে বেরিয়ে এলেন; গলার স্বরে নিশ্চয়ই বুঝেছেন কে এসেছে। মুখখান গম্ভীর থমথমে গোছের। মুখে হাসি না দেখলেই তাঁর চোখদুটিকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে, জানতে ইচ্ছা করে—ব্যাপার কি? জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে—এমন কেন? চোখে তাঁর জল আসছে নাকি? তুলসীর দিকে এখনও তাকাননি। পিলের সঙ্গেই প্রথম কথা বললেন।

"আহা সুন্দর শিবের মুখখানা তো! ও আবার কোথা থেকে পেলি? খুলে ফেল্! ঠাকুরদেবতা নিয়ে খেলা!"

......এখনও তিনি কথা বলছেন না কেন তুলসীর সঙ্গে? চটে আছেন নাকি ওর উপর?......

"তুলসী মুখোশটা এনেছে নেপাল থেকে।"

এতক্ষণে যেন নতুনদিদিমার খেয়াল হয় তার কথা। "নেপাল যাওয়া হয়েছিল?"

"না, পাহাড়ে।"

"কবে আসা হ'ল?"

......এখনও ঘুরিয়ে কথা বলছেন; 'তুই' বলছেন না!......

"এই এখনই আসছি।"

"এখনই? বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে? অফিসে গিয়ে দেখা ক'রে এলেই হ'ত। খাওয়া-দাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই? ওরে আমার কপাল!"

দৌড়তে দৌড়তে তিনি গিয়ে ভাঁড়ার ঘরের শিকল খোলেন...তুলসীর জন্য খাবার আনতেই গেলেন ঠিক।...তবু...মনে হয়, চোখের জল চাপবার জন্যই তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। পিলে, তুলসী, গুটলিদি তিন-জনেই একথা বুঝে গিয়েছে। তুলসীর দিকে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নিল। গুটলিদির চাউনি দেখেও ধরা যায়; সেও পিলের মত বুঝছে যে, মায়ের চোখে জল তুলসীর খাওয়া হয়নি ব'লে নয়...অন্য কারণে।

...পাড়ার ছেলে; রোজ দেখা না হ'লেও, দেখা হতে পারে যখন তখন; এ অবস্থায় কারও অভাবটা মনে না পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ছেলে যে চলে গিয়েছিল তাঁর উপর রাগ ক'রে। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। যা গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে! ফিরে যে এসেছে সেই ঢের! না এলেই বা কি করার ছিল! ফিরে তাঁর কাছেই ছুটে এসেছে প্রথমে, এইটেই বোধ হয় ফেরবার চাইতেও বড় কথা!...

"গুটলি! জিজ্ঞাসা করতো, ছোঁড়ার স্নান হয়নি বোধ হয়। তাহ'লে একখান তারার কাপড়-টাপড় দে; প'রে স্নান করুক। আচ্ছা, না হয় আমার কাপড়ই দে একখান—তারা আবার এসে ফাটাফাটি করবে!"

ময়দা মাখতে মাখতে তিনি কথা ব'লে চলেছেন ভাঁড়ার ঘর থেকে। গলার স্বর স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। এতক্ষণে নিশ্চিন্দি।

তুলসী 'ফাস্ট', সে কথা এখানকার প্রতিটি ছেলেমেয়ে জানে। পিলের কাছে এটা নতুন খবর নয়। তার নিজের হিসাবমতও তুলসী 'ফাস্ট', সে 'সেকেন', গুটলিদি 'থাড়'।···চিরকাল জানা। কিন্তু এত 'ফাস্ট'? এত উঁচুতে ফাস্ট! আর সে এত নীচুতে 'সেকেন'? কত নীচে তার জায়গা এ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হ'ল পিলের আজ! সে যেদিন কলকাতা থেকে এ'ল সেদিন নতুনদিদিমা কি বলেছিলেন, কি করেছিলেন সব তা'র স্পষ্ট মনে আছে। তার সঙ্গে নতুনদিদিমার আজকের ব্যবহার সে মনে মনে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে। সেও অনেকদিন পর এসেছিল, তুলসীও অনেকদিন পর এসেছে!······

ও বারান্দা থেকে তাঁর কথা কানে আসছে। তুলসীকে বলছেন, "কোঁচা যে মাটিতে লুটচ্ছে। বাড়িতে ক'হাতী ধুতি পরিস? আট-হাতী? হিল্লি ডিল্লি ঘুরে এলেই কি বড় হওয়া যায়?"

পিলে আর থাকতে পারে না। কি কথা কোথায় বলা উচিত নয়, এ বিষয়ে সে বয়সের আন্দাজে একটু বেশী সজাগ। তবু সে মিথ্যে না ব'লে পারল না— "আমাকে এবার পিসিমা ন'-হাতী ধুতি কিনে দেবে বলেছে।"

"তুমি হ'লে চাটুজ্যেবাড়ির বড় কর্তা। তোমার কথাই হ'ল আলাদা।"

নতুনদিদিমার এই কথা-এড়িয়ে যাওয়া ঠাট্টার পর আর কিছু বলার মত খুঁজে পায় না সে। বোঝে যে, তার সঙ্গে বাজে কথা বলবার সময় নেই এখন তাঁর।

খাওয়ার সময় তুলসীকে ঘিরে ব'সে চলল নেপালের গল্প। গল্প মানে সকলের প্রশ্নের জবাব দেওয়া। যখনই কেউ বলে নেপাল, তখনই তুলসী কথাটিকে সংশোধন করে দেয়—"নেপাল নয়; পাহাড়।" কিন্তু তফাতটা যে কি তা' বুঝোতে পারল না। "সে দেশে যে না গিয়েছে, সে বুঝতে পারবে না কোনকালে।" নতুনদিদিমার প্রশ্ন সবই দাজুর মা আর বোন সংক্রান্ত। "দেখতে কেমন? গায়ে দুর্গন্ধ নাকি? বিচার-আচার বোধ হয় কিছু নেই? শুয়োর রাখে বাড়িতে! বলিস কি! খেলি তো ওদের ছোঁয়া? বদবামুন

কোথাকার। বোনটার নাম কিরে? নাক বোঁদা? খুদে খুদে চোখ তো? ওরে বাবা! কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটে মেয়েমানুষে? দাজুর মাকে কি ব'লে ডাকতিস? ঐ একখানিই ঘর তাদের বাড়িতে? ওরা আবার গানও জানে নাকি? বোনটাও? গানে কথা বলতে পারে; সে আবার কি রকম? এ এক কলি, ও এক কলি গায়? শোনা দেখি।"

তুলসী এই অনুরোধের প্রত্যাশাতেই যেন ছিল।

পিলে গান বোঝে না মোটেই। এ আবার কি ছাই গান!

"কেন বেশ তো।"

নতুনদিদিমার খুব ভাল লেগেছে এ গান।

"এ গান শেখালো কে রে তোকে, গন্ধপাতা? মা, না বোন? নিজে নিজে শুনে শুনে। উঁহু! বললেই কি আমি বিশ্বাস করি!"...

গল্পে গল্পে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এখন বাড়ি ফিরতে হয়। দরজার বাইরে এসে পিলের মনে পড়ে মুখোশের কথা। "মুখোশটা যে ফেলে এলি?"

"থাক্‌গে। ও দিয়ে আমি কি করব।"

তারপরই শোনা গেল নতুনদিদিমার গলা—"ওরে ফেলে গেলি যে শিবঠাকুরকে। নিয়ে যা।"

দু'জনে ছুটতে আরম্ভ করে যাতে তিনি ভাবেন যে, তাঁর কথা তুলসীরা শুনতে পায়নি; অনেক দূরে চলে গিয়েছে ততক্ষণে।

"দাঁড়া, দাঁড়া!"

তুলসীর আসল গল্প তখনও বাকি। দেরী হয়ে গিয়েছে—বাড়ি গিয়ে বোধ হয় বকুনি খেতে হবে।

"কাউকে বলবি না মাইরি! আসল কথাটা,—নতুনদিদিমা যখন দাজুর মায়ের নাড়ীর খবর নিচ্ছিল না আমার কাছে, তখন ভয় ভয় করছিল,—এই বুঝি বেরিয়ে যায়, এই বুঝি বেরিয়ে যায়।"

"কি রে মুরগির মাংস খেয়েছিস বুঝি সেখানে?"

"সে তো শুয়োরের মাংসও খেয়েছি সেখানে—সে কথা বলছি না। অন্য কথা। কাউকে বলবি না বল!"

"ব'লব না, ব'লব না, ব'লব না!"

"বোতাম ছুঁয়ে বল।"

কি আবার ভয়ঙ্কর চেপে-যাওয়ার কথা বলবে! বোতামে হাত দিয়েই পিলে বুঝতে পারে যে, তা'র বুক টিপ্‌টিপ্‌ করছে।

"পাহাড়ে ওরা আমাকে কমলালেবুর মদ খাইয়ে দিয়েছে।"

"মদ! যাঃ!"

'মদ' কথাটি সে-বয়সে 'অসভ্য' কথার লিস্টের মধ্যে পড়ে। শুনলেই ভয় আর কৌতূহল জেগে ওঠে মনে।

"মাইরি বলছি!"

"কমলালেবুর আবার মদ হয় নাকি?"

"আমি নিজে খেয়ে এলাম, তবু ব'লবি হয় না!"

"খাওয়াল কি করে? দাজুটা? জোর করে ধ'রে?"

"দিনরাত খাও, খাও, খাও! সবাই মিলে। সে দেশে সকলেই খায়। আমি যতই খাব না বলি, ততই তা'রা তিনজনে হেসে লুটোপুটি খায়। শেষকালে লজ্জায় আমি ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে নিলাম।"

"টলছিলি? চোখ লাল হয়েছিল?"

"না।"

"ভয় করল না?"

"নেশা হয়ে যাবার ভয়ে সারারাত জেগেছিলাম। কি নাক ডাকে মাইরি দাজুর মা-টার।"

"খেতে ঝাল?"

"না, টক-টক মিষ্টি-মিষ্টি। মিছে বলব না; আমি অনেকদিন খেয়েছি।"

"মদ খেতে ভাল, তাই আবার বলছিস্!"

"আর বলব না, মাইরি!"

"দাজুর মা-টারা ভাল লোক না।"

"না না, দাজুর মা খুব ভাল লোক। গাড়িতে আমাকে তুলে দেবার সময় জড়িয়ে ধ'রে কাঁদলো।"

"নেপালী তোকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলো ?"

একথার কোন জবাব দেয়নি তুলসী। রাত ক'রে ফিরবার জন্যে পিসিমার কাছে বকুনি খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল পিলে। মদ খেয়ে তুলসীর ঘুম হয়নি ; মদ খাওয়ার সংবাদ চাপবার উত্তেজনায় পিলের ঘুম হ'ল না সারারাত।...... পিসিমা বলেছিলেন—"বাড়ি ফিরবার কি দরকার ছিল ? গুরুঠাকুর ফিরে এসেছেন ; আর কি, সাগরেদি করগে যাও।"......পিসিমার বকুনি কেউ গায়ে মাখে না—বাবা পর্যন্ত না। বকছেন তো বকছেনই। কিন্তু আজ পিলের মনে হ'ল যে তাঁর বকুনির ওজন আছে ; যে মদ খায় তার সঙ্গে এত রাত্রি পর্যন্ত থাকা, সত্যিই অন্যায়। সে দোষ করেছে।......কিন্তু কি সাহস ! কি বুকের পাটা তুলসীর ! অত বড় 'অসভ্য' কাজ করতে বাধল না একটুও। আর এই "ভয়ঙ্কর অসভ্য" কাজের খবর দেশের মধ্যে শুধু সে-ই জানে। তবু তুলসীই ফাস্ট—অনেক উঁচুতে ফাস্ট। নতুনদিদিমা তার সঙ্গে দেখা হলে চোখের জল ফেলেন ; দাজুর মা তার সঙ্গে আর দেখা হ'বে না ভেবে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদে।...লোকে যাদের ভাল বলে না, তাদেরই নতুনদিদিমা, দাজুর মা'রা ভালবাসে না কি ?......যাকে ভাল বলে, সে হয়ে যায় 'সেকেন্'—অনেক নীচে 'সেকেন্'। যত ভাল হ'বে তত কম নম্বর পাবে নতুনদিদিমার কাছে।...গানজানা লোককেই বোধ হয় সকলে বেশী ভালবাসে—এক কেবল বাবা পিসিমারা ছাড়া।...তাই বা বলা যায় কি করে। তুলসীর বাবা নিজেও গান জানেন, আবার ছেলেকেও শেখান !......দিদিটা নিজেকে বড় সবজান্তা মনে করে। তার বিয়ের সময় পাওয়া, 'ধ্রুবতারা' নামের একখানি নীল মোটা বইয়ে, জামাইবাবুর বন্ধু পন্থতে একটা 'ফাজলামি' লিখে দিয়েছিল। পিলেকে পড়তে দেখে দিদি বলেছিল— রেখেদে, তুই বুঝবি না ওর মানে।......সব বোঝে পিলে, সব বোঝে। এত বড় একটা তুলসীর 'অসভ্য' কথা, চেপে রাখবার গুরু দায়িত্ব বুকের উপর নিয়ে শুয়ে রয়েছে। তার কাছে এসেছে লম্বা লম্বা কথা বলতে দিদিটা।......হাতের তেলো গরম হ'য়ে ওঠায় বুকের বোতামটা লাগল একেবারে ঠাণ্ডা বরফের মত। এত নীচে 'সেকেন' হওয়ার কথা বারবার মনে হয়।......দাজুর মা ময়নাটা

দিয়েছিল তুলসীকে। সে কেন নিতে যাবে অন্যকে দেওয়া জিনিস? মেয়েমানুষে যার জন্য কাঁদে সে-ই 'কাস্ট'!......

......ভোরে উঠেই সে ময়না পাখীটাকে তুলসীকে ফেরত দিয়ে আসবে। বলবে পিসিমা বকাবকি করছেন!......কিন্তু তখন যদি তুলসীর বাবা গাঙ্গুলিমশাই বাড়িতে থাকেন? বড় ভয় করে গাঙ্গুলিমশায়ের সম্মুখে যেতে।...

অদ্ভুত মানুষ এই তুলসীর বাবা। অন্য বাবাদের মত নয়। পিলের বাবার সঙ্গে তো মোটেই মেলে না। নাপিতে দাড়ি কামাবার সময় যেদিনই বাবা পিলের দিকে বারকয়েক তাকান, অমনি সে বুঝতে পারে যে, আজ তাকে চুল কাটতে হ'বে। বাবা দাঁড়িয়ে থেকে তার মাথার সম্মুখের ও পিছনের চুল সমান ক'রে ছাঁটিয়ে দেবেন। পিলের ইচ্ছে তুলসীর মত সম্মুখের চুল বড় রাখে; কিন্তু তা' কি হ'বার জো আছে বাবার জ্বালায়! একবার পিলে বুদ্ধি ক'রে এক খাবলা তেল মাখিয়ে নিয়েছিল সম্মুখের চুলগুলোতে, যাতে নাপিত ছোট ক'রে ছাঁটবার সময় চুলের গোছা না ধরতে পারে। তবুও বাবা তার চেষ্টা সফল হ'তে দেননি। আর তুলসীর বাবাকে দেখ। তিনি নাপিতকে ব'লে দেন ছেলের চুল দশ-আনা ছ'-আনা ছেঁটে দিতে। তুলসী তা'র বাবার লাল গন্ধতেল মেখে টেরি কাটে। পিসিমা বলতেন, মদ খেলে গা দিয়ে রামছাগলের বোটকা গন্ধ বার হয়। সেই গন্ধ ঢাকবার জন্যই নাকি তুলসীর বাবা ঐসব গন্ধ তেল-টেল মাখেন। একদিন যদি সে তেল ফুরিয়ে যায়, ব্যস। আর কাউকে সে বাড়িতে টিকতে হ'বে না রামছাগলের গন্ধে।

খুব ছোটবেলাতে দিদি পিলেকে ভয় দেখাতো—দেবো, লালচোখো গাঙ্গুলিমশায়ের কাছে ধরিয়ে। মাতালের প্রতিশব্দ হিসাবে লালচোখো কথাটি এখানে বহুল প্রচলিত। সব ছেলেপিলেই জানত যে গাঙ্গুলিমশাই মাতাল। আরও ছোটরা জানত যে, মাতালরা ছেলেপিলে দেখলেই মারে; সময় সময় পেটও কেটে দেয়। যদিও ছোটবেলাতে পথে-ঘাটে পিলেকে দেখলেই গাঙ্গুলিমশাই 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে খুদে চাটুজ্যে' ব'লে একটু আদর করবার চেষ্টা করতেন; কিন্তু সে তখন ভয়ে কাঁপত। পাড়ার সব ছেলেমেয়েই তাঁকে এড়িয়ে চলত।

কিন্তু বড় হ'বার পর পিলে জেনেছিল, তিনি কত ভাল মানুষ। ছেলের সঙ্গে ব'সে গান করেন। গান শেখান। আর পিলে? গান শুধু গাওয়া কেন, শোনা পর্যন্ত ছিল অসভ্যতা তাদের বাড়িতে।

তুলসীর বাবা অনেক রাত পর্যন্ত অর্গ্যান বাজিয়ে গান করেন। কানে এলেই পিসিমা বিড়বিড় ক'রে বকেন, পাড়ার সব ছেলেপিলেদের তুলসীর বাবা গান শুনিয়ে খারাপ করে দিচ্ছেন ব'লে। পিলেরা ভাব দেখায় যে, ও গান তাদের কানে যাচ্ছে না। একদিন রাতে অন্যমনস্কভাবে দিদিকে ব'লে ফেলেছিল যে, তুলসীর বাবা সেই এক ঘণ্টা থেকে একটা গানই গাইছেন। আর যাবে কোথায়! হুঙ্কার শোনা গেল পিসিমার। "পড়া হচ্ছে! এক ঘণ্টা যদি গানই শুনছিস্, তবে পড়ছিস কি? যত সব অসভ্যপনা! বাপ-বেটায় মিলে গাঙ্গুলিমশায়ের গান হচ্ছে! এক গেলাসের ইয়ার যেন দু'জনে! ঐ তুলসীর সাগরেদিই ক'র গিয়ে, বড় হ'লে যাত্রার দলে।"

কি করবে পিলে? 'কে গো তুমি তরুবর আছ সুখে দাঁড়াইয়ে' গাঙ্গুলি-মশায়ের এই গানটি, পড়বার সময় এক ঘণ্টা থেকে কানে এলে পিলে কান বন্ধ করবে কি করে? তোমরাই ব'লে দাও! এতো আর নিশ্বাস নয় যে, ইচ্ছামত বন্ধ ক'রে নেওয়া যায়! কে একথা পিসিমাকে বোঝাবে! অথচ নতুনদিদিমা গান কত ভালবাসেন। দাজুর মা'টা পর্যন্ত গান ভালবাসে। গানের জন্যই তুলসীর এত কদর!......

পিসিমার বকুনি একবার আরম্ভ হ'লে কি এত তাড়াতাড়ি থামে!

......"যা দেখতে পারি না তাই!......মদের নেশা আর গানের নেশা, এই নেশাতেই খেলে গাঙ্গুলিমশাইকে! ভ্রূক্ষেপও নেই সংসারের দিকে! ছেলেটা টো টো ক'রে বেড়ায় দিনরাত্তির, 'বাজারের—ছেলেদের' সঙ্গে। বাপ হয়েছিস। একবার বারণ কর। তা নয়। নির্বিকার! পরিবার ভুগে ভুগে মারা গেল; ডাক্তার ডাকতে হয় ডাকো, না ডাকতে হয় ডেকো না; ওষুধ খেতে ইচ্ছে হয় খাও, ইচ্ছে না হয় খেয়ো না; শেষদিন পর্যন্ত ধুঁকতে ধুঁকতে গিয়ে রান্নাঘরে উনুনের ধারে বসেছিল। স্বামীর পাতের ভাত খাওয়ার খোয়ার! যাক্, গিয়েছে, ভালই হয়েছে! হাড় জুড়িয়েছে! আপদের শান্তি! বেঁচে থাকতেও

সে ব্রাহ্মণী তোমাকে কোনদিন বারণ করেনি কিছু করতে ; এখন তো কোন কথাই নেই ! কেউ দেখতেও আসবে না, কি করছ না করছ। ছি ছি ছি ! কিন্তু ছেলেটা যে এই বয়স থেকেই ইস্কুলে না গিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় ! আর বাপ হয়ে উনি নিজে বসে আছেন দিনরাত্তির মদ আর ঐ প্যাঁ পোঁ নিয়ে !"......

এর শেষ নেই।

তুলসীর মায়ের কথা পিলের কিছু মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, একখানা লাল গামছা প'রে ঘর-দুয়ার ধুচ্ছেন, তা'রই একটি ছবি। তবে তুলসীর মা মারা যাবার দিনটা বেশ মনে আছে। তুলসী সেদিন পিলেদের বাড়িতে শুয়েছিল। ঠিকেদারবাবু তা'কে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সে এল পিসিমার সঙ্গে পিলেদের বাড়ি। ঠিকেদারবাবুর বাড়িতে লজ্জা লজ্জা করে—তারাদা' অনেক বড়—আর সব্বাই মেয়েমানুষ। এখানে তবু খোকা আছে। খোকা তখনও পিলে নাম পায়নি। সেই রাত্রে......একখান কম্বলের মধ্যে পিলে আর তুলসী শুয়ে। তুলসীকে নাকি কম্বল গায়ে দিতে হয়, পিসিমা বললেন। লেপের বদলে কম্বল গায়ে দেওয়া বেশ নতুন নতুন লাগে। করকরে কুট্‌কুট্ ! তুলসী কাঁদেনি—খেৎ, পুরুষমানুষে আবার কাঁদে নাকি ! তা'র বাবাও তো কাঁদেনি। খুব ভাল লেগেছিল তুলসীকে সেদিন। একসঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে শোয়া। এত কাছে তুলসীকে কোনদিন পায়নি পিলে। অতটুকু ছেলে শ্মশানঘাটে গিয়েছে, তেল না মেখে স্নান করেছে, মড়া পোড়ানো দেখেছে। ভয়ে পিলের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, আরও জড়িয়ে ধ'রে শুতে ইচ্ছা করে তুলসীকে। আর নতুন কোরা কাপড় কিছুতেই গরম হ'তে জানে না। খুব কাছে এসে গিয়েছে দু'জন। ঘুম আর আসে না পিলের।

"জেগে নাকিরে পিলে ?"

"ও, তুইও জেগে। কম্বল কুট্‌কুট্ করছে নারে ?"

"না।"

"তবে ?"

জবাব দিল না তুলসী তখন। অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। তারপর তুলসীই প্রথম কথা বলে।

"তোরও মা নেই, আমারও মা নেই—নারে ?

"হ্যাঁ।"

"দু'জনেই সমান নারে ?"

পিলের ইচ্ছা করছে যে বলে, সমান কেন হতে যাবে ? তার মা অনেক আগে স্বর্গে গিয়েছেন, কাজেই সে বড়। মা স্বর্গে যাওয়ার ব্যাপারটাতে সে অনেক উঁচুতে তুলসীর চেয়ে—কত উঁচুতে ঠিক মনে নেই—পাঁচ ছ' বছরের উঁচুতে তো নিশ্চয়ই—মনে থাকবার কথা নয়—বঁটি দিয়ে কেটে যাবার দাগটা পায়ে যেবার হয়, তারও এক বছর আগে—পিসিমার মুখে শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এই একটা বিষয়েই সে তুলসীর চেয়ে বড় হ'তে পেরেছিল; কিন্তু আজকের মত দিনে একটু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তুলসীর গলার স্বরে কি যেন মেশানো আজ! অন্যরকম, অন্যরকম!......

"হ্যাঁ।"

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পালা। তুলসী নিজমুখে স্বীকার করেছে যে, তা'র সমান সে। এর আনন্দও কম নয়। খালি কি সমান ? কত কাছাকাছি! গায়ের গরম পাওয়া যাচ্ছে; নিশ্বাসে কানের কাছটাতে সুড়সুড়ি লাগছে।... জানলার ফাঁক দিয়ে সরু একটুখানি জোছনা এসে পড়েছে তাদের বালিশের ওপর।

"তোদের বাড়ির বিছানার গন্ধ আমাদের বাড়ির বিছানার গন্ধর মত না।"

"ও বোধ হয় কম্বল আর কোরা কাপড়ের গন্ধ মিলে অমন লাগছে।"

"ধেৎ। তোদেরটা খারাপ বলছি না; অন্যরকম। আমাদেরটা কেমন যেন তেলতেলে ঘাম ঘাম গন্ধ। তোদেরটা রোদ্দুরে দেওয়া বিছানার শুকনো শুকনো গন্ধ।......মোলায়েম, ভিজে নয়।"......

"স্নানের পরের চুল, আর তেল মাখবার আগের চুলের গন্ধ, যেমন দু'রকমের হয় ?"

"ধেৎ! তুই বুঝবি না।"

পিলে বোকা বনবার পাত্র নয়। "দেখিস তোদের বাড়ির বিছানাতেও এমনি গন্ধ হ'য়ে যাবে।"

অতি অস্পষ্ট ইঙ্গিত ; কিন্তু এই কথাই আজ তুলসীর মনে সাড়া জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। বিছানার সঙ্গে তা'র মায়ের গন্ধই জড়ানো থাকত নাকি? এদিক দিয়ে বিছানার গন্ধর কথা সে এর আগে কখনও ভাবেনি। মায়ের সঙ্গে দেখা হ'ত কতটুকু! কতক্ষণই-বা সে বাড়িতে থাকে? এখন আর সে-কথা ভেবে কি হবে? তা'র বিছানাতে মা-মা-গন্ধ হয়, এই মনের ভিতরের কথাটা পিলে ধ'রে ফেলল কি ক'রে? তার মনের কথা সে নিজে ভালভাবে বুঝবার আগেই পিলে জেনে গিয়েছে! এইজন্যই পিলেটাকে এত ভাল লাগে!...... মাকে কি তার সত্যিই ভাল লাগত? একথা তো সে এর আগে কখনও ভেবে দেখেনি।......মা'র সঙ্গে সঙ্গে সে গন্ধও চলে গিয়েছে সেই কোথায়!......

"চাঁদটা এখান থেকে অনেক দূর!"

"হ্যাঁ"।

"এক শ' মাইল হ'বে, নারে?"

পিলে জবাব দেয়, "হ্যাঁ"।

না-বলা কথাগুলোর মধ্যে একটি মন আর একটি মনকে খুঁজে পেয়েছে আজ।......এই অলখডোরের বাঁধনই বুঝি-বা থেকে গিয়েছিল, এর পর, চিরকাল!......

তখন পিলেরা কত ছোট। কিন্তু সেই বয়সেই বড়দের মুখে শুনেছিল যে তুলসীর বাবা সেই রাত্রেই দু' বোতল মদ খেয়েছিলেন। পরের দিন যথারীতি গানও শোনা গিয়েছিল।......

বহুরকমের দুর্নাম সত্ত্বেও গাঙ্গুলিমশাইকে পাড়ার লোকে সমীহ ক'রে চলত। এর প্রধান কারণ তিনি লোকটি ছিলেন দিলদরিয়া মেজাজের। মদ খেয়ে মাতলামি করতে কেউ তাঁকে কোনওদিন দেখেনি। পাড়ার দলাদলি, ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে তিনি কোনদিন থাকেননি। পি. ডবলু. ডি. অফিসে হেড ক্লার্ক ছিলেন তিনি। একাজে উপরি রোজগার বেশ। এসব ছাড়াও পাড়ার মধ্যে তাঁর মর্যাদার সবচেয়ে বড় কারণ ঠিকেদারবাবু তাঁকে খাতির করতেন খুব বেশি। কন্ট্রাক্টররা পি. ডবলু. ডি. অফিসের হেড ক্লার্ককে খোশামোদ না ক'রে পারে না।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে শুদ্ধ একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা ছিল যে, তুলসী নতুনদিদিমার কাছে "ফার্স্ট," পি. ডবলু. ডি.'র হেড ক্লার্কের ছেলে ব'লে। যে ছেলেমেয়েরা নতুনদিদিমার বাড়িতে খেলতে যেত না এ হচ্ছে তা'দের ধারণা। এ যে কত বড় ভুল সে কথা জানত, পিলের মত, যাদের সেখানে যাতায়াত ছিল নিয়মিত, তা'রা।

পিলের মনের প্রচ্ছন্ন ধারণা ছিল যে, তুলসী গান জানে, আর অনায়াসে নতুনদিদিমাকে 'তুমি' বলতে পারে ব'লেই সে 'ফার্স্ট,'।

সাধারণভাবে বলতে গেলে পিলে গানের সম্বন্ধে নিস্পৃহ। সুরের চেয়ে কথা অনেক বেশি সাড়া জাগায় তার মনে। নতুনদিদিমা গ্রামোফন বাজাতে আরম্ভ ক'রলেই সে অধৈর্য হ'য়ে অপেক্ষা করে কতক্ষণে গান থেমে 'অ্যাকৃটিং'-এর রেকর্ড আরম্ভ হ'বে। গাঙ্গুলিমশায়ের "কে গো তুমি তরুবর"……শুনবার সময় তা'র কেবলই মনে পড়ে তুলসীদের অরগ্যানটার কথা।—কেমন চকৃচকে পালিশ! আয়নার মত মুখ দেখা যায়; গাল লাগালে ঠাণ্ডা! নতুনদিদিমার গান সে একদিন মাত্র শুনেছিল অনেকদিন আগে; রায়বাহাদুর-গিন্নীর অনুরোধে প'ড়ে গেয়েছিলেন। প্রথম লাইন, "মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীমতী রাধিকা সুন্দরী"। অনেকগুলো 'ম' থাকার জন্যে কেমন যেন কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। ছোটবেলায় খুব সুপুরী খেলে অমনি হয়—পিসিমা বলেছেন।

আজকাল নতুনদিদিমা গান গাইতে বললে চটে ওঠেন। "সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন কোথায় সাধন-ভজন করব তা' নয়, গান! হ্যাঁ, শুনতে ভালবাসি, শুনব। শোনা আর গাওয়া কি এক জিনিস?" তুলসী বলে, "না না, তাই কি আমরা বলছি নাকি? তুমিই তো নিজে বলছ যে, এখন ভজন গাইবার সময়।"

"তা' আবার কখন বললাম?"

পিলে তুলসী দু'জনেই হো হো ক'রে হেসে উঠেছে। "দুষ্টুমি হচ্ছে? দাঁড়া! ভাদ্দর মাসের তাল দিতে হয় গোটাকয়েক গুম্ গুম্ ক'রে পিঠে!"

দাঁতে দাঁত চেপে আদরের সেই হি-ই-ই-ই শব্দটা ক'রে তিনি হাত বাড়ালেন তুলসীর কনুইয়ের উপরটা ধরবার জন্যে।······

এই সময় পিলে কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর হ'য়ে ওঠে হঠাৎ। চেষ্টা করেও কথা বলতে পারে না দু'এক মিনিটের জন্যে, এত অভিভূত হয়ে পড়ে সে। নিজের অক্ষমতার জন্যে এই আত্মগ্লানি। কেন সে তুলসীর মত নতুনদিদিমাকে 'তুমি' বলতে পারে না। বলতে গেলে কিন্তু কিন্তু হয়ে যায়, বুক দুরুদুরু করে। একদিন বহু চেষ্টা ক'রে সে বলেছিল; কিন্তু গলার স্বর শেষ পর্যন্ত এত আস্তে হয়ে গিয়েছিল যে, নতুনদিদিমা লক্ষ্যই করেননি।······কি ক'রে অধিকার নিতে হয়, তা' যে পিলে জানে না। তুলসী জানে। শুধু নতুনদিদিমা আর দাজুর মা কেন। একদিনের মিস্ত্রী-বউএর ব্যাপার পিলে নিজে চাক্ষুস দেখেছে।··· বেলাফাঁড় নামের একরকম লাটিম-খেলা আছে। সেই খেলায় তুলসীর লাটিমটা একটু বেশী জখম হয়েছিল। তখনই লাটিমের ফাটল জুড়বার জন্যে তুলসী ক্ষুদি-মিস্ত্রীর বউএর এক গাছা গালার চুড়ি চেয়ে এনেছিল। তার আবদার রেখেছিল মিস্ত্রীবউ। বলে দিয়েছিল, মিস্ত্রী যেন দেখতে না পায়।······চুড়ির গালা গলানো যে এত শক্ত তা' আগে জানা ছিল না।······

"দেখেছিস কেমন গালাপোড়া গন্ধ বার হচ্ছে?"

পিলে জবাব দেয়—"বিচ্ছিরি রবাট্-পোড়া রবাট্-পোড়া গন্ধ।"

"দূর! রবাট্-পোড়া গন্ধর মত কেন হ'তে যাবে! এ গন্ধ একেবারে আলাদা।"

গন্ধর ব্যাপার নিয়ে তুলসীটা এত মাথা ঘামায় কেন, সে কথা পিলে কিছুতেই বুঝতে পারে না। তা'র নিজের তো খুব ভাল কিংবা খুব খারাপ না লাগলে গন্ধর কথা মনেই পড়ে না। তবে তুলসী ব'লে দেবার পর, সে সব সময় তা'র গন্ধ সম্বন্ধীয় মতে সায় দেয়। তুলসীর অনুকম্পা ও ভালবাসা থেকে সে বঞ্চিত হতে চায় না। তুলসীর কাছ থেকে গন্ধ সম্বন্ধে শোনা কথা, সে পরে অনেক সময় নিজের ব'লেও চালাতে চেষ্টা করে। একবার জেনে যাওয়ার পর সত্যিই সে গন্ধ অনেক সময় তা'র নাকে আসে। একদিন তুলসী গল্প করেছিল —"বুঝলি, কাল রাতে বাজার থেকে আসবার সময় ভারি মজা হয়েছে। তোদের ঐ মোড়ের কাছে এসেই একটা ফিকে মিষ্টি গন্ধ পেলাম। অনেক দূরে

থেকে হাসনাহানা ফুলের গন্ধ যেমন হয় না, সেই রকম। আশপাশে তাকিয়ে দেখি—এখানে তো কোন ফুলের গাছ নেই! তবে? পাকা সাপটাপ নয় তো? হাততালি দিতে দিতে তাকাই, ভাবি, আর চলি। এগতে এগতে দেখি, গন্ধটা যাচ্ছে বদলে। খারাপ হয়ে আসছে! আস্তাবল, আস্তাবল গন্ধ! হঠাৎ ফ-র-র-র শব্দ! ঘোড়া! দেখি ঘোড়া চরছে। ঘোড়ার গন্ধ ফিকে হ'লে দূর থেকে ফুলের মিষ্টি গন্ধর মত হয়ে যায়।"

পিলে তুলসীর চোখে ছোট না হবার জন্যে স্বীকার করে যে, সেও এরকম ফিকে ঘোড়ার গন্ধ অনেকবার পেয়েছে।

"আমি কিন্তু লক্ষ্য করিনি এর আগে! সার্কাসের বাঘের খাঁচার গন্ধ দেখেছিস দূর থেকে গন্ধগোকুলের গন্ধর মত লাগে। আরও দূর থেকে সেটা হয়ে যায় বাসমতী চালের সুন্দর গন্ধর মত।"

তাল রাখতে গিয়ে, এইবার পিলে বিজ্ঞের মত তুলসীরই মুখে শোনা কথা নিজের ব'লে চালায়। "ঘোড়াটা বৃষ্টিতে ভেজেনি তো? বৃষ্টির পর মাটির গন্ধ বদলে যায়, দেখিস না? স্নানের সময় প্রথম জল ঢাললেই একটা গন্ধ বেরয় না গা দিয়ে? বৃষ্টির পর কুলের ফুল আর কামিনী ফুল থেকে পায়খানার গন্ধ বেরয় দেখেছিস তো? এও বোধ হয় সেইরকম।"

"হবে!"

পিলে বোঝে যে, তা'র কথায় তুলসী খুশি হয়েছে। এতেই তা'র আনন্দ। নতুনদিদিমা আর তুলসী দু'জনকে খুশি রাখতে পারলে সে শান্তি পায়। শুধু এই দু'জনই কেন, পৃথিবীশুদ্ধ সবাই তা'র সম্বন্ধে কে কি ভাবল, কে কি বলল, এ সম্বন্ধে সে সজাগ। সবাই তা'কে ভাল বলুক, ভাল ভাবুক, এর জন্যে পিলে কেন, অনেকেই চেষ্টা করে। তুলসীর কিন্তু সে বালাই মোটেই নেই। কে কি ভাবল না ভাবল, ব'লল না ব'লল, সে কথা তার মনেও আসে না। তুলসীর মত এমন বেপরোয়া ভাব পিলের চেষ্টা করলেও কোনদিন হবে না!

নতুনদিদিমা কি ভাবলেন বয়ে গেল; তুলসী নিজের যা বলবার তা' সে বলবেই, তাঁর সম্মুখেও। তবু কোথায়, কেমন ক'রে নতুনদিদিমার চোখে তুলসীটা এত বেশি নম্বর পাচ্ছে, বোঝা যায় না! সকলে না বুঝুক পিলে বোঝে। যার,

যখন তখন একটু ফাঁক পেলেই নতুনদিদিমার বাড়ি ঘুরে আসতে ইচ্ছা করে, সে-ই এ জিনিস বুঝবে। বলার সময় অবশ্য তিনি বলেন যে, সবাইকে 'তুল্যের তুল্য' ক'রে দেন তিনি। যে যায় তাকেই হেসে বলেন, "কি রে!" বসানো, খাওয়ানো, ঠাট্টা করা, গল্প করা সকলের বেলাতেই সব ঠিক আছে। কিন্তু আছে; তার মধ্যেও আছে! পিলে জানে। তা'র খুব দুঃখ হয় এতে। অথচ একথা কাউকে বলবার উপায় নেই—তুলসীকেও না। সে যে এ লাইনে ভাবতেই জানে না। শুনে হাসবে বোধ হয়। যে বিনা চেষ্টায় 'ফার্স্ট' সে বুঝবে না এ ব্যথা। তবু তুলসীর মধ্যেও একটা জিনিস পিলে লক্ষ্য করেছিল একদিন।...

ইস্কুলে যাবার সময় তুলসী প্রত্যহ মোড়ের তুঁতগাছটার নীচে অপেক্ষা করে পিলের জন্যে। সে জানে যখন তখন পিলেদের বাড়ি গেলে পিসিমা বিরক্ত হন। মর্নিংস্কুলের সময় একদিন পিলে এসে দেখে যে, গাছতলায় একটি ছোট কাঁসার বাটি পড়ে রয়েছে। তখন সবেমাত্র ভোরের ঘোর ঘোর ভাব কেটেছে।...... নতুনদিদিমার টানে ঘুরেফিরে তাঁর কাছে যেতেই হ'বে। তার মধ্যে সময়-অসময় নেই!......পিলে তুলসী দু'জনেরই হঠাৎ মনে হ'ল যে বাটিটি নিশ্চয়ই 'ওবাড়ির'। কুকুর-শিয়ালে হয়তো রাতে টেনে এনেছে। কিংবা হয়তো রামশরণা চাকরটা মুড়ি খেতে খেতে এসে ফেলে গিয়েছে! কি রকম 'কেয়ারলেস্' দেখেছিস্!......এই ভোরবেলাতে নতুনদিদিমার সঙ্গে দেখা করবার এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ পাওয়া গেল। একে ঠিক আত্মপ্রবঞ্চনা বলা চলে না; কেননা, চেষ্টা ক'রে নিজেকে ভুল বোঝাবার প্রয়াস নেই এর মধ্যে। বাটিটি অন্য কোন বাড়িরও হ'তে পারে, একথা মনে এলে, তবে না নিজেকে ভুল বোঝাবার প্রশ্ন ওঠে? দুর্বার এক আকর্ষণের ঝোঁকে মনের গতিপথ অন্যদিকে যেতেই পারে না। যেদিকে ঢালু সেদিকে যাওয়ার জন্যে কি আর জলকে ভাবতে হয়? দু'জনেই ছুটছে 'ওবাড়ি'র দিকে। তুলসী বাটিটি পিলের হাত থেকে কেড়ে নিতে চায় ছুটতে ছুটতেই। পিলে কিছুতেই দেবে না। যে নিজে হাতে ক'রে নতুনদিদিমাকে বাটিটি দেবে, আর যে কেবল সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, দু'জনের মর্যাদা এক নয়, একথা দুজনই বিনা চেষ্টায় বুঝে গিয়েছে। তখনকার মত তুলসী ছেড়ে দেয়। কিন্তু 'ওবাড়ির' দোরগোড়াতে গিয়ে আবার চেষ্টা

করে সেটাকে কেড়ে নেওয়ার। এ কি রকম হয়ে গিয়েছে তুলসীর মুখ? র‍্যাভারের নলটা ফুটবলের ভিতর ঢুকোবার সময় সে যে রকম বাঁদিককার দাঁত দিয়ে জিভটাকে দুমড়ে চেপে ধরে, ঠিক সেই রকম মুখখান এখন তুলসীর! চোখের চাউনি খর হয়ে এসেছে! মুহূর্তের মধ্যে পিলে বুঝে যায় যে, এটা আর এখন ছেলে খেলা নেই! তা'রও বুকের পাটা বেড়ে গিয়েছে হঠাৎ। এত সাহসই-বা সে কোথা থেকে পে'ল! "জোর দেখানো হচ্ছে!"

"কি করছিস, মাইরি! ভাল হ'বে না বলছি তুলসী!"

তুলসীটাও তা'হলে অন্তর চোখে নিজের মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করে! সে অন্তরকম হয়ে গিয়েছে! পিলেকে দুর্বল জেনে নেতাসুলভ উদারতায় তুলসী সব সময় তাকে খানিকটা আশ্‌কারা দিত! আজ পিলে প্রথম লক্ষ্য করল এর ব্যতিক্রম। নতুনদিদিমার কাছে পৌঁছবার বেলা সে দুর্বল পিলেকেও তাচ্ছিল্য করতে পারে না।

দু'জনে বাটিটা কাড়াকাড়ি করতে করতে ঢুকল বাড়ির ভিতর। নতুন-দিদিমা তখন সবে উঠনে গোবরছড়া দিচ্ছেন। বাড়ির আর কেউ ওঠেনি।

"কিরে? দুই 'গোস্ত'তে কুকুর-কুণ্ডলী কিসের?" যে আগে বলতে পারে কথাটা তাঁর কাছে তারই জিত। তাই চেঁচামেচির মধ্যে তাঁর বুঝতে একটু দেরি হ'ল।

"এ বাটি তারাদের বাড়ির কেন হ'তে যাবে!"

"তাহ'লে বাটিটা কি হ'বে?"

"কি আবার হ'বে! যেখান থেকে এনেছিস সেখানে ফেলে দেগে যা! না হলে পাড়ার সব বাড়িতে জিজ্ঞাসা কর। জাত-বেজাতের এঁটো কাঁটা ছুঁয়ে অস্থির করলি এই ভোর সকালে! একজন না হয় ছুঁয়েছিল ছুঁয়েছিল। তুই আবার সেটাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গেলি কেন, গন্ধপাতা? যা! যা এখন! নইলে সারা বাড়ি ঐ এঁটো দিয়ে একাকার করবি। একটু যদি তোদের আচার-বিচার থাকে! যত সব বদবামুনের দল।"

শেষের কথা কয়টি তুলসীর দিকে তাকিয়ে বলা, চেনা হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে।

যেমন অভাবনীয় আজকের তুলসীর ব্যবহার, তেমনি একচোখা আজকের নতুনদিদিমার আচরণ! এখন বাটিটাকে নিয়ে কি করা যায়? 'যেখান থেকে এনেছিস, সেখানে ফেলে দেগে যা'—একথা ব'লেই তো একজন খালাস! কিন্তু সে কি একটা কাজের কথা হ'ল! তুলসীর খেয়াল হয় ক্ষুদিমিস্ত্রীর বউ-এর কথা। গরীব মানুষ; তাকে দিয়ে দিলে হয় না?

ঠিকেদারবাবুদের পশ্চিম বাগানের বাঁশঝাড়ের পাশেই ক্ষুদিমিস্ত্রীর কুঁড়ে। সেদিন বরাতটাই খারাপ! বাঁশঝাড়ের পথে তুলসীর বাবা বেরুলেন! এই ভোরে? সেরেছে! তিনি দাঁতন করবার জন্যে একটা ভাঁটের গাছ উপড়ে নিচ্ছেন। তারপর অন্যদিকে তাকাতে তাকাতেই চলে গেলেন। পিলের হঠাৎ মনে হ'ল যেন দাঁতন ভাঙবার আগেই তিনি আড়চোখে তাদের একবার দেখে নিয়েছিলেন। মিস্ত্রী-বউ চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এল। "কি খোখাবাবু! এই সকালে?" বাটি পেয়ে সে খুব খুশি। মিস্ত্রী গিয়েছে কুশীপুর থানার বাড়ি মেরামতের কাজে, দিন কয়েক পরে আসবে, এসে এই বাটি দেখে অবাক হয়ে যাবে। তুলসী বলল, "বাবা মিস্ত্রীকে ঠিকে পাইয়ে দেয়।" কথাটা ঠিক বুঝল না পিলে। তবে সব মিলিয়ে একটা রহস্যের ফিকে গন্ধ যেন সে পাচ্ছে। কি তা' সে জানে না। মিস্ত্রী-বউএর হাতের গালার চুড়িগুলোর কথাই বেশি মনে হয়—লাটিম জুড়বার চুড়ি। হাত নাড়লেই এমন খট্‌খট্‌ ক'রে শব্দ হয় চুড়িগুলো থেকে!......"লালচোখো"রা ভোরে উঠে বেড়ালে বোধ হয় তাদের মদের নেশা কেটে যায়।......

পিলেকে সেদিন ইস্কুলে তুলসী হঠাৎ গোলাপীরেউড়ি কিনে খাইয়েছিল। বাটি কাড়াকাড়ির সঙ্কীর্ণতা ঢাকবার জন্য নয়তো? অন্যদিন হ'লে পিলের কিছুই মনে হ'ত না! কিন্তু তুলসীর সব 'ইয়ে' আজ পিলে ধ'রে ফেলেছে!...

গাঙ্গুলিমশায়ের এই দিনকার, একবার আড়চোখে চেয়ে নিয়ে না-দেখবার-ভান-করা চাউনিটি পিলের মনে দাগ কেটে ব'সে গিয়েছিল। চোখের ব্যঞ্জনা ঠিক ব'লে বুঝানো যায় না। নেপালীদের চোখের মত লাইন-টানা লাইন-টানা গোছের হয়ে গিয়েছিল তাঁর চোখ মুহূর্তের জন্যে। বছর দুয়েক পরে এক

বিমন বিপদের মুখে এই চাউনির কথা হঠাৎ মনে পড়েছিল। সেদিন পিলে জীবনে প্রথম তামাকে টান মারবে। কি একটা কারণে ইস্কুল বন্ধ। আপিস-কাছারীর ছুটি নেই। গাঙ্গুলিমশাই আপিসে। তুলসীদের বাড়িতে আড্ডা বসেছে। ভয়ে পিলে কাঁপছে—যদি কেউ দেখে ফেলে! "নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করা খুব সোজা। You may can—তুইও পারবি। ইজিলি! যদি একটু চেষ্টা করিস। এত জল কমিয়ে দিয়েছি, তবু তোর মুখে জল উঠে আসবে! কি রে তুই! সব কাজেই তোর জবুথবু ভাব! দে, ভাল ক'রে ধোঁয়া ক'রে দিচ্ছি।"

চোঙা দিয়ে আগুনে ফুঁ দিতে অভ্যস্ত মড়া সেকরার চেয়েও তুলসীর বুকের জোর যে বেশি একথা প্রমাণ হয়ে গেল এক মিনিটে। ঘর ধোঁয়ায় ভ'রে উঠেছে। তুলসীর হাতে হুঁকো। এমন সময় গাঙ্গুলিমশাই এসে ঘরে ঢুকলেন হন্তদন্ত হয়ে। আলমারি খুলে একখান আপিসের ফাইল বার ক'রে নিয়ে গেলেন। কি কাণ্ডই হয়ে গেল! এমন হাতেনাতে ধরা পড়বার কথা পিলেরা স্বপ্নেও ভাবেনি। ছি ছি ছি! পিলে সবচেয়ে অবাক হয়েছে, গাঙ্গুলিমশাই একটুও বকাবকি করলেন না দেখে।

মড়া বলল, "বোধ হয় তাড়াতাড়িতে লক্ষ্য করেননি, বুঝলি।"

এ আশ্বাসে পিলের মন প্রবোধ মানে না। সে যে দেখেছে যে, গাঙ্গুলিমশাই ছেলের দিকে মুহূর্তের জন্তে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। ঠিক সেই ভাঁটের দাঁতন ভাঙবার আগের মুহূর্তের চাহনি!—নেপালী নেপালী······ লাইন-টানা লাইন-টানা চোখ!······সেই রকম!

পিলে বলে—"এখন আপিসে চলে গেলেন তোর বাবা; বিকালে ফিরে এসে বোধ হয় তোর উপর হবে একচোট।"

"না।"

সুর লম্বা ক'রে টেনে বলা। তুলসীর কথার স্বরে দৃঢ়প্রত্যয় মেশানো। সে বাবাকে জানিয়ে তামাক খেতে চায় না, কিন্তু ধরা পড়ে গেলে ভয় পায় না! যতই তুলসী বলুক "না", এ ব্যাপার এখন গড়াবে অনেক দূর—পাড়া—পিসিমা—বাবা! নতুন-করে-আসা ভয়ের তোড়ে গুছিয়ে ভাবা আর সম্ভব হয় না।

এ বাড়ি থেকে পালানই এখন উচিত, এই অহেতুক যুক্তিই শেষ পর্যন্ত মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে। ক্ষীণ আশা যে, গাঙ্গুলিমশাই হয়তো তুলসী ছাড়া আর কাউকে লক্ষ্য করেননি!······

বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখে যে, দোরগোড়ায় লিচুগাছটার তলায়, স্টেশনের সিন্ধী ঠিকেদারকে ফাইলখানা থেকে কি যেন দেখাচ্ছেন তুলসীর বাবা। চোখো-চোখি হয়ে গেল পিলের সঙ্গে; একটু যেন দুষ্টু হাসি মুখে! আর ফিরে গিয়ে তুলসীদের খবর দেওয়ারও উপায় নেই যে, গাঙ্গুলিমশাই আপিসে যাননি এখনও। তামাক খাওয়া শেষ ক'রে বেরুবার সময় মড়া সেকরাও এমনি ক'রেই ধরা পড়বে ওঁর কাছে! পড়ুক! নিজের ঠেলায় অস্থির; এখন অন্যের কথা ভাবতে পারে না।······

······বুদ্ধি ক'রে একগোছা নলখাগড়া পথ থেকে ভেঙে নিয়ে সে বাড়িতে পিসিমার শিলে ছেঁচতে বসে। এর মিষ্টি মিষ্টি রস থেকে চিনি হ'তে পারে কিনা ফোটালে তাই দেখছে। এই কথাই সে পিসিমাকে জানতে দিতে চায়। তাঁর শিল ব্যবহার করবার জন্যে যতই চেঁচামেচি করুন, বাবা এলেই নিশ্চয় বলবেন—দেখ তোমার "বিজ্ঞান" ছেলের কাণ্ড! পিলে জানে যে, বাবা খুব খুশি হবেন এতে। অন্যায় ক'রে বিপদের আশঙ্কা দেখলে সে এই রকম কৌশলেরই আশ্রয় নেয়।······

কিন্তু এত সবের দরকার ছিল না। গাঙ্গুলিমশাই সত্যই তুলসীকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেননি।······পিলের তখনকার অপরিণত বুদ্ধির সিধে যুক্তিতে মনে হয়েছিল যে, তাঁর ছেলেকে বকবার মুখ নেই।······ভাঁটের দাঁতন ভাঙবার দিন দেখেও-না-দেখবার ভাণ করা, আর তামাক খাওয়া দেখেও না দেখা, এ দুটোর মধ্যে বোধ হয় সম্বন্ধ আছে!······

কখনও বকুনি খায় না ব'লে তুলসী তার বাবাকে ভয় করে না। ভক্তিও করে না। তবে নিজের ধরণে ভালবাসে। ভালবাসার প্রধান কারণ তার বাবা আবার বিয়ে করেননি ব'লে। পিলেদের বন্ধুমহলে কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই এসে পড়ত, পাড়ার মধ্যে বউ মরে যাবার পর কে কে বিয়ে করেছে, আর কে কে করেনি। এ আলোচনায় পিলে তুলসী দু'জনেরই গর্ব ছিল। তখন

মাইরির বদলে তুলসীর কথায় মাত্রা হয়ে গিয়েছে 'সালা'। এটি কুটুম্বিতাবাচক শব্দ নয়, কেবল কথার মাত্রা; তাই এর বানান দন্ত্যস দিয়ে।......

......"বিয়ে করলেই কি বউ মরে যাবে—সালা! পাড়ার অধিকাংশ লোকেরই দেখবি, একবার না একবার বউ নিশ্চয়ই মরেছে। গুণে দেখ! বেটাছেলেরা মরে কম, মেয়েদের চেয়ে। হিসাব ক'রে দেখ ক'টা বিধবা আছে আর কতগুলো বেটাছেলে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে। এই ঠিকেদারবাবুকেই দেখ না! এখন যদি মারা যায়, পাড়ার লোকে হা-হুতাশ করবে নাবালক ছেলে রেখে মরেছে ব'লে! কাচ্চাবাচ্চা আছে ব'লে তো আর লোকটার বয়স কম হয়নি! কত জানি না—মাথার চুলগুলো তো পেকেছে! চাবকাতে হয় এদের! আমার বাবার না হয় চুল পেকে গিয়েছে; তোর বাবার চুল তো এখনও দিব্যি কাঁচা আছে। তবু তো বিয়ে করেনি।...তোর বাবার বয়সটা বুঝলি পিলে, দাড়িতে নেমে গিয়েছে। যাদেরই দেখবি দাড়ি আগে পাকে, তাদের মাথায় চুল অনেক দিন পর্যন্ত কাঁচা থাকে! বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা করিস মধু নাপিতকে—তারা তো অনেক চুল আর দাড়ি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে।"......

তুলসীর চিন্তা ও বাগ্‌ভঙ্গী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভরা। প্রয়োজনের চেয়েও বেশি কড়া; কিন্তু এর মধ্যে যে গর্বটুকু মেশানো পিলেও তাতে অংশীদার। সমস্ত কথাগুলোর মূলে আছে ঠিকেদারবাবুর ওপর একটা বদ্ধ আক্রোশ ও নতুন-দিদিমার ওপর আন্তরিক দরদ। দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করা লোকেদের গালাগালি দিয়ে গায়ের ঝাল মিটানোতেই আসল তৃপ্তি; নিজের বাবার কথা ভেবে গর্বটুকু তারই সুদ। সেইজন্যে পিলে তুলসী দু'জনের মনই একই সুরে সাড়া দেয়। বাবার প্রশংসার মধ্যে দিয়ে, নতুনদিদিমাদের মত মেয়েদের উপর অবিচারের প্রতিবাদে, তারা যেন একটা নীরব আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা জোর পেত, নতুনদিদিমার এ সম্বন্ধে বলা ছিটেফোঁটা মন্তব্যগুলো থেকে।......"তাঁরা হচ্ছেন মানুষ। ঐ দেখ না গাঙ্গুলিমশাই। ভদ্দরলোক নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবেন, তবু নতুন-মানুষ ঘরে আনলেন না। আনলেন

না তো আনলেনই না। আনতে কি আর পারতেন না? কুলীন বামুন। ইচ্ছা করলেই দশ-বিশটা বউ আনতে পারেন। এখনও। কত মেয়ের-বাপের ঐ পাকা চুল দেখেও হয়তো নোলা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। নতুন মা এলে গন্ধবামুনকে কত আদর করত, নারে? কখনও বলত টুলু, কখনও তুলি, কখনও তুলতুল—সে কি আদরের ঘটা। পিঠে-আটা নিত্যি লেগেই আছে। তাহ'লে আমাদেরও খাওয়াতিস তো গন্ধপাতা? কি বলিস রে পিলে? পিলে, তুই কিন্তু একটুর জন্ম নতুন মা পেতে পেতে বেঁচে গিয়েছিস। তোর পিসিমা প্রায় নিমরাজী করিয়ে এনেছিল তোর বাবাকে। দেখিস, আবার মুখ হুম্-ম্ করিস না যেন, বাইরের একজন কে-না-কে বাপ তুলে কথা বলছে বলে। মনে আছে তো রে, সেই কলাচুরির দিনের বদবামুনের তম্বি? আবার হাসা হচ্ছে। হাসা হচ্ছে খিক্-খিক্ ক'রে।······যাকগে। পিলে, তুই তো তবু মায়ের বদলে পিসিমাকে পেয়েছিস।''

বেশ চলছিল এতক্ষণ, কিন্তু এই শেষের কথাটি শোনামাত্র পিলের মন খারাপ হয়ে গেল। এ আবার এক নতুন লাইন নিতে আরম্ভ করেছেন নতুন দিদিমা আজকাল! এ যে।কসের আভাস তা পিলে দূর থেকে গন্ধে গন্ধে আবছা-ভাবে টের পাচ্ছে। যাঁর কাছে যখন তখন ছুটে যেতে ইচ্ছা করে, যাঁর কাছে বসে থাকতে ভাল লাগে, যাঁর মুখের পুরনো গল্পও সব সময় নতুন নতুন লাগে, তাঁর এই শেষের ইঙ্গিতের পরিণতি কোথায় পিলে তা সহজ বুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছে।······"তুলসীকে দেখবার-শোনবার কেউ নেই; মা চলে গিয়েছে স্বর্গে; বাবাটা ঐ রকম; নিজেও আপন-ভোলা। অমন অসহায় অবস্থা আর কোনও ছেলের নয়। কারও বা সৎমা আছে, কারও বা পিসিমা আছে। ও ছেলের কেউ বলতে কেউ নেই! ওর ওপর একটু বেশি টান থাকাই তো স্বাভাবিক। মা-মরা ছেলে-মেয়ের সংসারে এসে ঢুকেছিলাম। তাই আমার কাছে জোটেও কি যত মা-মরার দল!"······

নতুনদিদিমার শেষের দিকের ইঙ্গিতের এই হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। নইলে পিসিমার কথা তোলার আর অন্ত কোন অর্থ হয় না। ব্যথা গুমরে ওঠে পিলের মনে। আগে তুলসীর উপর পক্ষপাত ঢাকবার একটা প্রয়াস ছিল

নতুনদিদিমার। সেটা ফুটে বেরুত অতর্কিত মুহূর্তে—চোখ-মুখের ভাবে, কথার কতুন উপছে-পড়া মধুতে, ঢলঢলে চাউনির ব্যঞ্জনায়, আদরের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে। চোখ-মুখের ভাবে পিলে যে নতুনদিদিমার মন ধরতে পারে।...এই যে তিনি তাঁর ছোট ছেলে কেষ্টকে কখনও কাছে টেনে আদর করেন না; তার দিকে তাকিয়ে আছেন কিছুক্ষণ, এটা অন্য কারও চোখে ধরা প'ড়ে গেলে কুণ্ঠিত হন। কেষ্টা তো গুটলিদির কাছেই থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। অথচ নতুনদিদিমা তারাদাকে মাথায় ক'রে রাখেন, গুটলিদিকে কোন কাজ করতে দেন না। তাই ব'লে কি তিনি কেষ্টকে কম ভালবাসেন তারাদার চেয়ে? এ সব জোর ক'রে নিজেকে অন্য রকম দেখানোর চেষ্টা। ঢের জানে পিলে এসব। তুলসী যে 'ফার্স্ট' একথাও তিনি খোলাখুলি বলতেন না এতদিন। এখন তুলসীর 'ফার্স্ট' হবার একটা কারণ তিনি সকলকে শোনাতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর পক্ষপাতিত্বের ন্যায্যতার খোলাখুলি স্বীকৃতি চান সকলের কাছ থেকে। মনের দুঃখ মনেই রাখা উচিত; চুপ ক'রে থাকাই ভাল এসব ক্ষেত্রে। কিন্তু ভিতর থেকে কিসে যেন তাকে কথা বলাবেই বলাবে।

"আরে, পিসিমা থাকাও যা, না থাকাও তাই।" বলেই পিলে বোঝে যে কথাটা বলা ঠিক হ'ল না।

"ওমা, আমি কোথায় যাব! এ যে দেখি তারার মত কথা হ'ল রে! যাও যা ঘটিও তাই। দাঁড়া আমি তোর পিসিমাকে বলে দিচ্ছি।"

খিল খিল করে হেসে ফেটে পড়েন নতুনদিদিমা। না বললেই বেশ হ'ত। হয়তো নতুনদিদিমা কিছুই ভেবে বলেন নি। এমনিই বোধ হয় বলে ফেলেছেন ওকথা। কিন্তু বোঝাতে চেষ্টা করলেও পিলের মন মানে না। তুলসীর পইতাতে নতুনদিদিমা আংটি দিয়েছিলেন; গত মাসে পিলের পইতা হ'ল—তাতে দিলেন দু টাকা। কিন্তু এ পক্ষপাত নিয়ে পিলে মাথা ঘামায় না। কেন না, স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আংটিটি দেওয়া হয়েছে পি. ডব্লিউ. ডি. হেডক্লার্কএর ছেলেকে—তুলসীকে নয়। কিন্তু 'তোর তো তবু পিসিমা আছে!'—বলা হচ্ছে আলাদা জিনিস! তার তুলসীর সঙ্গে পাল্লা দেবার ভাবটা দেখে নতুনদিদিমা হাসছেন না তো? ঢোক গিলতে গিয়ে আটকে

মাথার অস্বাচ্ছন্দ্য আস্তে আস্তে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল। মানসিক অশান্তি তো আছেই।

পিলে তুলসী দুজনেই ঠিকেদারবাবুর উপর বিরূপ। তাদের ধারণা যে, লোকটা শুধু টাকা-পয়সা বোঝে; মনের সূক্ষ্ম দিকটা নাই বললেই হয়। এ বিষয় নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে অনেক সময় আলোচনা করত। গুট্‌লিদিদির বিয়ের সম্বন্ধে তাঁর সে সময়ের মন্তব্য পিলেদের খুব খারাপ লেগেছিল। বেচারী গুট্‌লিদি। বিয়ের সময় দিনকয়েকের জন্যে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন; আর তাঁকে যেতে হয়নি। স্বামী নেয়নি, হাঁটুর কাছে ধবল আছে ব'লে। গুট্‌লিদিদির সম্বন্ধে মেয়ে মহলে কানাঘুষো পিলেরা ছেলেবেলা থেকে শুনত; সেইজন্য বিয়ে হচ্ছিল না; কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর গড়াতে পারে, তা জানত না। বিয়ের পর ঠিকেদারবাবু কলকাতা থেকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন গুট্‌লিদিদের। এসে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গল্প করেছিলেন—'শ্বশুরবাড়িতে যে গুট্‌লিকে নেবে না, একথা আমি চিরকাল জানি। ছেলের বিয়ের পর আমি যদি দেখতাম যে, আমার বৌমার গায়ে ধবল, তাহলে কি আমিই নিতাম নাকি? এতো জানা কথা! তবে বিয়েটা যে ভালয় ভালয় হয়ে গিয়েছিল, সে-ই ঢের! যাক! ভগবানের আশীর্বাদে গুট্‌লির খাওয়া-পরার অভাব কোনদিন হবে না।"

এইজন্য তুলসী ঠিকেদারবাবুর নাম দিয়েছিল 'পাষণ্ড'। নতুনদিদিমা খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। গুট্‌লি যে তাঁর বড় আদরের।...সারা জীবন যে মেয়েটার এখনও সম্মুখে পড়ে।

নতুনদিদিমা গুট্‌লিদিদির বিয়ের পর কলকাতা থেকে বাপের বাড়ি ঘুরে এসেছিলেন। বাপের বাড়ি, মানে ভাইয়ের বাড়ি; বাবা তখন নেই।

বলতে গেলে সেইবারই পিলে তুলসীর প্রথম নতুনদিদিমাকে ছেড়ে থাকা। এর আগে পিলে কলকাতায় থাকার সময় বা তুলসী নেপালে গেলে, দিনকতক তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি ঠিকই। কিন্তু সে হ'ল অন্য জিনিস। তাদের এখানকার জীবনের সঙ্গে নতুনদিদিমা এমনভাবে জড়ানো যে, এখানে থাকতে তাঁকে না

পেলে বড় খালি-খালি লাগে। তাদের দিনপঞ্জীর ধারাই যায় বদলে। সময় কাটতে চায় না। নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারা যায় না নিজেদের। ইস্কুল থেকে এসে মুড়ি কি চিঁড়েভাজা জলখাবার দেখলেই পিলের মন খারাপ হয়ে যেত এতদিন; এগুলো খেতে বড় দেরি হয়; নতুনদিদিমার কাছে যেতে দেরি হয়ে যায়। পিসিমার সম্মুখে পকেটে পুরবারও উপায় নেই—পকেটে নিয়ে খেতে খেতে যায় 'অসভ্য বাজারের ছেলেরা'। সেই পিলে যদি দিনান্তে একবারও নতুনদিদিমার দেখা না পায়, তাহলে তার খালি-খালি লাগবারই কথা।

"মুশকিল শুধু তোর আর আমার নারে পিলে?"

"নতুনদিদিমা না থাকলে একটুও ভাল লাগে না"। রোজ দুই বন্ধুতে এই গল্প। অকারণে দুইজনে 'ও-বাড়ির' কাছাকাছি ঘুরে আসে। একই খামের মধ্যে দুজনে নতুনদিদিমাকে চিঠি দেয়। তখন মর্নিং ইস্কুল। পিয়ন আসবে সেই কখন! নতুনদিদিমার বাংলায় লেখা ঠিকানা—পড়তেই পারবে না হয়তো পিয়ন। কার হাতে না কার হাতে দেবে। সেইজন্য দুইজনে মিলে প্রত্যহ খাওয়াদাওয়ার পর রোদ্দুরে ধুলোর ঝড়ের মধ্যে পোস্ট অফিসে গিয়ে হাজির হয়। নতুনদিদিমা এক খামে দুজনকে চিঠি দিতেন—দুই 'গোস্ত'কে। একবার তুলসীর ঠিকানায়, একবার পিলের নামে—একেবারে 'তুল্যের তুল্য' করে নিক্তিতে মেপে দুজনকে সমান দেওয়া। ফিরবার দিন পিলে তুলসী দুজনেই স্টেশনে গিয়েছিল, তাঁদের আনতে। নতুনদিদিমা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, গাছ-গাছড়ার উপর তাই তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়িতে আসবার সময় নতুনদিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কার বাগান রে? ভারি সুন্দর কলাগাছগুলো তো! দেখ দেখ! এতটুকু এতটুকু, মানুষের সমান উঁচু। বড় বড় কলার কাঁদি প্রায় মাটিতে ঠেকেছে! কার বাগান বললি?"

"রেলের সিন্ধী ঠিকেদারের।"

"তাদের দেশের কলা বুঝি? তাদের দেশ কি কাশীর কাছে?"

"না, এর নাম কাবলে কলা।"

"আমি একে বলি বৈঁটেবীর কলা। এত বড় বড় কাঁদি হ'লে লেজওলা বামুনঠাকুরদের বড় মজা নারে! এ-গাছ থেকে কলা চুরি করার বড় সুবিধে!"

নতুন দিদিমা হাসতে হাসতে দুই 'গোস্ত'কে সেই পুরনো কলা চুরির দিনের কথা মনে করিয়ে দিলেন।

"এখনও সে কথা মনে করে রেখেছ!"

"অমনি ফোঁস করে উঠেছেন। দেখি দেখি, বদ্‌বামুনকে রাগলে কেমন দেখায়! অনেকদিন দেখিনি!"

অনেক দিনের গল্প পাওনা নতুনদিদিমার কাছে। এখন আর এসব ছোটখাটো একচোখোমির দিকে নজর দেবার সময় নেই পিলের।

"তোদের চিঠির জন্য আমি হা-পিত্যেশে বসে থাকতাম। নকুড় ডাক-পিয়ন আসবার দিন বকশিশ চাইলে—'দিদি বকশিশ দেবেন না? চিঠি এনে দিলাম।' দিদি শুনলেই নিজের বয়সটা কম-কম মনে হয়। তাদের পাড়ার মেয়ে আমি। তারা ভাবতেই পারে না যে, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমি একটা বুড়ি দিদিমা হয়ে গিয়েছি এখানে। বাপের বাড়ি গেলে মাথা থেকে ঘোমটা নামানোর সঙ্গে সঙ্গেই ভারিক্কির ভূতও বোধ হয় মাথা থেকে নেমে যায়। সেখানকার ইস্টিশানে গরুর গাড়িতে চড়বামাত্র, দেশের গন্ধে গন্ধে আমি আবার ছোটবেলার আমি হয়ে যাই। আমার মতো বয়স হোক; তোরাও বুঝবি। দেশের রাস্তার গন্ধই আলাদা। আস্‌শেওড়ার জঙ্গল দুধারে। এদেশে তো আস্‌শেওড়ার গাছ নেই। কত আস্‌শেওড়ার ফল খেয়েছি ছোটবেলায়। বেতের ফল, ডোঙ্গুর, গাব, এসব তো তোরা চোখে দেখিসইনি। ...আমার দাদার আবার অভ্যাস, সকলের চিঠি পড়ে তবে বাড়ির ভিতর দেবে—সে খামই-বা কি, পোস্ট কার্ডই-বা কি! সেখান থেকেই হাঁক দেওয়া হ'ল, 'ওরে, তোর নাতিদের চিঠি এসেছে রে! তোর নাতিরা তো দেখি প্রতি চিঠিতে কবে ফিরবে, কবে ফিরবে করে তোকে পাগল করে দিলে। নিয়ে এলি না কেন তাদের আসবার সময়।' হ'ল। বলে দেওয়া হয়ে গেল। দাদার তো কথা! ঐ বলে দিয়েই খালাস! শোয়ার ঘর তো মোটে দুখানা বাড়িতে। তারা গিয়েছিল আমার সঙ্গে; আমার

লজ্জা লজ্জা করছিল, তাকে ঐ ঘরে শুতে দিতে। এক জন বস জন সবই তো ঐ দুখানি ঘরের মধ্যে। তবু তোরা গেলে কেমন দেখে আসতে পারতিস বাংলা দেশের গ্রাম। দেখিসনি তো। বৈরাগীর গান শুনেছিস? যেতিস যদি শুনিয়ে দিতাম চরণদাস বৈরাগীর গান। বুড়ো হয়ে গলা ভেঙে গিয়েছে, তবু এখনও যা গায়! এতদিন পর আমাকে দেখে ভারি খুশি। রোজ গান শুনিয়ে যেত। আমি আসবার দিন সে কি কান্না! কতদূর পর্যন্ত গরুর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এল। আমি তারাকে লুকিয়ে দুটো টাকা দিলাম তার হাতে।......আমার ছোটবেলার কথা জিজ্ঞাসা করিস পিলে। গেলে সেসব জায়গা দেখিয়ে দিতাম। ঈশানেশ্বর-তলীতে তারাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে এক গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী গল্প জমালে আমাদের সঙ্গে। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, তারা আমার ছেলে। 'অত বড় বড় গোঁফ, ও কি কখনও আপনার ছেলে হ'তে পারে মা।' বউঠাকরুণ দিয়েছে এক তাড়া তাকে।.........এর হাত থেকে আমার কোথাও গিয়ে নিস্তার নেই! আমাদের জামাই কি বলেছিল জানিস? ঐ যে, যে লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে গুটলির বিয়ে হ'ল—সে ছাড়া আবার আমার জামাই ক'টা? বিয়ের পর, যাওয়ার আগে, আমায় প্রণাম করবার সময় বলে কি, 'আপনার মেয়ে মা বলতে অজ্ঞান—নিজের মা যে নেই একথা জানেই না—নিজের মায়ের কথা মনে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে চুপ করে থাকে—আপনি একটি দৃষ্টান্ত দেবার মতো লোক!' মরি মরি! কি বুদ্ধি। আমার প্রশংসা হচ্ছে। এরই নাম নাকি প্রশংসা? 'নিজের-মা'। এই কথা লোককে বলে নাকি কেউ? এতটুকু বুদ্ধি নেই? এ-বুদ্ধির জন্য তো পাশ দেবার দরকার হয় না! মা আবার কারও 'পরের-মা' হয় নাকি? নিজের-মা! শুনেই আমি বুঝেছি, কি ধরনের লোক জামাই। ঠিকই বুঝেছিলাম। একটুও ভুল হয়নি। সৎমা, সৎ-শাশুড়ী, সতীনপো, কি খারাপ কথাগুলো বল তো! যে কথা আমি শুনতে চাই না, সেই কথাই কি আমায় সব জায়গায় শুনতে হবে? শুনে নিজেরই উপর নিজের ঘেন্না করে। অমন প্রশংসার মুখে আগুন! আমার মত বরাত করে যারা পৃথিবীতে এসেছে, তাদের সুখ্যাতেও লজ্জা; নিন্দা হলে তো কথাই নাই। যতদিন বাঁচবো,

এর হাত থেকে আমার রেহাই নেই।...এই দেখ, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় এলাম। বলতে নিলাম আমার দেশের গল্প, বলে চলেছি আমার নিজের দুঃখের কথা।......ময়নাডাঙ্গালের কীর্তন শুনেছিস কখনও? কবি গান? তা শুনবি কোথা থেকে। যেমন দেশে থাকিস! এদেশে সেসব দল আসে? আসবে না কেন; সে রকম উৎসাহ করে কেউ আনায়, তাহ'লেই আসে। সে মন কি কারও আছে; টাকায় যক দেবে সবাই, মরবার পর। কিছু বলতে কিছু নেই এদেশে। তোদের দোষ কি! কিছু জানলিও না, দেখলিও না। দেল কাকে বলে জানিস? দোল না, দেল। দেল! দেল-দোল-দুর্গোৎসব, বারো মাসে তের পার্বণ,—শুনিসনি?"

পিলে তুলসী দুজনেই হাঁ করে গেলে কথাগুলো। ফুরিয়ে যেন না যায় তাড়াতাড়ি। শেষ হতে যেন অনেক দেরি হয়, ভগবান। বড় ভাল লাগে নতুনদিদিমা যখন এই রকম একটানা দেশের গল্প করে যান। অজস্র প্রশ্ন ভিড় করে আসে পিলের মনে। তাঁর বলা বিষয়ের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে কত কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে—রথ দেখতে ঠিক পঞ্জিকার রথের ছবির মত, না? 'পঞ্চম-দোল' আর 'বারো-দোল'-এ তফাত কি? বৈরাগীর গানের সুর কেমন? শেওড়া গাছ ছোট সাইজের হলেই তাকে আস্‌শেওড়া বলে নাকি? বেতের ফল খেতে মিষ্টি? রসকলি আর অলকা-তিলকা একই নাকি? আরও কত কথা জানবার জন্য মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু চেষ্টা করে কৌতূহল দমন করতে হয়। কেননা গল্পের স্রোতে একবার বাধা পড়লেই হয়তো এ-গল্প ভেঙে যাবে। আগেকার শোনা কথাও আবার শুনতে ইচ্ছা করে। বাংলা দেশ বলে একটা স্বপ্নরাজ্য আছে, এ হচ্ছে তার কথা; এখন তার সঙ্গে মেলানো আছে নতুনদিদিমার গ্রাম আর ছেলেবেলার কথা। তাই সেই রহস্যময় দেশটার স্বাদ আরও মিষ্টি হয়ে উঠেছে। ঘুমপাড়ানি গানের সেই আবছা-আলোর দেশটাকে, কোনওদিন বোধ হয়, সে সম্পূর্ণ জানতে পারবে না! বড় হয়ে সে নিশ্চয়ই বাংলা দেশে গিয়ে থেকে, মনের সেই খালি জায়গাটুকু ভর্তি করে নেবে। পিলে নিজের মাকে কোনদিন দেখেছে বলে মনে নেই; তবু যখনই কেউ তাঁর কথা তোলে, তখনই মনে একটা মিষ্টি কৌতূহলের শিহর

জাগে। অজানা বাংলা দেশের গল্পও সেই মরা-মায়ের গল্পের মতন। সেই রকমই অচ্ছেদ্য বাঁধন; কেটেও কাটে না। মাকড়সার জালের মত মিহি, শিশিরে ভিজলে কিংবা রোদের ঝলক পড়লে দেখা যায়। শুনতে শুনতে মিষ্টি রসে ভিজে ওঠে মন। নেশায় নেতিয়ে-পড়া ভাব মধ্যে মধ্যে কাটে কৌতূহলের সাড়া পেয়ে। প্রতিবারের গল্প, একবার নতুন করে পাওয়া।...সেই পুঁচকে নোলক-পরা নতুনদিদিমা, যিনি সাঁতার দিতে জানেন, আসশেওড়ার ফল খেয়েছেন, ধুলট আর রাসের মেলা দেখেছেন, শীতের সময় শুধুই দোলাই যাঁর পিঠের দিকে গেরো দিয়ে বাঁধা থাকত, যিনি তখন দরজার কড়া দুটো ধরে ঝুলে ডিগবাজি খেতে পারতেন, খানিকটা নারকোল খেয়ে বাকিটা বাতায় গুঁজে রেখে দিতেন লুকিয়ে, গাজনের সন্ন্যাসীদের বেলের কাঁটার উপর নাচতে দেখে ভয়ে যাঁর প্রাণ কাঁপত—তাঁর গল্পের জিওনকাঠির পরশ লেগে, সেই ঘুমন্ত রহস্যপুরী জেগে উঠেছে।......

কিন্তু বাংলা দেশ সম্বন্ধে অভাববোধটা এক-একজনের এক-এক রকম। নতুনদিদিমার গল্প শেষ হ'লেই তুলসী জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা তোমাদের গ্রামের রাস্তার সেই যে গন্ধর কথা বললে না, সে-গন্ধটা কিরকম?"

"কি রকম—কিসের মতো—সে কি আমি ব'লে বুঝোতে পারি। গন্ধ কি চোখে দেখবার জিনিস যে, বলে বুঝিয়ে দেব! যেতিস যদি তবে জানতে পারতিস।"

"আচ্ছা, তোমাদের দেশে কীর্তনের সময় যে খোল বাজে, তার সঙ্গে সাঁওতালদের মাদলের কোন তফাত আছে?"

"অত আমি লক্ষ্য করিনি। শুনতে ভাল লেগেছে, শুনেছি। এ-কান দিয়ে শুনেছি, ও-কান দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তখন কি জানি যে, এক ভূতের দেশে গিয়ে আমার সারা জীবন কাটবে, আর সেখানকার কাদের না কাদের বাড়ির এক ছেলে আমার কাছে একথা জিজ্ঞাসা করবে?"

দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আবার বুঝি এসে গেল তাঁর অন্তরঙ্গ জীবনের গুমরে-মরা দুঃখের কাহিনী। শুনলে কষ্ট হয়, কিন্তু একঘেয়ে লাগে না। এসব শোনা মানে তো নতুনদিদিমাকে জানা—আরও বেশি করে জানা। পুরানো

গল্পের ফাঁকে ফাঁকেই অতর্কিতে বেরিয়ে আসে তাঁর নিভৃত মনকে চিনবার নতুন আলোর ঝলক। হবু-বৈজ্ঞানিক পিলে এতে আবিষ্কারের আনন্দ পায়।

তুলসী আবার বলে, "নতুনদিদিমা, তোমাদের চরণদাস বৈরাগীর গানটি একবার গাও না। দেখি সুর কেমন।"

"বড্ডো চালাক! না?"

"না-না, এক লাইন গাও। বেশি না।"

"তুমি চল ডালে ডালে তো আমি চলি পাতায় পাতায়। তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর পেটে হয়েছি?"

এইবার আরম্ভ হ'ল পিলের প্রশ্ন।

চরণদাস বাবাজীর আখড়া থেকে মালতী ফুল চুরি করতে গেলে বকত না? তাতারসি খাওয়ার জন্য যখন আপনারা রসের ভিয়েনের চারদিকে ভিড় করতেন তখন খেজুররসওয়ালা বিরক্ত হ'ত না? নতুনদিদিমা আপনার ডাকনাম কি? নকুড় ডাকপিওন, ছেলেবেলায় সে-নাম ধরে ডাকত না? তরণী-সেন-বধ ক'বার শুনেছেন? কচি গাব পাতার ঘণ্ট মোচার ঘণ্টর মত করে রাঁধতে হয়, তাই না? কথকতার সময় কথক ঠাকুরের কাছে বসা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত না? উখলি-সামাটের সামাটটাকে বাংলাতে কি বলে? আপনাদের হিমসাগর আম কি এখানকার কিষণভোগ আমের চেয়েও ভাল?...

এত কাছে পেয়েও রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা নতুনদিদিমাকে পুরো জানা যায় না। তাঁর বাপের বাড়ির গ্রামখানি পিলে আর তুলসীর মনে সারা বাংলা দেশের নির্যাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই গ্রামের সব কিছুকে নিঃশেষ করে মনের মধ্যে শুষে নিতে পারলে বাংলা দেশের রস অনর্গল পাবার আকাঙ্ক্ষা মিটবে! সেই গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের নাম তাদের মুখস্থ; প্রত্যেকের নিন্দা-প্রশংসা, ভাল-মন্দর খুঁটিনাটি তাদের জানা; পুকুর, বাগান, রাস্তা সব ছবির মত তাদের চোখের সম্মুখে ভাসে।...দলিল জাল করে যে মনিন্দির চৌধুরী ভাইপোদের ঠকিয়েছিল, তাকে দেখা মাত্র চিনতে পারবে পিলে আর তুলসী; তাঁর যে ডান দিক পক্ষাঘাতে পড়ে গিয়েছে; ডান হাত দিয়ে কলম ধরেছিলেন কিনা; ভগবানের রাজ্যে অমনিই হয়।......

এসব কর্তৃত্ব না থাকলে নতুন দিদিমার ছেলেবেলা জানবে কি করে ? বড় নতুনদিদিমাকে তো তবু তারা দেখছে। বিয়ের-আগের-তাঁকে জানবার আগ্রহ তাই আরও অনেক বেশি। অন্য সব ছোট্ট মেয়েদের মত, কিন্তু অন্য সব মেয়েদের থেকে আলাদা—অন্য ধরনের একেবারে ! নতুনদিদিমা কিনা ! যে-গ্রামের অণু-পরমাণুতে তাঁর ছেলেবেলা মেশানো, সে পরিবেশ থেকে তাঁকে আলাদা করে ভাবা যায় না। সেই পরিবেশ জানলে তাঁর নাগাল পাওয়া যায়, তাঁর ভিতরে ঢুকে যাওয়া যায়, তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়। এমনি করেই স্বপ্নের বাংলার রহস্য ও বাংলা কথার মাধুর্য, নতুনদিদিমার রহস্য ও মাধুর্যের সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে যায় তাদের মনে। আলাদা করা যায় না।

এর আগে তারা যত বউ-ঝি দেখেছিল, সব পশ্চিমের বাসিন্দা বাঙালী। সেকরাদের বাড়িতে দু-একজন বাংলা দেশের মেয়ে এখানে বউ হয়ে এসেছিল। কিন্তু বাংলা দেশের গ্রামের মেয়ে হওয়া চাই ; তাঁর মধ্যে রসকষ থাকা চাই, আর ছেলেপিলেদের সেখানে অবারিতদ্বার থাকা চাই ; এ-যোগাযোগ নতুন-দিদিমা ছাড়া আর অন্য কোথাও ঘটে ওঠেনি। নতুন কনে-বৌ বাড়িতে এলে ছেলে-পিলেরা তাকে ঘিরে যে মিষ্টি রহস্যের স্বাদ পায়, সেই স্বাদ পিলেরা পেয়েছে চিরকাল, নতুনদিদিমার ব্যক্তিত্বের মধ্যে। তাঁর কথার বৈচিত্র্য পিলের মনে বিস্ময় জাগায় প্রথম দিন থেকে। শোনার সময় তাঁর কথার মধ্য দিয়ে বাংলার মধুরিমার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তারপর কথার ধ্বনি থেমে গেলে আবছাভাবে মনে হয় যে, তিনিই বাংলা দেশের সব মাধুর্যের প্রতীক।

এ-জিনিস তাদের মনে এত গভীর রেখাপাত করে গিয়েছিল যে, বাংলার গ্রামের তুলনায় কলকাতার আকর্ষণ তাদের কাছে ছিল না বললেই হয়। একদিন মাত্র তুলসীকে শোনা গিয়েছিল কলকাতার ছেলেদের হিংসা করতে। অঙ্ক তার মাথায় ঢোকে না। একদিন পিলে তাকে চৌবাচ্চার অঙ্ক বুঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। তুলসী শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে খাতা বন্ধ করে বলল— "ক্যালকাটার ছেলেদের পক্ষে চৌবাচ্চার অঙ্ক বোঝা কত সোজা। এখানে সালা চৌবাচ্চাই নেই, তার আবার নল দিয়ে ভরবে, আর খালি হবে!"

এরই মধ্যে তুলসী একদিন স্টেশনের সিদ্ধী কণ্ট্রাক্টরের বাগান থেকে নতুনদিদিমার জন্ত একটা কাবলে কলার গাছ নিয়ে এসে হাজির। কণ্ট্রাক্টর সাহেব বলে দিয়েছে, এ কলাতে একেবারে ব্যানানা এসেন্সের গন্ধ; পুঁততে হবে এমন জমিতে যেখানে বৈশাখ মাসেও রস থাকে। নতুনদিদিমা বললেন, "তবে উঠোনে ইঁদারার ধারে পুঁতে দেওয়াই ভাল, কি বলিস্? বাগানে পুঁতলে তোদের মত হনুমানদের কল্যাণে আর এই ছোট গাছের কলা একটিও পাওয়া যাবে না।"

আজ আর তুলসী এ কথায় চটে ওঠে না। নতুনদিদিমাকে সে কলাগাছ এনে অবাক করে দিতে পেরেছে, তাতেই তার আনন্দ। সে নিজেই কোদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে, কলাগাছটা পুঁতে দেয় ইঁদারা-তলায়। নতুনদিদিমা সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে কাজে অন্তরকম উৎসাহ পাওয়া যায়।

ঠিকেদারবাবু স্নান করবার সময় এই গাছ দেখে বলেছিলেন যে, তাঁদের দেশে গেরস্থরা এ কলা বাড়িতে পোঁতে না।

নতুনদিদিমা কথাটা গায়ে মাখলেন না—"ছেলেটা শখ করে এনে পুঁতল। আমি এর নাম দিয়েছি বেঁটেবীর কলা!"

নাম শুনে ঠিকেদারবাবুও হেসেছিলেন। এর তিন চার মাস পরেই একজ্বরীতে ঠিকেদারবাবু মারা যান।

বিধবা হ'বার দিন নতুনদিদিমা ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলেন। পাড়ার মেয়ে-পুরুষে উঠোন বারান্দা ভরা। রায়-বাহাদুরের ছেলে ফটো তুলবার জন্ত ক্যামেরা ঠিক করছেন। কান্নার মধ্যে নতুনদিদিমার মুখে কেবল এক কথা—"আমি কাকে নিয়ে থাকব।"

কে এর জবাব দেবে? কারও সাহস নেই বলবার—"কেন, তোমার তো তারা থাকল, কেষ্ট থাকল, গুটলি থাকল, এত বড় সংসার থাকল। তোমার কিসের অভাব? আর কেঁদো না! চুপ কর!"

"কাকে নিয়ে থাকব?"—ব্যথাকাতর গোঙানির মত। অদ্ভুত প্রশ্ন। এত নৈর্ব্যক্তিক যে, কেউ জবাব দেয়নি। উদ্দেশ্য-হীন জিজ্ঞাসার সুরে সবাই বুঝেছে যে কথাটি আসছে অন্তরের গভীর থেকে। নিজেকে একেবারে একা

লাগছে তাঁর আজকে। মনের কতটুকু জায়গায়ই বা জুড়ে ছিলেন 'বাড়ীর-মানুষ'! কিন্তু জীবনের যে প্রায় সবখানিই! একা থাকার কষ্ট নয়, আঁধারে নিঃসঙ্গতার ভয়। সম্পূর্ণ অসহায় বোধ হচ্ছে নিজেকে। আপদ বিপদ ঝড়ঝাপটা আড়াল করে দাঁড়াবার একটা লোক ছিল। পাওয়ার মধ্যে জীবনে এই নিরাপত্তাটুকুই পেয়েছিলেন। সেই 'বাড়ীর-মানুষ'ও চলে গেলেন! এখনও যে জীবনের অনেক পথ বাকি! কেষ্ট যে এখনও এতটুকু ছেলে! এই দিনের ভয় তাঁর চিরকালের। তবু মনের মধ্যে আশা ছিল—সত্তর বছর, আশী বছর বাঁচেও তো কত লোক! কেষ্ট মানুষ হবার পর যদি তাঁর এই কপাল পুড়ত!...

তাকানো আর যায় না সেদিকে! হয় না একরকম? অনেক জিনিসের দিকে তাকাতে সঙ্কোচ? লজ্জালজ্জা ভাব? ঠিক যদি নতুনদিদিমা চোখের জলের মধ্যে দিয়ে দেখে ফেলেন যে, সে তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে! তাহ'লে কি লজ্জার কথা হবে! নতুনদিদিমাকে কাঁদতে দেখলে পিলের চোখেও জল আসে। তুলসী আবার তার দিকে দেখছে না তো? পিলে তুলসীর দিকে তাকাল। সে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে নতুনদিদিমার দিকে। বিস্ময়-বিহ্বল চাউনিতে ধরা দিয়েছে গভীর বেদনাবোধের ব্যঞ্জনা।...

মড়া বার করবার জন্য লোকেরা ঘরে ঢুকলে নতুনদিদিমা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন—"ওই যমদূতরা এসেছে রে!" তারপর কান্নার শব্দটা বদলে গেল একটা গোঙানির মতো আওয়াজে।...গলা বেয়ে কান্না ঠেলে আসছে পিলেরও। কি মনের জোর এই লোকগুলোর! চেষ্টা করেও আর নতুনদিদিমার দিকে না তাকিয়ে পারে না সে এখন।......

সেদিন বাবা পিসিমা দুজনেই ঠিকেদারবাবুর বাড়িতে। বাড়ি ফিরবার তাগিদ নেই। পিলে তুলসী দুজনে ঠিকেদারবাবুদের বাগানে গিয়ে বসেছিল, সন্ধ্যার সময়। তুলসীর অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয়নি, তাই বাগানে এসে বসতে হয়েছিল। নতুনদিদিমার উপর সহানুভূতিতে দুটি মন আজকে মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছে। সুবিচার পাওয়া যায় না মৃত্যুর কাছ থেকে। এর আগে তারা বহু লোককে মরতে দেখেছে। নিজের মা

স্বর্গে যাবার সময় তুলসীর মন খারাপ হয়েছিল। কিন্তু তখনও এ চোখে সে মৃত্যুকে দেখেনি।

"বড়্ডো মরে যায় রে সকলে!" জোনাকি পোকার আলোয় ঝুপসি অন্ধকারের মধ্যে যেন তুলসী এই গভীর দার্শনিক তত্ত্বটিকে দেখতে পাচ্ছে! আজ আর সে একবারও স্বর্গগত ঠিকেদারবাবুকে 'পাষণ্ড' বলেনি।

পিলেরও অসঙ্গত মনে হ'ল না তুলসীর মন্তব্যটি।

"হ্যাঁ। বিয়ে করলেই দেখবি, হয় বউ মরে যায়, না হয় বর মরে যায়।"

আবার দুজনে চুপচাপ কিছুক্ষণের জন্য।

"আমি কিছুতেই বিয়ে করব না!"

"আমিও। দেখিস। এই বলে রাখলাম!"

পাতার খড় খড় শব্দ শোনা গেল, বাঁশঝাড়ের দিকে। শিয়াল তো না, মানুষ! ফুদি মিস্ত্রীই হবে বোধহয়—ঘটি নিয়ে বেরিয়েছে। লোকটি কাছ দিয়ে চলে গেল, কোন দিকে লক্ষ্য না করে। অন্ধকারেও দেখা গেল, কাঁধে ছাতাটা বন্দুকের মত করে তোলা—বিস্কুটের মত কি যেন একটা চিবোবার শব্দ! গাঙ্গুলিমশাই না? দুজনেই একই সঙ্গে চিনতে পেরেছে! কিন্তু-কিন্তু হয়ে তুলসী বলে—"বাবা ফুদি মিস্ত্রীর বাড়িতে মধ্যে মধ্যে তাড়ি খেতে যায়।"

পাড়ার প্রত্যেকেই গাঙ্গুলিমশায়ের মদ খাওয়ার কথা জানে। কোন নেশাই বাদ যায় না ভদ্দরলোকের একথাও বহুলোককে বলতে শুনেছে পিলে। কিন্তু এসব কথা কেউ কোন দিন তুলসীর সম্মুখে বলে না—সৌজন্যের খাতিরে। আজ তুলসী প্রথম নিজ মুখে বাবার নেশা করবার কথা স্বীকার করল! নিজেই গায়ে পড়ে একথা তুলল কেন? গাঙ্গুলিমশায়ের মিস্ত্রীবাড়ি যাবার কারণ যাতে পিলে অন্য কিছু না ভাবে, তাই বোধহয় এই তাড়ি খাওয়ার কথা তোলা! বাবার সম্মান বাঁচানোর জন্যই হয়তো তুলসী অপেক্ষাকৃত কম অসম্মানজনক অপবাদের কথাটা স্বীকার করল! কে জানে……!

তুলসী একটি আমের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে বলে—"বল! এই আম্রপল্লব ছুঁয়ে বল, কোন দিন বিয়ে করবি না!" পঞ্জিকার মত, আম্রপল্লবও ঠাকুরদেবতার

জিনিস। ও নিয়ে ছেলেখেলা নয়। সেই জিনিস ছুঁয়ে দুজনে প্রতিজ্ঞা করে, কিছুতেই তারা বিয়ে করবে না—মরে গেলেও না।

"আমি যদি অনেক টাকা রোজগার করে নিয়ে আসি ; আর তুই যদি বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করিস্ 'সায়েন্স-টায়েন্স'—তাহ'লে বেশ হয়! না? কেমন দুজনে একসঙ্গে থাকা যায়।"

অস্বাভাবিক পরিবেশে, অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় দুটি মন গতানুগতিক ধারায়, ভাবতে ভুলেছিল সব জিনিস, কিছুক্ষণের জন্য। কথাবার্তা, চিন্তা সবই আজ খাপছাড়া ; একটার সঙ্গে আর একটার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া শক্ত। কিন্তু ছিল নিশ্চয়ই। মৃত্যুর আর বিয়ের কথা তারা এক নিশ্বাসে বলেছিল কি ভেবে, তা তারাও স্পষ্ট জানে না। তবে পিলের মা ও তুলসীর মায়ের স্মৃতি, নতুনদিদিমার কপাল, গাঙ্গুলিমশায়ের আচরণ, ঠিকেদারবাবুর স্বার্থপরতা, সব জিনিস মেশানো এর মধ্যে। আমের শাখাটিকে অন্যমনস্কভাবে হাতে নিয়েই তুলসী ওঠে।

"মনে আছেরে পিলে, এই আমের ডাল ভাঙা নিয়ে নবীন সেকরাকে ঠিকেদারবাবু কি বলেছিল?—দাঁতন ভেঙে ভেঙেই আমার আমবাগানটাকে সাবাড় করে দিলে যে হে নবীন! নবীন সেকরা পালানোর পথ পায় না। হাসির কথা না? এত বড় আমগাছ থেকে একটা দাঁতন ভাঙলে কি হয়? সঙ্গে নিয়ে গেল না কেন, আমবাগানটাকে!"

নতুনদিদিমার কপালের কথা ভাবতে গেলেই বেআক্কেলে ঠিকেদারবাবুর কথা যে আপনা থেকে মনে আসতে বাধ্য! যতই জোর করে আজকে 'পাষণ্ড' না বলো! এতক্ষণকার বলা, না-বলা সব কথাগুলোর কেন্দ্র জুড়ে রয়েছেন নতুনদিদিমা!

পরে নতুনদিদিমার নিজের মুখে বহুদিন সে শুনেছে তাঁর এই সময়ের মানসিক অবস্থার কথা। যে বিধবা হয় তারই নাকি বড় লজ্জা লজ্জা করে।······"বুঝবি নারে তোরা, 'বাড়ীর-মানুষ' চলে যাওয়ার সে কি লজ্জা, কি লজ্জা! ইচ্ছে করে মাটির সঙ্গে মিশে যাই, যার হয়েছে সে-ই জানে। মনে হয় পৃথিবী শুদ্ধ সবাই আমার থান কাপড়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আর নিজেদের মধ্যে কত

কি বলাবলি করছে ; সাদা কাপড় পরবার কপাল যেন আমি নিজের চেষ্টায় করে নিয়েছি। হে ভগবান! আমার শত্রুও যেন কখন বিধবা না হয়! কেউ আমার মুখের দিকে তাকালেই মনে হ'ত যেন সে সাদা সিঁথিটার মধ্যে চোখ বিঁধিয়ে দিল। মিস্ত্রীবউটা পর্যন্ত গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আসবার পরামর্শ দেয়। মরমে মরে যাই। মনে হয় যে, সেটা শুদ্ধ নিজের সিঁথির সিঁদুর থাকার গরবে, আমার উপর একটু করুণা দেখিয়ে নিল। বাড়ির-মানুষ চলে যাবার এক মুহূর্তের মধ্যে, পৃথিবীর সবাই আমার চেয়ে বড় হয়েছে।...বসে আছি। গয়লানী দুধ নিয়ে এল। সে দু পয়সা সুদে আমার টাকাটা আধুলিটা খাটিয়ে দেয়। এসে যেই জিজ্ঞাসা করল—টাকাগুলো জমিয়ে রেখেছেন তো মাইজী, অমনি মনে হ'ল যে আমার হাতে লোহা শাঁখা নেই, তাই দেখছে প্যাটপ্যাট করে। হাত দু'খানাকে কাপড়ের মধ্যে গুটিয়ে টেনে নিই। হাতে কুষ্ঠ হলেও বোধহয় অমন করে হাত লুকোতাম না, বাইরের লোকের কাছে। গল্প করতে করতে কোন সধবা হাত উঁচু করলে, সন্দেহ জাগে মনে—হাতের শাঁখা দেখাচ্ছে না তো? সিঁথি পর্যন্ত ঢেকে মাথায় কাপড় দেওয়া, এ বোধ হয় বিধবা হওয়ার পর যতো দিয়েছি, বিয়ের কনে এসেও ততো দিইনি। ভুল! ভুল! এখন ভাবি আর মনে মনে হাসি—পরনে থানধুতি, তাই দিয়ে সিঁথি ঢাকছি, তারই মধ্যে হাত লুকচ্ছি! সত্যি করে বলতে কি, এক কেবল সুরকি-কোটা-বুড়ি ভিখুয়ার-মায়ের কাছে লজ্জা করত না। তারও যে ঐ কপাল। একরত্তি ভিখুয়াটাকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। তার দিকে তাকাই; তারও চোখের জলে বুক ভাসে, আমারও চোখের জলে বুক ভাসে। দু পয়সা সুদে ও আমার কম টাকা নিয়েছে! কখনও এক পয়সা এদিক ওদিক হয়নি। আমিও হিসাবপত্র জানি না; ও-ও জানে না; প্রত্যেকবার একটা করে টাকা দিয়েছে, আর একটা পাটের দড়িতে একটি করে গিঁট দিয়েছে। সেই প্রথম আসবার দিন থেকে ও আমাকে ভালবাসে।...কারও বাড়িতে সাধ বিয়ে বারব্রত হচ্ছে শুনলেই বুক দুরদুর করত। যেতে বলবেই! গেলেও দূরে দূরে কিন্তু কিন্তু হয়ে থাকা; না গেলে বলবে টাকার গরমে এল না। এসব আমার মুখস্থ রে, এসব আমার মুখস্থ। আজকাল বিয়ে বাড়িতেও যাই, সবই করি। চোখে সওয়া আটপৌরে বিধবা

হয়ে গিয়েছি এখন। লোকের চোখে আমার অলক্ষুণেপনায় খর কমেছে! তাই কি এখনও কোন বিয়ের মণ্ডপে গিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি করি; সে ঐ দূরে দূরে থেকেই দণ্ডবৎ!……তোর পিসিও কম নয় পিলে, বুঝেছিস। সে-মানুষ চলে যাবার তিন দিন পরেই আমার উপর সোহাগ দেখাতে এলেন—'রাতে দুখান লুচি পরোটা খেয়ো। তোমাদের মধ্যে তো রাতে ময়দা খাওয়া চলে।' শোন, একবার কথা! কেঁদে মরি! মুখ বুজে সহ্য করে যাই সব। বাড়ির-মানুষ চলে গেলে ব্যাঙেও লাথি মারে বাইরের লোকে তো বলবেই—আপনার জনই ব'লে ছেড়ে কথা বলেনি! শুধু সে সময় কেন; উঠতে বসতে আজও বলছে, সে সবতো তোরা জানিসই। তোর মনে আছে কি না জানি না—না থাকবারই কথা। তোরা ভুলতে পারিস; কিন্তু আমি যে ভুক্তভোগী। আমি কি ভুলতে পারি সে কথা? বাড়ির-মানুষ চলে যাবার পরদিনই—তখনও জলস্পর্শ করেছি কি না করেছি--তারা বলে কিনা যে, আমিই নাকি তাঁকে মেরে ফেললাম, বাড়িতে কাবলে কলার গাছ পুঁতে। আচ্ছা বলো? বলারও তো একটা ইয়ে আছে! ছি ছি ছি ছি! তারার বউ, গুটলি আরও কে কে যেন—ঘর ভরতি লোক—তাদের সম্মুখে। তারা যখন বলে, তখন একেবারে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে। কিছু রেখে ঢেকে তো আর বলে না। এত বড় কথা! ইচ্ছা হ'ল যে বলি…ক্ষতিটা বুঝি তোর একার? আমার বুঝি কিছু না? তোর বাবা আমার বুঝি কেউ ছিল না? শাঁখা সিঁদুর ঘুচল কার? এই নাবালক ছেলেটাকে কে পেটে ধরেছিল? এর আগে তোর যে মা মারা গিয়েছিল, সে কোন্ কলাগাছ লাগিয়ে? তবু কিচ্ছু বললাম না। বলিনি ওদেরই মুখ চেয়ে—যাতে গুটলি, বউমা একদিনের জন্যও আমাকে নীচু মনের লোক না ভাবে। তাদের মা ভাগ্যবতী সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে স্বর্গে গিয়েছেন, তাঁকে কেন টেনে নিয়ে আসি, এই সব সংসারের ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে। পাশও দিইনি, লেখাপড়াও শিখিনি; কিন্তু তাই বলে মন ছোট নয়, বুঝলি! সব মনের কথা চেপে চেপে, একেবারে যাবার জো হয়েছি! তবু কি লোকে কথা শোনাতে ছাড়ে! সময়টা বোঝ! তখন কি কেউ কাউকে কিছু বলে? না, তখন আমার জবাব দেবার সময়! পাওনাদারেও ওরকম বিপদের

সময়, দু'চারদিন তাগাদা দেওয়া বন্ধ করে। তারা কিন্তু কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে ছাড়েনি। যাও যা ঘটিও তাই! পরেও একথা তারা হাজার দিন বলেছে; যতকাল বাঁচব এ খোঁটা আমায় শুনতে হ'বে। ঘেন্নায় কোনদিন তারাকে একথার জবাব দিইনি। আমি ফেলব সে-লোককে মেরে? লাভ? বলবার আস্পর্দ্ধা দেখ! বলতে চাই না, কিন্তু টাকাকড়ির কথাই যদি ধরিস—তা'হলে তুইই তো সর্বস্ব পেয়েছিস! আমার জন্য সে-মানুষ কি দিয়ে গিয়েছে? তোর ক্ষতির চেয়ে আমার ক্ষতি অনেক বেশী বুঝলি! সে বুঝবার ক্ষমতা থাকলে কি আর লোকে বলে!"......

মধ্যবিত্ত কেরানীর ছেলে হ'লে কি হয়, পিলেদের দলের মধ্যে ব্যক্তিগত-ভাবে তুলসীর আর্থিক অবস্থাই ছিল সবচেয়ে ভাল। কারণ ছেলেবেলা থেকেই সে হাট-বাজার করত, জলখাবারের পয়সা পেত। আর এখন তো কথাই নেই। গাঙ্গুলিমশায়ের মাইনের টাকাটা একরকম তারই হাত দিয়ে খরচ হয়। বাড়িতে না বলে পিতলের বাঁশি কিনবার পয়সা আছে তার—বাঁশি নয়, তুলসীর ভাষায় 'বিশার্প'। শুনে শুনে দু'তিন বছর পর্যন্ত সে সময় পিলেরও ধারণা ছিল যে, ঐ বাঁশিগুলোকে 'বিশার্প'ই বলে। তা'রা অবাক হয়ে যেত তুলসীর সৌভাগ্যে—তার পকেটে পাঁচ টাকার নোট! পইতার টাকা দিয়ে সে হারমোনিয়াম কিনেছিল; গাঙ্গুলিমশাই বারণ করেননি। তিনি মাইনের টাকাটা যে দেরাজে রাখতেন, সেটা যখন ইচ্ছা খুলবার অধিকার ছিল তুলসীর। ঠিকেদারদের কাছ থেকে পাওয়া উপরি টাকাগুলো তিনি রাখতেন দেরাজের অন্য একটা খোপে; কিন্তু তার চাবি রাখতেন নিজের কাছে। পিলের সে সময়ের বুদ্ধিতে মনে হত যে, কত টাকা নেশাটেশায় খরচ করেন, তার আঁচ যাতে ছেলে না পায়, সেই ভেবেই গাঙ্গুলিমশায়ের এই ব্যবস্থা। এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পিলে পেয়েছিল, পরীক্ষার ফল বার হবার পর, তুলসী আবার যখন নেপালে পালায় তখন।

ছেলে পালিয়ে যাবার পরদিন গাঙ্গুলিমশাই পিলেদের বাড়িতে এসেছিলেন খোঁজ করতে, যে তুলসী বন্ধুর কাছে কিছু ব'লে গিয়েছে কিনা। পিলের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু নিয়েটিয়ে......?"

গাঙ্গুলিমশাই বাবার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেন—"না না। বুঝতে তো পারিনি সে রকম কিছু।"

"তবে আর কি। দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। এর আগেও একবার পালিয়ে ছিল না? নেপালে না কোথায় যেন?"

"ভাল লাগে না ওর, বাড়িতে!"

ছোট্টটো কথাটি, কিন্তু এর সুর ভিজে। নতুন নতুন লাগল সেদিন গাঙ্গুলিমশাইকে। থাকেন অমনি চুপচাপ; কিন্তু উদাসীনতার মধ্যেও এত টান! যে নেশাখোর লোকটা ফুদিমিস্ত্রীর বাড়িতে যাতায়াত করে, তারও তুলসীর মায়ের কথা বলতে গিয়ে গলা ভিজে ওঠে! তবে গাঙ্গুলিমশায়ের এই কথার সুরের সঙ্গে, নতুনদিদিমার সেই "তোর তো তবু পিসিমা আছে" কথাটির সুরের বড় বেশী মিল। পিলে ঠিক ক'রে ফেলে যে তুলসীর বাবার এই কথাটি সে কিছুতেই বলবে না নতুনদিদিমার কাছে। বললে তার লোকসান। নতুন-দিদিমা জোর পেয়ে যাবেন পিলেকে আরও নীচে 'সেকেণ্ড' করে দিতে। দেখছে তো সে! তার পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্যে নতুনদিদিমার ঔৎসুক্যই নেই। "পিলেটা তো ভালই করে পরীক্ষায়; ওর বাবা যে ওকে নিয়ে বসে পড়ায়," এই হচ্ছে পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে তাঁর একমাত্র মন্তব্য। তিনি কি বলতে চান তা' পিলে জানে। তিনি বলতে চান যে, গাঙ্গুলিমশাই ছেলের পড়াশোনা সম্বন্ধে উদাসীন ব'লেই তুলসী পাশ করতে পারে না। কথাটা হয়তো ঠিক! কিন্তু নতুনদিদিমা কি পিলের উপর একটু অবিচার করছেন না?......

তুলসী পরীক্ষায় কেন যে ফেল করে তা পিলে কিছুতেই বুঝতে পারে না। গান যার মুখস্থ হয়ে যায় একবার দু'বার শুনলেই, তাকে রচনা আর জ্যামিতি কেন যে এত চেষ্টা করে মুখস্থ করতে হয় বোঝা যায় না। ভেবে-চিন্তে বিশ্লেষণ করে সে লোকচরিত্রের যেটুকু বোঝে, তুলসী সেটুকু সাধারণত বুঝে যায় অনায়াসে, সঙ্গে সঙ্গে। ওর ভাববার দরকার হয় না। নিরিবিলিতে কোন

একটা জিনিস ধীরে সুস্থে বুঝে নেওয়াতেই পিলের স্বস্তি ; যত দেরি ততই তার সুবিধে, তত তলিয়ে বুঝতে পারে। তুলসীর ব্যবহারের মধ্যে যেমন একটা চালাক চটপটে ভাব আছে, বুঝবার বেলাতেও সেই রকম।

অথচ পরীক্ষা দিয়ে তুলসী বলে যে, বেশ ভাল দিয়েছে। 'যে ক'দিন ফল না বেরয় সে ক'দিন অন্য রকম ভেবে মন খারাপ করতে যাই কেন ?' এখন কি হচ্ছে সেইটাই সবচেয়ে বড় কথা ; আগেকার বা পরের কথা নিয়ে সে মাথা ঘামাতে চায় না।

বাবাদের মত ছিল—'গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলে বুদ্ধিমান তো খুব ; কিন্তু ওর সব বুদ্ধি ছোটবেলাতেই খরচ হয়ে যাবে।' ওর বুদ্ধির ধরনটাই যে আলাদা, একথা পিলে ছাড়া আর কেউ বোঝে না।

তুলসী ফিরে এসেছিল দিন দশেক পর। এবার একটা নেপালী কুকুর নিয়ে।

"এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে ?"

"তেরো টাকায় আর ক'দিন চলে।"

তুলসী স্বীকার করে যে, দেরাজের মাইনের খুপীতে মোটে তিন টাকা ছিল ; মাসের শেষ কিনা। বাবার খোপ থেকে সে নিয়েছিল একখানা দশটাকার নোট। বাবার বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে সে খুলেছিল দেরাজের ঐ খুপীটা—রাতে কি তাঁর সাড় থাকে ? চোরে বাঁধানো-দাঁতের পাটি মুখ থেকে খুলে নিলেও ঘুম ভাঙবে না !

বাবার নেশা করবার কথা পিলের কাছে বলবার লজ্জা কেটে গিয়েছে, সেই আমবাগানে প্রতিজ্ঞা করবার দিন থেকেই। তুলসী পিলেকে বারবার জিজ্ঞাসা করে যে তার দশ টাকা নেবার কথা গাঙ্গুলিমশাই কাউকে বলেছেন কিনা··· বলেননি যখন, তখন নিশ্চয়ই টের পাননি ! অনেক নোট আছে কিনা !···

পিলে শুধু মনে মনে ভাবে যে নিলই যদি তুলসী, তবে মোটে একখানি নোট নিল কেন ? আরও নিলে তো অনেক দিন নেপালে থেকে আসতে পারত। নতুনদিদিমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা না হ'লে কি খারাপ যে লাগে তা' সে জানে। সেই জন্যেই বোধ হয় তুলসী বেশী নেয়নি। এ হচ্ছে 'নেওয়া'—চুরি নয়। তুলসীর টাকা নেওয়াকে 'চুরি' ব'লে ভাবতে তার বাধে।

এইবার নেপাল থেকে ফিরে আসবার পর থেকে তুলসীর হাবভাবে এমন কতকগুলো পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, যার থেকে বোঝা যায় যে, সে বড় হয়েছে। কেউ কি দিনক্ষণ ঠিক ক'রে বড় হয়? গোঁফ ওঠা, গলার স্বর মোটা হওয়া বা অন্ত শারীরিক লক্ষণগুলোর কথা হচ্ছে না। এ হচ্ছে অন্ত কথা; মনের একটা পরিণত ভাবের কথা। খানিকটা আত্মপ্রত্যয়-বোধের উপর এর ভিত্তি। তার নিজের খেয়াল থাকে না হয়তো, কিন্তু যে তার সঙ্গে কথা বলে সেই বুঝতে পারে যে, এ আর ছোট নেই। অপরিচিত লোকে তুমি না ব'লে আপনি বলে। বাড়িতে চা তয়ের হলেই তার কাছে চায়ের পেয়ালা পৌঁছে যায়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে চলন্ত ট্রেনে বাহাদুরি দেখিয়ে উঠবার স্পৃহা আর থাকে না। সিগারেট ধরাবার সময় পরিবেশের কথা মনে পড়ে না। এই রকম আরও অনেক মনের ভাব যখন সহজভাবে আসে, তখনই লোকে বড় হয়। এক-একজনের এক-এক বয়সে এই পরিণত মনের ভাব আসে। তুলসীর এসেছিল তাড়াতাড়ি। কবে থেকে আসছিল কে জানে; লোকের নজরে পড়ল এতদিনে। এইজন্যই বোধ হয় নতুনদিদিমা দাজুর মা-বোনের কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেননি তুলসীর কাছে। এইজন্যই বোধ হয় তিনি 'ভালবাসা'র বদলে 'টান-ভালবাসা' কথাটি বেশী ক'রে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন পিলে তুলসীর ক্ষেত্রে এখন থেকে।

......"ভালবাসা অনেক রকম আছে তো। রায়বাহাদুরের সঙ্গে হচ্ছে শুধু 'খাতির-ভালবাসা'। পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে হয় 'ভাব-ভালবাসা'। বরের সঙ্গে হয় 'প্রেম-ভালবাসা'। গুট্‌লি, কেষ্ট এদের সঙ্গে 'আপনাত্বি-ভালবাসা'। আর তোদের সঙ্গে 'টান-ভালবাসা'। আমার কাছে যে ছুটে-ছুটে আসিস......একি সোজা টান? তোদের কাছ থেকে পাওয়া এত 'টান-ভালবাসা', আমি কি করে যে শোধ দেব বুঝেও পাই না!"......

এইবার বাড়ি ফিরে আসার পর থেকে পিলে আরও লক্ষ্য করে যে, তুলসীর আর্থিক স্বাচ্ছল্য আগের থেকে বেড়েছে। কেন না, এখানে একটা সার্কাসের দল এসেছিল। তুলসী প্রত্যহ সার্কাস দেখে দেখে তাদের সঙ্গে

আলাপ জমিয়ে নিয়েছিল। তাদের কাছ থেকে একটা কর্নেটও কিনেছিল। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কর্নেটেরও দাম নিশ্চয়ই কম নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য যে, গাঙ্গুলিমশাই একবার ছেলেকে জিজ্ঞাসাও করেন না যে, এ কিনবার টাকা সে পেল কোথা থেকে।

পাড়ায় সাড়া প'ড়ে গেল। এর আওয়াজটা যে বড় জোরে। পাড়ার মতামত উপেক্ষা করবার ঔদ্ধত্য এই গোয়ার-বাদ্যির উৎকট ধ্বনির মধ্যে। 'লক্ষ্মীছাড়াটা ঐ মাদ্রাজী মেয়েওয়ালা সার্কাসের দলের সঙ্গেই চলে গেল না কেন?' এই হ'ল বড়দের সাধারণ মন্তব্য। এর আগে পর্যন্ত তুলসী কত কাণ্ডই করেছে—রাস্তার ডাস্টবিন রাত্রে গাছের মগডালে বেঁধে দিয়ে এসেছে; রায়বাহাদুরের চলন্ত গাড়ির পাদানে উঠে তাঁকে ঠাট্টা করে কীর্তন গেয়েছে। কিন্তু সে সব ছিল দুরন্তপনা। সমাজকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রে কর্নেট বাজানোকে ছেলেমানুষি ব'লে আর উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এখন যে ও বড় হয়েছে!

পাড়ার লোকের মুখে শুনে শুনে নতুনদিদিমা পর্যন্ত তাকে না ব'লে থাকতে পারলেন না।

"হ্যাঁরে, ও ছাইয়ের বিউগেল কিনতে গেলি কেন?"

"পাড়া থেকে গাধা তাড়ানর জন্যে!"

এত চটে বলা যে, নতুনদিদিমা আর কথা বাড়াতে সাহস করলেন না। ...তার মন যা চাইবে তা' সে করবে! তোমরা তাকে অন্যায় বল, আর যাই বল!

নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করবার শক্তি তার এসেছে। নিজের খেয়ালের ক্ষেত্রে তার নিজের পছন্দই সব, অপরের মতামত সেখানে অবান্তর, এ বোধ অতি সহজভাবে তার মনে এসে গিয়েছে সেই সময়।...

পিলে যে তুলসীর বড়-হওয়া নিয়ে এত মাথা ঘামায় কেন তা' সে ছাড়া আর কেউ জানে না। এতদিন পর্যন্ত তুলসীর সঙ্গে যখন তখন নতুনদিদিমার সম্বন্ধে গল্প করতে পিলের কোন সঙ্কোচ ছিল না। কেন যেন এখন একটু বাধে। আগে দুই বন্ধুতে এক হলেই আপনা থেকে

চলে আসত নতুনদিদিমার কথা। এখন এ জিনিস রোজ হয় না; হয় যেদিন তাঁর সঙ্গে তারাদার কোনও নতুন নটখটি লাগে। এই সময় তাঁর সাধারণ হাসিখুশি-ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য দেখা যেত। নতুনদিদিমা হয়ে যেতেন গম্ভীর, আবহাওয়া হয়ে যেত থমথমে। সেদিন দুই বন্ধু তাদের প্রাপ্য হাসি গল্প আদর মনোযোগ পায় না সেখানে। চা খাওয়ার অভ্যাসের মত এই বরাদ্দ আনন্দের ঝলকটুকু যেদিন মনে না লাগানো যায়, সেদিন একটা গভীর অতৃপ্তি ও নৈরাশ্য নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। মনের ভিতরের খালি জায়গাটুকু তবু খানিকটা ভরানো যায়, তাঁর সম্বন্ধে গল্প করলে। সেদিন বাড়ির বকুনিকে উপেক্ষা করেও অনেক রাত্রি পর্যন্ত তুলসীর সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করে। অন্তরঙ্গতা অনেক বেশি বেড়ে যায়। নিঃসঙ্কোচে প্রাণ খুলে নতুনদিদিমার গল্প করা যায়। ঐ সব দিনগুলোতে বাড়ি ফিরে পড়তে বসলেও কিছুতেই বইয়ে মন বসে না। তুলসীকে কাছে পেতে এত ইচ্ছা করে যে, ভোরে উঠেই তার বাড়ি হাজির হতে হয়, 'মর্নিং-ওয়াক'-এর অজুহাতে। দু'টি মনই নতুনদিদিমার ব্যথায় ভারী হ'য়ে উঠেছে। তুলসী নিজে থেকেই কথা পাড়ে।

......"তারাদাটা বাড়িতে নতুনদিদিমাকে 'ডিগ্রেড' করে দিচ্ছে। আর 'প্রমোশন' দিচ্ছে বউকে। এত মেয়েমানুষের কথার মধ্যে থাকতে ভালবাসে তারাদাটা! ওটার নাম জয়-মা-তারাদা দিয়ে দিলে কেমন হয় রে?"......

"গুটলিদি কিন্তু মায়ের 'সাইড'-এ।"...

এই হচ্ছে গল্পের ধরন। চলবে যে ক'দিন না নতুনদিদিমার স্বাভাবিক ভাব ফিরে আসে।

তুলসীর এই কর্নেট আর কুকুরের যুগ পিলে ভাল ক'রে উপভোগ করতে পারেনি। কারণ সেটা ছিল পরীক্ষার বছর; বাবা পিসিমার কড়াকড়ি একটু বেশী। দেখা অবশ্য নতুনদিদিমার বাড়িতে বিকালে রোজই হ'ত। কিন্তু যখন তখন তার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া সম্ভব ছিল না। পড়াশোনা সম্বন্ধে তুলসীর উদাসীনতা চিরকালের। পরীক্ষায় পাস ফেলের দিকটা একেবারে দরকচা-পড়া। এবারেও যে সে ন্যায্যভাবে প্রোমোশন পাবে না, সে কথা সকলেই ধ'রে নিয়েছিল। তবে প্রোমোশন হয়তো পেয়েও যেতে পারে—এ হেডমাস্টারমশাই কাউকে দু'বারের বেশী এক ক্লাসে ফেল করান না! পেয়েও যেত ঠিকই; কিন্তু একটি ছোট্ট ঘটনায় সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। গাঙ্গুলিমশাই তাঁর পুরনো আলেস্টারটা সেবার ছেলেকে দিয়েছিলেন। বাক্সর মধ্যে পোকায় কাটছিল। 'দেখ দেখি তোর গায়ে হয় কিনা'। তুলসীর গায়ে হ'ল—ঝুলে ঠিক আছে—একটু ঢিল ঢিল গোছের—তা হ'ক, চলে যাবে। শোয়া আর স্নান করবার সময় বাদে তুলসী আলেস্টার পরতে আরম্ভ করে অষ্টপ্রহর। সেইটা পরেই পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। নরসিংহপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, বি-এ, বি-টি তখন সবে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন এ স্কুলে। কড়া লোক। তুলসীকে চেনেন না। আলেস্টার পরা দেখে সন্দেহ করলেন যে, সে চুরি করছে পরীক্ষায়। কাছে এসে তুলসীর পকেট সার্চ করতে চাইলেন।

"কেন সার্? why?" রুখে দাঁড়িয়েছে তুলসী। নরসিংহপ্রসাদ, বি-এ, বি-টি, এরকম ছেলে বহু শায়েস্তা করেছেন। তিনি পকেটগুলো উপর থেকে টিপেটুপে একটু দেখলেন।

"লিজিয়ে সার্!" তুলসী পকেট থেকে বার ক'রে এক প্যাকেট সিগারেট তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। হল ভরা পরীক্ষার্থীর দল অবাক হয়ে গিয়েছে। তাদের চেয়েও অবাক হয়েছেন নরসিংহপ্রসাদ, বি-এ, বি-টি, ছেলেটার দুঃসাহস দেখে। রাগে লাল হয়ে ওঠে তাঁর মুখচোখ। "আমাকে সিগারেট দেবার who are you?"

"আমি হু-আর-ইউ, না আপনি হু-আর-ইউ?" তুলসীর চীৎকারে হলঘর কেঁপে ওঠে।

নরসিংহপ্রসাদ তার খাতাটা নিয়ে বললেন, "চল হেডমাস্টার সাহেবের ঘরে।"

তাঁর হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে তুলসী খাতাখানিকে দু'টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে। "গুড্ মর্নিং!"

কুর্নিশ ক'রে বেরিয়ে এল তুলসী হল থেকে। এমনি ক'রে নাটকীয়ভাবে তার পড়াশোনা শেষ হয়। পিলেরা তখন টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছে। পাড়ার লোকদের হতাশ না ক'রে আবারও তুলসী চলে গেল নেপালে। নিয়মিত বাৎসরিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ানয় তুলসীর নেপাল যাওয়াকে আর কেউ 'পালানো' বলে না; বলে নেপাল 'ঘুরে আসা'। এবার নতুনদিদিমা বিচলিত হননি; কারণ এতদিনে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তুলসী যেখানেই যাক, ফিরে আসবেই; এখান ছেড়ে সে বেশীদিন বাইরে বাইরে থাকতে পারবে না।

এবার গিয়ে তুলসী ছিল অনেকদিন। ফিরে এল পিলেদের পরীক্ষা শেষ হবার মুখে—বোধহয় হিসাব করেই। কারণ এখন আড্ডাটা জমবে ভাল। পিলের হাতে অফুরন্ত অবসর; বাবা নেই; পাসের পরীক্ষা দিয়েছে ব'লে পিসিমা সাবালকত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। রাত ক'রে বাড়ি ফিরলে, এমন কি তুলসী রাতে পিলের ঘরে শুলেও পিসিমা আর কিছু বলেন না। গত এক দেড় বছরের মধ্যে দুই বন্ধুতে এত কাছে আসবার সুযোগ আর পায়নি। দেখা হ'ত ঠিকেদারবাবুর বাড়িতে। সেখানকার কথাবার্তা, মনের ভাব, সব অন্য সুরে বাঁধা; নতুনদিদিমাকে ঘিরে সেখানকার পরিবেশ; সেখানকার পিলে গন্ধপাতা, বাইরের পিলে তুলসী নয়, অন্য মানুষ। সেখানকার সমস্ত জিনিসের মাপকাঠি নতুনদিদিমার মন। বাকি সব অবান্তর। সেখানে যাওয়া সার্থক মনে হয় যদি তাঁর মন সেদিন ভাল থাকে; একটা মজার কথা ব'লে তৃপ্তি হয়, যদি তা' শুনে তিনি হাসেন। সেখানকার পিলের বলা কোন কথা তুলসীর ভাল লাগল কি না লাগল বয়ে গেল। পিলের কাছে তুলসী সেখানে গৌণ—তার মূল্য শুধু নতুন-দিদিমা সম্বন্ধীয় চিন্তার লেজুড় হিসাবে। সেখানকার পরিবেষ্টনে একমাত্র তারই কিছু নিজস্ব মূল্য থাকতে পারে যার মধ্যে বাংলাদেশের স্বপন-মাধুরীর স্বাদ খানিকটা পাওয়া যায়। এ জিনিস পিলে, তুলসী, গুট্‌লিদি, তারাদা, পাড়ার এত ছেলেমেয়ে, কারও মধ্যে নেই।......

কিন্তু নিজেদের বাড়িতে পাওয়া তুলসীর মূল্য অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে। এ তুলসী কতরকম গল্প করে—দাজুর মা বোনের কথা, সার্কাসের মেয়েদের কথা, মিস্ত্রী বউয়ের কথা, গাঙ্গুলিমশায়ের সবরকম কথা। তুলসীর বাবা এতদিন ছিলেন তার ব্যঙ্গরসিকতার বাইরে; এখন আর সেসব কোন বাধা নেই।...একদিন নাকি গাঙ্গুলিমশাই অন্ধকারের মধ্যে মিস্ত্রীবাড়ি থেকে আসছেন; তুলসী ঠোঁটে মুখে অনেকগুলো জোনাকিপোকা আঠা দিয়ে এঁটে গাছের উপর থেকে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়েছিল তাঁর সম্মুখে। ভাঁটের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ভয়ে তাঁর কি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়!......

স্পষ্ট বোঝা যায়, তুলসী দিনদিনই বাবার উপর বিরক্ত হয়ে উঠছে—তবে বাবা গান-বাজনাটা বোঝে ভাল। পিলে তুই তবলা শিখবি বাবার কাছে? তোর পিসিমা আর এখন পাসকরা ছেলেকে বকবে না। একটা কনসার্ট পার্টি খুললে বেশ হয়। মড়া হারমোনিয়ম বাজাবে। আমারও ইচ্ছা ক্ল্যারিওনেট শিখি; কিন্তু তাহলে কর্নেটটা বেচতে হবে। বাবা আবার আজকাল দেরাজের চাবি সব সময় নিজের কাছে রাখতে আরম্ভ করেছে! একদিন আমাকে লেকচারও দেওয়া হল।......"পেনশনের আর মোটে বছর তিনেক বাকি। টাকা পয়সা এখন থেকে কিছু কিছু জমাতে না পারলে পরে খাব কি? ছেলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব বুড়ো বয়সে সে আমি চাই না। নচ্ছার পি. ডব্লু. ডি. ডিপার্টমেন্টের চাকুরি! ক'টাকাই বা পেনশন পাব?"......কি ভেবে যে এত উপদেশ দেওয়া হ'ল সে কি আমি বুঝি না! নিজে যে মাসে কত টাকার শ্রাদ্ধ করেন তা যেন আমার জানা নেই!......

এতক্ষণে পিলে ধরতে পারে, কেন তুলসী আজকাল বাবার উপর এত বিরূপ। গাঙ্গুলিমশায়ের মত আপনভোলা লোকেরও ছেলের পালানোর সঙ্গে দেরাজের টাকা কমবার একটা সম্বন্ধ নজরে পড়েছে এতদিনে! ছেলেকে পরিষ্কার না ব'লে, ঘুরিয়ে বলেছেন কথাটা। তুলসী বুঝেছে ঠিকই। তবু শিষ্টাচারের খাতিরে বন্ধুর বাবার সমর্থনে পিলেকে একটা কিছু বলতে হয়।

"আমার ধারণা, যে তুই পড়াশোনা ছেড়ে দিলি ব'লেই তিনি তোর ভবিষ্যতের জন্য এত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন হঠাৎ।"

কথাটা তুলসীর মনঃপূত হ'ল না। "তুই যতই ম্যাট্রিক পাস করিস পিলে, তোর চেয়ে বেশী রোজগার আমি করবই!"

"না না, আমি কি সে কথা বলছি।" পিলে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। পড়াশোনা ছাড়ার কথাটা তোলা ঠিক হয়নি! পড়াশোনা সম্পর্কিত দরকচা পড়া স্থানটি হঠাৎ এত স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে কেন তুলসীর? নিজে ভালভাবে জানবার আগেই কত অজানা চর নিত্য-নূতন মনের মধ্যে গড়ে ওঠে! পরীক্ষা দেবার পর পিলে যে খানিকটা নতুন অধিকার পাচ্ছে নতুনদিদিমার কাছে, সেইটাই কি তা'হলে হীনতাবোধ জাগিয়ে তুলছে, পড়াশোনার ব্যাপারে নির্বিকার তুলসীর মনে? তুলসীর মনের পরিবর্তনের সঙ্গে নতুনদিদিমার সম্পর্ক না থেকে পারে না। তারই মত তা'হলে তুলসীও ব্যথা পায়? নতুনদিদিমার কাছে, অবিসংবাদী অধিকারে আত্মপ্রতিষ্ঠ তুলসীকে, নিজেরই মত অনিশ্চিত দাবি ও সংশয়ের দোলায় দাঁড় করিয়ে দেখতে পিলের ভাল লাগে। একথা ভাবতেও তৃপ্তি। তাই, নতুনদিদিমার চিন্তা কিভাবে তুলসীকে প্রভাবিত করছে, তার খুঁটিনাটির মনগড়া প্রমাণ সংগ্রহে পিলের ক্লান্তি নেই।......নূতন অধিকারের মধ্যে—নতুনদিদিমা পিলেকে চুপিচুপি বলেছিলেন—"এখন তো তোর ছুটি; রোজ একটু কেষ্টটাকে নিয়ে বসিস্‌তো! গন্ধপাতা, তারার মত মুখ্যু হয়ে থাকলে কি আর ওর চলে?"

পিলের বাবা মারা গিয়েছিলেন ঠিক তার ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই। টাকা পয়সা বিশেষ রেখে যেতে পারেননি।

কলেজে পড়া হবে না, চাকরি বাকরি নিয়ে এখানেই থাকতে হবে, এই অবস্থার সঙ্গে নিজের মনকে খাপ খাইয়ে নিতে পিলেকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়নি। কিন্তু পিসিমা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না......বাপের ইচ্ছা ছিল অনেক পাস দিইয়ে 'সায়েন্টি' পড়াতে—মা-মরা ছেলেটাকে সঁপে দিয়ে গেল তাঁর হাতে—

অতটুকু ছেলে—এখনও রাতে পায়খানায় গেলে শোবার ঘর থেকে কেশে মধ্যে মধ্যে সাড়া দিতে হয়—ও এখনই চাকরি করবে কি? পিসিমা দিদিকে কি লিখেছিলেন, তিনিই জানেন। জামাইবাবুর জবাবখানা পিলেকে পড়তে দিয়ে তিনি আশ্বাসের সুরে বলেন—"তোর চিরকেলে রোগা শরীর! ডাক্তার হলে অন্তত নিজের শরীরটাওতো ভাল রাখতে পারবি। ক'বছর পড়তে হয়রে ডাক্তারি?"

ঠিক হয়ে গেল যে পিলে ডিব্রুগড়ে দিদির শ্বশুরবাড়িতে থেকে মেডিকেল স্কুলে পড়বে। সে এর আগে ডাক্তার হবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। কিন্তু এ ছাড়া আর অন্য কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয়। পারবে তো সে রক্ত আর কাটাকুটি দেখতে? বেশ কেমন এখানে চাকরি নিয়ে থাকত! এখানকার সকলকে ছেড়ে যেতে মন চায় না! বাঙলা দেশ হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। ডিব্রুগড়ে ডাক্তারি পড়তে যেতে সে উৎসাহ পায় না। কিন্তু বাছা-বাছির সুযোগ নেই, যেতেই হবে। উৎসাহ জিনিসটারই তার একান্ত অভাব—যে কোন বিষয়ে। এক শুধু নতুনদিদিমার কাছে পৌছনর ব্যাপারটিতে ছাড়া। তখনই পিলে নতুনদিদিমাকে খবর দিতে গেল। তিনি শুনে খুব খুশী।

"বাঃ! বেশ হ'ল। নিজের লোকজন থাকতে একটা ভাল ছেলের পড়া না হলে বড় দুঃখের কথা হ'ত। তা' কি ভগবান হতে দেন। এখনওতো দেরী আছে যাবার? যে ক'দিন আর আছিস, একটু কেষ্টকে পড়াশোনা দেখিয়ে টেখিয়ে দিস।"

তুলসী বলল, "ডক্টর পিলে! বেশ মাদ্রাজী মাদ্রাজী হবেরে নামটা।"

নতুনদিদিমা তুলসীর কথার প্রতিবাদ করেন: "না, ওকে লোকে পিলে-ডাক্তার বলতে যাবে কেন। বলবে ডাক্তারবাবু। কত লোকের পিলে সারাবে ও। জানিসরে পিলে, আমাদের গ্রামে সেই হরিশ ডাক্তারের গল্প করেছি না? তাকে দেখলে ছোটবেলায় যা ভয় করত! হরিশ ডাক্তার কাউকে দেখতে বাড়িতে এলে খাটের তলায় লুকিয়ে বসে থাকতাম।·· ···আর কি এখন থেকে পিলে ব'লে ডাকা চলবে—তুই হবি ডাক্তারসাহেব।······তুই চলে গেলে তোর পিসিমা কিন্তু একেবারে একা পড়ে যাবে। থাকবে কি করে? আমি হ'লে পারতাম না, ভয়েই মরতাম। আমাদেরও খালি খালি লাগবে।"

তুলসী আশ্বাস দেয়, "না রে পিলে, তুই ভাবিস না। তোদের বাড়িতে সেরকম দরকার পড়লে আমি তো আছিই।"

নতুনদিদিমা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন: "তুমি তো আমার তুমিই! নিজের বুড়ো বাপকেই বলে কত দেখ! বছরে তিনবার ক'রে নেপালে যাও। তুমি আবার অন্তর বাড়ির দেখাশোনা করবে!"

"এই রে! চটেছে। 'তুমি' বার হচ্ছে দেখছিস না পিলে।"

"দাঁড়াতোরে! দেখাই মজা!......"

হাসির শব্দে বাকি কথাগুলো শোনা যায় না।

এইসব ছেড়ে চলে যেতে হবে; মন খারাপ না হয়ে পারে?

ডিব্রুগড়ে যাবার গাড়ি ভোরবেলায়। আগের দিন রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসে না। সাড়ে বারোটা বাজল। পিসিমার ঘরে দরজা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়েছে!......আবার শেষরাত্রে উঠে দুটো ভাতেভাত ফুটিয়ে দিতে হবে; যতই বারণ করুক পিলে; দুটো ভাত পেটে না দিয়ে কি রেলগাড়িতে চড়তে আছে; কলকব্জার কম্ম; কখন চলে কখন থামে, কিছু কি বলা যায়।......

শুয়ে শুয়ে কেবলই নতুনদিদিমার কথা মনে পড়ে। আবার কতদিন দেখা হবে না। কি খারাপ যে লাগে তাঁর সঙ্গে দেখা না হলে। সেবার যখন গুটলিদির বিয়ের সময় তাঁরা বাড়িসুদ্ধ সবাই এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন, তখন রামশরণ চাকর ছিল বাড়ির চার্জে। সেই সময় পিলে আর তুলসী এক একদিন নতুন-দিদিমার খালি বাড়িতে গিয়ে রামশরণের সঙ্গে গল্প ক'রে আসত। তাতেও তৃপ্তি।......বড় দেখতে ইচ্ছা করছে তাঁকে। যতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, ততবার তাঁকে নতুন ক'রে পাওয়া যায়। প্রতিবার নতুন আনন্দের স্বাদ। আজ সন্ধ্যার সময় তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, তুলসী তখন ছিল। সেটা ছিল ভাগকরা দেখা—একার দেখা নয়। অমন ভাগের নতুনদিদিমাতে মন ভরে না, চলে যাবার দিনে।...এই রাত সাড়ে বারোটার সময় তাঁদের বাড়িতে যাওয়া কি ঠিক হবে? বাড়ির লোকে কি ভাববে? কি আবার ভাববে! ঘুম থেকে

বোধ হয় আবার ডেকে তুলতে হবে। না, সে যাবেই। সে আস্তে আস্তে উঠে নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে ; পিসিমা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

নতুনদিদিমার ঘরের জানালা দিয়ে পিলে ডাকল : "নতুনদিদিমা ! ও নতুনদিদিমা !"

"কে ? পিলে ? আয়, আয়।"

মশারি থেকে বেরিয়ে তিনি দরজা খুলে দিলেন। এতরাত্রে আসায় একটুও আশ্চর্য হবার ভাব দেখা গেল না তাঁর মধ্যে—যেন এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ যেন তিনি আশাই করছিলেন। নিজের আচরণের অসামঞ্জস্য পিলে বুঝতে পারছে, তাই স্বাভাবিক ভাব দেখাবার চেষ্টা সত্ত্বেও তার মুখে অপ্রস্তুতের হাসি।

"আমিও জেগে, শুয়ে শুয়ে তোর কথাই ভাবছিলাম। এই খানিক আগে পর্যন্ত আমরা মায়ে-ঝিয়ে তোর কথাই বলাবলি করছিলাম। গুটলিতো এখনই ঘুমল।"

মশারির মধ্যে গুটলিদি ধড়মড়িয়ে উঠল : "না না, ঘুমইনি। পিলে ? কিছু ফেলেটেলে গিয়েছিস ?"

"না। ও থাকতে না পেরে এসেছে আমার কাছে। কতদিন দেখবে না আমাকে। আমাকে ছাড়া তো কখনও হয় নি এর আগে।"

'পাগল না পাগল !" গুটলিদির স্বরেও আদর মেশানো।

"মন খারাপ করিস না। ছুটি হলেই তো আবার দেখা হবে।"

অতি সাধারণ কথা। কিন্তু পিলের চোখের জল বাধা মানে না। লণ্ঠনের আলো পড়ে নতুনদিদিমার চোখের কোণাও চিকচিক করছে। পিলের মাথাটা তিনি কাছে টেনে নিলেন, "পাগলা কোথাকার। জোটেও কি সবক'টা আমারই কাছে এমনি।"

এই "পাগলা কোথাকার," সম্বল ক'রে পিলে এসেছিল ডিব্রুগড়ে। পড়তে হয়, তাই পড়তে এসেছে। এখন চার বছর কোনরকমে কাটিয়ে দিতে পারলে

হয়। বাড়ির জন্তে মন কেমন করে; কিন্তু বাড়ি মানে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নিজেদের উঠনটুকু নয়। আরও অনেক কিছু—কত স্মৃতি, কত লোক, কত গল্প। একটা অভাববোধ অষ্টপ্রহর মনকে পীড়া দিতে থাকে। সুখ-সুবিধা-আরামের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, পিসিমার কাছে যা দিদির কাছেও তাই। তবে এখানে কিসের অভাব? স্পষ্ট বোঝা যায় না কেন এই মৃদু মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য। যেদিন নতুনদিদিমার চিঠি আসে, কেবল সেইদিনই মনের এই অস্বস্তির ভাবটা থাকে না। আর নির্ধারিত দিনে চিঠি না পেলে প্রথমেই তাঁর উপর রাগে সর্বশরীর জ্বলে ওঠে। সে লিখে দিয়েছে রবিবারে রবিবারে চিঠি দিতে, তবু এই ব্যবহার! এতটুকু দায়িত্বজ্ঞান নেই? সে এখানে কষ্ট করছে আর তিনি কিনা নিজের খেয়ালে উন্মত্ত থেকে চিঠিখানা দেওয়াও দরকার মনে করলেন না? সেও আর কখনও চিঠি দেবে না নতুনদিদিমাকে! যে পিলের কথা ভাবে না, পিলেও তার কথা ভাবে না!...আজ থেকে সে দিদির শাশুড়ীর সঙ্গে বেশী করে গল্প করবে। বড় ভাল ভদ্রমহিলা। দিদিতো মা বলতে অজ্ঞান। তাঁর সঙ্গে বেশী ক'রে আলাপ করলে নতুনদিদিমার ব্যবহারের একটা পালটা জবাব দেওয়া হবে! কি ভাবেন নতুনদিদিমা! ..."ও মাউইমা! এখনও কি ঠাকুরঘরে? স্বর্গে আপনার জন্ম পাকা দালান তৈরী হয়ে গিয়েছে; আর অতক্ষণ পুজো না করলেও ক্ষতি নেই।"...

কিন্তু এত চেষ্টা করেও ভোলা যায় না। তারপর ধীরে ধীরে গভীর দুঃখ মনের উপর জমাট হয়ে চেপে বসে। তার ভারে রাগ-অভিমান কোথায় যায় তলিয়ে। মনের আর সব কাজ বন্ধ হয়ে আসে। ঐ গভীর বেদনাবোধ মনের রাজ্য থেকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে, সারা দেহকে বিকল ক'রে দেয়, মনে হয় যেন স্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে আসছে, সেইজন্ম এক জায়গায় বসে থাকতে ইচ্ছা করে; একা একা চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে; আলোর চেয়ে অন্ধকার পছন্দ হয় বেশী। শুধু একটি বিষয়ে মন সচেতন থাকে—একথা বাইরের লোকে কেউ যেন জানতে না পারে। দিদির শাশুড়ী শরীর খারাপ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে, বিনা দ্বিধায় জবাব দেওয়া যায়—"হ্যাঁ, মাথাটা একটু ধরেছে।"

…বাইরের লোক মানে নিজেদের বাড়ির লোক। নতুনদিদিমাকে চিঠি লিখবার সময় মনে হয়, তিনি যদি একথা পিসিমার কাছে গল্প না করেন তাহলে ভাল হয়। পিসিমা, দিদি, সবাই জানেন; তবু পিলে সব সময় নতুনদিদিমার প্রতি তার 'টান-ভালবাসার' গভীরতা তাঁদের কাছে একটু কমিয়ে বলতে চায়। সে চেষ্টা ক'রে দেখেছে যে, এ বিষয়ে সে বাড়ির লোকের কাছে খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না। বিশেষ ক'রে পিসিমার কাছে। পৌষসংক্রান্তির দিন বাড়ি ঢুকতেই হয়তো পিসিমা বললেন, "দেখিতোরে তোর হাতখানা শুঁকে; নতুনদিদিমা কি আর তোকে পিঠেপুলি না খাইয়ে ছেড়েছে!" পিলে হেসে মিছে কথা বলে: "না! ও আলাপ-সালাপ সব কেবল মুখেই।" আলাপ-সালাপ কথাটি পিলের ভেবে-চিন্তে বাছা। নতুন-দিদিমার সঙ্গে তার সম্পর্কের বিবরণ দিতে হলে, সে পারতপক্ষে 'আলাপ-সালাপ' ছাড়া আর অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করে না।

চিঠি না পাওয়ার ব্যথার তীব্রতা থাকে একদিন। পরদিন সকালে উঠেই মনে হয় যে, আজ চিঠি আসতে পারে। ব্যথার পরিবর্তে নতুন আশায় ভ'রে ওঠে মন। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থির বিশ্বাস জন্মে যায় যে, পোস্ট অফিসের গোলমালেই চিঠি পেতে দেরী হয়েছে। ডাক বিভাগের এই শিথিলতা সে চিরকাল লক্ষ্য ক'রে আসছে! আশা ও উদ্বেগের মধ্যেই তার দিন কাটে, চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত। চিঠি পেলেই সে প্রথমে দেখে, কোণায় রবিবার লেখা আছে কিনা। ঠিক যা ভেবেছে! রবিবারই লেখা। নতুনদিদিমা কখনও দেরী করতে পারেন? তা'ও কি কখন হয়? চিঠিতে নতুনদিদিমা কি লিখেছেন, তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব 'রবিবার' কথাটির। খানিক আগে পর্যন্ত এ ছিল তার আত্মসম্মানের প্রশ্ন। এখন মুহূর্তের ভিতরে কথাটি দু'জনের মধ্যের নিবিড় আকর্ষণের যোগসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবিবারের জায়গায় যদি সোমবার লেখা থাকত তাহ'লে সম্বন্ধের মধুরতা কমে পানসে হয়ে যেত! এতক্ষণে চিঠিখানা পড়বার সময় হ'ল। ভুল বানানগুলোর মধ্যে দিয়ে নতুনদিদিমা একেবারে চোখের সম্মুখে এসে দাঁড়ান। "কর্তা তো আমার কর্তাই।" "আছে তো সব জিনিসেরই একটা…!" "মাও যা ঘটিও তাই"—এইরকম সব নিজস্ব

বাক্‌ভঙ্গিতে ভরা তাঁর চিঠি। এগুলো টেনে নিয়ে যায় পিলেকে ঠিকেদারবাবুর বাড়ির উঠনে।······দাঁতে দাঁতে চেপে হি-ই-ই-ই ক'রে তাঁর সেই আদরের শব্দটি পিলে শুনতে পাচ্ছে।·········একটা ফিকে হিং-হিং গন্ধ যেন তার নাকে এল।······নতুনদিদিমার অদ্ভুত স্বকীয় বাক্যরীতি যেই চিঠির মধ্যে এক একবার নজরে পড়ছে, অমনি নতুন আনন্দের ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে মন। এ চিঠি পড়ে ফুরনো যায় না। যতবার দেখা যায়, ততবার নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করা যায়। চিঠির উপরের তেলের দাগে, কালি দিয়ে কাটা লেখাটুকুতে, প্রথমবারের মোড়া ভাঁজের রেখায়, ভিজে কালির অক্ষরের উল্‌টো ছাপে, খানিক খানিক নতুনদিদিমা মেশানো।······

শান্ত ভাব ফিরে পাবার পর মনের তাগিদ আসে চিঠির উত্তর দেবার। এ পাওনাদারের প্রথম ডাকে সাড়া দিতে নেই। ঠিক করা আছে যে, সে বৃহস্পতিবারে চিঠি লিখবে। নতুনদিদিমাকে চিঠি দেওয়া ছাড়াও অনেক কাজ আছে তার এখানে! চিঠি লিখবার জন্যে অত হ্যাংলাপনা কিসের? আছে তো সব জিনিসেরই একটা···!···কিন্তু রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মনে হয়—এখন লিখে রাখলে ক্ষতিটা কি? বরঞ্চ একটা কাজ সারা হয়ে থাকবে। বিষ্যুৎবারের আগে তো আর সে ডাকে দিতে যাচ্ছে না চিঠিখানাকে। সময়ের আগে চিঠি দিয়ে নতুনদিদিমার কাছে খেলো হয়ে যেতে চায় না সে।

তখনই আরম্ভ হয়ে গেল চিঠি লেখা। প্রথমেই লেখা হ'ল চিঠির কোণায় 'বৃহস্পতিবার'। কোনরকম ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় না দিয়ে, সাদা কথায় ছোট চিঠি লেখার দিকে পিলের সজাগ দৃষ্টি আছে। সবচেয়ে শেষে লেখে "চিঠির উত্তর দিতে দেরি করিবেন না"। বারকয়েক কথাটিকে পড়ে দেখে। আবার বেশী বলা হয়ে গেল না তো? নতুনদিদিমা ঠিক বুঝবেন, সে যা বলতে চাচ্ছে! পিলের ভাষা ও ভাব যে তাঁর জানা! সে রাত্রের মত চিঠি লেখার পর্ব শেষ হ'ল। বিষ্যুৎবারে চিঠি ডাকবাক্সে ফেলবার আগে আবার বাধল গণ্ডগোল, ওই শেষের কথাটি নিয়ে। "চিঠির উত্তর দিতে দেরি করিবেন না"—সে যা বলতে চায় সবটুকু কি প্রকাশ পেয়েছে, ঐ ভাবের রসে নিটোল বাক্যটির মধ্যে দিয়ে? যত সংবেদনশীল মনই হ'ক না কেন নতুনদিদিমার,

আর একটু বিশদভাবে না লিখলে হয়তো ধরতে পারবেন না ওর অন্তর্নিহিত অর্থ। একটু—সামান্য আর একটু জুড়ে ওর সূক্ষ্ম অর্থের সূত্রটি ধরিয়ে দেওয়া উচিত। তাই সে করে। "না হইলে একটুও ভাল লাগে না"—কথা কয়টি চিঠির শেষে জুড়ে দিয়ে মনের উদ্বেগ খানিকটা কমে।...একটু শালীনতা-বিরুদ্ধ হয়ে গেল না তো? না না, তা' কেন হ'তে যাবে। সহজ কথা সহজভাবে নিলেই হয়! কিন্তু মন বুঝতে চায় কই! যতটুকু উচিত তার চেয়ে বেশি বলা হয়ে গেল, এই চিন্তাই মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ ক'রে বেঁধে। শোভন আর অশোভনের মধ্যের সীমারেখা পার হবার নামে পিলের আতঙ্ক আসে।...কোন একটা কাজ করি, কি না করি, এই নিয়ে যখন সন্দেহ, তখন না করাই ভালো! এরই নাম হিসেব ক'রে চলা! শেষ পর্যন্ত বাক্যটি থেকে "একটুও" শব্দটি বাদ দিয়ে দেয়। "না হইলে ভাল লাগে না" এই লিখলেই যথেষ্ট। চিঠিখানিকে ডাকবাক্সে ফেলে তার মন বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। একটি কঠিন অঙ্কের উত্তর মিলে যাওয়ার পরিতৃপ্তি মনে। নিজেকে খুব ভাল লাগছে।...তবে সে একবার খুলেই বলবে ব্যাপারটা—নিজের কাছে লুকিয়ে লাভ নেই—"একটুও" শব্দটিকে সে এমনভাবে কেটেছে যাতে কাটা সত্ত্বেও নতুনদিদিমা অনায়াসে সেটিকে পড়তে পারেন।

ডিব্রুগড় গিয়ে দু'বছরের মধ্যে পিলে বাড়ি আসেনি। অনেক দূর; আসা-যাওয়ায় অনেক খরচ। একেবারে দ্বিতীয় বছরের পরীক্ষার পর যাবে। চিঠির যুগ আর ছুটির যুগের মধ্যের প্রাচীর মেডিকাল স্কুলের দ্বিতীয় বছরের পরীক্ষা। এ প্রাচীর ডিঙানোর পর দেখা পাওয়া যাবে নতুনদিদিমার; ছুটি পাওয়া যাবে তাঁকে আবার নতুন করে পুরনোভাবে পাবার। এখন শুধু চিঠির মধ্যে দিয়ে পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। চিঠি ছাড়া বাকি সব জিনিস, এখানকার জীবনে অপ্রাসঙ্গিক।

পঞ্জিকার কাগজের মত কাগজে ছাপা একখানা দাদের মলমের ক্যালেণ্ডার সে এনে ঘরে টাঙিয়েছে। তারিখ দেখবার জন্য নয়। সাদা কালো চাঁদের

কালি দেওয়া একাদশী তিথিগুলোর সঙ্গে নতুনদিদিমা জড়িয়ে আছেন ব'লে। ঐগুলোর উপর যখনই নজর পড়ে, তখনই মিষ্টি চিন্তার আমেজে মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। একাদশীর দিন তাঁর রান্না নেই, তাই পিলে তুলসীর সঙ্গে গল্প করবার অফুরন্ত অবসর। সেই আনন্দের মধুর পরশ পাওয়া যায় চন্দ্রকলার ছবিগুলির ভিতর।

একবার সময়ে চিঠি না পেয়ে লিখেছিল: "গত রবিবারে একাদশী ছিল। সেদিন চিঠি ডাকে না দেবার কোনও অজুহাতই আপনার নেই।" উত্তরে নতুনদিদিমা লিখেছিলেন: "একাদশীর হিসেব ওখানেও আছে দেখছি বাবুর। এ একাদশীতে গন্ধপাতা আসেনি ব'লে ঠিকানা লেখাতে পারিনি।"

নতুনদিদিমার সন্তোষজনক উত্তরে মনের অশান্তি কমে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য কত প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে···তুলসী একাদশীর দিন আসেনি কেন। ···আর যতবার নতুনদিদিমা চিঠি লিখবেন, ততবারই কি তাঁকে তুলসীর মুখাপেক্ষী হতে হবে, ঠিকানা লেখানোর জন্য? তার ঠিকানা লেখা খাম নতুন-দিদিমাকে পাঠিয়ে দিলে হয় না?···ভাল দেখায় না। তুলসী আবার কি ভাববে।···তুলসী নতুনদিদিমার চিঠির উল্‌টো পাতায় প্রতিবারই দু' এক লাইন পিলেকে লিখে দেয়। এমন দায়সারা এক লাইনের চিঠি কেন? চিঠি লিখতে হলে আলাদা চিঠি দিলেই তো পারে।···সেখানকার পোস্ট অফিসের ছাপের তারিখটা প্রতিবারই এমন কালি ধেবরানো থাকে কেন?···এসব প্রশ্নের শেষ নেই।

সামান্য পড়াশোনার কাজ ছাড়া সমস্ত মানসিক ক্রিয়াশীলতা খরচ হয় চিঠি সম্পর্কিত এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে। নিজেই ভাঙে, নিজেই গড়ে। স্বপ্নজাল বোনে; ক্ষণিকের জন্য তা'তে বাঁধা পড়ে, তা'র মাদকতার স্বাদ নেয়; আবার ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। কেবল ছেঁড়া, কেবল জোড়া। মন খারাপ হতে সময় লাগে না, মেঘ কাটতেও সময় লাগে না। খানিক আগেই যে কারণটা বেদনায় মনকে তছনছ করে দিয়েছে, সেইটাকে কিছুক্ষণ পরেই একেবারে অহেতুক মনে হয়। সব কারণ অকারণগুলির যুক্তি আছে, বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে বিচার করবার প্রয়াস আছে, শঙ্কা দ্বিধার হিসাব আছে। কিন্তু মাপকাঠি সাধারণ

জীবনের থেকে আলাদা। এ মাপকাঠি রবারের মত,—টেনে বড় করা যায়, আবার টিপে ছোট করা যায়; কিন্তু কখন যে বড় করতে হবে, আর কখন যে এটাকে ছোট করতে হবে, তার উপর কোন সজ্ঞান নিয়ন্ত্রণ চলে না। সেটা ঘটে যায়; আপনা থেকে এসে যায়।

······চিঠির হিসাব দিয়ে সপ্তাহ গুনতে হয়। রবিবারে লেখা চিঠি মঙ্গলবারে পাওয়া উচিত। কাজেই বারগুলোর সঙ্গেই পিলের সপ্তাহের সম্পর্ক, ক্যালেণ্ডারে দেওয়া তারিখগুলোর সঙ্গে নয়। চিঠির সপ্তাহগুলো ক্রমাগত জুড়ে জুড়ে পৌঁছনো যায় দু'বছর পরের ছুটির রাজ্যে—যে রাজ্য আলো করে আছেন নতুনদিদিমা।

পরীক্ষার পর আসবার সময় দিদি সঙ্গে এসেছিল। দিদির শাশুড়ী বললেন, "নাই বা থাকল মা বাবা, পিসিমা তো রয়েছে। খোকাটার দু'দিন হাওয়া বদল হবে—দাঁত উঠবার পর সেই যে পটকেছে—দেখছিস্ না, গায়ের চামড়া একেবারে ঝুলঝুল করছে।" অর্থাৎ দিদিরা যে দু'মাস থাকবে, জামাইবাবু টাকা পাঠাবে—নইলে পিসিমা পাবেন কোথা থেকে? মাউইমা সত্যিই ভালমানুষ।

······ইস্টিশানের সাগুগাছটা ঠিক সেইরকমই আছে! তুলসীর সঙ্গে থেকে থেকে পিলের নাকও গন্ধ সম্বন্ধে কিছু সজাগ হয়ে উঠেছে। ঘোড়ার গাড়িগুলো দাঁড়ায় যেখানে সেখানকার পরিচিত গন্ধটা নাকে এল। বেশ লাগছে। ডিব্রুগড়ে ঘোড়া দাঁড়াবার জায়গাটার গন্ধ অন্যরকম কেন? গন্ধ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তুলসীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। নতুনদিদিমার সঙ্গে দেখা হলেই বলতে হবে তাঁকে নকল করে—"আজ আমার গাড়ির ঘোড়াটা কি তেজীয়ান যে ছিল!" বলেই সে আর তুলসী হেসে নতুনদিদিমাকে অপ্রস্তুত করে দেবে। ···তেজীয়ান কথাটি যে তাঁর কাছ থেকেই শেখা।···সব সেইরকম আছে। সিন্ধী ঠিকেদারের কলাবাগান, শকুনভরা শিমুলগাছটা, নবীন সেকরার দোকানের মরচেধরা হিন্দী সাইনবোর্ড, তুঁতগাছতলার ছেলের দল, লাঠি-হাতে সুরদাস ভিখিরী, 'টিকিমে-রাধাকিষুণ' চাপরাসী,—সব সেইরকম। কিছু বদলায়নি। এতকালকার একান্ত আপনার জায়গাতে এসে পুরনো জুতো পরবার মত আরাম

লাগে বটে ; কিন্তু এখানকার লোকদের উপর একটু ক্ষীণ করুণা মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে—এরা পরিবর্তনের স্বাদ পেল না, গতির স্বাদ পেল না, নূতন নূতন অভিজ্ঞতার স্বাদ পেল না ব'লে। ডিব্রুগড়ের মত একটি ছোট শহরে দু'বছর থেকে অন্য জায়গাকে ঘুমন্তপুরী ব'লে ভাবা, পিলের মত বয়সেই সম্ভব।

স্টেশান থেকে আসবার রাস্তা নতুনদিদিমাদের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে। দিদি সঙ্গে না থাকলে সে একবার গাড়ি থামিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেত। খুব একটা মজা করছে এই ভাব দেখিয়ে দিদির দিকে চোখ টিপে হাসতে হাসতে, চলন্ত গাড়ি থেকে চীৎকার করে: "ও নতুনদিদিমা! নতুনদিদিমা বাড়ি আছেন!"

"রাস্তা থেকে ডাকে নাকি লোকে!" দিদি তাড়া দিয়ে ওঠে।

তারাদা'দের বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল তুলসী গাড়ির পিছনে পিছনে। দোরগোড়ায় দেখা গেল মাথায় কাপড় নতুনদিদিমাকে। মুখ চেনা যায় না এত দূর থেকে। গাড়ি এসে থামল পিলেদের বাড়িতে। তুলসী এসে পিলেকে জড়িয়ে ধরে। "মোটা হয়ে গেছিস যে রে পিলে! নতুনদিদিমা ভাবছিল তুই তাদের বাড়ি হয়ে আসবি।"

ফোঁস করে উঠলেন পিসিমা: "ভাবারও বলিহারি!" দিদিও হেসে ওঠে পিলের সঙ্গে সঙ্গে, পিসিমার কথায়। অতি পরিচিত পরিবেশের মধ্যে তারা পৌঁছে গিয়েছে।

"আপনি যে আসছেন, তা' জানতাম না।" তুলসী দিদিকে প্রণাম করল।

"বা রে! আমার কি আসতে নেই বাপের বাড়িতে?"

পিলে আশ্চর্য হ'ল, পিসিমাকে দেওয়া চিঠির খবর তুলসী একেবারে রাখে না দেখে। খোকার জন্য দুধ রাখতে লিখেছিল সে। আর ভাবছিল যে, দুধের যোগাড় তুলসীই নিশ্চয় করে দিয়েছে। ডিব্রুগড়ে যাওয়ার সময় তুলসী যে বলেছিল, পিসিমার দেখাশোনা করবে!......

"নে। তেতেপুড়ে এসেছিস; একটু জিরিয়ে স্নান করে নে!" পিসিমার হুকুমের মধ্যে একটু বকুনি বকুনি ভাব। তুলসী যেন এখানে শুধু অবান্তর নয়—একটু অবাঞ্ছিতও।

সে যাবার সময় বলে যায় : "নতুনদিদিমা তোকে যেতে বলেছে খাওয়া-দাওয়া সেরে ; গোটা তিনেকের সময়।"

"আচ্ছা। তুইও থাকবি তো সে সময় ?"

"দেখি। এখন যেতে হবে একটু কাজে।"

খাওয়া-দাওয়া সারতে পিলের প্রায় দু'টো বাজল। মোটে দু'টো! নতুন-দিদিমা যেতে বলেছেন তিনটেয়। এত ঘড়ি দেখে 'ইনটার্‌ভিউ' দেওয়া তিনি কবে থেকে আরম্ভ করলেন? ডিব্রুগড়ে যাবার আগে পর্যন্ত তো তাঁর সঙ্গে রাত একটার সময় বিনা নোটিশে দেখা করা চলত! ঠিক তো! তুলসীর বলবার সময় এর হাসির দিকটার কথা খেয়াল হয়নি। দু' বছরের অনভ্যাসের ফলে এড়িয়ে গিয়েছিল মন থেকে। নতুনদিদিমার সঙ্গে দেখা করবার আবার 'টাইম'! দাঁড়াও! আজ লাগতে হচ্ছে, এই নিয়ে, তাঁর পিছনে! একটু ফিটফাট না হয়ে সে আর আজকাল বাড়ি থেকে বেরয় না। কলকাতার পুরনো, সুতরাং ডিব্রুগড়ের নতুন ফ্যাশনের এক জোড়া স্যাণ্ডাল সে কিনেছিল। সেইটা পরে সে বেরিয়ে পরে।

নতুনদিদিমাদের বাড়ির দোরগোড়ায় গিয়ে ভাবল, এক মজা করা যাক্! একেবারে নিঃশব্দে হবিষ্যিঘরে হঠাৎ ঢুকে তাঁকে অবাক করে দিতে হবে! চমকে উঠেই, হো হো করে হেসে ফেলবেন তিনি। "দেখি, দেখি, ডাক্তার-সাহেবের কেমন চেহারা হ'ল।"—নিশ্চয়ই এই হবে তাঁর প্রথম কথা। এ নিয়ে বাজি রাখতে রাজী আছে সে। তিনি কখন কি বলবেন না বলবেন সব তার মুখস্থ, সে লিখে রেখে দিতে পারে আগে থেকে। পকেটে কাগজ পেন্‌সিল থাকলে সে তাই করত ; নতুনদিদিমা বলবার পর কাগজখানা পকেট থেকে বার করে তাঁকে পড়তে দিয়ে বলত—"কামরূপ কামাখ্যা থেকে মন্তর শিখে এসেছি ; যে কথা ইচ্ছে অন্য লোকের মুখ দিয়ে বলাতে পারি।" গুট্‌লিদি হেসে গড়িয়ে পড়ত কাগজখানা দেখে : "এই সব পেস্‌কিপ্‌শন শেখায় নাকি তোদের মেডিকালে ?"…কাগজ পেন্সিল যে নেই!

সদর দরজার পাঁচিলের ইঁটগুলোতে নোনা ধরেছে। এই গুঁড়োগুলো দিয়ে তা'রা কত পটকা ফুটিয়েছে ছোটবেলায়! একটা কাঠি তুলে নিয়ে নোনাধরা

ইঁটের উপর লেখে—'দেখি দেখি ডাক্তারসাহেবের'…। দূর! ঝরে ঝরে পড়ে যায়! নিজের লেখা নিজেই পড়া যায় না! তবু গুটলিদিকে ব'লে দিলে ধরতে পারবে এর দু'চারটে অক্ষর!…পা টিপে টিপে সে উঠনে ঢোকে। আবার গুট্‌লিদির সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়। তা' হলেই চেঁচিয়ে মেচিয়ে সব মাটি করে দেবে।…নিস্তব্ধ উঠনে রোদ্দুর খাঁ খাঁ করছে। তুলসীর পোঁতা কাবলে-কলাগাছের পাতাগুলো পশ্চিমে 'লু'বাতাসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে একেবারে চিরুণীর মত দেখতে হয়ে গিয়েছে। তারাদা'র ঘরের দরজা ভেজানো; খাওয়া-দাওয়া সেরে যে যার ঘরে চলে গিয়েছে। …অদ্ভুত এ বাড়ির রীতিনীতি। কেনরে বাপু। আর একটি প্রাণী যে হবিষ্যিঘরে—এখনও খাওয়া হয়নি—তোর শাশুড়ী—বাড়ির গিন্নী—তাঁর খাওয়ার সময় কাছে ব'স্—দরকার পড়লে নুনটা লেবুটাও তো দিতে পারিস সে সময়! তা' নয়! যে যার নিজের মত! ঠিকেদারী করে দু' পয়সা হ'লেই কি গেরস্তবাড়ির চালচলন বদলে জমিদারবাড়ির মত হয়ে যেতে হবে? এমন কিছু লাটবেলাটের বাড়ি না এটা!…পায়ের স্যাণ্ডাল জোড়ায় একটা মশ্‌মশ্‌ শব্দ হচ্ছে। উঠনে খুলে রেখে সে পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় হবিষ্যিঘরের দিকে। ঘরের মধ্যে নতুনদিদিমার গলা শোনা গেল।…"এই নে, টপ্‌ করে খেয়ে নে। এখনই আবার হয়তো গুটলি এসে পড়বে।"

…তা হ'লে গুট্‌লিদি তো নয়। তারাদা'র বউ হ'লে 'খেয়ে নাও' বলতেন নতুনদিদিমা। কেষ্ট নাকি? স্কুলের ছুটি বুঝি? কেষ্টর বরাত খুলেছে দেখছি। লুকিয়ে মায়ের আদর পাচ্ছে।…

হঠাৎ হবিষ্যিঘরের ভিতর গিয়ে ঢোকে পিলে, নতুনদিদিমাকে অবাক করে দেবার জন্য। নিজেই অবাক হয়ে গেল।…কেষ্ট নয়—তুলসী। নতুনদিদিমার মুখে চোখে একটা ত্রস্ত ভাব। তিনি, তুলসী দু'জনেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। পিলে ঘরে ঢুকবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তিনি প্রথমেই নিজের অজ্ঞাতে বাঁহাত দিয়ে মাথায় কাপড় দেবার একটু চেষ্টা করলেন,—উঠন নিকানোর সময় ভাশুর হঠাৎ বাড়িতে ঢুকলে ভাদ্রবধূ যেমন করে। নতুনদিদিমার খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুধু অল্প কয়টি ভাত ও একখানি পোরের ভাজা পাতে

রয়েছে। তিনি আড়চোখে মুহূর্তের জন্ত তাকালেন তুলসীর হাতের দিকে। তাঁর চাউনির অনুসরণে পিলের নজর গিয়ে পড়েছে তুলসীর হাতের দিকে।··· হাতে দু'তিনখান পোরের ভাজা। তুলসী হাত মুঠো করে ।নল, খুব আস্তে আস্তে—চিত করা হাতের মুঠোকে ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে উপুড় করছে—যথাসম্ভব কম নাড়িয়ে—অন্যদিকে তাকিয়ে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে। কেউ মানে পিলে। তবু হালকা মুঠোর ভিতর, বুড়ো-আঙুল আর তর্জনীর জিলিপিপেঁচের মধ্যে দিয়ে দুমড়নো পোরের ভাজা অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে।···এঁটো! নতুন-দিদিমা পাতের এঁটো খেতে দিলেন বামুনের ছেলে তুলসীকে! এটোকাঁটার বাছবিচার পিলে তুলসীর কোনকালেই নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে আচারভীরু নতুনদিদিমার। তাঁর শুচিবাই, আর দেবেদ্বিজে ভক্তি যে চিরকালের। সেকরার ছেলেদের বিদায় করে দিয়ে যিনি বামুনের ছেলেদের জলখাবার খাইয়েছিলেন কলাচুরির দিনে! এ বাড়ির নেমন্তন্নতে ছোটবেলাতেও পিলেরা যে লুচি খেয়েছে—ভাত খাওয়ানর সাহস আচারনিষ্ঠ নতুনদিদিমা কোনদিন পাননি! পিলে-তুলসী দু'জনই ওঁর দ্বাদশীর সকালের বামুন। ওদের ফলমূল না খাইয়ে যে উনি জলস্পর্শ করেন না।···

পিলের চেয়ে আগে, নতুনদিদিমাই কথা খুঁজে পেলেন: "কি রে? সময় হ'ল এতক্ষণে আসবার? আমি ভাবলাম বুঝি পিসিমা আজ আর ছাড়বেই না।"

"বা রে? আপনি যে বলে পাঠিয়েছিলেন তিনটের সময় আসতে। আমি তো তবু এক ঘণ্টা আগে এসেছি।"

"আমি?"

তুলসীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই নতুনদিদিমা বুঝে গেলেন ব্যাপারটা। সামলে নিয়ে বললেন: "খাওয়া-দাওয়া সেরে, হবিষ্যিঘর ধুয়ে নিকিয়ে ওঘরে যেতে যেতে, আমার তিনটেই বাজে।"

"তুলসী কখন এলি?"

জবাব দিলেন নতুনদিদিমা: "ও এসেছে সেই কখন! এগারটা হবে বোধ হয় তখন। ওর বাপ খেয়ে অপিস গিয়েছেন; তারপরই ছোটবাবুও

বেরিয়েছেন খেয়ে দেয়ে। বেরিয়েছেন কোথায় জানিস তো পিলে? কাজে। গন্ধপাতা যে এখন পি ডব্লু ডির ঠিকেদার হয়েছে। যত ঠিকেদার কি জোটে আমারই কপালে! ওর বাপের চিন্তা যে, দু' বছর পর পেনশন নেবেন; ছেলেটা পড়াশোনা করল না; ওকে একটা লাইনে ঢুকিয়ে দিতে হয়। লাইন তো আমার লাইনই! কোথায় যেন রাস্তা তৈরীর ঠিকে পেয়েছে। সে কি এখানে! সাইকেলে দু' ঘণ্টার পথ। বাপ জানে যে, ছেলে গিয়েছে সেইখানে। ছেলে এসে বসে আছেন আমার হবিষ্যিঘরে। তোর বাড়ি থেকে ঘুরে এলে আমি বললাম···যা, কাজে যা! ঠিকের কাজ কখনও নিজে না দেখলে হয়? মুটে-মজুর নিয়ে কারবার!—না! ওর নাকি বিশ্বাসী লোক আছে কাজ দেখবার জন্য। বিশ্বাসী তো সবাই! ঠিকেদার ঘেঁটে ঘেঁটে জীবন গেল, তুই আসিস আমাকে বুঝোতে? ভুগবি! নিজেই ঠেকে শিখবি!"···

"তুলসী হয়েছে কণ্ট্রাক্টর?"

এতক্ষণে তুলসী কথা বলে: "না রে পিলে। ক্ষুদী মিস্ত্রীই আসল ঠিকেদার। বাবা ওর বেনামীতে অনেকদিন থেকেই ঠিকের কাজ নেয়। তাই ওর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছে আমাকে, কাজ শিখবার জন্য। আমি বলি যে, কুলিখাটানোর মধ্যে শিখবার কি আছে?"

"আরম্ভ হয়ে গেল দুই 'গোস্ত'তে গল্প! ডাক্তার সাহেবের কি আমার এঁদোপড়া হবিষ্যিঘরে বসতে গা ঘিন ঘিন করছে? দাঁড়িয়েই থাকবি নাকি? আচ্ছা, না হয় এইবার ওঘরে গিয়েই ব'স, দুই 'গোস্তে'। আমার খাওয়া তো হয়েই গিয়েছে! এইবার উনন নিকিয়ে, ঘর ধুয়ে ফেলতে পারলেই, আজকের মত এ ঘরের কাজ সারা। তার পরেই ছুটি। যা, আমি আসছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে।"······

পিলে তুলসী গল্প করতে করতে নতুনদিদিমার ঘরে এসে বসল। পিলে লক্ষ্য করে যে তুলসী নতুনদিদিমার খাটে না ব'সে ব'সল মেঝেতে। ডানহাত-খানার ভাব একটু আড়ষ্ট গোছের। যেন আলগোছে রেখেছে। নতুনদিদিমার ঘর ঠিক সেই আগেকার মত আছে। সেই রকমই তেলচিটে হিং হিং ভাপ্‌সা গন্ধ;

দেওয়ালে গঙ্গাবতরণের ছবিখানি আর নেপাল থেকে আনা শিবের মুখোশটা। সব সেইরকম আছে। তবু মনে হচ্ছে, এসব অবাস্তব। থিয়েটারের দৃশ্যের ঘরবাড়ির মত অবাস্তব। যা কিছু দেখছে সব কেবল পুরনোর ছায়া। স্টেশনে পৌঁছেই মনে হয়েছিল, এখানে কিছু বদলায় না! ভুল! এখানে সব বদলেছে। উপর উপর দেখে বোঝা যায় না। মনের ব্যাপার কিনা। পরিবেশ বদলায় ঢিমে তেতালা গতিতে; তার পরমায়ু যে মানুষের পরমায়ুর চেয়ে অনেক গুণ বেশী; পরিবেশের পরিবর্তন তাল রাখতে পারবে কেন মানুষের মনের গতির সঙ্গে? তুলসা বদলেছে। সবচেয়ে বড় কথা নতুনদিদিমা বদলেছেন। সবচেয়ে দুঃখের কথা! ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন? লুকোচুরির ভাব কেন? তুলসী ঘড়ি ধরে তিনটের সময় নতুনদিদিমার হয়ে টাইম দেয়, অথচ নিজে এসে বসে থাকে তখন থেকেই; নতুনদিদিমা জানতে পেরে সামলে নেবার চেষ্টা করেন। পোরের ভাঙার ব্যাপারটাতেও আগাগোড়া যোগসাজশের গন্ধ! অভাবনীয়! পিলে বুঝতে পারে না চেষ্টা করেও। অনেকদিন আগে তুলসী একদিন তাকে বলেছিল, "তুই জানিস অনেক, কিন্তু বুঝিস কম।" কথাটা অনেক সময় মনের মধ্যে খোঁচা দিয়েছে এর আগে। এখন মনে হচ্ছে যে, তুলসী ঠিকই বলেছিল! এখানকার যে দু'জনকে সে সবচেয়ে বেশী জানে, তাদেরই সবচেয়ে কম বুঝতে পারছে। দু'বছরের মধ্যে এত বদলে যাবে? কই তার নিজের মন তো একটুও বদলায়নি। সে সেইরকমই ছুটে এসেছে নতুনদিদিমার কাছে। বাংলাদেশকে না জানবার জন্য হীনতাভাব যেমন কে তেমনই আছে।......এই কাল রাত্রে পার্বতীপুর স্টেশনের হোটেলে ভাত খেতে গিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে পিলে বলেছিল যে সে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে পড়ে; বাংলাদেশের বাইরে পড়ে এ কথা জানাতে লজ্জা করল।...সে ঠিক একই রকম আছে!......তার চেনা নতুনদিদিমার সঙ্গে আজকের এই লুকোচুরির ভাবটা সে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছে না। বিশ্রী লাগছে তাঁকে!...... তাঁর বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ নয়, আক্রোশ জমে উঠেছে। তাঁর কাছ থেকে এর জবাবদিহি নিতে ইচ্ছা করছে। তাঁকে ব্যথা দিয়ে কাঁদাতে পারলে হয়তো এখন একটু তৃপ্তি হয়! কিছু না বলে চলে যেতে ইচ্ছা করছে এখান থেকে!...

নতুনদিদিমা এসে পড়লেন। হাতে পাথর দিয়ে ঢাকা একটি ছোট ঘটিতে খাওয়ার জল। তিনি ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে বাড়ির অন্য কলসীর জল খান না।

"গোনা পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি এলাম কিনা, দেখলি পিলে?"

"ঘড়ি ধরে মিনিট সেকেণ্ডের হিসাব করে চলাফেরা আরম্ভ করেছেন আপনি দেখছি আজকাল!" আর থাকতে না পেরে পিলে এই খোঁচাটুকু দিল। তার রাগের মধ্যেও সংযম আছে; তাই সেটা প্রকাশ পায় অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য কিম্বা বক্রোক্তির মধ্যে দিয়ে।

এই ঠেস মারা কথার অর্থ নতুনদিদিমা বুঝলেন, কিন্তু গায়ে মাখলেন না। তুলসী কথা পালটানোর জন্য তাঁকে বলে: "জল দেখলেই জল-তেষ্টা পেয়ে যায়।"

"আহা! তোমারই জন্য আমি জল আনলাম কিনা। যার জলতেষ্টা পায় সে যেন কুয়োতলায় গিয়ে খেয়ে আসে।"

তুলসী হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। বেরুবার সময় নিজের অজ্ঞাতে ডান হাতের আঙুলগুলো কুষ্ঠরোগীর মত ফাঁক ফাঁক করে রেখেছে সে। পিলে সব লক্ষ্য করছে। তুলসী কুয়োতলা থেকে সকলকে শুনিয়ে ঠাট্টা করে: "ক্ষীর-খাওয়া-মুখ নিয়ে যে নতুন-নতুন-তেঁতুলবীচি ডাক্তার এসেছে তাকে কিন্তু জল খেতে, আমার মত কুয়োতলায় আসতে হবে না। তার জল ঘরেই পৌছবে। আমি বলে দিলাম; দেখে নিও গুটলিদি।"

"কে? পিলে এসেছে নাকি? দেখি একবার ডাক্তারবাবুকে। শুনছ তো ডাক্তারসাহেব, তোমার 'গোস্ত' তোমায় হিংসে করছে।"

গুটলিদি এসে ঢুকল। তার পায়ের পাতা একেবার সাদা হয়ে গিয়েছে, এ ছু' বছরে। আঁচল দিয়ে পা ঢেকে সে মেঝেতে বসে।......বড় মায়া হয় তাকে দেখে।......তুলসীও এঁটো হাত ধুয়ে এসে তার স্বাভাবিক ভাব ফিরে পেয়েছে। সকড়ি হাতে সে তাঁর খাটের উপর বসেনি ব'লে নতুনদিদিমা মনে মনে খুব খুশী।......তুলসী আজকাল তাঁর মন জুগিয়ে চলবার চেষ্টা করে নাকি?...বাইরের লোক গুটলিদি এসে বসায়, ঘরের আবহাওয়ার ঝাঁজ আপনা থেকে মরে আসে।

এতক্ষণ থিয়েটারের দর্শকদের মত পিলেকে চেষ্টা করে পরিবেশের কৃত্রিমতা ভুলতে হচ্ছিল ; গুটলিদি আসায় সে ভাবটা কাটে। নতুনদিদিমাও এইবার নিশ্চিন্দি হয়ে গল্প করতে বসলেন।

……"পিলে যখন পাশ দিয়ে বড় ডাক্তার হবি, রাজ্যি সুদ্ধ লোকের ডাক্তার সাহেব বলতে নোলা দিয়ে জল গড়াবে। আমি সকলকে বারণ করে দেব ডাক্তার সাহেব বলতে। সেদিনকার ছোঁড়া পিলে, তাকে আবার ডাক্তার সাহেব বলবে! বেশ করেছিস তুই পিলে। এখানকার ছেলেরা পাশ করলে অফিসে কাজ করে, পাশ না করলে ঠিকেদারি করে। যা দু'চক্ষে দেখতে পারি না। ……তবে হরিশ ডাক্তারের মত পুলটিস্ দিস না যেন।—ছোটবেলায় একবার দিয়ে, একমাস লেগেছিল ঘা শুকোতে।……পিয়নে চিঠি দিয়ে গেল বুঝি? কার চিঠি দেখতো গুট্লি!"

"তোমার দাদার।"

"কেন? মামা বলতে পারিস না? লজ্জা করে? দেখছিস পিলে। আমার কপালের ফল! আমার বউঠাকরুণ কতবার লিখেছে যে, তার একবার এখানে আসতে ইচ্ছা করে। আমি কোন জবাব দিই না। কেন দিই না বুঝলি তো? এইজন্য। এদের বাড়ি কি অন্য দশজনের সংসারের মত! আমার দাদাকে না হয় মামা বলতে মুখে আটকায়, নিজেদের মামাকে কত চিঠি দিস তোরা বিজয়া-দশমীর পর। ব'লে ব'লে আমি হার মেনে গিয়েছি। তারার বিয়েতে পর্যন্ত তারার মামাকে আসতে লেখেনি ; তখন তো এ-বাড়ির-মানুষ বেঁচে। এদের মত পোড়াকপালের যাদের সংসার তাদের সকলেরই কি মামার বাড়ির দিকটা এমনি করে নেপে পুঁছে পরিষ্কার করে দেওয়া নাকি? আমাদের যেমন শ্বশুর ভাশুরের নাম নিতে নেই, এদেরও তেমনি মামা মামী বলতে নেই। লজ্জা করে!……কেষ্টটারও এইরকমই হবে!"

একেবারে চিরকেলে চেনা নতুনদিদিমা! নিজের দুরদৃষ্টের কথা, তারাদা'র কথা, বাংলাদেশের কথা, নিজের ছেলেবেলার কথা, ঝুলির ভিতর থেকে একটার পর একটা বেরিয়ে আসছে, রূপকথাপিপাসু নাতিদের জন্য।...এ নতুনদিদিমার পরিবর্তন হয় না। তাঁর কাছে বসে গল্প শুনলেই কথার মধ্যে দিয়ে পুরনো

নতুনদিদিমাকে ফিরে পাওয়া যায়।······পিলের সবচেয়ে ভাল লেগেছে তাঁর প্রশংসা। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে সে-ই প্রথম ডাক্তারি পড়তে গিয়েছে ব'লে।······গল্পে গল্পে বেলা পড়ে এল। তুলসী চলে গেল ; ক্ষুদী মিস্ত্রীর বাড়ি গিয়ে রোজ সন্ধ্যায় তাকে ঠিকেদারির হিসাব-নিকাশ নিতে হয়।

গুটলিদি বলেছে পিলের সঙ্গে তার দিদিকে দেখতে যাবে। দিনে বার হতে গুটলিদির লজ্জা করে, ধবলের জন্যে। তাই পিলেকে থাকতে হ'ল রাত্রি পর্যন্ত। নতুনদিদিমা ব'লে গেলেন : "পিলে, তুই ততক্ষণ গুটলির সঙ্গে গল্প কর। আমি টপ্ করে সন্ধ্যাপুজোটা সেরে আসি। আমার তো শুধু সকাল সন্ধ্যা দিনে দু'বার ঠাকুরঘরে হাজরি দেবার ডিউটি! গুটলির মততো নয়। ও সারাদিন ঠাকুর ঘর নিয়েই আছে!"

"তাই নাকি গুটলিদি? আমাদের হয়েও একটু ভগবানের কাছে বলে দিও।"

"পাগল! যার যেমন কথা!"

তারপর মা ঠাকুরঘরে চলে গিয়েছেন কিনা উঁকি মেরে দেখে, চাপা গলায় বলল—"আমার আর মা'র শোবার বল, বসবার বল, ঘর তো মোটে এই একটি। সারাদিন ঠাকুরঘরে যাব না তো যাব কোন চুলোয়! দিনের বেলায় একটু গড়িয়ে নিতে গেলেও তো জায়গা লাগে। দিন রাত্তির তুলসীটা এখানে! এর মধ্যে দিনের বেলায় এখানে এসে আমি শুতে পারি?"······

পিলে বোঝে যে, গুটলিদি তুলসীর উপর বেশ বিরক্ত।

নতুনদিদিমার উপর একসঙ্গে বেশিক্ষণ চটে থাকা যায় না। রাগ করে থাকলে লোকসান নিজেরই। শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হয়, নিজের তাগিদে। বিশেষ করে তাঁর গল্প শুনবার পর কিছুতেই তাঁর উপর রাগ পুষে রাখা যায় না, একথা পিলে নিজের অনেক কালের অভিজ্ঞতায় জানে। তার আসল ব্যথা, তুলসীর প্রতি নতুনদিদিমার পক্ষপাতিত্ব ; কিন্তু সে ভাবতে চেষ্টা করে যে, তার ব্যথা অন্য কারণে—নতুনদিদিমার মধ্যে একটা লুকোচুরির ভাব দেখে ; সে নতুনদিদিমাকে পেতে চায় না, জানতে চায় ; পোরের

ডাক্তার ব্যাপারটা এক রহস্যপুরীর দুয়ার খুলে দিয়েছে তার সম্মুখে। নতুন-দিদিমার পলকাটা মনের অজ্ঞাত দিক থেকে ঠিকরে-পড়া আলোর রেখা হঠাৎ তার নজরে পড়েছে; তাই এই বিস্ময়। এখন শুধু সে মজা দেখতে চায়; লুকোচুরি খেলাটা সম্পূর্ণ উপভোগ করতে চায়।......কিন্তু নিজে সত্যিকার যা, তার থেকে অন্য রকম দেখানর চেষ্টা তো নতুনদিদিমার এর আগে কখনও দেখেনি। তুলসীরও কথায় আর কাজে কোনদিন তো ব্যবধান দেখা যায়নি! তবে? এ কিছু নয়! ......পিসিমাকে একবার গরমের সময় একাদশীর রাত্রে লুকিয়ে জল খেতে দেখেছে সে।...বাবা কম রাশভারী লোক ছিলেন না। আলনায় টাঙানো পিলের জামার পকেট থেকে, তাঁকেও একদিন চকোলেট চুরি করে খেতে দেখেছিল সে। বাবা ভেবেছিলেন, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ পিসিমা এসে পড়েছিলেন বাবা চকোলেট মুখে দেবার পরই। বাবা মুখ একটুও না নাড়িয়ে চকোলেটটা খেলেন, যাতে পিসিমার কাছে ধরা না পড়ে যান। পিলে সব লক্ষ্য করেছিল আধবোঁজা চোখে।......বাবার এ দুর্বলতার কথা সে দিদি বা পিসিমা কারও কাছে বলেনি। অবাক হয়ে গিয়েছিল সে ঠিকই; কিন্তু এর জন্য বাবা তার চোখে খেলো হয়ে গিয়েছিলেন বলে তো মনে পড়ে না! তাঁর উপর রাগও হয়নি, শ্রদ্ধাও কমেনি। ......তবে? নতুনদিদিমার বেলায় মন খারাপ করছে কেন? বৈজ্ঞানিক হবার জন্য তাকে বাবা তৈরি করেছিলেন ছেলেবেলা থেকে। বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহ কৌতূহল নিয়ে সে জানতে চায়; নিছক জ্ঞানের জন্য, নিজেকে এর মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে সে সমস্তটা জানতে চায়। তুলসীর কতদিনের, কত অধিকারের খিতানো পলি জমে জমে, নতুনদিদিমার মনকে তৈরি করেছে বামুনের ছেলেকে পাতের এঁটো খাওয়ানর জন্য; তার মিথ্যা কথা ঢেকে নেবার জন্য। বিরক্ত সে হতে যাবে কেন? কার উপর? শুধু ডাক্তারসুলভ অনুসন্ধিৎসায় বিষয়টির উপর লক্ষ্য রাখবে ভবিষ্যতে। ......দু বছরে সব লোকেরই কিছু কিছু পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। ...এই তো নবীন সেকরা তাকে কত খাতির করে বসাল। তার স্ত্রী—পিলের মায়ের বয়সী—ঢিপ করে প্রণাম

করল পিলেকে। নবীন সেকরা কাতর অনুরোধ জানাল পিলের কাছে মেডিক্যালে অর্শের ওষুধটি ভাল করে শিখে নেবার জন্য। …দু'বছর আগে কি তার এ খাতির ছিল? …পিলে নিজে হাতে কলসী থেকে জল গড়িয়ে নিলে, পিসিমা সুদ্ধ আজকাল অপ্রস্তুত হয়ে যান!...লোকের মধ্যে এসব ছোটখাটো পরিবর্তন দেখে অবাক হবার বা মন খারাপ করবার কিছু নেই!……

কিন্তু এসব হচ্ছে পিলের গোপন মনের ব্যাপার। এ মানসিক দ্বন্দ্বের আভাস বাইরে প্রকাশ পায় না। প্রথম দিনের হোঁচট খাওয়ার পর আবার আনাগোনা ভাবভঙ্গী পুরনো দিনের মত সহজ হয়ে আসে। পিলে এসেছে পরীক্ষা দিয়ে। হাতে অফুরন্ত অবসর। ঠিকেদার তুলসীরও তাই। এক কেবল সন্ধ্যাবেলায় ফুদী মিস্ত্রীর বাড়ি যাওয়া ছাড়া, বাকি সব সময়ই তার ছুটি। পিলে নতুনদিদিমাদের বাড়িতে যায় একবার, গোটা তিনেকের সময়। তিনটের আগে সে নতুনদিদিমার কাছে যাবে না—মরে গেলেও না! এ হচ্ছে তার তুলসী ও নতুনদিদিমার উপর অভিমান। যাকগে, সে সব তো মিটে গিয়েছে সেই দিনই! বিকল ঘড়ির মত মনটা সেইদিনকার নাড়ানি খাওয়ার পর আবার ঠিক চলেছে। মধ্যে মধ্যে বিগড়য়। হাঁ, ঠিকই সেই রকম; বন্ধ হয়, চলে; কাজ চলে যায়। যন্ত্রের মত। একটা কি জিনিসের যেন অভাব।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সব বন্ধুরা একত্র হয় প্রাইমারী স্কুলের বারান্দায়। এইখানেই আড্ডা। রাতে খালি পাওয়া যায় স্কুলের ঘর। কর্নেট বাঁশিটা তুলসী সেকরার ছেলেদের দিয়ে দিয়েছে। এখন ঝোঁক পড়েছে সারেঙ্গীর উপর। সেকরার ছেলেরা তুলসীর সারেঙ্গী ধরার নানা কারণ দেখায়। কিন্তু পিলে জানে, কেন সে কর্নেট বাজানো ছেড়েছে। ও ছাইয়ের বিউগেল বাজালে বুকের দোষ হয় ব'লে, নতুনদিদিমা দিব্যি দিয়ে বারণ করেছিলেন। তাছাড়া কোন একটা বাজনা তুলসীর বেশীদিন ভালও লাগে না।

মড়া সেকরা বলল—"গত বছর সবাই মিলে রেকাবিয়াপট্টির মেলা দেখতে গিয়েছি। সেখানে অশথতলায় সামিয়ানার নীচে ভমরের নাচ-গান সেরে

একটা মেয়েলোক সবে তার তাঁবুর সম্মুখে এসে বসেছে পানের বাটা খুলে। সারেঙ্গীবালাটা তার সম্মুখের থালায় রাখা প্যালার পয়সা গুনছে। আমরা দাঁড়িয়ে ঐ দূরে! বেশ করে কমফর্টার দিয়ে কান-মুখ ঢেকে—কে না কে আবার দেখে চিনে ফেলবে। চার আনা বাজি রাখা হ'ল; ঐ 'নাট্টীন' মেয়েটার কাছ থেকে পানের খিলি চেয়ে আনতে হবে। তুলসী নিয়ে এল। ওর কাছেই শুনলাম যে, মেয়েলোকটা বাজি রাখবার কথা শুনে হেসেই বাঁচে না। বলে যে, নিয়ে এলেন না কেন আপনার সব ইয়ার-দোস্তদের। সকলকে এক এক খিলি পান সেজে খাইয়ে দিতাম—সুন্দর লক্ষ্ণৌ পাত্তি জরদা দিয়ে। যেদিন যখন ইচ্ছা আমার কাছ থেকে পান খেয়ে যাবেন। আমাকে নিয়ে বাজি রাখেন, এ তো আমার ইজ্জতের কথা।...এর পর, ক'দিন তুলসী সঙ্গের পুরুষ মানুষটার কাছে সারেঙ্গী শিখতে গিয়েছিল। এ বছরেও গিয়েছিল। ...বুঝলি তো? সরসৌনির নাট্টীনরা জেলার সেরা পান সাজিয়ে।" চোখের ইশারায় মড়া বুঝিয়ে দিল, এই হচ্ছে তুলসীর সারেঙ্গী ধরবার কারণ। আছে এর মধ্যে অনেক ব্যাপার! ...কথার সুরে তুলসীর বাহাদুরির প্রশংসা।...এ কারণ পিলের মনে ধরল না।...বাজনা শিখবার জন্ম তুলসী সব করতে পারে কিন্তু!...

তুলসী যত নতুন নতুন বাজনা শেখে ততই তো কনসার্ট ক্লাবের পক্ষে ভাল। কিন্তু তুলসী যে ক্লাবে আসেই না। এই হচ্ছে ক্লাবের সদস্য সেকরা বাড়ির ছেলেদের অভিযোগ।

"তুই আসবার পর থেকে তোর খাতিরে আবার আসছে। নইলে গত এক বছরে ক্লাব বসেছে মেরে কেটে পনর-বিশ দিন। 'হেড' যদি না আসে তাহলে 'টেল্‌লেস' ক্লাব বাঁচে কি করে?"

বছর দু'য়েক আগে এই ক্লাব খুলবার সময় তুলসী এর নামকরণ করেছিল, 'টেল্‌লেস্ ক্লাব' (Tailless Club)। এর ভবিষ্যৎ তখন খুব উজ্জ্বল মনে হয়েছিল সদস্যদের। ঘর ভাড়া লাগবে না, ক্লাবে আলো জ্বালবারও দরকার নেই, বিনা পয়সায় চেয়ার-বেঞ্চিতে ভরা প্রাইমারী স্কুলের ঘর পাওয়া যাচ্ছে—এ-ক্লাব গড়গড় করে চলবে।

পাড়ার লোকে ক্লাবের নাম শুনে প্রথমে হেসেছিল। তুলসী তখন তাদের বুঝিয়ে দেয়, এর সূক্ষ্ম অন্তর্নিহিত অর্থ—ক্লাবের মেম্বররা ছাড়া প্রত্যেকেরই নাকি লেজ আছে। মানে জানবার পর থেকে পাড়ার মাতব্বরেরা টেল্‌লেস ক্লাবের নাম দিয়েছিলেন পাঠশালার আড্ডা। টেল্‌লেসের দল তা সইতে যাবে কেন! ভোজে কাজে পুজো-বাড়িতে যেখানেই অনেক লোক একত্র হয়, তুলসীর দল 'টেল্‌লেস কী জয়' ব'লে সেকথা মনে পড়িয়ে দেয়।...একবার ওদের ফেলা সিগারেটের গোড়া কুড়িয়ে একটি ছোট ছেলে ইস্কুলের পায়খানায় বসে খেয়েছিল। পণ্ডিতমশাই নালিশ করেছিলেন সেক্রেটারী রায়বাহাদুরের কাছে। তুলসী গিয়ে সেক্রেটারী সাহেবকে বলেছিল: 'আচ্ছা আপনি তো খুব 'ইন্টেলিজেন্ট'; আমাদের এমন একটা বুদ্ধি বাতলাতে পারেন, যাতে আমরা ইস্কুলের ঘরটা রাতে ব্যবহার করতে পারি, অথচ কেউ কিছু বলতে না পারে।' —গাঙ্গুলিমশায়ের ছেলের দুঃসাহসে ভ্যাবাচাকা খেয়ে রায়বাহাদুর বলেছিলেন সিগারেটের টুকরোগুলো রোজ ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিতে।

"......তুলসীর তখনকার উৎসাহ যদি টিকতো, তাহলে কি ক্লাবের আজ এই অবস্থা হয়।...ওর তখন পর্যন্ত সিগারেটেই কাজ চলত!"

"মানে?"

মানেটা মড়া সেকরা বুঝিয়ে দিল চাপা গলায়—মুঠো-করা হাত থেকে মুখে ঢালবার মুদ্রা দেখিয়ে: "আজকাল যে—এ সুদ্ধ চলছে। মাইরি তোর পা ছুঁয়ে বলছি। সাঁঝের বেলাতে ক্ষুদী মিস্ত্রীর বাড়িতে।"

"দূর! সেখানে যে ওর বাবা—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর বাবাও জানে। তুলসী নিজে বলেছে।"

এ খবরে পিলে যতটা অবাক হয়, তার চেয়ে দুঃখিত হয় বেশি। সেকরার ছেলেদের পিলেরা চিরকাল 'বাজারেরছেলে' বলেই জানে। তারা পর্যন্ত আজ তুলসীর বাহাদুরির প্রশংসা করবার ছলে তাকে একরকম নির্লজ্জ বলছে ঘুরিয়ে। পিসিমার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি আছে!......গাঙ্গুলিমশাই আর তুলসীকে গান-বাজনা করতে শুনলেই পিসিমা আগে চটে বলতেন: 'বাঃ! বাপে-ব্যাটায় চমৎকার!' ......পিলের সবচেয়ে দুঃখ যে, তুলসী একথা সেকরার ছেলেদের

কাছে বলেছে, কিন্তু তার কাছে একেবারে চেপে গিয়েছে। ঠিকেদারির কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে তুলসীর পক্ষে মদ খাওয়াটা খুব আশ্চর্য নয়। নেশাভাঙের ঝোঁক তার চিরকালের। কিন্তু সে তো আগে কোন কথা লুকোত না পিলের কাছে। পিলেকে আর সে আগেকার অন্তরঙ্গের মর্যাদা দেয় না দেখা যাচ্ছে!... তার আর তুলসীর মধ্যে একটা মিহি পর্দার ব্যবধান গড়ে উঠেছে গত দুই বছরে।...কেনরে বাপু? টেল্‌লেস্ ক্লাবে রোজ আসিস না তো, না এলেই হয়! তাকে দেখিয়ে প্রত্যহ আসবার দরকার কি? পিলের ইচ্ছা হয় যে, মড়াকে জিজ্ঞাসা করে, তুলসী কতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষুদী মিস্ত্রীর বাড়িতে সাধারণত থাকে? কিন্তু কি উত্তর পাবে তাও সে জানে।......ক্ষুদী মিস্ত্রীর বাড়ি থেকে নিশ্চয়ই আটটার মধ্যে ফেরে। সেখান থেকে বাড়িতে কখনই আসে না; অত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে গাঙ্গুলিমশাই নিশ্চয়ই তাকে বার্লি খেয়ে শুয়ে থাকতে বলবেন অসুখ করেছে ভেবে। কিন্তু ওখান থেকে গিয়ে তুলসী যে নতুনদিদিমার বাড়িতে রাত দশটা পর্যন্ত থাকে এ তার দৃঢ় ধারণা হলেও, পিলে কথাটা 'বাজারের-ছেলেদের' মুখ থেকে শুনতে চায় না!......এবার এখানে আসা থেকেই পোরের ভাজার ব্যাপারটা তার চিন্তার প্রতি পথ অলক্ষ্যে আগলে আছে। আপনা থেকেই পিলের মনে আসে যে, টেল্‌লেস্ ক্লাব ভালভাবে না চলবার সঙ্গেও যেন সম্বন্ধ রয়েছে পোরের ভাজা খাওয়ার ঘটনাটির।......সে পরিষ্কার বুঝে যায় যে, তুলসী সেইদিনই ক্লাবে আসত, যে রাত্রে কোন কারণে নতুনদিদিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হ'ত না! হয়তো পাড়ার কারও অসুখে নতুন-দিদিমা তাদের বাড়ি দেখতে গিয়েছেন, কিম্বা হয়তো গুটলিদি শরীর খারাপ হয়ে ঐ ঘরে শুয়ে রয়েছে, কিম্বা যেদিন মুখ দিয়ে বেশী গন্ধ-টন্ধ বার হবার সম্ভাবনা।......

"একবার বোলো টেল্‌লেস্ কী জয়!" ক্লাবের সদস্যরা জয়ধ্বনি দিয়ে তাকে এই অপ্রিয় চিন্তার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল এখনকার মত। তুলসীর প্রতি রাত্রে নতুনদিদিমার কাছে যাওয়াই তো স্বাভাবিক! পিলে এখানে থাকলে সেও যেত। সময় পেলেই নতুনদিদিমার কাছে যাবে এর মধ্যে আবার লুকনোর কি আছে? তুলসী অন্যরকম দেখাতে চাচ্ছে কেন?......

ঘুরিয়ে কথাটা জিজ্ঞাসা করবার জন্ম পিলে একদিন তুলসীকে বলে : "তুই এতদিন না এসে এসে টেল্‌লেস্‌ ক্লাব যে উঠবার যোগাড়। তোর নিজে তৈরী করা জিনিস, তুলে দিচ্ছিস কেন এমন করে ?"

"তুললাম, তোর কথা ভেবেই। আমরা তো কেউ পাশ টাশ করা নই ; লেজ নেই। মেডিক্যাল থেকে পাশ করে লেজ বেরুলে, তুই কি আর ও ক্লাবে আসবি ? ঠিক কিনা ?"

এ উত্তর যেন ওর মুখে যোগানই ছিল। একটু বিরক্ত ভাব। এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে কথাটা।

"না না। 'বাজারের-ছেলেরা' সব নানারকম বলে কিনা, তাই বলছি।"

"কি বলে ?" এবার সত্যি করে চটে উঠেছে তুলসী।

"বলে, যে তুই ক্ষুদী মিস্ত্রীর বাড়িতে মদ খাস।"

"খেলে কি হয়েছে ?"

এর উপর আর কিছু বলা চলে না। পিলে চুপ করে যায়।

বাড়ি ফিরবার সময় তুলসী পিলেকে বলে : "বলিস না যেন এসব কথা নতুনদিদিমার কাছে।"

"দূর ! পাগল !"

......তবু একটু তৃপ্তি যে, তাকে আর নতুনদিদিমাকে তুলসী সমীহ করে বলেই তাদের কাছে মদ খাওয়ার কথাটা চাপতে চায়।......

পিলে, নতুনদিদিমা, তুলসী তিনজনেরই মনের জটিলতা বেড়েছে এ দুই বছরে। কোনদিনই নিজের সব কথা অতি অন্তরঙ্গকেও বলা যায় না। কিন্তু দু'বছর আগে যেসব কথা বলা যেত সেগুলো এখন কি ক'রে গোপন কথা হয়ে গেল ? প্রত্যেকেরই অপরের কাছে প্রকাশ করবার যোগ্য কথার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হয়েছে। কাজেই গল্পের মধ্যে সতর্কতা আসছে, বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা আসছে ; এক এক জায়গায় আড়ষ্টতা আসছে। শরীরের এক অঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গেলে, কোন না কোনরকমে তার প্রভাব অন্য অঙ্গের উপরেও পড়ে। তাই তিনজনের আগেকার প্রাণখোলা ভাব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। তুলসীর কাছ থেকে একটু হাসিখুশী প্রাণখোলা ব্যবহার ছাড়া আর তো কিছু

চায় না সে। কিন্তু নতুনদিদিমার কথা আলাদা। আগে রাগ অভিমান হ'ত তাঁর একার উপর। এবার হ'তে আরম্ভ হয়েছে দু'জনের উপর এক সঙ্গে। কোন একটা জায়গায় যেন নতুনদিদিমা তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন, পর করে দিচ্ছেন।······কেন ?...পিলের মনটাই এমন যে, গভীর বেদনার মধ্যেও সে প্রশ্ন করতে ভোলে না 'কেন' ? 'হয়তো', 'তবে কি' দিয়ে বহু মনগড়া ব্যাখ্যা খাড়া করে দেখে ; কিন্তু ভুল হতে পারে ভেবে, সুনিশ্চিত উত্তরে পৌঁছতে ভয় পায়।

দিন দশেক পিলে তুলসী রাত্রে নিয়মিত ক্লাবে যাবার পর একদিন নতুনদিদিমা বললেন : "সন্ধ্যার পর কি করিস রে পিলে ? কেলাব ? পাঠশালা-কেলাব ? তোর আবার গানবাজনার এত ঝোঁক উঠল কবে থেকে ? দেখিনি তো কোনদিন। সন্ধ্যার পর আমার তো আর রাঁধাবাড়ার কাজ নেই। ঠাকুরঘর থেকে জপ সেরে এসে মনে হয়, কি করি, কি করি। সময় কাটতেই চায় না। শুয়ে পড়ে তবে নিশ্চিন্দি।"

"তা' বেশীক্ষণ ধরে পুজো করলেই পারেন।"

"সে আর পারি কই ! আমার আবার জপ সন্ধ্যা ! যেটুকু পুজো করি, সে সময়ও মন পড়ে থাকে গাছের মাথায়। দু'বছর পরে এলি ! কেমন যেন হয়ে গিয়েছিস তুই ! রাতে আমার কাছে এলেই পারিস।"

প্রস্তাব পিলের মন্দ লাগল না। তুলসী রাতে থাকে না ব'লেই সেও আসে না। মুখচোখ দেখে মনে হয় যে, কথাটা তুলসীর মনঃপূত হয়নি। সে এখানে নিশ্চয়ই রোজ রাত্রে আসত দশদিন আগে পর্যন্ত। হঠাৎ রাতে আসা বন্ধ করায় বোধ হয় নতুনদিদিমার ভাল লাগছে না। সেইজন্যই হয়তো তিনি পিলেকে আসতে বললেন, যাতে তুলসীও আবার আসতে পারে। কিন্তু এ-কথায় তুলসীর বিরক্ত ভাব কেন ?······

"ক্লাব থেকে যদি ওরা আমাকে ছাড়ে, তবে আর আসতে কি !"

"কে তোকে ধরে রেখেছে ! টেল্‌লেস্‌ ক্লাব অত কারও খোশামোদ করে না ! যার ইচ্ছে যাবে, যার ইচ্ছে যাবে না !"

তুলসীর গলার স্বর বেশ রুক্ষ। বলার সুরে কথাগুলোকে হাসিঠাট্টা ব'লে ভাববারও সুযোগ রাখেনি সে। বুঝেও পিলে গায়ে মাখে না।

"বুঝলেন নতুনদিদিমা, পাঁচজনকে নিয়ে তো ক্লাব। তার মধ্যে থেকে দুজন চলে এলে থাকবে কে ?"

"তুই এখানে আর ক'দিন! কেলাব বাঁচানোই—" নতুনদিদিমা কথাটা শেষ করবার আগেই তুলসী চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে: "দু'জন চলে আসতে যাবে কোন্ দুঃখে। যার ইচ্ছে সে যেন চলে আসে।"

একেবারে অকারণে চটে উঠেছে তুলসী। নতুনদিদিমার শঙ্কাকুল দৃষ্টিতে মিনতি ভরা। বলতে চান—ছি! অমন করতে নেই! তুই যেন একটা কি! তোকে নিয়ে তো আর পারিনে! পিলে ভাববে কি ?......

আগেকার জানা তথ্যের পরিপূরক হিসাবে, পিলে সে চাউনির ভাষায় আরও অনেক কিছু পড়ে নেয়।......তুই যাতে আগেকার মত রোজ রাতে আসতে পারিস, সেইজন্যেই তো পিলেকে আসতে বলা! বড় অবুঝ তুই! আমি কি ওকে আসতে বলছি; আমি আসতে বলছি তোকে। অযথা হিংসে করছিস ওর উপর! রাতের বেলার তোর সময়, তোরই আছে! পিলে তো দু'দিন পরেই চলে যাবে। আমি কি বুঝছি না যে, তোর সময় ওকে দিয়ে দিচ্ছি ব'লে তুই চটছিস। আমার উপর চটে, সেই রাগ দেখাচ্ছিস তুই পিলের উপর! এমন কেনরে তুই, গন্ধপাতা ? তুই রাগ করবি জানলে কি আর আমি ওকে আসতে বলি ?......

পিলে বোঝে যে, একটা হাসি-তামাসার কথা বলে, তুলসীর অযথা সৃষ্টি করা গুমোট আবহাওয়া হাল্‌কা করে দেবার উপযুক্ত সময় এখন। কিন্তু সেরকম কোন কথা মনে আসছে কই। দরকারের সময় ঠিক কাজটি করা, ঠিক কথাটি যোগানো, এ আর তার দ্বারা হয়ে উঠল না কোনদিন!...সে এমন কোন অন্যায় কথা বলেনি, যার জন্য তুলসী অমন ফোঁস ক'রে উঠল!

এতক্ষণে নতুনদিদিমা কথা খুঁজে পেয়েছেন: "আচ্ছারে বাবা, হয়েছে। আসতে হবে না তোদের কারুরই। দুই গোস্তে গলা জড়াজড়ি করে রোজ রাত্রে বসে থাকিস পাঠশালার বারান্দায়। এখনই একবার গলা জড়াজড়ি ক'রে ব'স না কেন দু'জনে; দেখি কেমন দেখতে লাগে! আবার হাসি হচ্ছে

ডাক্তার-সাহেবের। হাসি! দেয় একবার আচ্ছা করে......।" হি-ই-ই শব্দ করে দাঁতে দাঁত চেপে সেই পরিচিত আদরের ব্যঞ্জনা।......

হাসতে হাসতে তাদের দু'জনের মাথা দু'হাত দিয়ে নেড়ে দিলেন নতুনদিদিমা। আদর পাবার তৃপ্তির মধ্যেও পিলের মনে হ'ল যেন তুলসীর মাথায় তিনি আঙুলের চাপ ইচ্ছা ক'রেই একটু বেশী জোরে দিলেন। বলতে চান: 'দূর! বোকা কোথাকার!' তুলসী উঠে পড়েছে। মুখের ভাবে বোঝা যায় যে, তার রাগ একটুও পড়েনি। নতুনদিদিমা একটু অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "কি রে, চললি নাকি?"

"হুঁ"।

পিলেও উঠল। "চল, তা'হলে আমিও যাই।"

সে রাত্রে ক্লাবে তুলসী বেশ স্বাভাবিকভাবেই পিলের সঙ্গে হাসি-গল্প করেছিল। সে ঢুকতেই ক্লাবের অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী, তুলসী তাকে "টেল্‌লেস্‌ কী জয়!" ব'লে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিল। গায়ে প'ড়ে বেশী ক'রে আলাপ করবার ভাব। সেদিনকার ব্যবহারের মধ্যে সামান্য বৈলক্ষণ্যটুকু পিলে নিজে ছাড়া অন্য কোন সদস্যের চোখে ধরা পড়বার মত নয়। ...... আন্দাজে পিলে বোঝে যে, রাগটা তা'হলে তার উপর নয়; নতুনদিদিমার উপর।

তারপর তিনদিন তুলসীর দেখা নেই নতুনদিদিমাদের বাড়িতে। ক্লাবে কিন্তু সে এ তিনদিন ঠিক এসেছে; অন্যদিনের চেয়ে বেশী উৎসাহ নিয়ে কনসার্ট বাজিয়েছে; অন্যদের নতুন গৎ বাজানো শিখিয়েছে। জোর ক'রে দেখাতে চায় যেন কিছুই হয়নি।

পরের দিন সকালে রান্নাঘরে পিসিমার বদলে দি'দিকে দেখে পিলে অনুমান করে নেয় যে, সেদিন একাদশী। তা'হলে তো নতুনদিদিমার আজ রান্না নেই! সকাল থেকেই একরকম ছুটি! একাদশীর সকালটা আগে ছিল বরাদ্দ নতুনদিদিমার-দেখা-পাওয়ার ফাউ। পনর দিনে একবার উপরি পাওনা; তাই এর স্বাদ

আরও মিষ্টি! বারোটা পর্যন্ত বিরতিহীন গল্প শুনবার ছুটি। আগেকার দিনে একাদশী তিথির হিসাব রাখতে হ'ত; পঞ্জিকা দেখতে হ'ত; পনর দিন ধ'রে প্রতীক্ষা করতে হ'ত। পঞ্জিকা হাতের কাছে না পেলে চালাকি ক'রে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করতে হ'ত, তাঁর দ্বাদশীর সকালের মিছরি ও ফলমূল কিনে আনবার অছিলায়। পিসিমা খুব খুশী হতেন।......এক একাদশীর সকালে নতুনদিদিমার সম্মুখেই তুলসী পিলেকে বলেছিল—"পইতের পর যখন একাদশী করতাম, তখন এ তিথিটা ভাল লাগত fortnight-এ লুচি sure ব'লে; আর আজকাল ভাল লাগে নতুনদিদিমা sure ব'লে। ঠিক না পিলে? বুকে হাত দিয়ে বল!" ব'লেই হো হো ক'রে হেসে ঘর কাঁপিয়ে তোলে। নতুনদিদিমা বললেন: "ইংরিজী ক'রে আবার কি বলা হ'ল আমার নামে? ও ছাই জানিও না, বুঝিও না। বলবি তো আমাকে! না, তুই 'গোস্তে' শুধুই হাসবি?" ......একাদশীর সকালের সঙ্গে জড়ানো এইসব মধুর ভাবানুষঙ্গগুলো কোন-কালেই মন থেকে মুছে যাবার নয়। সেইজন্যে আজ সকালেও নতুনদিদিমার বাড়ি পিলের উতলা মনকে দুর্বার আকর্ষণে টানে। কিন্তু দেশের আইন-কানুন যেমন বদলায়, তাঁর দেখা পাবার বিধি-নিয়মও তেমনি বদলায়। এ হচ্ছে পিলের এবারকার অভিজ্ঞতা। স্মৃতি-নিবিড় একাদশীর সকালের বিশেষ-বৈঠকের বরাদ্দ এখনও জারি আছে কিনা আগেকার মত, সেইটাই প্রশ্ন! ......নতুনদিদিমা তো রাত্রে তাকে যেতেই বলেছিলেন; সে নিজেই তো ইচ্ছা ক'রে যায়নি। ......নতুনদিদিমার উপর অভিমান কাটানোর সে একটা অছিলা খুঁজছে। তিনটের সময় ছাড়া অন্য কখনও তাঁর কাছে যাবে না ঠিক করেছিল পিলে। আজ সে তার সঙ্কল্প ভাঙতে চায়। এর আসল কারণ সে নিজের কাছেও খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতে রাজী নয়। ......তুলসী নতুনদিদিমার উপর রাগ ক'রে সেখানে যাওয়া বন্ধ করেছে। আজ নিশ্চয়ই যাবে না। নতুনদিদিমাকে একলা পাবার এমন একাদশীর সকালটি পিলে নিজের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখানর জন্যে নষ্ট হ'তে দিতে পারে না। ......তাঁদের বাড়িতে যাবার সময়ের আবার বাছবিচার! কিন্তু এবার প্রথম দিন থেকে, যখন-তখন তাঁদের বাড়ি যাবার ব্যাপারে একটা

সঙ্কোচ এসে গিয়েছে, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেই কুণ্ঠার কথা শেষ মুহূর্তে মনে পড়ায় খোকাকে কোলে তুলে নেয় পিলে। বাড়ি থেকে বার হবার সময় চেঁচিয়ে নোটিশ দিয়ে গেল : "দিদি, তোমার ছেলেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসছি।"

গুটলিদি কয়লার গুঁড়োর গুল দিচ্ছিল উঠনে। পিলে ঢুকতেই হেসে সম্বর্ধনা জানাল : "একাদশীর গন্ধে গন্ধে আজ সবাই এসে হাজির গুটি গুটি! তুলসীবাবুও এসেছেন! রাগ পড়েছে আজ। এসেছে কি এখন! দাঁড়া হাত ধুয়েনি। এই সব কালো, কালো রসগোল্লা খাবে নাকি খোকনবাবু? তোর দিদির ছেলেটা হয়েছে বেশ সপ্রতিভ। না না! আমার কাছে আসতে হবে না! গন্ধ! পচা! আমার হাতে। ওকে নিয়ে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে রয়েছিস! ছেলেটার মুখ-চোখ যে লাল হয়ে গেল তাতে। চল ঘরে!"

গুটলিদি পারতপক্ষে অন্য বাড়ির ছেলেপিলেদের ছুঁতে চায় না। কেন না, তার এতদিনকার অভিজ্ঞতায় জানে যে, অধিকাংশ লোকেরই ধারণা—ধবল ছোঁয়াচে। ছোট বেলা থেকে বহু জায়গায় ধাক্কা খেয়ে তার এই সঙ্কোচ এসেছে স্বাভাবিক ব্যবহারে।

...গুটলিদি তাহ'লে জানত যে, তুলসী রাগ ক'রে এ তিনদিন আসেনি! ওর বুদ্ধি খুব—বোঝে সব—ভাব দেখাতে চায় যে কিছু জানে না!......তুলসীও দেখা যাচ্ছে, থাকতে না পেরে এসেছে। ক'দিন নতুনদিদিমার উপর চটে থাকা যায়?...

পিলে ঘরে ঢুকবার আগেই ঠিক ক'রে নিয়েছে যে, মুখের ভাব ও ব্যবহার একেবারে স্বাভাবিক রাখবে; তুলসীর সেদিনকার চটাচটির কথা বা এ কয়দিন না আসবার কথা, তার মুখ দিয়ে যেন কথাচ্ছলে না বেরিয়ে পড়ে, এ বিষয়ে সাবধান থাকবে! তুলসীর রাগ রাগ ভাব দেখলে বড় অস্বস্তি লাগে! এবার আসা থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, কথায় কথায় তার মেজাজ বিগড়ায় আজকাল!...

আগে থেকে এ রকম সঙ্কল্প না ক'রে রাখলে, ঘরে ঢুকে যা দেখল, তাতে অবাক হবার ভাব প্রকাশ না করে পারত না। নতুনদিদিমা পা ছড়িয়ে বসে, আর তুলসী তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। পিলের মনে হ'ল যে,

যেতেই তাঁরা একটু শক্ত আড়ষ্ট মত হয়ে গেলেন। অবশ্য এটা পিলের ধারণা মাত্র। তুলসী টান টান ক'রে পা ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে—ঠিক একখানা কাঠের তক্তার মত। গুটলিদি একটুও অবাক না হওয়ায় পিলে বোঝে যে, তুলসীর নতুনদিদিমার কোলে মাথা রেখে শোয়া, নতুন জিনিস নয়।···

গুটলিদি হেসে বলে, "মায়ে-পোয়ে আজ যে দেখছি বড্ডো···!"

সহজ ভাব দেখানর জন্য পিলেকে একটা না একটা কিছু বলতেই হয়। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল: "মায়ে-পোয়ে? তুলসী আবার ওঁর ছেলে হ'ল কবে থেকে? ও তো চিরকেলে নাতি—আমারই মত!"

তুলসী গম্ভীর। নতুনদিদিমা হাসছেন; গুটলিদি হাসছে; পিলেও হাসছে। পিলের হাসি জোর ক'রে আনা।···কি যেন ঘটে গেল পিলের মনের মধ্যে।··· তাকে মিনমিনে ভাবে সবাই; কিন্তু ভুল! সে যথেষ্ট সপ্রতিভ! যা মুখে আসে বলে দিতে পারে।···হয়তো ঠিক হবে না বলা!······অন্তর যা চায়, তা কি পাওয়া যায়? একেবারে বদলে গেছেন নতুনদিদিমা!···

নতুনদিদিমা ততক্ষণে কথার বিষয় উল্টোনোর জন্যে খোকার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছেন: "মামার কোলে চড়ে ওটা কে এসেছে রে? বড় মিষ্টি মামার কোল, না রে খোকা?"

খোকা খুব সপ্রতিভ। তুলসীকে দেখিয়ে বলল, "খোকা।"

সকলে হেসে ওঠায় তুলসী যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। খোকা সত্যিই গণ্ডগোল আরম্ভ করেছে। পিলে চেষ্টা ক'রে অন্য কথা পাড়ে:

"আচ্ছা নতুনদিদিমা, খোকা আপনার কে হ'ল? নাতনীর ছেলেকে কি বলে?"

"কি আবার বলবে। নাতিও নাতি; নাতির ছেলেও নাতি; নাতনীর ছেলেও নাতি।"

ঠিক তাঁর কথার স্বর নকল ক'রে পিলে বলে: "আবার ছেলেও নাতি!"

এত সাহস পিলে পেল কোথা থেকে! সে ইচ্ছা করে বলেনি—তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। ভিতর থেকে কিসে যেন তাকে বলাচ্ছে। যে যা ভাবুক গিয়ে! অত হিসেব ক'রে, পুতুপুতু ক'রে কথা বলতে আর চায় না

সে !……এই অসংযত মুহূর্তের মাত্রাধিক্যের জন্তে পরে হয়তো তার অনুশোচনা আসতে পারে, কিন্তু এখন তার সে খেয়াল নেই। এখনকার নিষ্ঠুর আক্রমণশীল মন নতুনদিদিমাকে ব্যথা দিতে চায়।

নতুনদিদিমা মৃদু বিরক্তি প্রকাশ করলেন পিলের কথায় : "বাঃ, তুই দেখছি বেশ কথা বলতে শিখে এসেছিস কামিখ্যের দেশ থেকে।"

গুটলিদি পিলের পক্ষ নিয়ে বলে : "নাতনীর ছেলেটাকে নাতিই বলো আর যাই বলো, তোমার বাড়িতে এলে সেটাকে কোলে তো নেবে, না তা'ও নেবে না ?"

"ওমা তাইতো ! তুই কট্‌কটি থাম তো ! খোঁচামারা খোঁচামারা কথা। গুষ্টির ধারা তোদের যাবে কোথায়। দে তো দেখি খোকাকে। এস দাদুন আমার কোলে। এস খোকনবাবু। তুই ওঠ্ গন্ধপাতা।"……

কাঠের তক্তা নড়েছে এতক্ষণে ! তুলসী ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। এতক্ষণের মধ্যে সে একটিও কথা বলেনি। পিলে স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে, তার কথায় বিরক্তির ঝাল নতুনদিদিমা ঝাড়লেন গুটলিদির উপর। রাগের মুখে ঠিকেদার-বাবুর গুষ্টির উপর থিতিয়ে-পড়া আক্রোশ বেরিয়ে এসেছে। হঠাৎ পিলের খেয়াল হয় যে, এবার এসে নতুনদিদিমার মুখে 'এদের সংসারে' তাঁর উপর অবিচারের কথা একরকম শোনেনি বললেই হয়। একটু নির্লিপ্ত ভাব ?…… ভাগ্যের উপর অনুযোগ করবার অভ্যাস তাঁর কমে গেল কি করে ? ঐসব বলেই তো উনি নিজের উপর সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করতেন চিরকাল। তাঁর নির্দিষ্ট ভাগ্যের বাইরে কিছু খুঁজে পেয়েছেন নাকি ? যাক ! পরিচিত নতুনদিদিমার এক ঝলক দেখতে পাওয়া গেল 'গুষ্টির ধারার' প্রতি অপছন্দ প্রকাশে।

উঠে বসে তুলসীর আড়ষ্টতা কাটে। সে খোকার গাল টিপে আদর ক'রে বলে—"বাবারে বাবা, এক দণ্ড আরাম নেবার উপায় নেই—এই ডিমটার জ্বালায়।" এইবার তুলসী হেসেছে।

ছোট একটি কথা। 'আরাম নেওয়া'। ভারি সুন্দর লাগে কথাটি পিলের। নতুনদিদিমার কোলে শোয়ার মানে 'আরাম নেওয়া'। এতক্ষণ তুলসী 'আরাম

নিচ্ছিল।' নতুনদিদিমাও অল্প অল্প হাসছেন। তুলসীকে দেখিয়ে গুটলিদিও হেসে ঠাট্টা করল—"দেখছিস খোকন, এই বুড়ো খোকাটা তোকে হিংসে করছে।"

মিষ্টি হয়ে উঠেছে পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে। তুলসী কোল ছেড়ে ওঠায় সব বদলে গিয়েছে। তার খানিক আগের আড়ষ্ট দেহ ও মন স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেয়েছে বলেই অন্য সকলের মনও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে মুহূর্তের মধ্যে। এই ভাবটা যদি তুলসীর সব সময় থাকে, তাহলেই বোধ হয় পিলের মনের গ্লানি কেটে যায়। 'আরাম নেওয়া' কথাটি আরও ভাল লাগছে, এতে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব নেই ব'লে ; এতে পোরের ভাজার গন্ধ নেই ব'লে। এইরকম প্রাণখোলা কথাই তো পিলে চায় তুলসীর কাছে। তবে না সেই যুগ ফিরে পাওয়া যায়, যে যুগে তাদের কাছে একাদশীর অর্থ ছিল—'fortnight-এ নতুনদিদিমা sure'-এর দিন। পুরনো দিনের মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরপুর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু খোকা বায়না ধরেছে বাড়ি যাবার জন্যে। ইচ্ছে থাকলেও পিলের আর এখন থাকবার উপায় নেই এখানে। নতুনদিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "খোকাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আবার আসবি নাকি পিলে ?"

"আজকে আবার দিদি রাঁধছে কিনা। এত বেলায় বাড়ি থেকে না খেয়ে বেরুলে পিসিমা আস্ত রাখবেন না। আচ্ছা আবার ওবেলা আসবো ; অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দেওয়া যাবে।

"গরমকালের একাদশীতে ওবেলা কি আর আমি বসে গল্প করতে পারি ? সে শক্তি আর আমার নেই। বয়স হচ্ছে তো দিন দিন। গত বছরও জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশীতে আমি বিকেলে ডাল ভেঙেছি জাঁতায়। এখন আর পারি না। গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে আসে।"

পিলের হঠাৎ-আসা উৎফুল্লতার দীপ্তি দপ করে নিভে যায়। এই ভয়েই সে সব বিষয়ে ভালর চেয়ে খারাপ দিকটা আগে ভাবতে চায়, সাবধান হয়ে বুঝেসুঝে কথা বলবার চেষ্টা করে। নতুনদিদিমার কথায় রূঢ়তা নেই। কিন্তু তার প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান স্পষ্ট। নিজে কষ্ট স্বীকার ক'রে পাড়ার ছেলেমেয়েদের আদরের অত্যাচার সহ্য করাতেই ছিল তাঁর আনন্দ চিরকাল। শুধু কি কষ্ট

স্বীকার? কত সময় ক্ষতি স্বীকার, কত সময় বাড়ির লোকদের মুখঝামটা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে এর জন্যে। লণ্ঠনের চিমনি ভাঙা, পেয়ারাতলার ঘুঁটেঘরের খাপরা ভাঙা, গোবরমাটি দিয়ে নিকানো তকৃতকে উঠনে গর্ত খোঁড়া, ঘরের দেওয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে পাখি আঁকা, দেওয়ালে ঝোলানো মশারির দড়িতে গেরো দেওয়া, পাশবালিশ দিয়ে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ খেলা, কাচাকাপড়ের আলনা ছোঁয়া, ঠাকুরঘরের বারান্দায় পা না ধুয়ে ওঠা— ঠিক যে জিনিসগুলো তিনি অপছন্দ করতেন, সেইগুলোই তাঁকে সইতে হ'ত প্রতিদিন। 'বাড়ির-মানুষের' কাছে সে-সব লুকানোর চেষ্টা করতে হ'ত। সেই নতুনদিদিমা নিজের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে ব'লে পিলের সামান্য একটা আবদার রাখতে অস্বীকার করলেন।

আবদার নয়, সামান্য একটা কথা। না, কথা রাখার প্রশ্নও ওঠে না। কেন না নিজেই তিনদিন আগে পিলেকে রোজ রাত্রে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। মনের ভিতর থেকে ব্যথা মোচড় দিয়ে ওঠে। কিন্তু নতুনদিদিমাকে এত কঠোর সে কোনদিন ভাবতে পারবে না। তাঁর এখনকার অযথা কাঠিন্যের কারণ হচ্ছে অন্য। নতুনদিদিমা নিজে থেকে এমন কখনই হতে পারেন না— যতই বদলান না কেন তিনি। স্পষ্ট বলতে ভয় পাচ্ছে পিলে।...

...তুলসীর মন রাখবার জন্যে নতুনদিদিমা পিলেকে রাত্রে আসতে বারণ করলেন। তিনি তুলসীর রাগারাগি দেখে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে, ঐ সময়টুকু তার একার—আর কারও নয়—রাত্রে সে তাঁর কাছে না গেলেও। এত ভয় করেন তিনি তুলসীর রাগকে? তুলসী যে একাদশীর রাত্রে কোনদিন তাঁর কাছে বসে গল্প করতে চাইত না, উপোস-করা মুখের দুর্গন্ধের ভয়ে।

পিলের এ দুঃখ রাখবার জায়গা নেই।

নতুনদিদিমার ব্যবহারে মাঝে মাঝে ব্যথা পাওয়া ছোটবেলা থেকে অভ্যাসের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছে পিলের। এ বেদনাগুলো আসবার মুহূর্তে খুব তীব্র থাকে; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঐ সম্পর্কিত বহু চিন্তার মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়ে ফিকে হয়ে আসে। তারপর টেঁকে বেশ কিছুদিন। তার এক এক সময়

সন্দেহ হয় যে, এইসব মৃদু দুঃখগুলিকে আরও ফিকে করে নিয়ে মনের মধ্যে জীইয়ে রাখাটা সে উপভোগ করে। অবসর সময়ে এগুলোর রোমন্থনে বহুকাল পরেও ব্যথার মধ্যে দিয়ে একরকম আনন্দ পাওয়া যায়—ঠিক যেমন একটি পালক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কানের পর্দায় মৃদু ব্যথা লাগাতে আরাম লাগে। আনন্দ লোককে ভোলায়, কিন্তু মৃদু ব্যথার আমেজ লোককে মনে পড়ায়।

এই রকম ছোট ছোট ব্যথা, আর সেই ব্যথা-ভোলানো ছোট ছোট আনন্দের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, পিলের এবারকার এখানে থাকবার দিনগুলি। প্রথমে দুঃখ-গুলোকেই বড় বলে মনে হয়, পরে বোঝা যায় যে, সব মিলিয়ে আনন্দের ভাগটাই বেশি। বেদনার অংশটা এসেছে তুলসী ও নতুনদিদিমা দু'জনের দিক থেকেই; আনন্দের ঝলকগুলো শুধু নতুনদিদিমার কাছ থেকেই পাওয়া। যেখানেই যাক, কথায় ও ব্যবহারে বিনা আয়াসে আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করবার তুলসীর একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল; এখন সেটা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। টেল্‌লেস্‌ ক্লাবে পর্যন্ত। তার নির্দোষ ঠাট্টাগুলো স্বকীয় ধারা ও ধার অনেক পরিমাণে হারিয়েছে। কথার টিপ্পনিগুলোর মধ্যে আগেকার স্বতঃস্ফূর্ততা খুঁজে পাওয়া শক্ত। ছোটবেলা থেকে তার মনে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না। সেই তুলসীর মধ্যে সঙ্কীর্ণতার আভাস পেয়ে পিলে প্রথমে বিস্মিত ও পরে মর্মান্তিক দুঃখিত হয়েছে। ...আসলে লেখাপড়া শেখেনি ব'লে তার মনে একটা হীনতার ভাব জাগতে আরম্ভ করেছে। কয়েকদিন তার হাবভাবে এ জিনিস ফুটে বেরিয়েছে; যেমন একদিন টেল্‌লেস্‌ ক্লাব তুলে দেবার কথায়, পিলের ডাক্তারি খেতাবের উপর কটাক্ষ করেছিল তাকে লেজওয়ালা ব'লে। কথাটিকে সাধারণ ঠাট্টা ব'লে নেওয়া যেতে পারত, যদি না এর সমর্থনে আরও অনেক ছোট ছোট বিষয় তার নজরে পড়ত। গাঙ্গুলিমশাই পাড়ার লোকের কাছে বলেন, "ছেলেটার পড়াশোনা তো কিছু হ'ল না; তাই দিলাম ঠিকেদারিতে ঢুকিয়ে—নিজের হাতের মধ্যে যেটুকু আছে। এখন দেখা যাক কদ্দুর কি হয়!" ...নতুনদিদিমার কেষ্টকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য ব্যগ্রতা যাতে তাকে ঠিকেদার না হ'তে হয়।...এ সবই তুলসী জানে

তো! নতুনদিদিমার ঠিকেদারদের সম্বন্ধে কি রকম ধারণা, সে কথা শুনছে অষ্টপ্রহর।…মনের এ দিকটা, বড় হ'লে স্পর্শকাতর হ'তে বাধ্য।……অন্ত কে কি বলে, সে কথায় কান না দিক, নতুনদিদিমার মতামতের মূল্য আছে তুলসীর কাছে।………তা ছাড়া নতুনদিদিমার পিলেকে 'ডাক্তারসাহেব' ব'লা হাসিচ্ছলে আদরের মধ্যেও খানিকটা মর্যাদা মেশানো। গুটলিদি, বন্ধুবান্ধবরা, পাড়ার লোকে, সকলেই আজকাল পিলেকে হবুডাক্তার হিসাবে খানিকটা অতিরিক্ত খাতির দেখায়;…পাড়ার ছেলেদের মধ্যে প্রথম ডাক্তারি পড়তে গিয়েছে...মড়া কাটবার জন্তে সিগারেট খেতে হয় ওকে—কাটাকুটি করবার শক্তির জন্তে রোজ মাংস খেতে হয়—মানুষের হাড় ঘাঁটাঘাঁটি করে—মড়ার খুলি দিয়ে টেবিল সাজায়—মেমসাহেবদের সঙ্গে যখন-তখন কথা বলে—অন্ত ছেলেদের উপর এর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব ইন্দ্রজালের মত রহস্তে জড়ানো। ...এ সব ছোট ছোট জিনিস আজকাল তুলসীর নজরে পড়ছে।...এতকাল সে খানিকটা উঁচু থেকে নীচের লোকজনভরা সংসারটাকে দেখত। কে তার চেয়ে পড়াশোনায় ভাল একথা ভাববার দরকার হয়নি, সময়ও ছিল না। কিন্তু এখন আর তা নেই।…

তার বর্তমান মনের একটা চরম দৃষ্টান্ত দেখেছিল পিলে, এবার যেদিন মেডিক্যালের দ্বিতীয় বছরের পরীক্ষার পাশের খবর বেরুল। পিসিমার চোখে জল এসে গেল; নতুনদিদিমা হি-ই-ই শব্দ ক'রে মাথাটা কাছে টেনে নিলেন; নবীন সেকরা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে অর্শ রোগের চিকিৎসা শিখবার কথাটি আবার একবার মনে করিয়ে দিল; টেল্‌লেসের একজন সদস্ত সদস্তভার যোগ্যতা হারানোর পথে অর্ধেক অগ্রসর হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও, তাকে নিয়ে হুররে হুররে পড়ে গেল সেখানে।…তুলসী কিন্তু খবর শোনামাত্র প্রথমেই প্রশংসা করল পিলের জামাইবাবুদের; শ্বশুরবাড়ির লোকেরা একটু অন্তরকম হ'লে বোনের সাধ্যি কি ভাইকে সেখানে রেখে পড়ায়।...ক্লাবে সেদিন পিলেকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ।…"আজকের মত দিনে একটা কিছু করতে হয় মনে রাখবার মত। কি করা যায়? কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটু সিদ্ধি খেলে হয় না? না করিস না, তুই পিলে! গাঁজা নয়, মদ নয়, পাতলা সিদ্ধির শরবত; বিজয়া

দশমীর দিন আমাদের বাড়িতে যা হয়, তার চেয়েও পাতলা। একেবারে ফাস্ ক্লাস ক'রে মাইরি! ভাঙের শরবত তয়ের করতে 'এক্সপার্ট' পি. ডবলু. ডি.'র জগদীপ আরদালী; তাকে দিয়ে আমি করিয়ে নিয়ে আসছি এখনই; আধ ঘন্টার ভিতরে। Don't anxious—কিছু ভাবতে হবে না।"……

সকলেরই সমান উৎসাহ। পিলেও নিমরাজী। না বলতে পারল না। সাইকেলে তুলসী চলে গেল শরবত তয়ের করিয়ে আনতে।…

সে রাত্রে কেলেঙ্কারির একশেষ!…পিলে খেয়েছিল অল্পই—ছোট গেলাসের এক গেলাস। তাইতেই যা কাণ্ড! তুলসী ছাড়া আর বাকি সব ক'জনের নেশা হয়েছিল। আর সে কি একটু-আধটু নেশা! তুলসী পিলেকে পৌঁছে দিয়ে গেল বাড়িতে। পিসিমাকে দেখেই পিলের হাউমাউ করে কান্না। মাঝে মাঝে চিনতে পারছে, মাঝে মাঝে ভুলে যাচ্ছে।—"আর আমি বাঁচব না পিসিমা, এই দেখ আমার নাড়ী নেই। আমার জিভের সঙ্গে সঙ্গে আমিও পাতালে ঢুকে যাচ্ছি।" পিসিমা কান্নাকাটি আরম্ভ করেন। দিদি তুলসীকে বলে হুটু ডাক্তারকে খবর দিতে। তুলসী আশ্বাস দিল—"ডাক্তারবদ্যির কোন দরকার নেই; আনলেই এর উপরও বোধ হয় খানিক ব্র্যাণ্ডি গিলোবে। কাঁঠাল পাতা চিবুলেই ঠিক হ'য়ে যাবে। দাঁড়ান, আমি ওর মাথায় বালতি কয়েক জল ঢেলে দিই আগে। আমার আবার বেশিক্ষণ দাঁড়াবার সময় নেই। আরও ক'টা রয়েছে! এতক্ষণ কি করছে কে জানে! সেগুলোকেও বাড়ি পৌঁছতে হবে এক এক করে। সেগুলো সব বাজারের-ছেলে।"…

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়; কিন্তু জানাজানি হয়ে গিয়েছিল পাড়ায়। বাজারের-ছেলেদের আর কি—হয়েছিল পিলেরই মুশকিল। বড়দের সম্মুখে বেরুতে লজ্জা লজ্জা করছিল, এর পর দিন কয়েক। সেকরাবাড়ির ছেলেরা বলল, "তুলসী নিজে খেয়েছিল অন্য ঘটি থেকে, আর পিলেদের ঘটির মধ্যে একটা পয়সা ফেলে দিয়েছিল, নেশা বেশি করানোর জন্যে; খানিকটা সিগারেটের ছাইও মিশিয়ে দিয়েছিল শরবতের সঙ্গে নিশ্চয়ই, নইলে অতটুকু খেয়ে কি অমন কেলেঙ্কারি হয়?" নতুনদিদিমা বকলেন, "ও ছাই তুই খেতে গেলি কেন? যে খায় সে খায়!" লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করে পিলের।

সেখান থেকে বাড়ি ফিরবার সময় তুলসীর কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল তার বর্তমান মনের এক অপ্রত্যাশিত দিক। সে শুনিয়ে দিল—"আমাকে যে মদ খাওয়ার কথা বলিস, ত্যাখ, লোকে বললে কেমন লাগে!" এ কথা শুনবার পর সেকরাবাড়ির ছেলেদের কথা পিলে আর অমূলক সন্দেহ ব'লে উড়িয়ে দিতে পারে না।…ভেবে ভেবে তারও আবছাভাবে মনে পড়ে যে, প্রথম যখনই নেশা হয়েছে ব'লে বুঝতে পেরেছিল, তখনই সে বাড়ি চলে আসতে চেয়েছিল; তুলসী আসতে দেয়নি। তুলসী তখন তাকে দিয়ে অজস্র বাজে কথা বলিয়ে তার নেশা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে! মিষ্টি খেলে নেশা বাড়ে বলেই সে সিদ্ধি বাঁটিয়ে আনবার সময় অনেক মিষ্টিও কিনে এনেছিল। বলেছিল—"পিলেটা তো খাওয়াবে না; পাস করেছে ব'লে আমিই খাইয়ে দিচ্ছি ওকে।"…

মোটের উপর সব মিলিয়ে পিলের ধারণা যে, মনে একটা হীনতার ভাব জাগার জন্যে তুলসীর মন স্বাভাবিক উদারতা ভুলেছে। কই, পিলে তো কোনদিন তুলসীকে ছোট করতে চায় না কারও কাছে! তার মদ খাওয়ার কথা সে কি কারও কাছে বলেছে? কারও কাছে তুলসীর নিন্দা করেছে? তবে আর বন্ধু কি হ'ল? আছে তো সব জিনিসেরই একটা……!

আবার ভিক্রুগড়ে এসে হিসাব-নিকাশ খতিয়ে বোঝা যায় যে, যা কিছু ঘটে যাক, নতুনদিদিমা, সেই নতুনদিদিমা। এবার কাছে গিয়ে যা নিয়ে দুঃখ পেয়েছিল, সেগুলো দূরে আসবার পর মনের নাগালের বাইরে চলে যায়। তাঁর হাসিখুশি জ্বলজ্বলে মুখখানিই কুয়াশার ঘোমটা সরিয়ে ফুটে বার হয়।

......"তুই আবার ও ছাই খেতে গেলি কেন?......বকুনির মধ্যে এতখানি দরদ তিনি ছাড়া আর অন্য কেউ কি ভরে দিতে পারত?...... নতুনদিদিমার ত্রুটিগুলো যত তাড়াতাড়ি ভোলা যায়, তুলসীর গুলো সে রকম যায় না। মনে-পড়াগুলোর অদ্ভুত স্বভাব; কোন নিয়ম-কানুন মেনে চলে না। তুলসীর কথা ভাবতে গেলেই মনে আসে এবারকার তুলসীর কথা—ঝগড়াটে তুলসী, ভুঁদভুঁদে তুলসী, অনুদার তুলসী! কিন্তু নতুনদিদিমার বেলা এবারকার সময়টাই বাদ। আগের ছবিগুলোই তিনি; এবারকারটা আসল তিনি নন! 'মিষ্টি' ছাড়া আর কোনও বিশেষণ তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। 'নতুন' শব্দটি ভাল না; নতুনদিদিমা শুনলেই মনে হয় যে, পুরনো আর একজনকে ইনি গায়ের জোরে ঠেলে সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। যদি মাসি-পিসি খুড়ি-জেঠীদের ইচ্ছামত নাম দেবার চলন থাকত, তাহলে পিলে নিশ্চয়ই নতুনদিদিমার নাম দিত মিষ্টিদিদিমা।...... ঐ যে ঘুঘুর ডাক কানে আসছে ভেসে; যে শুনবে সে-ই বলবে, ঘু-ঘু-ঘু ক'রে ঘুঘু ডাকছে। বড় জোর 'ঘু ঘু ঘু—মতি স্থু।' কিন্তু নতুনদিদিমা শুনলেই বলবেন: ঐ শোন, ঘুঘু পাখি কি বলছে! ঘুঘু বলছে—ও গোপাল ওঠো ওঠো ওঠো—ও গোপাল জাগো জাগো জাগো!" এত মিষ্টি ক'রে কি বলতে পারে অন্য কেউ? একথা কি মনে না পড়ে পারে? এই মিষ্টি কথাগুলোই নতুনদিদিমা!......যত দিন যায় ততই বোঝা যায় যে, তার মনের ভিতরে নতুনদিদিমা ভরা আছেন কতকগুলি কথার মধ্যে।...কখনও ঠাসা ভরা, কখনও আলগোছে জড়ানো কথাগুলোর সঙ্গে।...তার নিবিড় সম্বন্ধ আসলে নতুনদিদিমা মানুষটির সঙ্গে নয়, তাঁর বলা কথার সঙ্গে।...... গানের কান নেই তা'র। গলাও নেই। অথচ কথার ধ্বনি কি করে তার মনে দাগ কাটে, অন্তরের সুপ্ত তন্ত্রীতে সাড়া জাগায়?......নতুনদিদিমা যদি

বোবা হতেন, তাহলে বোধ হয় তাঁর কোন আকর্ষণ থাকত না পিলের কাছে।···সেই জন্তেই বোধ হয় তাঁর কথা শুনলেই আর তাঁর উপর রেগে থাকা যায় না!···

পিলে ভাবছে যে সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে আত্মবিশ্লেষণ ক'রে চলেছে। কিন্তু আসলে তার মনের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে নতুনদিদিমার সমালোচনা, এবার আসা থেকে। সমালোচনা এখনও খুব নরম, খুব মৃদু। নতুনদিদিমাকে খোলাখুলি ভাষায় কথা-সর্বস্ব বলতে বাধছে! সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপরও বিরক্তি আছে, এবারকার ঐ ব্যবহার পাবার পরও তাঁর কথার সম্মোহ কাটিয়ে উঠতে পারছে না ব'লে।

আর এক দিকেও পিলের মনে একটু পরিবর্তন এসেছে এবার। যেখানেই থাকুন, আগে নতুনদিদিমা আছেন ব'লে, তার মনে একটা পরিপূর্ণতার ও সন্তোষের ভাব ছিল। না-পড়া খবরের কাগজখানা হাতের মধ্যে থাকলে এরকম হয় না! হয়তো হাতে কাজ আছে, কিছুক্ষণের মধ্যে কাগজখানা পড়বার সময় হবে না, তবু সেখানা নিজের আয়ত্তের মধ্যে থাকলে খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। সেই রকমের আনন্দ ছিল আগে। ওই পরিতৃপ্তির ভাবটা পিলে চেষ্টা ক'রেও ফিরিয়ে আনতে পারে না, এবার দূরে চলে এসে।

এবার আসবার পর থেকে নতুনদিদিমা একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে চিঠি দেন। অথচ সে ঠিক ক'রে নিয়েছিল যে, তিনি ঠিক সময়ে চিঠি না দিলে আর সে আগেকার মত রাগারাগি ফাটাফাটি করবে না। রাগ করবে কার উপর? অভিমানের স্থান নেই বোধ হয় আর এখন, শুধু দুঃখ পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু আজকাল ঠিক সময়ে চিঠি দিয়ে, নতুনদিদিমা আর পিলেকে দুঃখ পাবার সুযোগ দেন না।

পিলের নাকে পোরের ভাজার গন্ধ লেগে আছে জেনেই বোধ হয় তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছেন!······তার পরই সে নিজেকে তাড়া দেয়—তোমার কাছেও যদি নতুনদিদিমা সুবিচার না পান, তবে পাবেন কোথায়? তিনি যদি একথা ঘুণাক্ষরে টের পান, তাহ'লে কি ভাববেন? ঠিক সময়ে চিঠি চাও, অথচ পেলে সন্দেহ কর! ছি!···এইতো গত সপ্তাহের চিঠিখানা।

কি সুন্দর কথাগুলো!..."ডাক্তার সাহেবের পা মাচায় উঠল নাকি পরীক্ষায় জলপানি পেয়ে? দেখিস! সরকার বাহাদুর কি তোকে জলপানি দেওয়ার সময় হুকুম দিয়ে দিয়েছে যে, ও টাকা থেকে নতুনদিদিমাকে খাওয়াতে পারবে না? তোর পিলে-ভরা পেটে কতই বা আঁটবে! এত কিপ্‌টে তুই! আচ্ছা, বোঝা গেল! এদিকে আমি সেই কবে থেকে জোলাপ নিয়ে বসে রয়েছি খাওয়ার লোভে লোভে!..." নতুনদিদিমার গলার স্বর যেন কানে আসছে চিঠির কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে। জোলাপ নেওয়ার মত সুরুচি বহির্ভূত বাক্যরীতিও কি মিষ্টি লাগছে! হোক কথাটা শ্রুতিকটু। কিন্তু ঐগুলোই নতুনদিদিমা। কিছু না ভেবে অবহেলায় নিজেকে ছড়িয়ে দেন তিনি ঐসব বাক্যভঙ্গিগুলোর মধ্যে।...লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁর কথার ধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। পোরের ভাজার গন্ধ ছাপিয়ে একটি অতি পরিচিত হিং হিং গন্ধে ঘর ভরপুর হয়ে উঠেছে। দেহে-মনে একটা মিষ্টি রসের আমেজ।......হঠাৎ দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে নজর পড়ল পিলের। একাদশীর সাদা-কালো চাঁদের ফালি দেওয়া ক্যালেণ্ডার।... মাস কয়েক পাতা ছেঁড়া হয়নি! ভুল হয়ে গিয়েছে! সে তাড়াতাড়ি উঠে পাতা ক'খান ছিঁড়ে দেয়।...

ভুল হঠাৎ মনে পড়বার মতো একটা হেঁচকা টানের ভাব এসেছে আজকাল, নতুনদিদিমা-সম্বন্ধী এলোমেলো ভাবনাচিন্তাগুলোর মধ্যে। তাঁর কথা মনে এলেই ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে নতুনদিদিমা কি করছেন ভাবলে একটা অতিরিক্ত যোগাযোগ স্থাপনা করা যায় তাঁর সঙ্গে। আনন্দের ফাউ পাবার লোভে, এ চিন্তা সে চেষ্টা ক'রে মনে আনবার চেষ্টা করত প্রথম দু'বছর। সেইটা এখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। না চাইলেও সেই নাছোড়বান্দা চিন্তার হাত থেকে আজকাল নিস্তার নেই। নতুনদিদিমার দিনের প্রতি ঘণ্টার কাজ বাঁধা; পিলের সে সব নখদর্পণে। ঘড়ির মতো তাঁর কাজ দেখেও সে ঠিক বলতে পারে ক'টা বাজল......তার বৈজ্ঞানিক মন নির্ভুলতা পছন্দ করে। তাই দ্রাঘিমা দেখে অঙ্ক কষে সে ঠিক করে নিয়েছে, এখানকার ঘড়ির সময় থেকে কতটা বাদ দিতে হয়, সেখানকার

সময় পেতে হ'লে। এ আর আজকাল ভেবে বার করতে হয় না ; আপনা থেকে এসে যায় নতুনদিদিমা এখন কি করছেন ভাবতে গেলেই।......সন্ধ্যার আসরে গল্প করতে করতে নতুনদিদিমার প্রথম হাই উঠত রাত ন'টার সময়।.......এসব তার মুখস্থ। ন'টা মানে এখানকার টাইমে ন'টা পঞ্চাশ।......তাঁর হাই উঠলেই তুলসী হেসে বলত, "চলরে পিলে, এবার যাওয়া যাক্। ন'টার ঘণ্টা পড়েছে!"......তাই রাতে হাই এলে নতুনদিদিমা চাপতে চেষ্টা করতেন।—নইলে এখনই এরা হেসে উঠে পড়বে—কে এদের বোঝাবে যে, ঘুম না এলেও, গল্প ভাল লাগলেও হাই উঠতে পারে—পণ্ডিত কিনা, সব বুঝে বসে আছিস তোরা!...

পিলে হঠাৎ সতর্ক হয়ে থেমে গেল। সন্ধ্যার সময়ের সেখানকার কথা সে আর ভাবতে চায় না আজকাল!...

......যাক্‌গে! যে যা ইচ্ছা করুক গিয়ে যাক্! সে এসেছে পড়তে এখানে। গরীবের ছেলে সে। তাকে ভাল ফল করতে হ'বে পরীক্ষায়! ডাক্তার হয়ে বাংলা দেশে গিয়ে পয়সা রোজগার করতে হবে!...অনেক সময় অযথা নষ্ট করা হয়েছে!...পিলে পড়ার বইয়ে মন বসাতে চেষ্টা করে।

তার মনের এই দিকটা সাংসারিক অভিজ্ঞতার দিক, বুঝেসুঝে চলার দিক ; আর নতুনদিদিমার দিকটা ভাবপ্রবণতার দিক, বেহিসাবী দিক। এই দুটো দিকের মধ্যে বিরোধ লেগে আছে অষ্টপ্রহর। বুঝেসুঝে চলার দিকটা আগে ছিল নিজের সুনাম অর্জনের চেষ্টার অঙ্গ ; বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই দিকটা ক্রমেই জড়িত হয়ে পড়ছে নিজের ভবিষ্যৎ ও সুবিধা-অসুবিধার সঙ্গে। আর্থিক অসাচ্ছল্যেরই ফল বোধ হয় এটা। ভেবে চিন্তে চলে বলেই প্রথম জলপানি পেয়ে দু'টাকা দিয়ে দিদির শাশুড়ীকে প্রণাম করেছিল। তিনি খুব খুশী। অপরের বিশ্বাস সৃষ্টি করানোর ক্ষমতা পিলের আছে চিরকাল। গুটলিদি তার কাছে পেটের কথা বলে, তারাদা'র বউ পর্যন্ত লুকিয়ে তাকে দিয়ে টুকিটাকি জিনিস কেনায়।......

ঠিক ছিল যে, ডাক্তারি পাশ করবার আগে সে আর বাড়ি যাবে না। কিন্তু পিসিমার অসুখের উপলক্ষ ক'রে দিদির শাশুড়ী একরকম জোর ক'রে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, তৃতীয় বছর শেষ হ'বার পর। অসুখ বিশেষ কিছু না। সে কথা পিলে জানে, কিন্তু দিদিদের বলেনি। নতুনদিদিমা একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন, "তোর পিসি মাঝে মাঝে জ্বরে ভুগছে। এই সেদিন জ্বর থেকে উঠল। দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমি বললাম যে, লেবুজারা খেলে জ্বরের পরে মুখ পরিষ্কার হয়ে যাবে—ঠাকুর ঘরে আলাদা করে রাখা আছে, পাঠিয়ে দেবখুনি। শুনেই তোর পিসি উঠেছে ফোঁস ক'রে—না না, লেবুজারা ফারার দরকার নেই। কি যে মানুষ! আচ্ছা বাপু ঘাট হয়েছে। মাপ চাচ্ছি। তুমি সাত জন্মেও লেবুজারা খেয়ো না!…কি দোষই যে করেছি সকলের কাছে ভগবান জানেন! তোর পিসি ব'লেই দেখতে যাই, বুঝলি। ভাবি যে বুড়ী একা থাকে।…..যাকগে। তোর পিসি ভাল আছে, তুই ভাবিস না।"……

পিসিমাটা কিরকম যেন। তাঁর ব্যবহারের জন্যে চিরকাল নতুনদিদিমার কাছে লজ্জা করে। কোনদিন পিসিমা নতুনদিদিমাকে দেখতে পারেন না।… অন্য কেউ চিঠি লিখলে নিশ্চয়ই, তোর 'পিসি ভুগছে' না লিখে 'তোর পিসিমা ভুগছেন' লিখত!…

নতুনদিদিমার চিঠির কথা সে সাধারণত কারও কাছে বলে না; তাই দিদিকে বলেনি পিসিমার শরীর খারাপের কথা। ভেবেছিল সেরেইতো গিয়েছে, কি আর বলবে। কিন্তু দিদি ধরেছিল পিসিমার নিজের চিঠি থেকেই। তাঁর পরপর দু'খানা চিঠিতে নিজের কথা কিছু লিখতে না দেখে দিদি ব্যস্ত হয়ে চিঠি লিখেছিল। তার জবাবে পিসিমা লিখেছিলেন, "আমি কি আর টপ ক'রে মরব? তুই মিছামিছি ব্যস্ত হ'স। আমি অবাক হয়ে ভাবি, মেয়েরা মায়ের জন্য যত ব্যস্ত হয়, ছেলেদের তো তেমন হতে দেখি না।"……

এ অভিযোগ পিলে অস্বীকার করতে পারে না।

চিকিৎসা, যাওয়া-আসা, টাকা পয়সা খরচের ব্যাপার। দিদি লজ্জা পায়। দিদির শাশুড়ী নিজেই সেকথা বুঝে, একরকম জোর ক'রে পিলেকে পাঠিয়ে দিলেন, পিসিমাকে দেখে আসার জন্য। মাউইমা সত্যিই খুব ভাল লোক।

পরীক্ষা শেষ হবার দিন ছাত্রেরা যেমন হঠাৎ কি করবে ভেবে পায় না, পিলেরও সেইরকমই অভিভূত গোছের অবস্থা। আগে থেকে ঠিক ছিল না ব'লেই সে বিহ্বল হয়ে পড়েছে আরও বেশী।······পিসিমার ম্যালেরিয়া জ্বর সেরে গিয়েছে তা সে জানে, তবে সেকথা সে কারও কাছে এখনো প্রকাশ করতে চায় না যাওয়া বন্ধ হবার ভয়ে। জলপানির টাকা দিয়ে সে পিসিমার জন্যে একজোড়া থান ধুতি কিনে নিয়ে যাবে।···তিনি নিশ্চয়ই পাড়ার সকলকে দেখিয়ে বেড়াবেন। ···'ছোঁড়া, পিসিমা বলতে অজ্ঞান।'

···নতুনদিদিমাও জলপানি পাবার পর খাওয়াতে লিখেছিলেন। খাওয়ানোটা অবশ্য ঠাট্টার কথা। কিন্তু পিলের ইচ্ছে করে ভাল ক'রে স্নান-টান ক'রে, একদিন তাঁকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়ায়। বামুনের ছেলের রান্না খেলে কি হয়েছে? যা আচার-বিচার তাঁর! তাছাড়া পিসিমাকে না জানিয়ে তো আর এ হতে পারে না! সে সম্ভব নয়। তার জলপানি পাওয়াতে নতুনদিদিমার অত আনন্দ; তাঁকে কি কিছু না দিলে চলে! দেখা হ'লেই আবার নিশ্চয়ই খাওয়ানর কথা নিয়ে হাসিঠাট্টা করবেন। সে সুযোগ পিলে দিতে চায় না।···কি দেওয়া যায়? একখানা বই দিলে হয় না? রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া আর অন্য কোন বই তাঁকে পড়তে দেখেনি সে। তারাদাদের বাড়ির সকলেরই ছাপার অক্ষরের উপর বিতৃষ্ণা। সে বাড়িতে বই দেওয়া কি ঠিক হবে? ছোটবেলায় নতুন-দিদিমার মুখে কালকেতু, শ্রীমন্ত সদাগরের গল্প শুনেছে কত দিন।···তাঁদের গ্রামে তাঁর সইয়ের বাড়িতে আছে একখান ভারী সুন্দর কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বই। সুন্দর সুন্দর পট দেওয়া; ইচ্ছে করে পিলে গন্ধপাতা তোদের দেখাই। একখান পটের নীচে লেখা ছিল—"যদি না দেখাতে পার কমলে কামিনী, দক্ষিণ মশানে তবে যাইবে তখনি।"···সে ছবি দেখলে ভয় করে; এই এমনি করে চোখ পাকিয়ে হাত তুলে ভয় দেখাচ্ছে!···প্রথমবার শুনবার সময় পিলে জিজ্ঞাসা করেছিল 'মশান কি নতুনদিদিমা?' পণ্ডিত তুলসী বলেছিল—মশাল জানিস না? মশাল রে মশাল—জ্বলে। নতুনদিদিমার হাসিতে একটুও অপ্রস্তুত হয়নি সে।··· নতুনদিদিমা বলে দিলেন মশানের মানে।···আশ্চর্য! লেখাপড়া না শিখেও মশানের মানে জানলেন কি করে? এত ছড়া পাঁচালিই বা শিখলেন কি করে?···

সে একখান কবিকঙ্কণ চণ্ডীই দেবে নতুনদিদিমাকে। ডিব্রুগড়ে বই পাওয়া যায় না। কলকাতায় বইয়ের দোকানে লিখে দিল, পিলের বাড়ির ঠিকানায় পাঠাতে। ছবিওলা হওয়া চাই।

বইয়ের দোকানে লিখবার পরও আরও দু' এক দিন পিলে ছুতোয় নাতায় ডিব্রুগড়ে দেরি করে, যাতে সেখানে পৌঁছুবার পরই বইখানি হাতে পায়।

কাউকে কোন খবর না দিয়ে এবার পিলে গিয়েছিল। পিসিমাতো অবাক। কলেজ কামাই ক'রে এক কুড়ি টাকা খরচ ক'রে তাঁর শরীর খারাপের খবর শুনে ছেলে এসেছে ; এ আনন্দ তাঁর রাখবার জায়গা নেই!—"এত চিন্তিত হ'স কেন তোরা? আমার হচ্ছে ভাল্লুকের জ্বর—এই এল, এই গেল। আমাকে রোগা দেখছিস নাকি? না রে না। ও তোর চোখের ভুল। চিরতা ভিজিয়ে আমি রোজ খাই ; আমাকে কি জ্বরে কাবু করতে পারে? আমি কি তোকে কোনদিন লিখেছি যে, আমার অসুখ? শরীর সে-রকম খারাপ হলে কি আর তোকে লিখতাম না?···হ্যাঁরে, বেয়ান রাঁধেন কেমন? তোর যে পিসিমার হবিষ্যি ঘরের রান্না না হ'লে রোচে না, তা কি আর আমি জানি না।"···

"তোমার জ্বরের সময় তুলসী টুলসী কেউ আসেনি দেখতে?"

"না, না, আসতে হবে না কারও। দেখতে পারি না দু'চক্ষে! যত সব বদ! ও লক্ষ্মীছাড়া এবার মেয়ে সেজে মিস্ত্রীপাড়ার 'ঘুগীরা'র দলে নেচেছে। ছোটলোকদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি নেচে বেড়ানো এই কি ভদ্দর লোকের ছেলের কাজ? যেমন বাপ, তার তেমন ছেলে।"

পিসিমা তুলসীর উপর চিরদিন বিরক্ত ; কিন্তু আজকের উষ্মা দরকারের চেয়েও বেশী। সে নিশ্চয়ই ফুদীমিস্ত্রীর পাল্লায় প'ড়ে চৈত্র মাসের ঘুগীরার নাচে নেমেছে। খোলাখুলিভাবে 'বাজারের ছোটলোকদের' সঙ্গে মিশে নাচ-গান রঙ্গ-তামাসা করা, স্থানীয় বাঙালী সমাজে যে গুরুতর অপরাধ ব'লে গণ্য!··· এসব করতে ঐ একমাত্র তুলসীই পারে!······

ডাকঘর থেকে বইয়ের পার্সেল ছাড়িয়ে তবে পিলে নিশ্চিন্ত হয়।...বহুকাল আগে নতুনদিদিমা যখন বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন, তখন সে আর তুলসী রোজ ডাকঘরে আসত তাঁর চিঠির লোভে। সেই যুগের চিঠি খোলার সময়ের কৌতূহল ও উদ্দীপনার স্বাদ পেল পিলে পার্সেল খোলবার সময়। সবচেয়ে বেশী ভয় যদি বইখানিতে ছবি দেওয়া না থাকে।...আর যদি সত্যিই সে ছবিখানি থাকে। সেই "যদি না দেখাতে পার কমলে কামিনী" লেখা ছবিখানি। তাহ'লে ছোটবেলার নোলক-পরা নতুনদিদিমার সঙ্গে একটা নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হবে পিলের, যতবার ছবিটিকে দেখে তাঁর আনন্দ উপছে পড়বে, ততবার। যখনই ছেলেবেলার কোন কথা তাঁর মনে পড়ে, তখনই উছল আনন্দের দীপ্তি লাগে তাঁর মুখে চোখে। সেই সময়ের নতুনদিদিমার মনের পরশ সে পেতে চায়; তাঁর উচ্ছ্বাসের তীব্রতম মুহূর্তের স্বাদ নেবার তার আকাঙ্ক্ষা; তাঁর ছোটবেলার সঙ্গে মিশে যেতে চায়। যখন এই বিদেশ বিভুঁইএর মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করেনি, যখন উনি গোকুল ব্রত করবার সময় গরুর কাছে যেতে ভয় পেতেন, শীতকালে দোলাই গায়ে দিয়ে খেজুর রসের ভিয়েনের চারিদিকে ঘুরঘুর ক'রে বেড়াতেন, যখন ওঁর দাদা একদিন ওঁকে পুকুরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন; সেই রহস্যময় আবেষ্টনীর নতুনদিদিমার সে পরশ পাবে যতবার তার দেওয়া বইয়ের ছবি, ছেলেবেলার ঝলকানি লাগাবে তাঁর মনে।......

......না! সে জিনিস থেকে বঞ্চিত হ'ল পিলে। সে ছবি বইখানিতে নাই। তবে অন্য অনেক ছবি আছে। না থাকুক সে ছবি—বইয়ের গল্পগুলির সঙ্গেও তো নতুনদিদিমার শৈশবের ভাবানুসঙ্গ আছে! একটু ভগ্নোৎসাহ হয়েই সে ঢুকল তারাদাদের বাড়িতে।...নতুনদিদিমাকে কি আর একলা পাওয়া যাবে।... যাক্। তাঁর ঘরে তুলসী নাই...তিনি কাঁথা সেলাই করছেন—বোধ হয় তারাদার ছেলের জন্যে। গুটলিদি সুপুরি কাটছে।

"কে রে? তুই!"

"পিসিমার শরীর খারাপ শুনে চলে এলাম দু'দিনের জন্যে।"

"কখন এলি?"

"কাল বিকেলে।"

"কাল? তা কাল এলি না যে আমার কাছে? পিসির সেবা করলি?"

পিলে একথার জবাব দিল না। কেন যে কাল সন্ধ্যাতে দেখা করতে আসেনি সেকথা সে বলতে পারবে না তাঁর কাছে। বেশী আনন্দের সময় অনেকের মুখে একটা অপ্রতিভ ভাব আসে। তাই বোকার মত হাসে, কি বলতে কি বলে ফেলে। এই ভাবটা কাটানোর জন্য পিলেকে একটা কিছু বলতে হয়।

"তুলসীকে দেখছি না! আসে না?"

জবাব দিল গুটলিদি, "আসে আবার না। এই খানিক আগেইতো গেল। মিস্ত্রীপাড়ায় নাচতে গিয়েছে হয়তো। এবার ওদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি 'ঘুগীরা' নাচ নেচেছে যে, পয়সা নিয়ে নিয়ে!"

তুলসীর কথাটা প্রথমেই তোলা ঠিক হয়নি। পাড়ায় এ নিয়ে বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছিল বোঝা যাচ্ছে। নতুনদিদিমার সম্মুখেও তুলসীর সম্বন্ধে যা'তা বলতে গুটলিদি আর এখন ভয় পায় না।...

নতুনদিদিমা বললেন, "না না। তোর গোস্ত গিয়েছে আপিসে, বিলের টাকা আনতে। এখন কি আর ছুটোছুটি না করে উপায় আছে। বাপে পেনশন নিয়েছে এই মাস থেকে। সে বুড়ো বামুনের নিশ্চিন্দি আর নেই। তিনিই ধরে নিয়ে গিয়েছেন আপিসে।—বাপ সঙ্গে থাকলে আপিসের লোক তাড়াতাড়ি টাকা দেয় কিনা। ছেলেপিলে হওয়াই মা-বাপের শাস্তি। বৃদ্ধ আজকাল বারবাড়িতে মধ্যে মধ্যে এসে গুটলিকে ডেকে বলেন—তোর মাকে বল গন্ধপাতার একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। আমার কথাতো কানেও তোলে না। ওর মাতো নেই; সেই জন্যেই আমার আরও চিন্তা। তোর মা ধরলে সে না করতে পারবে না।—আমার কথা শুনেতো ছেলে চলে কত! মা ও যা ঘটিও তাই, আজকালকার ছেলেদের কাছে। কতদিন বলেছি গন্ধপাতাকে বিয়ে করতে। ওর বাপ বোধ হয় ভাবে যে, আমি বলি না। নইলে বারবার একই কথা বলবে কেন? কে জানে! কি ভাবেন তা তিনিই জানেন।...তুই চলে এলি, তো আমার এবারকার চিঠিখানার কি হবে?"......

কথার জাল বুনে চলেছেন নতুনদিদিমা। সেই জালে ফাঁসবার মিষ্টি নেশা লাগতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে পিলের।

সেই সব উত্তর না-আশা-করা প্রশ্ন, আগের কথার সঙ্গে সম্পর্কহীন পরের কথা—সব নতুনদিদিমার নিজস্ব। অতি পরিচিত। কথাগুলোর সূক্ষ্ম মাধুর্য কেন, অন্তর্নিহিত অর্থ পর্যন্ত বাইরের লোকে ধরতে পারবে না। রহস্যের কুহেলীতে ঢাকা ছোট্‌টো একটি গুপ্ত দলের সাঙ্কেতিক ভাষা। শুনে সবাই ভাবে, বেশ বুঝেছে, কিন্তু আসলে কিছুই বুঝছে না। দু'রকম মানে হয় কথাগুলোর। যে বলছে তার মন যদি তুমি না জান, তাহ'লে তার কথা বুঝবে কি করে?

এতক্ষণে তাঁর নজর পড়ল, পিলের মুখের বোকাবোকা হাসির দিকে। কি বলছিলেন নিজেরই ভাল খেয়াল নেই।

"তা তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ব'স! ডাক্তার সাহেবের জন্য কি আবার চেয়ার আনতে হবে নাকি বৈঠকখানা থেকে! তোর হাতে ওখান কিসের বইরে?"

অর্থহীন ভঙ্গি গিয়ে পিলের মুখ ভরে উঠেছে সলজ্জ হাসিতে।—"এ একখান কবিকঙ্কণ চণ্ডী। আপনার জন্য আনলাম।"

"আমার জন্যে!"

লজ্জাবিহ্বল পিলের মুখ দিয়ে কথা বেরয় না।...কত কি বলতে ইচ্ছা করছে।

তিনিও আনন্দের আবেশে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।...ঐ তো বাড়ির অবস্থা। তারই মধ্যে জলপানির টাকা জমিয়ে জমিয়ে তাঁর জন্য বই কিনে এনেছে! কি ভালই বাসে এই সব ছেলেপিলেরা তাঁকে! আগের জন্মের পুণ্যের ফল।...আপন থেকে পর ভাল, পর থেকে জঙ্গল ভাল।...এইসব ছেলেপিলেদের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। এদের কাছ থেকে পাওয়ার যে শেষ নাই। এত টান-ভালবাসার বদলে তিনি কতটুকু এদের দিতে পেরেছেন! কেবলই নিতে এসেছেন পৃথিবীতে!...

পিলেকে কাছে টেনে নিয়ে ছি-ই-ই-ই করে আদর করবার কথা তিনি ভুলে গিয়েছেন। তার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খাওয়ার কথাও তাঁর মনে নেই। তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছে।...পিলের হাত থেকে বইখানি নিতেও তিনি ভুলে গেলেন।

"আয়! এখানে ব'স!"

এই মৌন আদরের গভীরতা আগেকার চেনা আদরের চেয়ে অনেক বেশী। এখন একটি নিবিড় সম্পর্কের মুহূর্ত! দু'জন দু'জনের হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরা এক জিনিস, আর একজন অপরজনকে ছোঁয়া হচ্ছে অন্য জিনিস। পিলে লাভেই আছে; না থাকুক "যদি না দেখতে পার কমলে-কামিনী—"ছবিখানি বইয়ে! সংশয়, প্রশ্ন, যুক্তি, তর্ক সব নেশায় ঝিমিয়ে পড়েছে। ভাগ্যে এইরকম পরিপূর্ণ মুহূর্তে কথা বলতে ইচ্ছা করে না; না হ'লে সময়ের বাজে খরচ হ'ত!...এখনকার মত সে 'ফার্স্ট'।...এই প্রথম বোধ হয় সে তুলসীর সমান হতে পারল নতুনদিদিমার চোখে, অর্থাৎ নিজের চোখে। অন্তত, দু'জনেই ব্র্যাকেটে 'ফার্স্ট' এখন।...

"গর্বে এখন মাটিতে পা পড়লে হয় মা'র। আমরা তো বাপু বানের জলে ভেসে এসেছি। কেউ দেবারও নেই, থোবারও নেই।"

গুটলিদির ঠাট্টায় এতক্ষণে পিলের মনে পড়ে যে, তার জন্যও একটা কিছু আনলে বেশ হ'ত। এর উত্তরে নতুনদিদিমা বললেন—"জলপানির টাকা দিয়ে বই কিনে দিয়েছে। গর্বের তো কথাই! কত দাম রে পিলে বইখানার?"

এ প্রশ্নের পর আর সেই পূর্ণমুহূর্তটুকুকে ধরে রাখা যায় না। পলকের মধ্যে নতুনদিদিমা কি যে গড়ে তুলতে পারেন, আর কি যে ভেঙ্গে ফেলতে পারেন, তা তিনি নিজেই জানেন না। দামের প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার জন্য পিলে বলে, "এইরে! গুটলিদি চটেছে রে! এখন যদি এক গেলাস খাওয়ার জলও চাই, তাও এনে দেবে না।"

"ও বাবা! ডাক্তার সাহেবকে কি চটাতে পারি?"

হাসতে হাসতে গুটলিদি জল আনতে গেল।

"ঐ এলেন!"

"কে?"

"কে আবার! তোমার গোস্তো।"

বাড়ির বাইরের দেওয়ালে ঠেকিয়ে সাইকেল রাখবার শব্দ নতুনদিদিমার জানা। অনভ্যস্ত কানে পিলে ধরতে পারেনি। তুলসী এসে ঢুকল বাড়িতে।

"দেখলি পিলে, হাত গুনে বলেছি কিনা যে তোর গোত্ত আসছে ?"

"আরে ! পিলে যে ? হঠাৎ !"

"হ্যাঁ। ওর পিসিকে দেখতে এসেছে। অসুখ।"

"অসুখ ? ও জটেবুড়ী পটল তুলবে নাকি এবার ? আমার উপর ভারি চটা, পিলেকে খারাপ করে দিচ্ছি বলে। ভয়ে আমি ওদিক মাড়াই না।"

তার সম্মুখেও পিসিমাকে জটেবুড়ী বলতে ইতস্তত করল না তুলসী ! পিলে আশ্বস্ত হয়। কেননা এই হচ্ছে আসল তুলসী। তার ব্যবহার পিলের সম্মুখে আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, এত দিনের পর। এই জিনিসইতো পিলে চায়।

"হ্যাঁরে তুলসী, তুই নাকি এবার নাটুয়ার দলে নেচেছিলি ?"

তুলসী ফাজ্‌লামি করে কোমরে হাত দিয়ে 'ঘুগীরা' গানের এক কলি গেয়ে দিল, "তুঁত গাছ পর তুতী বৈঠে, তুঁত ঝরাঝর খায়"—(তুঁত গাছে টিয়াপাখি বসে টপাটপ তুঁত খাচ্ছে)।...

"আঃ ! চুপ করনা ! তারা এখনি এসে পড়বে ! মহা মুশকিলতো এ-ছেলেকে নিয়ে !"

নতুনদিদিমা চাপা গলায় তাকে থামতে অনুরোধ করেন। মুখ দেখে বোঝা যায় যে, তুলসীর এই রসিকতা তাঁর নিজের খারাপ লাগছে না। কিন্তু তারা যদি কিছু ভাবে ! কত ভেবে চিন্তে যে তাঁকে চলতে হয়, তা অন্ত লোকে জানবে কি করে !

গুটলিদি পিলেকে জল এনে দিল।

"এইরে ! আদেখলের ঘটি হ'ল ; জল খেতে খেতে বাছা ম'ল ! মা যে দেখি একেবারে বইখানাকে কোলের মধ্যে নিয়ে বসেছ ! তোমারতো এখন বই পড়বার সময় কত ! দাও, আমি এখন ওখানাকে নিয়ে যাই।"

"তা নেনা কেন।"

গুটলিদি বই নিয়ে চলে গেল ঠাকুরঘরের দিকে। তুলসী এঘরে থাকলে, সে চলে যায় ঠাকুরঘরে।

তুলসী জিজ্ঞাসা করে—"বই কিসের ?"

"লাভের পাওনা !"

নতুনদিদিমাকে হাসতে দেখে সে ধরে নেয় যে, বইখানি দিয়েছে তারাদা।

"তাই নাকি! ব্যাপার কি? too much ভক্তি মনে হচ্ছে নারে পিলে?"

নতুনদিদিমা আন্দাজে বুঝলেন যে, কোথাও বুঝতে ভুল হচ্ছে তুলসীর। তাই বললেন: 'জলপানির টাকা থেকে কিনে দিয়েছে পিলে।'

পিলে সলজ্জ কুণ্ঠায় তুলসীর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না; আর কেন যেন অন্তর থেকে অনুভব করছে যে, একথা তাকে না জানালেই ভাল করতেন নতুনদিদিমা।...একটা কিছু ঘটেছে বোঝা গেল তুলসীর গলার অস্বাভাবিক স্বর থেকে।...

"এ বেলায় নিতে আপত্তি হ'ল না?"

শুনেই পিলে তাকিয়ে দেখে, রাগে তুলসীর চোখ মুখের কাঠিন্যের রেখাগুলি উচ্চারিত হয়ে উঠছে ক্রমেই। নতুনদিদিমার ত্রস্ত চাহনিতে স্পষ্ট লেখা—এই দেখ, পাগল আবার কি কাণ্ড করে!

ব্যাপারটা কিছু বোঝা না গেলেও পিলে আঁচ করে নেয় যে, সেও এর সঙ্গে জড়িত। নতুনদিদিমা তার সম্মুখে এবিষয়ের আলোচনা অপছন্দ করেন; তাই হালকা কথা বলে গন্ধপাতাকে থামিয়ে দিতে চাইলেন, 'বস বস! রোদ্দুর থেকে এলি।'

"হয়েছে, ঢের হয়েছে! আমার বই ফেরত দেওয়া হয়েছিল কি পুরনো ব'লে?"

"কি রকম যেন তুই! সে ছিল তোর মায়ের বই—এক সময় তোর বাবা কিনে দিয়েছিলেন; নিজে হাতে নাম লিখে দিয়েছিলেন। কোথায় সে বই তুলে রেখে দিবি! সে বই আমাকে দিলেই কি আমি নিতে পারি? আছে তো সব জিনিসেরই একটা...! তা' ছাড়া মহাভারত আমার নিজেরও রয়েছে। সোজা কথার বাঁকা মানে করবি কেন? কি যে ছেলেমানুষী করিস!"

"আচ্ছা আচ্ছা! আর নেকামি করতে হবে না!"

"কি বললে? নেকামি! নিজের পেটের ছেলে যদি এই কথা বলত তাহলে আমি চাবকে আজ তার গায়ের ছাল ছিঁড়ে নিতাম! এত বড় কথা! যে মানুষ বিয়ে করে এনেছিল, সে পর্যন্ত কোনদিন অত বড় কথা আমাকে বলতে

সাহস করেনি! নেকামি! কার সঙ্গে কি কথা বলতে হয় জান না? ভেবেছ কি তুমি? আমি কি কারও দাসী-বাঁদী, যে সে যা চাইবে তাই করব?...এবাড়ির লোকেও মনে করে দাসী-বাঁদী, সকলেই মনে করে দাসী-বাঁদী—অদ্ভুত কপাল নিয়ে আমি জন্মেছিলাম!"......

নতুনদিদিমার এ মূর্তি পিলে খুব কম দেখেছে। রাগ হলেই তিনি 'তুই' না বলে 'তুমি' বলেন। তাঁর কথা বোধ হয় তুলসীর কানেও গেল না।

"অমন বই আমিও অনেক কিনে দিতে পারি!"—সে গটগট করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণে পিলে নিজেকে এত বড় কাণ্ডটির জন্য অপরাধী ভাবতে আরম্ভ করে।—বড় বিশ্রী লাগছে তার। এতদিন পর দেখা হ'ল! এব্যাপার এখন কতদূর গড়াবে কে জানে। মাঝে থেকে সে-ই হ'ল নিমিত্তের ভাগী।...তুলসীটা যে ওজন করে কথা বলতে জানে না মোটে!...নতুনদিদিমা পা ছড়িয়ে বসে। নির্বাক, নিস্পন্দ। দুগাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে।...এখন উঠে চলে গেলেও দেখায় খারাপ। অথচ এমন করে কি দু'জনে চুপচাপ বসে থাকা যায়।...চোখে জল যখন, তখন রাগ নিশ্চয়ই পড়ে এসেছে! হঠাৎ উনি এত চটে উঠলেন কেন? শুধু কি ঐ নেকামি কথাটিতে? এ বিশ্বাস করতে মন চায় না। তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন, তুলসী পিলের সম্মুখেই ঐসব কথা তোলায়।...বুঝতে দেওয়া এক জিনিস, কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে আলো ফেলে দেখিয়ে দেওয়া অন্য জিনিস।...পিলেকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজের অধিকার ফলানো, অন্যায় না?... তুলসীর মত স্বভাবের লোকদের অভিমান ব্যক্ত হয় রাগের মধ্যে দিয়ে; চোখের জল কিম্বা ঘ্যানঘ্যানানির মধ্যে দিয়ে নয়। আবার আসবে নিশ্চয়ই রাত্রে। আসতেই যে হবে, তা কি পিলে নিজের অভিজ্ঞতায় জানে না?......

এই অবস্থায় চুপচাপ বসে পিলে কতক্ষণ যে অস্বস্তি ভোগ করেছিল তা জানে না।...হঠাৎ চমক ভাঙল।..."হরে কৃষ্ণ! চারটি ভিক্ষা পাই মা-ঠাকরেন!"

কে? এ কি! কান খাড়া হয়ে উঠেছে। নতুনদিদিমারও। তিনিও তাকালেন পিলের দিকে। বিস্ময়, কৌতুহল ও প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি। এ ধ্বনি এখানে কোথা থেকে এল?...স্মৃতি ছুটে পলকের মধ্যে তাঁর দেশ থেকে ঘুরে এল। এতে

যে তাঁর দেশের হাওয়া বাতাসের গন্ধ! এখানকার থেকে আলাদা। ধ্বনির তরঙ্গে ভেসে আসছে তাঁর ছোটবেলা, তাঁর ফেলে আসা স্বর্গের সুবাস!······

যাদের জন্ম এখানে তারাও জাতিস্মরের হঠাৎ-আসা আবেশের মধ্যে দিয়ে সন্ধান পায় সেই বিস্মৃত স্বর্গের। পিলেও স্বপ্নের পরিচয়ের মতো আবছাভাবে চিনেছে এ ধ্বনিকে!···

এসব এক মুহূর্তের কথা।

বেজেছে! বেজেছে একতারা! "ওরে বৈরাগীর গান!"

নতুনদিদিমা ধড়মড় করে ওঠেন।

পিলেও সম্মোহিতের মতো ছুটেছে তাঁর পিছনে পিছনে বারদরজার দিকে।··· না শুনলেও মনে হয় এ গান আগে যেন কোথায় শুনেছে।···এ যে সত্যিকার বোষ্টমবোষ্টুমীর গান—বাংলা দেশের গ্রামের! এর সঙ্গে যে কতকালের পরিচয়! কত বইয়ে পড়া—কত নতুনদিদিমার মুখে শোনা—কতরকম ভাবে জানা! কখনও দেখেনি বলে কি মনে পড়তে নেই? এরা কি পর? এরা হ'ল নিজের জন—বাংলাদেশের! এখানকার লোকে যখন একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়, তখন এমন রোমাঞ্চ জাগে কই! সে গানে ফেলে আসা জিনিস মনে পড়ায় কই? মন ভিজে ওঠে কই সে রুক্ষ সুরে? রাই, সখী, কুঞ্জ এসব মিষ্টি কথা কি আছে তাদের গানে?···বোষ্টম বোষ্টমীর বয়স হয়েছে। মনের মধ্যে আঁকা ছবির সঙ্গে মিলল না!···কত প্রশ্ন ঠেলে আসছে পিলের মনে।··· ওগুলোকে অলকাতিলকা বলে, না রসকলি বলে? বোষ্টম আর বৈরাগীর মধ্যে তফাৎ কি? ভিক্ষার সময় কেউ মৃদঙ্গ বাজিয়ে গান করে সেখানে? একতারা, খঞ্জনি, করতাল, মন্দিরা—ভিক্ষার সময়ের গানে কোন্‌টা বেশী ব্যবহার হয়? ভিক্ষাকে মাধুকরী না বললে চাঁপা বোষ্টমী খুব ঝগড়া করত না?···সব জিজ্ঞাসা করতে হবে নতুনদিদিমাকে পরে।

তাঁর দিকে নজর পড়ল।···তন্ময় হয়ে শুনছেন। জিয়নকাটির পরশ লেগে মনের ঘুমন্তপুরী জেগে উঠেছে।···ছেলেবেলার নতুনদিদিমাকে ঘিরে যে রহস্যের ঘোমটা আছে, সেটি যেন অল্প ফাঁক হয়েছে।···পিলেও সেই রূপকথার জগতে পৌঁছে গিয়েছে।···হঠাৎ গান থামল।

বৈরাগীর মুখের কোণে হাসির রেখা। এমন দরদী শ্রোতার দল পেয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে গেয়েছে। গুটলিদি বলল, "কী সুন্দর ! না মা ?"

এতক্ষণে পিলের নজরে পড়ে যে বাড়িসুদ্ধ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে—গুটলিদি, একগলা ঘোমটা দেওয়া তারাদার বউ, এমনকি তারাদা পর্যন্ত।

"গন্ধপাতা ঠিক এই সময়েই চলে গেল ! থাকলে শুনত ! তোরা তো শুনিসনি এসব কোনদিন। ওরে গুটলি এদের একটু ভাল করে চাল ডাল দিয়ে দে। থাকেতো, আলু পটলও দিস !···বড়ি খাও তোমরা ? বড়ি ভাতে ? খেয়ে দেখো আমার বৌমা কেমন সুন্দর বড়ি দেয়। দুটো বড়ি নিয়ে এসে দাওতো বৌমা এদের !...তোমরা একটু জিরোবে নাকি ? তারা তোর পকেটে পয়সা থাকে তো দিয়ে দে না গোটাকয়েক !"

"দাঁড়াও এনে দিচ্ছি"—তারাদা তাড়াতাড়ি ছুটল ঘরে পয়সা আনতে।

ভিক্ষা নয়। এ হচ্ছে আপন জনকে ভালবেসে দেওয়া ; কতকাল পরে দেখা-দেওয়ার কৃতজ্ঞতায় দেওয়া। 'মাধুকরী' কথাটির সঠিক ব্যবহার পিলে জানে না ; তবে শব্দটির অর্থ যে সে জানে, একথা সকলকে জানিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারে না। পকেট থেকে একটি দোয়ানি বের করে বৈরাগীকে বলে, "এই নিন, আমার মাধুকরী"।

এতো আর হিন্দুস্থানী ভিখিরী নয়, তাই চেষ্টা করেও 'নিন' না বলে, 'নাও' বলতে পারল না।

বোষ্টম বোষ্টমী চলে গেল বাংলা দেশের খানিকটা এখানে ছড়িয়ে দিয়ে। সকলে মিলে বারান্দায় বসে এদেরই সম্বন্ধে কথা হ'তে লাগল। তারাদা পর্যন্ত এসে বসেছে। ঘোমটা দেওয়া তারাদার বউ ছেলেকে শাশুড়ীর কোলে দিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসে। খানিক আগের আবেশ এখনও কাটেনি। এর রেশ যতক্ষণ মনে থাকবে ততক্ষণ আগেকার জমানো গ্লানির কোন স্থান নেই সেখানে। ······এবাড়ির সকলের মধ্যে এমন প্রাণখোলা মেলামেশার নিবিড় পরিবেশ, এর আগে হয়েছিল এক শুধু তারাদা'র বিয়ের সময় দিনকয়েক।······তারাদা সুদ্ধ হয়ে উঠেছে উদার,—"গুটলি দেখছিস্, পিলে আছে ব'লে ঘোমটা দেওয়া একজন কেমন লজ্জায় মরছেন।"

সে হেসেই বাঁচে না। মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েছে যে, বউয়ের লজ্জাটা শুধু পিলের জন্য নয়, শাশুড়ীর জন্যও বটে। অন্য সময় তাঁর সম্মুখে ছেলে যদি বউয়ের সঙ্গে কথা বলে, তাহ'লে নতুনদিদিমাও বোধ হয় খুশী হবেন না; বরঞ্চ মনে করে নেবেন তারা তাঁকে মানুষ ব'লেই মনে করে না, নিজের মা নয় ব'লে। কিন্তু এখন সেকথা তাঁর খেয়ালই হ'ল না; শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।...পিলে গন্ধপাতাকে তিনি একেবারে নিজের বাড়ির লোকের মতো ক'রে নিতে চান;—তাঁর হাতে যতটুকু ততটুকু তো তিনি করেইছেন। তারা হ'ল বাড়ির কর্তা; সে নিজে যদি সবরকমে এদের আপন জনের স্বীকৃতি দেয়, তবেই তিনি একটু বেশী জোর পান মনে।...নইলে যতই মনের জোর দেখাও এক জায়গায় গিয়ে, যেন পায়ের নীচে শক্ত মাটি পাওয়া যায় না!......

তাই নতুনদিদিমা বলেন: "কোন দিন তো এর আগে পিলের সঙ্গে গল্প করেনি বউমা। হবে—আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে'খন।"...

......আহা! এখন যদি গন্ধপাতাটাও এখানে থাকতো রে। তাহ'লে সেও বোধ হয় তারার কাছ থেকে এই একই সঙ্গে 'আপনাত্বি'র ভাব পেত! তারার কাছ থেকে বাড়ির লোকের স্বীকৃতি পেলে, কত সহজ হ'য়ে উঠতে পারত গন্ধপাতার সম্বন্ধ, বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গে!......এখনই থাকল না সে ছোঁড়া!......বৈরাগীর গান তারই যে সবচেয়ে ভাল লাগত!......বুকের মধ্যে টন টন করে।......

বৈরাগীর গান শোনবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আজ হ'ল ব'লে তারাদা, গুটলিদি, পিলে সকলেই গর্বিত। কিন্তু প্রত্যেকেই হাবভাবে বুঝোতে চাইছে যে, এর আগেও আর একবার শুনেছে এ গান, সেই যখন বাঙলা দেশে গিয়েছিল। প্রত্যেকে সমর্থনের আশায়, নতুনদিদিমাকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়ে সালিস মানছে।......পিলে নাকি শুনেছিল কলকাতার রাস্তায়, দিদির বিয়ের বার। তারাদা শুনেছিল নতুনদিদিমার দেশে—"তাই না মা?"...... শ্বশুরবাড়ির কথা উঠলেই যে গুটলিদির মুখ কাঁচুমাচু হয়ে যায়, সে সুদ্ধ বলে যে, বিয়ের পর সেখানে, থাকবার সময় শুনেছে একদিন। সেখানে গুটলিদি ছিল তো মাত্র সাতদিন—জীবনে ঐ একবারই।...

কেষ্ট স্কুল থেকে এল। বাড়ির আবহাওয়া তারও একটু নতুন নতুন লাগছে। এমন তো কোনদিন দেখেনি।

গুটলিদি বুঝিয়ে দিল—"বোষ্টম-বোষ্টুমীর গান।...আর একটু আগে এলি না কেন?...খাবার খাস পরে।...জুতো খুলিস না! যা দৌড়ে যা! পশ্চিম বাগানের রাস্তায়। এখনও যায়নি বোধ হয় বেশীদূর!"

কেষ্ট কথাগুলো সম্ভবত ঠিক বুঝল না। রূপকথার বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর মতোই এই বোষ্টম-বোষ্টুমী। এর দেখা পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা!...সে ছুটে বার হয়ে গেল, যাতে অন্তত পরে লোকের কাছে গর্ব করে বলতে পারে যে, সেও দেখেছে। না হলে সে নেহাত ছোট হয়ে যাবে সকলের চোখে!

তারাদা কাজের মানুষ। বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারে না। তাই এমন মিষ্টি আসরকেও ভাঙতে হ'ল ঘণ্টাখানেক পর।

আবার যে কে সেই!

পিলে যখন বাড়ি পৌঁছল, তখন তার মনের সে স্নিগ্ধতা আর নাই।... এতক্ষণে নিরিবিলিতে আসতে পেয়ে তুলসীর আজকের ব্যবহার মনের মধ্যে কিরকির করে বিঁধতে আরম্ভ করে। কেন তার মন পিলে আর নতুনদিদিমার সম্বন্ধে এত স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে? পিলের মনের গড়নটাই এমন যে, বন্ধুর বিরুদ্ধে মানসিক তিক্ততাকেও সে মেপে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। অভিযোগ তার অনেক জড় হয়েছে, কিন্তু তুলসীর বিরুদ্ধে চিন্তার মধ্যেও সে একটা শালীনতার মাত্রা মানে।......এ সংযম বুঝি আর রাখা গেল না। এবার থেকে তুলসীকে একটু এড়িয়ে চলবার চেষ্টা কি অনুচিত হবে? তুলসী যে সময় নতুন-দিদিমার বাড়িতে থাকে, তখন সেখানে না যাওয়াই উচিত। দিয়েছেন আজকে তাকে বেশ করে শুনিয়ে নতুনদিদিমা! আজকে পিলে ও বাড়িতে যা পেয়েছে, তার তুলনা হয় না; কিন্তু তাঁর একার সঙ্গে সত্যিকার কথা হ'ল কই? যা হ'ল সে তো দশজনের মধ্যে। অন্ত গোলমালেই তো কেটে গেল। মোটে দুদিনের জন্ত তো সে এসেছে। এত বড় কাণ্ডের পর তুলসী নিশ্চয়ই আজ রাতে আসবে না তাঁর কাছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সে আবার বেরিয়ে পড়ে নতুনদিদিমাদের বাড়ির দিকে।

দিনে দশবার হলেও প্রতিবার তাঁদের বাড়ি যাবার সময় মনে খানিকটা আনন্দের শিহর লাগে। বেশ ফুটফুটে জোছনা। কি তিথি কে জানে,...একাদশী হলে জানাই যেত; ত্রয়োদশী চতুর্দশী হবে বোধ হয়।...নতুনদিদিমা কিন্তু একবারও বইখানিকে খুলে পাতা উল্টে দেখেন নি। কোনদিন ও বই পড়বেন কিনা সন্দেহ!...তাঁদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই নজরে পড়ল যে, পাঁচিলের গায়ে সাইকেল দাঁড় করানো আছে। চাঁদের আলো পড়ে এক আধ জায়গা চক চক করছে। কার সাইকেল? তারাদা'রও হতে পারে? না! যা ভয় করেছে ঠিক তাই! মাডগার্ড নেই, তোবড়ানো সিট...ও সাইকেল কি ভুল হবার জো আছে! এতেই যে সেও সাইকেল চড়া শিখেছিল। এই মার্কামারা সাইকেল যে চোরেও চুরি করে না; একবার ফুটবল ম্যাচের সময় চুরি গিয়েছিল; কিন্তু পরের দিন মাইল তিনেক দূরে রাস্তার ধারে পাওয়া যায়।...তুলসীটার একটুও লজ্জাও করল না! এত ঝগড়াঝাঁটির পর আবার এখনই এসেছে? তুলসী কেমন ভাবে তাঁর ঘরে ঢুকল আজ, নতুনদিদিমা কি ব'লে তার সঙ্গে প্রথম কথা আরম্ভ করলেন, সে ক্ষমা চাইল কিনা, তিনি আদর করলেন কিনা, তারপর সে কি করল, তিনি কি করলেন, এখন কি কথা হচ্ছে, সব জিনিস খুঁটিয়ে জানতে ইচ্ছা করে। শুধু জানা। নিছক তথ্য সংগ্রহ ছাড়া তার নিজের কোন স্বার্থ নেই এ বিষয়ে। কারও সম্বন্ধে বিরূপতার প্রশ্ন ওঠে না এর মধ্যে। জানবার চেষ্টার মধ্যে অন্যায়টা কোথায় থাকতে পারে? পিলে পা টিপে টিপে গিয়ে নতুনদিদিমার ঘরের পিছনে দাঁড়ায় চোরের মত। জানলা দিয়ে আলো আসছে না। ঘর অন্ধকার। গাছ থেকে পড়া নিমের ফলগুলো মাড়ালে বড় ফট ফট করে শব্দ হয়। তাই জানলার আরও কাছে যেতে সাহস হয় না। কোন কথা শোনা যাচ্ছে না। কেউ জানতে পারে যদি! ভয়ে সে পা টিপে টিপে আবার ফিরে আসে। কেন যেন সারা গা কাঁপছে। স্বাভাবিক-ভাবে চিরকালের অভ্যাসমত এখনই নতুনদিদিমার ঘরের মধ্যে গট গট করে ঢুকে গেলে কেমন হয়?...না, দরকার কি...তুলসী থাকল তো কি হ'ল? ঘর কি তার নাকি!...দুপুরের ঐ কাণ্ডর পর আজ তুলসীর সম্মুখে নতুনদিদিমার

সঙ্গে বোধ হয় সে সহজভাবে কথা বলতে পারবে না। তুলসীর ব্যবহারও বোধ হয় আড়ষ্ট হয়ে আসবে।...

ভেবে চিন্তে পিলে পেছিয়ে যায়।......তুলসী নিশ্চয়ই এখনই বাড়ি ফিরবে, কত রাত পর্যন্ত আর থাকবে। সে নিজে তো খেয়েই বেরিয়েছে বাড়ি থেকে—বেশী রাত হলেও ক্ষতি নাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই হবে। কিন্তু এখানে নয়। পাঁচিলের পাশে কি দাঁড়িয়ে থাকা যায়—কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে? ঐ দূরে, রাস্তার ওদিকে, কাঁঠালগাছের নীচে ভাঁটের জঙ্গল। সাপখোপ নেই তো? ওর চেয়ে দূরে গেলে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের উপরের চকচকে জোছনাটুকু দেখা যাবে না।···পিলে সেই ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসে; ওখানে কারও নজরে পড়বার সম্ভাবনা নেই।

বাড়ি থেকে বার হবার নামও নেই তুলসীর। ঢুকেছে তো ঢুকেইছে! সাইকেলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পিলের চোখ ফেটে গেল। নতুনদিদিমার উপরও এরই মধ্যে কখন থেকে যেন রাগ হতে আরম্ভ হয়েছে; আছে তো সব জিনিসেরই একটা······! বাড়ি চলে গেলেই হ'ত। মিছামিছি এত সময় নষ্ট করল সে। ভাঁটগাছের পিঁপড়েগুলো কি রাত্রেও ঘুমোয় না? মশার কামড় মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যকে আরও দুঃসহ করে তুলেছে। অথচ মশা তাড়াবার জন্য হাত-পা নাড়াতেও ভয় হয়—পাছে আবার কেউ কোথাও থেকে দেখে ফেলে, সেই ভয়ে। সরকারী ঘড়িতে এগারোটা বাজতে শোনা গেল। ঠিকেদারবাবুদের বাড়িতে ঝি-চাকরদের কাজকর্ম সারতে সারতে চিরকাল প্রায় রাত বারোটা হয়। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর তার মনে পড়ে যে, রাত বারোটা থেকে পাহারাওলা টহল দিতে আরম্ভ করে পাড়ায়। যদি তাকে দেখে ফেলে, তাহলে নিশ্চয়ই চোর বলে ভাববে।······কাল সকালে নতুন-দিদিমার কাছে আসা হবে না; কেননা তখন নিশ্চয়ই তুলসী থাকবে। আর কাল বিকালের ট্রেনে তো সে ডিব্রুগড় চলেই যাবে। এবার এসে নতুন-দিদিমার সঙ্গে কথাই হ'ল না। গুটলিদি বেচারীর কি অসুবিধা বল তো! এত রাত পর্যন্ত নিশ্চয়ই শুতে পারছে না, তুলসী ঘরে থাকার জন্য। সাধে কি সে চটা তুলসীর উপর! এ আক্কেলটুকু লোকের থাকা উচিত। নতুন-

দিদিমাও তো মেয়ের অসুবিধার কথা বুঝে তুলসীকে মনে করিয়ে দিতে পারেন যে, বাড়ি যাবার সময় উতরে গিয়েছে অনেকক্ষণ!…হতাশা ও বিরক্তিভরা মন নিয়ে পিলে ভাঁটগাছের জঙ্গল থেকে বার হয়ে বাড়ির পথে এগুলো। তখনও সাইকেল থেকে চাঁদের আলো ঠিকরে এসে চোখে লাগছে।

পরের দিন পোস্টাফিস থেকে একতাড়া খাম কিনে, তাতে ডিব্রুগড়ের ঠিকানা লিখে নিয়ে পিলে গেল নতুনদিদিমাদের বাড়ি বেলা বারোটার সময়। তার হিসাব মতো এই সময়টাই সবচেয়ে নির্বিঘ্ন—নতুনদিদিমা থাকেন রান্নাঘরে—তুলসীর আসবার এখনও দেরী আছে। তার আন্দাজে ভুল হয়নি।

"এই পিঁড়ির উপর থাকল আমার ঠিকানা-লেখা খাম। আজই সন্ধ্যার গাড়িতে আমাকে যেতে হবে কিনা!"

"খাম!"—নতুনদিদিমা তাকালেন তার মুখের দিকে। নিমেষের মধ্যে বুঝে গেলেন তিনি যে, গন্ধপাতার কালকের পাগলামির পর দুই 'গোত্তের' মনের ব্যবধান খুব বেড়ে গিয়েছে। পিলে আর চায় না যে, তার চিঠির ঠিকানা তিনি গন্ধপাতাকে দিয়ে লেখান; আত্মসম্মানে বাধে। এখন এ সম্বন্ধে পিলেকে কিছু বলা ঠিক হবে না। সেইজন্য তিনি পাড়লেন একেবারে অন্য কথা।

"আজই যাবি? বলিস্ কি! সন্ধ্যার গাড়িতে?"

"না, পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। এ বছর হাসপাতালের কাজ থাকে কিনা।"

"আজকের দিনটা থেকে যা না কেন।"

"না না, সে হয় না। সে উপায় থাকলে কি আর আমি থাকতাম না।"

"এমন আসা না এলেই হয়। ঐ দূরদেশ থেকে একেবারে গুণে দুদিনের জন্য কেউ আসে না কি? না হয় বুঝলাম যে, পিসিমাকে দেখতে এসেছিলি! কিন্তু আছে তো সব জিনিসেরই একটা…!…হ্যাঁ রে ডাক্তারসাহেব! শোন! আমার দিকে তাকা! তুই আজকাল অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিস, না? নতুনদিদিমা পুরনো হয়ে পচে গিয়েছে না রে? নতুন নতুন তেঁতুল-বীচি, পুরনো হলে বাতায় গুঁজি। ঠিকই তাই। দুদিনের জন্য এলি; কাল রাতে এলি না, আজ সকালে

এলি না। আমি বসে বসে ভাবছি, এই বুঝি আসছে, এই বুঝি এল! আজও আসছে, কালও আসছে! আজকাল দেখছি দেখা পাওয়াই ভার ডাক্তারসাহেবের। আমি ভাবছি পিলে নিশ্চয়ই আসবে, তার দেওয়া বই পড়ে আমাকে শোনাতে। কি করলি কাল রাতে, আজ সকালে, শুনি? পিসির সঙ্গে গল্প হচ্ছিল? তাও ভাল। চিরকাল বলেছি, হ্যাঁ রে পিলে আমার কাছে যে ছুটে ছুটে আসিস, আমার গল্প শুনতে যে এত ভালবাসিস, তা তোর পিসির কাছে সুস্থির হয়ে বসে দু'দণ্ড গপ্‌পো করিস কখনও? মাথা কাত করে জোর গলায় বলা হ'ত—'হুঁ-উ-উ করি তো!' ওসব হুঁ-উ-উ আমি ঢের শুনেছি! তোর হুঁ-উ-উ আমি চিনি না? আমার পেটে তুই হয়েছিস্‌, না তোর পেটে আমি হয়েছি? পিসির কাছে কত যে বসিস, আর কত যে গপ্‌পো করিস, সে আর আমি জানি না! তবু ভাল! যদি এতকাল পর পিসির কপাল ফিরে থাকে তবু ভাল। সে হ'ল আপন জন। আমরা তো কোন্‌ পর। ছোট্টটো ছেলের মতো পিসির কোলে কাল শুয়েছিলি তো? বল! চুপ করে রইলি কেন? আমরা কি তোর পিসির ভাগ নিতে যাচ্ছি? আবার হাসি হচ্ছে!—হাসি। দেখি তো রে! দাঁড়া। এখনও আমার রান্না শেষ হয়নি—এখন যে তোকে ছুঁতে পারছি না—তাই! নইলে দিতাম একেবারে আচ্ছা করে,······মাথাটাকে ধরে নেড়ে। পিঠের উপর গোটাকয়েক গুম্‌ গুম্‌ করে!······আমি একা একা বসে থাকি ওঁর জন্য,—আর ওঁর টিকি দেখবার জো নেই!"······

রাত্রের মানসিক গ্লানি ও অশান্তির যেটুকু এত কথার পরও মনের কোণায় উঁকিঝুঁকি মারে, সেইটা পিলেকে বাধ্য করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে: "একা কেন? তুলসী আসেনি কাল রাত্রে?"

যাদুকর যেন নিজের বাছা একখানি তাস টেনে নিতে বাধ্য করালো, একজন অতি-সতর্ক দর্শককে। এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিলেন নতুনদিদিমা।

"না। সন্ধ্যায় কেষ্ট পড়তে বসবার সময় বলল—গন্ধপাতাদা'কে দেখছি না—ওর সাইকেল দাঁড় করানো রয়েছে পাঁচিলের গায়ে। তবে কি আমার ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে রয়েছে? না তো! গিয়ে দেখি কেউ নেই। তা থাকবে কি

করে। আমি না হয় ঠাকুরঘরে গিয়েছিলাম, উঠোনভরা অন্য লোক তো সবাই ছিল। এলে পরে কেউ কি দেখতে পেত না? গুটলি খানিক আগেই সন্ধ্যা পিদিপ দেখিয়ে এসেছে—সে কি জানতো না? তখন বুঝি যে বাবু যখন গটগটিয়ে চলে গেলেন এখান থেকে, তখন রাগের মাথায় সাইকেলের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। রাগলে তো ওর কোনদিন দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। সে তো তুই জানিসই। কিসে যে লোকের রাগ হয়, আর কিসে যে রাগ যায়, তা বোধ হয় স্বয়ং ভগবানও জানেন না। এর আগের বছর তুই যখন এসেছিলি, তখন একদিন তোর সম্মুখেই চটেছিল আমার উপর, মনে আছে? কেন চটেছিল জানিস? ও বলে, যে যার যখন ইচ্ছা তোমার কাছে আসুক; কাউকে আসতে বারণ করতে বলছি না; কিন্তু যে সময় জান আমি আসি, সে সময় তুমি নিজে থেকে কাউকে আসতে বলবে কেন? কেউ নিজের ইচ্ছায় সে সময়টায় যদি আসে তো আসুক না কেন।—খেয়ালী! পাগল! কি ভাবে, কি বলে, কি করে! এত সূক্ষ্ম কি আমরা বুঝতে পারি? হাসিও হাসে, দুঃখও হয়! তোরা সেদিনকার ছেলে ঠিকই,—কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। কিন্তু এ ছেলেমানুষি করবে পাঁচ বছরের ছেলেতে; তোদের কি এখন সে বয়স আছে? ছেলেমানুষি না ছেলেমানুষি! সাইকেল যখন ফেলে গিয়েছে, তখন নিতে আসবেই; আর আমার দোরগোড়া পর্যন্ত এলে কি আর আমার কাছে না এসে থাকতে পারবে? সে যত রাগই হোক। জানি তো তোদের আমি! ঐ টুকুনই তো আমার গর্ব। সন্ধ্যার পর দুবার বাইরে গিয়ে দেখে এলাম, সাইকেলখানা আছে, না সে এসে নিয়ে গেল। তা তুইও যেমন এলি, সেও তেমনি এল। সে বাবুর আসবার সময় হল, আজকে সকালে। মুখখানা তখনও হুম্-ম্-হাঁড়ি হয়ে রয়েছে। এসে জিজ্ঞাসা করা হ'ল আকাশকে—সাইকেলখানা যে ছিল এখানে? আমি বলি—'ও সাইকেল নিতে এসেছ? তাই বল! আমার অপরাধ হয়ে গিয়েছে যে, পাছে আবার চোরেটোরে নিয়ে যায় ভেবে রাত বারোটার সময় রামশরণকে দিয়ে ভিতরে এনে রাখিয়েছিলাম। ঐ বারান্দায় আছে, নিয়ে যাও। সাইকেল নিতে এসেছ? বাড়ির কোন লোকের সঙ্গে দরকার নেই, শুধু

সাইকেলখানার সঙ্গে সম্বন্ধ, তো বাইরে থেকে রামশরণকে ডাকলেই হ'ত! সে-ই সাইকেলখানা বার করে দিয়ে আসত। তাহ'লে আর এতটা কষ্ট করে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হ'ত না।' দিলাম খুব করে তুড়ে। ওরে আমার সাইকেল-লেনেওলা রে! কত না কিছু দেখলাম! সাতকাল গেল ছেলে খেয়ে, এখন বলে ডান!"

পিলেটাকে এমন বোকামিতে পেয়ে বসেছে যে, নতুনদিদিমাকে কথার মাঝে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"আপনি সত্যিকার রাগ করে বকলেন, না ঠাট্টা করে?"

আক্ষেপের চিক্ কেটে তিনি বলেন—"অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন। আমার হয়েছে তাই। রাগও বুঝি না, ঠাট্টাও বুঝি না। যে রকম কথা বেরয়, সেই রকম বলি। গন্ধপাতাকে বললাম—নিস এখন সাইকেল।—ওখানা তো আর কেউ খেয়ে ফেলছে না। চল্ দেখি ছোঁড়া, এখন আমার ঘরে। ছাখ্ না তোকে আজ আমি কি করি। টেনে নিয়ে গিয়ে তো ঘরে বসালাম। ব'স! এবার শুনি—কেন তোর এই ভূতের মত আচরণ? যেদিন তোর মায়ের মহাভারত ফেরত দিয়েছিলাম, সেদিন তো তুই কিছু বলিস নি? কাল পিলের বই নিলাম দেখে মনে পড়ল, না? তুই তুলনা করে করে দেখিস বুঝি? ছাখ্ তোর উপর তো তারা-টারা সবাই বিরক্ত! বাড়িশুদ্ধ কেন, পাড়াশুদ্ধ সবাই! কত বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে, সামাল দিয়ে দিয়ে চলতে হয় যে আমাকে তা তো বুঝিস না! আর তুই সামান্য কথা নিয়ে হইচই কাণ্ড বাধিয়ে দিলি! কারও মা-মাসি কি সন্দেশ না রসগোল্লা যে, আর একজনকে দিলে ফুরিয়ে যাবে? কে আমার কথার জবাব দিচ্ছে! দেখি ছেলের চোখে জল। এই ছাখো। হ্যাঁ রে, তা কাঁদিস কেন? কি হয়েছে বলবি তো! আমি বকলাম বলে? একটুতেই আমার চোখে জল আসে জানিসই তো। সেও যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি। কথা বলব কি, কেঁদেই মরি। কিসের জন্য, ভগবান জানেন। কেন যে তোরা এমন করে জ্বালাস আমাকে!..."

কি ভেবে বললেন তিনিই জানেন। কে যে তাঁকে জ্বালায়। মনে আর মুখে নতুনদিদিমার তফাত ছিল না কোনদিন। তারই মধ্যে গত বছর তুলসী সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পেয়ে পিলে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। নতুন-

দিদিমার আজকের কথায় গতবারের দ্বিধা বা সতর্কতা নেই। তুলসীর কালকের ঐ কাণ্ডের পর আর কি পিলের সম্মুখে কথায় দ্বিধা-সঙ্কোচ করা পোষায়? কারও দেওয়া জিনিস নিলে তুলসীর রাগারাগি করবার অধিকার আছে তাঁর উপর—এ খবর যে জেনে গিয়েছে, তার কাছে আর সাবধান হয়ে কথা বলে লাভ কি? তবু ভাল যে, এ পিলে। পিলে না হয়ে অন্য কারও সম্মুখে যদি গন্ধপাতা অমন করে কাল কোঁদল করত, তাহলে কি অপ্রস্তুতই না হতে হ'ত।

পিলের বেশীক্ষণ বসবার সময় নেই। আজকে সন্ধ্যার ট্রেনে যাবার জন্য বাড়ি গিয়ে তয়ের হতে হবে। তয়ের মানে, পিসিমার ওষুধ-পথ্য কিনে দিয়ে যেতে হবে। আরও কয়েকটা বাড়ির কাজ আছে। নতুনদিদিমা বারদরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

"তুই যখন পারবিই না আর থাকতে, তখন তোকে বলা মিছামিছি। পড়া-শোনার ক্ষতি হবে, তার উপর তো কথা বলা চলে না। এমন আসার থেকে না আসা ভাল। আমার এখন দু'দিন একা একা লাগবে। তুইও চলে যাবি; গন্ধপাতাও সাইকেল নিয়ে গেল বাইরে। দু'দিন থাকতে হবে সেখানে। হরকতিয়া না কি যেন একটা জায়গা আছে না,—সেখানকার ডাকবাঙলা মেরামতের কাজ পেয়েছে।"

শুনেই পিলের মন খারাপ হয়ে যায়।...একথা আগে বলেননি কেন?...বাড়ি ফিরতেই পিসিমা যখন অতি ভয়ে ভয়ে তাকে আর একদিন থেকে যেতে বললেন, তখন সে এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল। বুকের বোঝা নেমে গিয়েছে। আবার আজ সন্ধ্যার সময় নতুনদিদিমার সঙ্গে দেখা হবে—কত হাসি কত গল্প—অফুরন্ত আনন্দস্রোতের সম্ভাবনা এখন তার হাতের মুঠোয়। নতুনদিদিমা একটুও আশ্চর্য হবেন না, সন্ধ্যার সময় আবার তাকে দেখে একথা সে জানে। তিনি ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছিলেন শেষ মুহূর্তে। তাঁকে দেখে মনে হয় কিছু বোঝেন না; কিন্তু তিনি সব জানেন, সব বোঝেন। পিলের মনে হচ্ছে যে, তিনি যখন বললেন আজ তুলসী থাকবে না, তখন যেন তাঁর চোখে একটা কৌতুকের বিজুলী খেলে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্য।

ডিব্রুগড়ে আসবার পর মাস তিনেক নতুনদিদিমার চিঠি নিয়মিত পেয়েছিল। প্রায় প্রতি চিঠিতেই লেখা,—"গন্ধ-বামুনটাকে তো আমি বলে বলে হার মেনে গেলাম ; তুইও কি তাকে একখানা চিঠি দিতে পারিস না ? আমি তাকে একথা নিয়ে বকলে কোন উত্তর দেয় না, চুপ করে থাকে ; কিন্তু রাগ করে না। আমার বোধ হয় লজ্জায় চিঠি দিতে পারছে না তোকে। তোকেও বলি—তুইই যদি প্রথমে চিঠি দিস ওকে, তাতে কি তোর মাথা হেঁট হবে ? দুই বামুনই সমান !" তাঁকে পিলে এ সম্বন্ধে কিছু লেখেও নি, আর বন্ধুকেও চিঠি দেয় নি।

মাস তিনেক পর নতুনদিদিমার চিঠি বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ। অনেক দিন কেটে গেল। রাগ অভিমান করে দুখানা চিঠি দিয়েও উত্তর পাওয়া গেল না। তবে কি অসুখ ? ছাঁত করে কথাটা মনে লাগে। তারাদা'র কাছে টেলিগ্রাম করলে কি হয় ? যদিও তিনি পিলেকে বাড়ির লোক বলে মনে করেন, তবুও তাঁকে এ খবরের জন্য টেলিগ্রাম করতে লজ্জা করে। গুটলিদিকে এর আগে কখনও চিঠি লেখেনি ; তাকে লেখাও অসম্ভব। পিসিমার কথা তো বাদই দাও। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষকালে তুলসীকে চিঠি দেওয়া ঠিক করল। হাজার হোক, সে-ই একমাত্র বন্ধু, যার কাছে নতুনদিদিমার কথা লেখা যায়। সে বুঝবে। জবাব দেবে নিশ্চয়ই। নতুনদিদিমার কথাও রাখা হবে। তুলসীর কাছে নীচু হতে সে চিরদিনই রাজী। শুধু একটা বিশেষ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল মাত্র।

এ চিঠিরও জবাব এল না।

কিছুদিন পর সামান্য খবর পাওয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। পিসিমা দিদিকে লিখেছেন :

গাঙ্গুলীমশায়ের ছেলে অনেকদিন থেকে নিখোঁজ। তাই নিয়ে পাড়ায় মহা-সোরগোল। সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না, তবু কানে আসে। ও ছেলে চিরকাল লক্ষ্মীছাড়া। যাকগে, এসব কথা পিলেকে জানিয়ে দরকার নেই ; মন খারাপ হবে। তার পরীক্ষার বছর এটা।"

এমন জবর খবর কি দিদি পিলেকে না দিয়ে থাকতে পারে ? আর পিসিমার

অনুরোধের মধ্যেও যেন তেমন আন্তরিকতা ছিল না। তুলসী হারিয়ে যাবার ছেলে নয়। কাজেই পিলে তার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত নয়। এর আগেও বহুবার তুলসী চলে গিয়েছে; আবার ফিরে এসেছে। তবে এর আগে তার যাওয়া নিয়ে পাড়ার লোকে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু পিসিমার লেখা 'সোরগোল' কথাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, বোঝা যায়। হয়তো কি খেয়াল হয়েছে—আবার নেপালে দাজুর বাড়িতে চলে গিয়েছে। নেপালে নয়, পাহাড়ে। কিছুদিন পরই ফিরে আসবে।

যতই এসব ব'লে পিলে ব্যাপারটিকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করুক, সে অন্তর থেকে অনুভব করছে যে, তুলসীর চলে যাওয়ার সঙ্গে নতুনদিদিমার চিঠি না দেবার একটা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে। কি ধরনের সম্বন্ধ, সেটা গুছিয়ে স্পষ্ট করে ধারণা করতে পারছে না। তবে একটা কিছু যে ঘটেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অত সোজা নয় এবারকার ব্যাপার। নইলে একটানা এতদিন কখনও তুলসী বাইরে থেকে যেতে পারে? জানে তো পিলে। আর জীবনে যাব না, এই সঙ্কল্প করবার পরমূহূর্তে আবার যেতে হয় সেখানে, কিছু বলবার না থাকলেও শুধু অকারণে চোখের জল ফেলবার জন্য। যাকগে, সকলে বুঝবে না একথা!……এই তো পর পর চারখানি চিঠির উত্তর না পেয়ে সেও ঠিক করেছিল, আর চিঠি দেবে না। তারপব আবার কেঁদেকেটে চিঠি দিয়েছিল—"শুধু কেমন আছেন জানাতে।" সত্যিসত্যিই সে শুধু ঐটুকুই চায় না। চায় আরও অনেক খবর। কিন্তু লিখেছিল ঐটুকু।

অনেক দিনের পর এ চিঠির জবাব এসেছিল: "ভেবেছিলাম জীবনে আর কোনদিন কাউকে চিঠি লিখব না; কিন্তু তোর চিঠির উত্তর দিতেই হ'ল। থাকব আবার কেমন? তেমন বরাত নিয়ে কি আর এসেছিলাম যে, অত তাড়াতাড়ি চলে যাব! কুকুর-বিড়ালের মতো চারটি চারটি ভাত খেয়ে বেঁচে থাকা এদের-সংসারে। দেখা হ'লে সব কথা হবে। আর আমাকে চিঠি দিস না।"

দেখা হয়েছিল এর কয়েক মাস পর, পাস করে ডাক্তার পিলে বাড়ি ফিরলে।

প্রথম দেখা হতেই বললেন :—"শুনেছিস বোধ হয় সব? শুনিস আবার নি! বললেই আমি বিশ্বাস করি! এ নিয়ে চিটিক্কার! জানিসই তো গন্ধপাতাটার উপর এ বাড়ির কর্তা কি রকম হাড়ে-চটা চিরকাল। কর্তা আবার কে—তারা—তারা—তোর আপনার লোক তারাদা! শুধু তারা কেন, ওদের গুষ্টির সবাই ওর উপর বিরক্ত; গুটলিটা পর্যন্ত! কি যে এদের পাকাধানে মই দিয়েছিল! ছেলেপিলেরা আসে আমার কাছে, এ তারা কোনদিন পছন্দ করে না। বলতে তো পারে না; তার বাপের আমল থেকে যা দেখে আসছে, তা খারাপ লাগলেই বা দড়াম করে বলে কি করে? একশ'টা ছেলেমেয়ে নিত্যি এসেছে আমার কাছে; এ-বাড়ির-মানুষ তো একদিনের জন্যও বিরক্ত হননি। বাপের ভাল দিকটা তো পেল না, পেয়েছে তাঁর মেজাজের দিকটা। ছেলেপিলেরা আসে কেন তোমার কাছে? একথার কোন জবাব আছে! তোরাই জানিস কেন আসিস। কেন তোদের আমাকে এত ভাল লাগে। পাড়ার ছেলেমেয়ে-বউ-জামাই সবাই আসে আমার কাছে। আমি কি তাদের ডেকে নিয়ে আসি? না নেমন্তন্ন করে খাওয়াই? গন্ধপাতা সম্বন্ধে কতদিন কত কথা কানে গিয়েছে, ও নাকি মদ খায়, কি করে কি করে···কত কথা কত দিনের! আমি সে সব শুনেও শুনি না। এ কান দিয়ে শুনি, ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। তারা হয়তো একদিন সাইকেলখানা দেখে বাড়ি ঢুকবার সময় গুটলিকে বলল : "ও কতটুকু সময় নিজের বাড়িতে থাকে?'

······কিম্বা হয়তো কোনদিন আমাকে শুনিয়েই বলা হ'ল : "ও কি কাজকর্ম সব ছেড়ে দিল নাকি?" এ সব শুনতে শুনতে তো কানে পোকা পড়ে গিয়েছে। সে সব কথা কি কোনদিন তোদের কাছে বলেছি? বলব আবার কি; সেসব কি বলার কথা।···সেদিন দ্বাদশী। সবে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়েছি। গন্ধপাতা তখনও আসেনি। এলে বামুনকে ফলমূল খাইয়ে তবে একটু মিছরি-ভিজানো জল খাব। তারাচাঁদ এই মারমূর্তি হয়ে বাড়ি ঢুকলেন—একেবারে চোখমুখ পাকিয়ে। সে কি চীৎকার!

"হতভাগাটা মদ খেয়ে মাতলামো করে। তোমায় বলে রাখছি, আজ

থেকে যেন ও আর এ বাড়িতে ঢুকতে না পারে। পাড়ার লোকের কাছে মুখ-দেখানো দায় হয়ে উঠেছে!"

"কি! কি বললি? এত বড় কথা!"

পা থেকে মাথা পর্যন্ত রি রি করে উঠেছে আমার। সারা গা কাঁপছে ঠকঠক করে। ভাবলাম বলি যে, নিজের মা হ'লে আজ তুই একথা মায়ের মুখের উপর বলতে পারতিস? মুখে এসে গিয়েছিল। খুব সামলে নিয়েছি। আমার রাগ দেখেই বুঝি তারা আগের চেয়ে একটু নরম হ'ল।

"একি আমি বলছি নাকি? গিয়েছিলাম বুড়ো রায়বাহাদুরের কাছে একটু কাজে। তিনি বললেন—'গাঙ্গুলী মশায়ের ছেলেটা তোমাদের বাড়িতে দিন-রাত্তির বসে বসে করে কি? ছেলেটা শুনেছি মদ ধরেছে?"

"আমি কি সে ছেলেকে আসতে বলি? তোমার বাড়ি, তোমার ঘর, তুমি তাকে আসতে বারণ করলেই পার!"

...রায়বাহাদুর না ফায়বাহাদুর। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে; আজ বাদে কাল চোখ বুজবে; এখনও পরের কুষ্টিকাটা গেল না। খুরে খুরে দণ্ডবৎ। তারার কাছে আরও কিছু কি আর না বলেছে। নইলে কি আর সে অমন চোখমুখ পাকিয়ে বাড়ি ঢুকেছে? তারার নিজের মা হ'লে বোধ হয় রায়বাহাদুরও তার কাছে এ ধরনের কথা বলতে সাহস করত না। ...তারার ইচ্ছেই বোধ হয় আমাকে অপমান করা। নইলে বাড়ির ঝি-চাকর সকলের সম্মুখে চীৎকার করে একথা বলে কেন? সব বুঝি রে; আমিও ঘাস খেয়ে থাকি না। হ্যাঁ, বলতেই যদি হয়, একথা কি আলাদা করে ডেকে আস্তে আস্তে বলা যেত না? সেখানেই বসে বসে ভাবলাম কথাগুলোকে। ভাবি, আর মাথা গরম হয়ে ওঠে। আমারই জন্য তাহ'লে পাড়ার লোকের কাছে ওদের মুখ দেখানো দায়।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কোথাও চলে যাবার জায়গা যে নেই। নেই বলতে একেবারে নেই। নইলে এর পরও আবার এদের বাড়ির অন্ন মুখে দিই? এত বড় অপমান। মায়ের নামে কোন কথা কাউকে বলতে যদি ছেলে শোনে,

তাহ'লে তার উচিত না, যে বলছে তাকে বেশ করে দু-ঘা দিয়ে দেওয়া?
যা না ছাই! যাও যা, ঘটিও তাই।

...এরই মধ্যে কখন বাইরে সাইকেল রাখবার শব্দ হয়েছে জানতে পারিনি; চোখে জল এলে বোধ হয় কানে শোনা যায় কম। দেখি এক মুখ হাসি নিয়ে ঢুকল উঠনে গন্ধপাতা। আমার কি এখন নরম হ'লে চলে? আমারই জন্তে তারাদের নাকি মুখ দেখানো দায়। আমার কাছেই গন্ধপাতা এখন এসেছে। তারা কেন বলতে যাবে—আমারই বারণ করা উচিত গন্ধপাতাকে।...সেই এতটুকু বেলা থেকে আসে।...তাতে কি?...আমার কাছেই ছুটে ছুটে আসে।...তাতে কি? এ সংসার আমার নয়, তারাদের। আমাকে শক্ত হতে হবে। বলতেই হবে।...বলতে কি পারি। তবু বললাম। তুই আর কখনও আসিস না এ বাড়িতে!—

বোধ হয় অমনভাবে বলা ঠিক হয়নি।...বোধ হয় আরও বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল! কিন্তু তখন যে গলা বেয়ে ঠেলে উঠে আসছে কান্না। গন্ধপাতা প্রথমটায় যেন বিশ্বাস করতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপরকার ফ্যাকাশে মুখ, ফ্যালফেলে চাউনি এখনও আমার চোখের সম্মুখে ভাসছে রে!......আস্তে আস্তে মাথাটি নীচু করে বেরিয়ে গেল সদরদরজা দিয়ে। কান্নার সময় কানে কম শোনা যায় না ছাই। বাজে কথা। স্পষ্ট শুনলাম সাইকেল নেবার সময় দেওয়ালে ঘষটানি লেগে ঘণ্টাটা একটু বেজে উঠল টুং করে।...ও চলে যাবে কি। এ ঘর, বাড়ি, উঠন, সব জায়গায় যে গন্ধপাতা ছড়ানো। যে দিকে তাকাও গন্ধপাতা—ওই দেওয়ালের শিবঠাকুরের মুখোশ, ওই ইঁদারাতলায় কাবলেকলার ঝাড়—সব জায়গায়। একি গায়ের ময়লা যে, রগড়ে ফেলে দেবে,—চলে গেল আর হয়ে গেল। সে কি হয়। হয় না।...

নতুনদিদিমার দু'গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে টপটপ করে। তাকানো আর যায় না সে মুখের দিকে। তাঁর দুঃখ যে কত গভীর, সে কথা পিলে ছাড়া আর অন্য কেউ কি বুঝবে? এত ভাল করে, এত জুতসই কথা বলতে পারেন নতুনদিদিমা; তবে তিনি কেন তারাদাকে বলতে পারলেন না, "হ্যাঁরে তারা,

ছেলেটা আমার কাছে ছুটে ছুটে আসে ; আমার জানতে ও তো কোন দোষ করেনি ; আর দোষ যদি করেই থাকে, তাকে বুঝিয়ে বল। কেষ্ট যদি কোন দোষ করে, তাহ'লে কি তাকে বাড়ি ঢুকতে দেব না ? তা কি হয় ?"··· এর উপর কি তারাদা কোন কথা বলতে পারত ? তুলসীও তো চিরকাল একটুও না ভেবে কথার পৃষ্ঠে কথা বলতে পারে তার নিজস্ব ধরনে। সে কেন শোনামাত্র হেসে বাড়ি মাথায় করে ভুল ইংরাজিতে বলল না—"তারাদাটার টেম্পোরারি ইনসমনিয়া হয়েছে। ওর মাথায় মধ্যমনারায়ণ লাগাতে হবে দেখছি। ওটাকে আজকে থেকে জয়-মা-তারাদা বলে ডাকব। কেষ্ট যতদিন এ বাড়িতে ঢুকবে, আমিও ঢুকব। বারণ করুক তো দেখি জয়-মা-তারাদা !" ···কিন্তু বলতে পারল কই ? তাহলে কি আর এ ঘটতে পারত ? পিলে নিজেই তো ছোটবেলা থেকে কতদিন নতুনদিদিমাকে বলতে চেয়েছে—"বা রে বা ! কারও পিসিমা আছেন বলেই সে সেকেন হয়ে যাবে বুঝি ?" কিন্তু পেরেছে কি ? সব কথা বলা যায় না সঙ্কোচ-ভীরু 'টান-ভালবাসা'র ক্ষেত্রে। আলোকচোরা 'টান-ভালবাসা'র প্রান্তপথে যারা চলাফেরা করে তাদের ধারাই এই। এখানে যে কেউ, নিজের অধিকারের সীমা কতদূর, তা ঠিক্ জানে না। এরা পাবে কোথা থেকে 'প্রেম-ভালবাসা' কিংবা 'আপনাত্বি-ভালবাসা'র সে অসঙ্কোচ ? ন্যায্য অধিকার দাবী করবার সে দ্বিধাহীনতা ? এ ভেবে লাভ নেই। তাই পিলে বলল : "আর বলতে হবে না নতুনদিদিমা ; এখন থাক।"

"না রে পিলে না। তুই ছাড়া আর কি আমার বলার লোক আছে ? কার কাছেই বা বলি এসব কথা, কেই বা শুনছে ! আট মাস ধরে ভেবেই চলেছি, ভেবেই চলেছি ; কত কথা, কত কথা, কত কথা। এ ভাবা বোধ হয় কোনও দিন শেষ হবে না—যতকাল বাঁচবো।···পরের দিনই শুনলাম গন্ধপাতার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। শুনেই বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছে। যা গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে ! কি না কি করে বসেছে ! এমনিই একটা কিছু যে হবে তা আমি আগে থেকে জানতাম। ঠাকুরকে বলি—হে ভগবান, এ আবার তুমি আমার কি করলে। কেঁদে মরি। এদিকে দেখি পাড়াসুদ্ধ সবাই জেনে গিয়েছে যে, আমি গন্ধপাতাকে 'এদের বাড়ি' ঢুকতে বারণ করে দিয়েছি। কি করে যে মুহূর্তের

মধ্যে পাড়ার লোকে এ খবর জেনে গেল ভগবান জানেন। কথা হ'ল এদের বাড়ির উঠনে। আমিও বলতে যাইনি, তারাও বলতে যায়নি, সেও বলতে যায়নি। এসব কি লোক ডেকে বলবার কথা? খবর হাওয়ায় ওড়ে। বাড়ির ঝি-চাকরেরই কাজ হবে নিশ্চয়। হ'তাম আমি এ বাড়ির কর্ত্তা, তো দিতাম এইসব ঝি-চাকরদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। গাঙ্গুলীমশাই এলেন তারার কাছে জিজ্ঞাসা করতে যে, তাঁর ছেলে কিছু বলে গিয়েছে কিনা—নিশ্চয়ই বলে গিয়েছে তোর মায়ের কাছে—তুই ভাল করে জিজ্ঞাসা কর—না বলে যেতেই পারে না—তোর মাকে কত ভালবাসে।···কে বুঝোবে ভদ্দরলোককে যে ছেলে একটি কথাও বলে যায়নি। যতই উড়নচড়ে হ'ন ভদ্দরলোক, তাঁর তো ওই একই ছেলে! পেন্সন নিয়েছেন। কত সাধ, ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনবেন ঘরে। সে ছেলে এক কাপড়ে চলে গিয়েছে। নেবার মধ্যে শুধু নিয়েছে সাইকেলখানা। অবুঝ ভদ্রলোক ঠায় বসে বারান্দায়। মায়াও হয়, দুঃখও হয়, আবার বিরক্তিও আসে। ছেলে কিছু বলে গেলে কি আর আমি বলতাম না সে কথা? শেষকালে তারা একরকম জোর করে তাঁকে উঠিয়ে বিদায় করে দিল। ···তারপর কত সময় ভেবেছি যে, আমি যদি নিজে অমন কথা গন্ধপাতাকে না বলতাম, তাহ'লে বোধ হয় সে এখান ছেড়ে চলে যেত না। তারার ইচ্ছা হ'ত বলত, না ইচ্ছা হ'ত বলত না। তার বাড়ি, তার ঘর—যা ভাল বুঝত ক'রত। তারা বারণ করলে গন্ধপাতা আর এ বাড়িতে আসত না ঠিকই, কিন্তু হয়তো এখানেই থাকতো। গুটলি উঠতে বসতে বলে—মা, তুমি চিরকাল নিজের তেজেই মরলে।—কথাটা ঠিকই। রাগে, অভিমানেই আমি বলেছিলাম, অত বড় কথাটা গন্ধপাতাকে। তুই বলবি —কার উপর অভিমান?—কার উপর আবার। আমার এই বরাতের উপর। ···যেতে দে সেকথা। নবীন সেকরার মা সেই সময় আমাকে এসে কি বলেছিল জানিস? বলে কিনা—"হ্যাঁ তারার মা, শুনছি লোকের মুখে যে, তুমিই নাকি গাঙ্গুলীমশায়ের ছেলেকে পালিয়ে দিয়েছ?" শোন একবার কথা! কেউ আবার কাউকে পালিয়ে দেয় নাকি? এত তো পাশ দিয়ে ডাক্তার হলি 'পালিয়ে দেওয়া' কথাটা এর আগে শুনেছিস কখনও? বদ যত সব! ইচ্ছা

হ'ল দিই সেকরার মাকে বেশ করে দু'কথা শুনিয়ে; কিন্তু ঘেন্না করল। এসব নিয়ে অন্যের কাছে কথা বলতে ঘেন্না করে। বাজারে থাকে, তাই 'বাজারের লোকের' মতো কথা সেকরা বাড়ির! আরও কত লোক কত কথা বলে থাকবে সে সময় আড়ালে, তার কি ঠিক আছে। সে সময় এমন একটা লোক পাই না, যার কাছে কেঁদে দু'টো মনের কথা ব'লে বুকের বোঝা হাল্কা করি। বুঝলি, খুব মনে হ'ত তোর কথা তখন। আরও কত কথা, কত কথা। সব মনেও কি থাকে ছাই!......তুই এসে তার কথা কিছু শুনলি নাকি? কার কথা আবার, গন্ধপাতার। কিছু শুনিসনি এখনও? সত্যি? না, তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস।

...বাজারের মুরলী পানওয়ালা রটিয়েছে কথাটা। সে গিয়েছিল চক-সিকন্দরের মেলায় দোকান নিয়ে। ফি বছরই যায়! সেখানে সে নাকি দেখেছে গন্ধপাতাকে। যে সব মেয়ে নাচে গায়—নাট না কি বলে যেন—তাদের দলে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি জাত না কি জাত। ওদের কি কিছুর ঠিক আছে! বদ সব! আমাকে বলল মিস্ত্রী-বৌ। বিশ্বাস হয় না। সত্যি হলে বেঁচে আছে তবু ছেলেটা। এখন তো তুই এসে গিয়েছিস এখানে। কত লোকজনের সঙ্গে দেখা হবে; কত খবর শুনবি। আমার আর সে সবের স্পৃহাও নেই; কারও সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের দরকারও নেই। ইচ্ছেও করে না আর। গাঙ্গুলীমশাই ছেলে ফিরবে বলে বসে আছেন; নইলে উনি কবে দেশে চলে যেতেন। পেন্‌সেনের ঐ ক'টা টাকা দিয়ে কি আর এখানে বাড়িভাড়া দিয়ে থাকা পোষায়? দেখ কি ছিল বুড়োর বরাতে। কোথায় ছেলে রোজগার করবে, ছেলের বউ রেঁধে খাওয়াবে, নাতিপুতি কোলেকাঁধে করে বেড়াবেন তা নয়, মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকুও পাচ্ছেন না। সে ছেলের কথাও বলি—বুড়ো বাপের কথাটাও একবার ভাবল না। হাজার হোক বাপ তো। কি রকম যেন! আমি রোজ ঠাকুরের কাছে বলি—হে ভগবান, গন্ধপাতা যেন এখানে আবার ফিরে আসে। আমার সঙ্গে না হয় দেখা না-ই হ'ল—তার বাপের কাছেও তো থাকবে।...... আমার কথা কি সেখানে পৌঁছয়!...শোন্ পিলে, আর এক কথা বলি, কাউকে

বলিস না। আমার ধারণা কি জানিস। তারা পারলে পরে গন্ধপাতাকে এ বাড়ি থেকে বার করে দিত অনেকদিন আগেই। শুধু পারেনি ওর বাবা পি-ডবলু-ডি অফিসের বড়বাবু বলে। ঠিকেদাররা কি কখনও বড়বাবুকে চটাতে পারে। দেখেছি তো এ বাড়ির-মানুষকে—পারলে পরে গাঙ্গুলীমশাইকে মাথায় নিয়েই বুঝি নাচে। তিনি পেন্সন নিয়েছেন; আর এখন কিসের খাতির। কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজি। তাই এতদিনে সাহস পেল গন্ধপাতার বিরুদ্ধে যাবার। এরা কি মানুষ? চিনেছে শুধু পয়সা। রায়বাহাদুর কিছু বলেছে না হাতী। তুইও বিশ্বাস করিস? ওসব বানানো কথা। যাকগে, এসব আমার নিজের ভাবা কথা। সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন। বললাম, তুই বলেই।”…

এই হচ্ছে নতুনদিদিমার কাছ থেকে শোনা তুলসীর চলে যাবার খবর।

এর পর পিলে এখানকার অনেকের কাছ থেকে তুলসীর পালানোর এবং তার বর্তমান গতিবিধি সম্বন্ধে নানারকম মতামত শুনেছে। সবগুলি না মিললেও মোটামুটিভাবে নতুনদিদিমার দেওয়া খবর ভুল নয়। গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কেননা মুরলী পানওলা নিজে কথা বলেছে তুলসীর সঙ্গে সেখানে, পান খাইয়েছে।…এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা এর আগে এখানকার বাঙালী সমাজে কখনও ঘটেনি। এর পর নাকি আত্মসম্মান বজায় রেখে বাঙালীরা এদেশে থাকতে পারবে না। গাঙ্গুলীমশায়ের লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটার কাণ্ডে পাড়ার লোকের মাথা কাটা যায়! হিন্দুস্থানীদের কাছে মুখ দেখানো ভার।…

পিলে আরও লক্ষ্য করে যে, নতুনদিদিমার মন তারাদা এবং ‘এদের’ সংসারের উপর আবার আগেকার মত তেতো হয়ে উঠেছে। মধ্যে বছর দু-তিন যেন এই ভাবটা একটু চাপা ছিল। নিজের ব্যর্থ জীবনের গ্লানির কথা মনের নীচে থিতিয়ে পড়েছিল; সেগুলো আবার ঘেঁটে উঠেছে।

তুলসী চলে যাওয়ায় পিলের যতটা দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয়নি। দুঃখের চেয়ে কৌতূহল ছিল বেশি। এজন্য সে নিজের কাছে

লজ্জিত। পাড়ার অন্য দশজনের মত এমন চটকদার খবর নিংড়ে নিংড়ে রস উপভোগ করবার স্পৃহা অবশ্য তার থাকতেই পারে না—অত নীচ সে নয়। তবে তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু হিসাবে এর চেয়ে একটু বেশী অভিভূত হয়ে পড়া স্বাভাবিক ছিল বইকি। একবার ইচ্ছা হয়েছিল, পাওয়া সংবাদের সূত্র ধরে বন্ধুর খোঁজ করবার, দেখা করে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা সে যদি না করে, তবে করবে কে? কিন্তু হয়ে উঠেনি। বরঞ্চ তার একটু ভয় ভয়ই করে—এই বুঝি নতুন-দিদিমা অনুরোধ করেন গন্ধপাতার খোঁজে বেরুতে, বুড়ো গাঙ্গুলীমশাইকে সঙ্গে করে।···তার ব'লে এখন কত ভাবনা-চিন্তা মাথায়। রোজগার করে খেতে হবে, চাকরিবাকরির খোঁজখবর নিতে হবে। সবদিক ভেবে চিন্তে সে কাজ করে চিরকাল।

এর পরের বছর কয়েকে সাংসারিক জীবনের মাপকাঠিতে পিলের জীবনে অনেক কিছুই ঘটে গিয়েছে। তারাদার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে সে যখন এখানে প্র্যাকৃটিস করতে বসে, তখন নতুনদিদিমা ছেলের নিন্দা করে বলেছিলেন—"ও কি বিনা মতলবে টাকা ধার দিয়েছে না কি? বিনা পয়সায় বাড়ির ডাক্তার পাবে বলেই দিয়েছে। ওকে আমি জানি না! আমার টাকা নিয়ে আজও দিচ্ছে কালও দিচ্ছে! টাকা নেবার সময় আমার কি খোশামোদ! সে টাকা এখন চাইতে গেলে তম্বি কি! গো-বধের সময় খুড়োকর্তা—এস খুড়ো তোমার মাথা মুড়ি। এদের হচ্ছে তাই। দেখলাম তো! গন্ধপাতার বেলায়ও। যাক, তোর ভাল হলেই ভাল। তুই পড়েছিস তারার শুক্লপক্ষে; সেটা পড়েছিল ওর কেষ্টপক্ষে। এখন সেটা কি করছে, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই জানে। আমি বসে বসে ভাবি, বুঝলি। কত কথা, কত কথা।"...

স্ত্রীসুলভ সাংসারিক বুদ্ধিতে তিনি হয়তো পিলেকে টাকা দেবার উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝেছিলেন; কিন্তু তাহলেও সে তারাদার কাছে কৃতজ্ঞ। নইলে পিলেকে বোধ হয় ডিব্রুগড়ের চা-বাগানে জামাইবাবুর যোগাড় করা এক চাকরি নিতে হ'ত। সেখানে কাজ করলে নতুনদিদিমার কাছাকাছি থাকতে পেত কি করে? এর জন্য জামাইবাবু বোধ হয় একটু দুঃখিতও হয়েছিলেন। তারাদার টাকা তো সে আস্তে আস্তে শোধ করে দিচ্ছেই; কিন্তু জামাইবাবুর ঋণ কোনদিনই শোধ করবার নয়। তাই মাউইমার ঠিক করা তাঁদেরই এক নিকট-আত্মীয়াকে সে বিয়ে করতেও রাজী হয়। বেশ কেমন এদিকও রাখা হ'ল, ওদিকও রাখা হ'ল। নিজের স্বার্থ ও পরের মন দুইই এক সঙ্গে রাখতে পারবার নামই সামঞ্জস্যজ্ঞান। খানিক ছেড়ে খানিক পেয়ে, জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ চালাতে হয় এ সংসারে। তার আন্তরিক বাসনা ছিল বাঙলাদেশের গ্রামের মেয়ে বিয়ে করে। তাহলে সে হয়তো বাঙলাদেশের অন্তরের তবু একটু কাছাকাছি যেতে পারত; যে অভাববোধে সে নিজে ভুগেছে, তার ছেলেপিলেদের তাহলে সে অভাববোধে বোধ হয় ভুগতে হ'ত কম; একজনের সান্নিধ্যে সব সময় কাছ

থেকে পরশ পেত মুদীর পিদিমের-আলোয়-পড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের সুরের, হিজল গাছের রঙের, তাতারসির গন্ধের, গাঙের বাঁকের বালুচরের ভিজে বাতাসের, ঢেঁকির পাটের শব্দের। নতুনদিদিমার ভাষায়—আরও কত কি, কত কি!......চিরকাল ভেবে এসেছিল যে, এইগুলো পাওয়াই তার মনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বিয়ে করবার সময় করল আসামে। পিলের যে মাধুর্যের স্বাদ নেবার স্বপ্নসাধ তা পাবে কি করে এ মেয়ের মধ্যে? মনকে এই ব'লে প্রবোধ দিতে হয় যে, ভালই হ'ল এ একরকম; নইলে সত্যিকারের বাঙলাদেশের মেয়ে হলে তার কাছেও একটা হীনতাভাব থেকে যেত চিরকাল।...এই যেমন খানিক আগেই সে আসামের মেয়েকে বলে ফেলেছিল, "আজ যে বড় সকাল সকাল মসলা পিষতে বসে গিয়েছ!" ব'লেই মনে হ'ল নতুনদিদিমা বলেন 'বাটনা বাটা; 'মসলা পেষা' কথাটা বোধ হয় ঠিক বাঙলাদেশের কথা নয়। 'বাটনা বাটা'ই বলা উচিত ছিল। আসামের মেয়ের বেলাতেই এই পুতুপুতু ভাব; বাঙলাদেশের মেয়ে হ'লে তো অনেক কথা ভয়ে ভয়ে বলাই হ'ত না। শুনলে সে মেয়ে নিশ্চয়ই হেসে ফেলত। বাইরে থাকাজনিত হীনতা ভাবটা এখনও আছে পুরোমাত্রায়। তাই সে আজকাল 'দাই'কে ঝি বলে ডাকা আরম্ভ করেছে; গল্পের মধ্যে বাঙলাদেশের কোন জিনিস বা আচার-ব্যবহারের কথা এলে সে প্রয়োজনের চেয়েও জোরগলায় জানিয়ে দেয় যে, এসব তার ভালভাবেই জানা।...পাকা গাব কি টক! ময়নাডালের কীর্তন কি সুন্দর! বাউলগুলো কেমন যেন আধপাগলা গোছের। তাতারসির গন্ধটি ভারি মিষ্টি। ইটেকুমোর পুজোতে সেখানে মেয়েদের ভারি ফূর্তি! এইরকম সব কথা সে না ব'লে থাকতে পারে না। অথচ এগুলো হয় বইয়ে পড়া, না হয় নতুনদিদিমার মুখে শোনা। অকারণে সে বাড়িতে ঢেঁকিঘর করেছে! এত আকাঙ্ক্ষা! তবু পিলে বাঙলাদেশের কোথাও চাকরি নেওয়ার চেষ্টা করেনি। বহুকাল থেকে মনে মনে ঠিক করা ছিল—তবুও। নতুনদিদিমার গ্রামে গিয়ে যদি প্র্যাকটিস করতে বসত, তাহ'লে তো সে সেখানকার অণু-পরমাণুর মধ্যে ঢুকে যেতে পারত। কিন্তু তা সে করল কই? পিলে যেতে পারেনি।

তাঁর কাছাকাছি থাকাই পছন্দ করেছে। বাঙলার গ্রামের মধুরতার নির্যাস ধরা দিয়েছে মূর্ত হয়ে নতুনদিদিমার মধ্যে—পিলের মনোজগতে।

সাদা কথায় পিলে ডাক্তার আরম্ভ করেছে গুছিয়ে রোজগার আর ঘরসংসার করতে। গাঙ্গুলীমশাই বহুদিন ছেলের জন্ম অপেক্ষা করে করে এখানকার বসবাস উঠিয়ে দেশে চলে গিয়েছেন। যাবার সময় বাড়ির আসবাবপত্র বিক্রি করে গিয়েছিলেন। পিলে ডিস্‌পেন্‌সারির জন্ম তাঁর দুটো আলমারি কিনেছিল—পুরনো সেকেলে বইটই শুদ্ধ। তার মধ্যে ছিল সেই ছেঁড়া ছেঁড়া মহাভারতখানি, যা নিয়ে তুলসী রাগারাগি করেছিল নতুনদিদিমার সঙ্গে। তিনি খুশী হবেন জেনেই পিলে সেখানা নতুনদিদিমাকে দিয়ে দেয়।

পিলের পশার কিছু কিছু জমতে আরম্ভ হয়েছে। সে আর নতুনদিদিমা ছাড়া পাড়ার লোকে তুলসীর কথা প্রায় ভুলে এসেছে। এক শুধু বাপ মা'রা অবাধ্য ছেলেদের শাসন করবার সময় বলেন—"ঐ সেই গাঙ্গুলীমশায়ের লক্ষীছাড়া ছেলেটার মত হবে আর কি!"…এই রকম সময়ে তুলসীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গেল একেবারে হঠাৎ।

এক সন্ধ্যায় পিলে বসে বসে ডিস্‌পেন্‌সারী আগলাচ্ছে। একটি হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ এসে ঢুকল। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, চোখে কাজল, কপালে প্রকাণ্ড উল্কির টিপ। বেশভূষা ময়লা হলেও, পারিপাট্যের ব্যর্থ চেষ্টা আছে। দেখলেই বোঝা যায়, গেরস্ত বাড়ির নয়। ময়লা কাপড়চোপড় থেকে একটা তেলচিটে হিং হিং গন্ধ বার হচ্ছে।

"আদাব ডাক্তার সাহেব! পিলেবাবু ডাক্তার?"

সে পিলের হাতে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ দিল।……বোধ হয় ওষুধের নাম টাম হবে!…না তো! বাংলাতে লেখা! হাতের লেখা পড়া শক্ত। চিঠি! তুলসীর!…"ভীষণ দরকার। চট করে চলে আসবি পাওয়া-মাত্র। Don't anxious. ডাক্তারি করবার জন্ম ডাকছি না। তুলসী।

পুঃ এটাকে আরজেন্ট টেলিগ্রামের মত মনে করবি।"

চিঠির কোণায় ভুল বানানে 'আর্জেন্ট' শব্দটি বড় বড় করে লেখা।…নিজের বুকের দ্রুততর স্পন্দন পিলে স্পষ্ট বুঝতে পারছে।…

"তুলসী কোথায়?"

"খোকরধারা পুলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।"

"তোমার সঙ্গে বাবুর জানাশোনা হ'ল কোথায়?"

এইবার স্ত্রীলোকটি হেসে ফেলেছে। "বাবুজী যে এই গরীবের কুঁড়েতেই থাকে।"

পিলে এইরকমই একটা কিছু আন্দাজ করছিল। কত কথা জানতে ইচ্ছা করে এর কাছ থেকে।…আচ্ছা তুলসীর সঙ্গে তো দেখাই হবে!…নতুন-দিদিমাকে এখনই ছুটে গিয়ে খবর দিতে ইচ্ছা করছে!…

"আচ্ছা তুমি এগোও; আমি আসছি সাইকেলে।"—পিলে মেয়েলোকটিকে আগেই বিদায় করে দিতে চায়। এর সঙ্গে এক গরুর গাড়িতে গেলে পাড়ার লোকে কে আবার কি ভাববে, না ভাববে!

"আদাব ডাক্তার সাহেব। আবার দেখা হবে।"

মেয়েটি চলে গেলে পিলেও বাড়িতে খবর দিতে যায়, যে তার ফিরতে রাত হবে রুগী দেখে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় লোক দেখানোর জন্ম সাবধানী পিলে ডাক্তারী ব্যাগটি সঙ্গে নিতে ভোলে না।

খোকরধারা পুল মাইল চারেক দূরে। পথে প্রায় মাইলখানেক গিয়ে সেই মেয়েলোকটির সঙ্গে দেখা। সাপের ভয়ে হাততালি দিতে দিতে চলেছে। পিলে ভেবেছিল মেয়েটি গরুর গাড়িতেই এসেছে, গরুর গাড়িতেই যাবে।…তা তো নয়।…এই অন্ধকার রাত্রে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে অতদূর!…একে যতটা গরীব ভেবেছিল, তার চেয়েও বেশী গরীব! নইলে কি আর একখানা গরুর গাড়ি ভাড়া করতে পারে না!…মেয়েলোকটি হেঁটে হেঁটে যাবে, আর সে যাবে সাইকেলে—এ ভাল দেখায় না!…বিশেষ করে যখন দুজনেই যাচ্ছে একই জায়গায়।…জায়গাটা লোকালয়ের বাইরে; কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয় নেই।…

সে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে।

"অনেক দূর চলে এসেছ তো এরই মধ্যে।"

"কে? ডাক্তার সাহেব? আমি অন্ধকারে চিনতেই পারিনি। আপনি নামলেন কেন? আপনারা কখনও এতদূর হাঁটতে পারেন। আপনি সাইকেলেই চলে যান আপনার দোস্তের কাছে। আমি আসছি পিছনে।"

পরিচিত পুরনো জায়গা অনেকদিন পর হঠাৎ দেখবার সময়ের মত একটা আনন্দে মন ভরে ওঠে। 'আপনার দোস্ত' কথাটি ঠিক লাগল নতুনদিদিমার বলা 'তোর গোস্ত'-এর মত। ইদানীং অনেকদিন তাঁর মুখে এ ঠাট্টা শোনেনি।...

"না না। হাঁটা আমার খুব অভ্যাস আছে।"

"কিন্তু আমার জন্য আপনি হাঁটবেন। আমার লজ্জা লজ্জা করে।"

নিজের পরিচিত গোষ্ঠীর বাইরে পিলের কথাবার্তা চিরকাল একটু আড়ষ্ট গোছের। কিন্তু এই মেয়েমানুষটির কথা ও ব্যবহারের অদ্ভুত স্বাচ্ছন্দ্য, তাকে একটুও কুণ্ঠার অবকাশ দেয় না।

"তিন মাইল তো দূর এখান থেকে। বেশ গল্প করতে করতে চলে যাওয়া যাবে। যে রকম রাস্তা। এ রাস্তায় রাত্রে সাইকেলে যাওয়ার চেয়ে হেঁটে চলাতেই আরাম।"

"সবই নির্ভর করে অভ্যাসের উপর। আমার মা মরবার দিন পর্যন্ত কোনদিন গাঁয়ের বাইরে হেঁটে এক পা যায়নি। তবে সে যুগ আর এ যুগ। তাদের সময়ের কথাই ছিল আলাদা। তাকে তো আর আমার মত মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াতে হ'ত না।"

"কেন?"

"কেন আবার! তখন লোকের হাতে পয়সা ছিল, নাচগানের কদর ছিল, রইসদের দিল ছিল। আর গায়ের রঙও যে আমার চেয়ে অনেক ফরসা ছিল। আমার মত এতদিন বাঁচেওনি। আমাদের জাতের লোক বেশীর ভাগই বাঁচে না বুড়ো বয়স পর্যন্ত, তাই ভাগ্যি! নইলে আমাদের আসল রোজগার ক' বছর? ত্রিশ বছর বয়সের পর ক'জন মেয়ে নাচতে পারে? যে ক'দিন রোজগার করে সে ক'দিন ঘি মিছরি খুব খায়। তারপরই হাত পাততে হয় মালিকের কাছে! বিজুনিয়ার বৈদজী বলে যে, যেখান সেখান থেকে ওষুধ কিনে

খেয়ে তোদের রক্ত খারাপ হয়ে গিয়েছে ; তাই এত টপ্ করে মরিস তোরা।...খাবে না তো কি করবে? তুমি হলে জমিদারের বদ্যি। তোমার ওষুধ অত দাম দিয়ে গরীব মানুষে কিনতে পারে? গান বাজনা শুনিয়ে খুশী করব, ওষুধের দাম নিও না।—তবে না বুঝি তুমি দিলদার বৈদজী। সে সব শখ নেই! গোমড়ামুখো একেবারে! বিজুনিয়ার নাম জানেনা এমন লোকও এ জেলায় আছে নাকি? অত বড় রইস হরখ্চন্দ্ সিঙের দেউড়ি সেখানে। ওপারে বিজুনিয়া, এপারে সরসৌনি—আমাদের গাঁ। মাঝখান দিয়ে গিয়েছে হীরাধার নদী। নদী ছোট হ'লে কি হবে, চৈতবোশেখেও এক হাঁটু জল থাকে। আর সে নদীর মজা জানেন তো? জলের নীচের দামগুলোর তামার মত রং; আর শীতের শেষে হয়ে ওঠে আলতা গুলালের মত লাল। জলে হালকা ঢেউ লাগলেই সেগুলো দুলে দুলে ওঠে; বললে বিশ্বাস করবেন না—একেবারে ঠিক নাচের সময়ের ঘাঘরার পাডটির মত দেখতে লাগে। সে এক দেখবার জিনিস! কখনও ওদিক যান তো দেখে আসবেন। আমাদের গাঁ থেকে দুকোশ দূরে ঐ নদীর উপরেই কমলপুর—যেখানে থানা সবরেজিষ্ট্রি অপিস আছে। সেখানে কিন্তু দেখবেন নদীর দামগুলো কালো আর সেখানকার নদীর জল খেলেই গলগণ্ড। সরসৌনির প্রত্যেকে হীরাধারের জল খায়, কারও গলগণ্ড নেই।...এই দেখুন আমার গলা—সাইকেলের আলো ফেলুন! আছে গলগণ্ড?"

"না তো।"

"কোন নাট্টিনের (নাট স্ত্রীলোক) নেই। সরসৌনীর সবাই জাতে নাট। জাতবেরাদার। হরখ্চাঁদ সিঙের ঠাকুরদাদাই বসিয়েছিল নাটদের ও গাঁয়ে। ও খানদান গুণীর কদর জানে চিরকাল। সকলকে বিনা খাজনায় জমি দিয়েছিল পাঁচ পাঁচ বিঘা করে। জমি অবশ্য একেবারে বালি। মেহেদি গাছের ডাল পুঁতে পর্যন্ত জল দিতে হয় রোজ, এত বালি। আর জমি ভাল হলেও নাটরা কত না চাষ করত! কুড়ের হদ্দ! হরখ্চন্দ্বাবু লোক ছিল বড় ভাল। কড়ার কাছে কড়া, নরমের কাছে নরম। থরথর করে কাঁপত তার নামে চক্সিকন্দরের নবাবরা। যেমন চড়তে পারত ঘোড়ায় তেমনি

ছিল তার বন্দুকের নিশানা। ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তার উপর থেকেই বুনোহাঁস মারত। হেন বছর নেই, যে বছর সে বল্লম দিয়ে বুনোশুয়োর মারেনি। ও তল্লাটের সব লোকে জানে যে, হরখ্‌চন্দ সিং এক একটা দারোগার দাম ফেলে তিন ভুড়ভুড়ি করে। কেন জানেন তো? যখন ওর জোয়ান বয়স, তখন নাকি থানার দারোগা সাহেব ওকে বলে যে, সরকার বাহাদুর সব জেনে গিয়েছে; তোমার ডাকাতের দল আছে, তোমার বন্দুক পাওয়া গিয়েছে ডাকাতের কাছে; তাই অন্দরমহল খানাতল্লাস করতে হবে।...আর যাবে কোথায়! অত বড় বেআদবী সইবার পাত্র হরখ্‌চন্দ্‌ সিং নয়! হীরাধারের লাল দামগুলো গুটিতিনেক ভুড়ভুড়ি কেটে ঢেকে নিয়েছিল দারোগা সাহেবের লাসটাকে। তারপর কলেক্টর সাহেব কত চেষ্টা করল; দশ মাইলের মধ্যের একটি লোকের সাহস হয়নি ঐ বাঘের বাচ্চার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার।... বেইজ্জত বরদাস্ত করবার লোক নয় সে। এত কড়া! অথচ এত ভাল। নাচ গানের এত বড় সমঝদার এ মুল্লুকে আর আছে?...ভোজে কাজে বিয়ে পরবে আমরা তো সব বড়লোকের বাড়িতেই যাই।...মেলায় মেলায় নাট্টীনদের তাঁবু পড়ে।...দেখি তো!...ঘুঙুরের শব্দ শুনলেই ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ তাঁবুগুলোর উপর ভেঙে পড়ে, নাট্টীন নাচে, নাট বাজায়, নাটনাট্টীন দুজনে মিলে গান গায়। কত ছকরবাজি, ভমর, বলবাহি, যোগিরা, বিদেশিয়ার নাচ! গানের কলি শেষ হবার পর নাট্টীন যখন সকলের কাছে থালা হাতে করে ঘোরে, তখন দু'চার পয়সা রসিকতা করে ফেলে দেয় থালার উপর। এই তো সব গান বাজনার সমঝদার! এদের আবার কথা! চকইসমাইলের নবাবদের বড়মানুষী চাল হচ্ছে যে, অন্য সবাই মিলে যা দেবে, তারা তার চেয়েও বেশী দেবে। কিন্তু নাচগান কি তেমন বোঝে? কালাবালুয়ার মনোহর মিসর পত্তনীদারের নাম শুনেছেন তো? সে কি রকম নাচ গান বোঝে জানেন তো। এক ঢোক পেটে পড়লেই, সে মাইফেলের মধ্যে কাঁদতে আরম্ভ করে যে, নাট্টীন যতক্ষণ না তার এঁটো করা পানের খিলি তাঁকে খাইয়ে দেয় ততক্ষণ সে পান খাবে না।...দিয়ে তবে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।...... ওদের, সব কথা লোকের কাছে বলবারও না। গান বোঝে, না ছাই।.......

কিন্তু হরখ্‌চন্দ্‌ সিং ছিল অন্য রকমের লোক। নিংড়ে নিংড়ে রস নিতে পারত নাচগান থেকে। মাইফেলের মধ্যে হাঁটু দুমড়ে বীরাসন হয়ে বসে সে রস নিত নাচগানের।……একটু বেতালা পা ফেলুক তো নাট্টীন নাচের সময়। অমনি তবক মোড়া পানের রেকাবি আসবে নাট্টীনের সম্মুখে। থামো, তোমার পালা শেষ হয়েছে। তারপর আর এক মুজরার দলের ডাক পড়বে।……

"আর মন ছিল কি উঁচুদরের!……শীতের শেষে যখন পশ্চিমে ধুলোর ঝড় আরম্ভ হত, তখন নাট্টীনরা সব মেলা সেরে ফিরে আসত গাঁয়ে। হরখ্‌চন্দ্‌ সিং নিজে আসত সরসৌনিতে রাঘো সর্দারের বাড়ি, দেখাশোনা করতে। রাঘো সর্দারের নাম শোনেননি বোধহয়? তা' শুনবেন কি করে। সে হচ্ছে আমাদের গাঁয়ের মাথা—নাটদের সর্দার।………মাথা ভরা ঝাঁকড়া বাবরি চুল, বটের ঝুরির মত নেমেছে কাঁধের উপর, পাক খেয়ে খেয়ে। তাই না আমরা তাকে বলি বুড়োবট। এমনি কিছু বলে না সর্দার। কিন্তু করতে যাক তো দেখি কোন নাট জাতের বাইরে বিয়ে; জাতব্যবসা ছেড়ে খুলতে যাক তো শহরে পানের দোকান? কিংবা বেচুক তো গান গেয়ে গেয়ে ইস্টিশানে বই, আর চানাচুর গরম! চাবকে ফিরিয়ে আনবে গাঁয়ে।…কত বড় দায়িত্ব তার মাথায়? ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে বুড়োবট; তেতেপুড়ে তার কাছে যাও, মন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, আপদে বিপদে পড়ে যাও তার কাছে, সে সর্বক্ষণ তৈরী, নিজের আওতায় সমাজের যে কোন লোককে জায়গা দেবার জন্য। অমন সর্দার সাত জন্ম মাথা খুঁড়লেও হয় না। আর হরখ্‌চন্দ্‌ সিংএর মত মালিকও তপস্যা করলেও পাওয়া যায় না। ……এবছরেও যখন মালিক সর্দারের বাড়ি আসে, তখন আমাদের সকলকে ডেকে নিয়ে হাসিগল্প করেছিল। অন্য জমিদার প্রজার বাড়ি গেলে নজরানা নেয়; কিন্তু আমাদের মালিক দিত নাট্টীনদের বকশিশ। কি মিষ্টি রসিকতা করে হেসে কথা বলত।……এবারেও আমাকে বলেছিল…হোলির জলসার মধ্যে, নাচতে নাচতে, বিজুনিয়ার বৈদজীর দাড়ি ধরে যদি মুখে পানের খিলি ঢুকিয়ে দিতে পারিস, তবে দশ টাকা বকশিশ দেব। তুই পারবি না পাতরঙ্গী।"…

গল্পে পিলে রস পাচ্ছে, কিন্তু যা জানতে চায় সেদিকেও মাড়াচ্ছে না পাতরঙ্গী। সে জানতে চায় তুলসীর কথা ; তুলসীর সঙ্গে এর সম্বন্ধের কথা। অথচ একথা জিজ্ঞাসা করতে বাধে। একটা কিছু বলতে হয় তবু। তাই কিছু না ভেবেই প্রশ্ন করে—"তোমার নাম পাতরঙ্গী ?"

খিল খিল করে হেসে ওঠে পাতরঙ্গী (শব্দার্থ পাতলা, রোগা)। "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ডাক্তার-সাহেবের ? আমার এত সাধের শরীরটির উপর নজর দিচ্ছেন ? সত্যিই আমি ছোটবেলায় রোগা ছিলাম খুব। তাই মায়ে নাম রেখেছিল পাতরঙ্গী। আমার মেয়ের নাম সাতরঙ্গী। এবার বারো পূর্ণ হয়ে তেরয় পড়ল। দিদিমার রূপ পেয়েছে। রামধনুর মত সুন্দর ব'লে সর্দার তার নাম রেখেছিল সাতরঙ্গী। কি ভালই বাসে তাকে সর্দার। প্রথম দিন থেকেই সর্দার সাতরঙ্গী বলতে পাগল। যখন তখন ঠাট্টা করে বলে,—আমি যদি আমার নাতি হতাম, তাহলে নিশ্চয়ই সাতরঙ্গীকে বিয়ে করতাম। নিজেই সব রকম নাচ গান শিখিয়েছে সাতরঙ্গীকে ! শেখায় অবশ্য সব মেয়েকেই, কিন্তু ওর উপর বেশী নজর, সবচেয়ে সুন্দর কিনা। সর্দার বলে,—সাতরঙ্গীকে একেবারে খাঁটি পচ্ছিমা বাই তয়ের করাব ; তবে না সরসৌনির নাম সারা মুলুকের গন্ধর্বজাতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে ! এইজন্যই আপনার দোস্তকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে দিয়ে মেয়েটাকে হারমুনিয়া বাজানো শিখিয়েছে।"......

এতক্ষণে পাতরঙ্গী তুলসীর কথা বলেছে।

"তুলসী আজকাল সারেঙ্গী বাজায় না ?"

"সারেঙ্গী না বাজালে কখনও আমাদের চলে ! কিন্তু কিছুদিন থেকে তো আমাদের সবারই গানবাজনা মাথায় চড়েছে।"

"কেন ? কেন ?"

"সেই কথাই তো বলছি। সেই কথাই তো বলব। টাকা ! আর আমার কপাল ! আজকে আমি গরীব বটে, কিন্তু আমিও যে-সে বাড়ির মেয়ে নই। আমাদের পরিবারের মেয়েরাই বিজুনিয়া দেউড়ির বাঁধা নাচ্চীন, হোলির মাইফেলে, আর বিয়ের জলসায়। আমার দিদিমা ছিল, আমার মা ছিল,

আবার আমিও আছি।······হোলির আগে বিজুনিয়ার বিন্যুতের হাট সেরে আসছি। রাস্তায় তশীলদার সাহেবের সঙ্গে দেখা।···

"ওরে পাতরঙ্গী শোন। আমার বাটুয়ায় মাঘী পান আছে গয়ার। এক খিলি সেজে দে তো, তোদের সেই লক্ষৌ-পাত্তি জরদা দিয়ে। তোদের মত পান সাজতে বিজুনিয়ার গিন্নীরা কেউ পারে না—একথা আমি একশবার স্বীকার করব।"

আমি বললাম—"চল, তোমার গিন্নীর সম্মুখে একথা স্বীকার কর।" তখন হাসতে হাসতে তশীলদার সাহেব কাজের কথা পাড়ে। তাকে নান্নুবাবু পাঠিয়েছে আমার কাছে। নান্নু সিং হচ্ছে হরখচন্দ্‌বাবুর ছেলে। সবে মোচ উঠেছে। ইয়ার বন্ধু জুটতে আরম্ভ করেছে। কালাবালুয়ার মনোহর মিসিরের ছেলে হচ্ছে তার এক গেলাসের ইয়ার। সে চেয়ে পাঠিয়েছে—নান্নুবাবুর কাছে সাতরঙ্গীকে তাদের বাড়ির হোলির মুজরায়। যত টাকা লাগে দেবে। তাদের বাড়ির হোলির মাইফেলে খুব ঘটা—লক্ষৌ থেকে বাইজী আসে। তুই না করিস না পাতরঙ্গী। এতটুকু কাজ না করে দিলে বন্ধুর কাছে ছোট-মালিকের মাথা হেঁট হবে। এই নে বায়না একশ' টাকা। রাখ। পরে আরও দেবে। সেখানে নাট্টীনদের আসবার সময় আতরদান ওগলদান বকশিশ দেয়!...

"আমি বিজুনিয়া দেউড়ি থেকে পাব মোটে পঁচিশ টাকা, আর আমার মেয়ে পাবে কালাবালুয়ার মাইফেল থেকে দু'শ' চারশ' টাকা!······লোভে পড়ে রাজী হয়ে গেলাম।······তখন যদি 'না' বলে দিতে পারতাম তবে আর আজ এ হালত হ'ত না। তকদির! কপাল!"

এতক্ষণে পিলের কৌতূহল জেগে উঠেছে। বেশ কথা বলে পাতরঙ্গী। 'কপাল!' বলবার ধরনটা ঠিক নতুনদিদিমার মত!···

······"হোলির দিন ভোরে সূর্য মহারাজ সবে ফাগের খেলা আরম্ভ করেছেন হীরাধারের পাড়ের তালগাছের ডগাগুলোর সঙ্গে এমন সময় নান্নুবাবুর গাড়ি এসে হাজির, সাতরঙ্গীকে নিতে; কালাবালুয়া যে ছ'কোশ দূর।···সর্দার যাচ্ছিল মুখ ধুতে। গাড়ি দেখে এল আমার বাড়িতে।—ব্যাপার কি?···আপনার দোস্ত তখনও ঘুমুচ্ছে বাহিরের বারান্দায় খাটিয়ায়। "এই বাঙ্গালিয়া! ওঠ্—"! সর্দার আপনার দোস্তকে বাঙ্গালিয়া ব'লে আদরের ঠাট্টা করে!···

"সাতরঙ্গীকে কালাবালুয়া নিয়ে যাবার জন্ত গাড়ি এসেছে শুনেই সর্দার রেগে আগুন। আমার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে বার করে বাড়ি থেকে।...তোরা মানুষ না কি! ফিরিয়ে দে নান্নুবাবুর টাকা। মা হ'তে গিয়েছিলি! অতটুকু মেয়ে কখনও হোলির জলসার ধকল সইতে পারে? হাজারটা বেহেড মাতালের মাইফেলে? আর দুবছর পর তো যাবেই। দেউড়ির বাঁধা নাট্নি হয়ে থাকবে। এই নাও গাড়োয়ান সাহেব—দশখান নোট! ছোটমালিককে দিয়ে দিও। বলে দিও যে, রাঘো সর্দার সাতরঙ্গীকে পাঠাতে দিল না।

"আমি ভয়ে জুজু। সর্দার আর আজ আমায় আস্ত রাখবে না। টাকার লোভে তাকে না জানিয়েই ঐ একরত্তি মেয়েকে পাঠাচ্ছিলুম কালাবালুয়ায়—অন্যায় তো করেইছি! সাতরঙ্গী এসে আমায় বাঁচিয়ে দিল। সে এসেছে আবীর নিয়ে।—"মুখ ধুয়ে নাও সর্দারদাদু; হোলির প্রণাম করব।"

রাগতেও দেরী লাগে না, আবার রাগ পড়তেও দেরী লাগে না! রাঘো সর্দারের মুখে হাসি ফুটে ওঠে—"সাতরঙ্গী ডুগিতবলায় আবীর লাগিয়েছিস তো আগে?"

সে সব আর সাতরঙ্গীকে বলে দিতে হবে না!...নাছোড়বান্দা নাতনীর পাল্লায় পড়ে সর্দারকে চারটি জলপানও করতে হয় সেখানে। গাঁয়ে এখন আছে শুধু বুড়োবুড়ীরা; যাদের বয়স আছে তারা সবাই কালই চলে গিয়েছে নানা জায়গায় হোলির মুজরায়। সেই সব বুড়োবুড়ীরাও গুটি গুটি এসে জোটে সর্দারের সঙ্গে গল্প করতে আর আমার লাখ্নৌ-পাত্তি জরদার লোভে। আজ আর কারও রান্নারও তাগিদ নেই—দুচার গাল চিঁড়ে মুড়ি যাহোক কিছু খেয়ে নিলেই চলবে। কালকে তো মুজরা ফেরত নাটনাট্নিদের আনা ঘিয়োর, ঠিকরি, খাজা, লাড্ডুর ছড়াছড়ি পড়ে যাবে গ্রামে!...সকলের মনেই আতঙ্কের ছায়া। হোলির দিনের ফষ্টিনষ্টি-আবীর-ফাগ সব চলছে মনের উদ্বেগ চাপবার জন্ত। একটা কিছু যে এখনই ঘটবে তা সবাই জানে। বুড়োবুড়ীরা নিজেদের বয়স-কালের হোলির জলসার গল্প করছে ঠিকই; কিন্তু ভিতর থেকে জানে যে, বিজুনিয়া দেউড়ির বাবুরা একজন নাটের হাতে বেইজ্জতি বরদাস্ত করবার পাত্র নয়।......এই এল ব'লে। গাড়োয়ানটার দেউড়িতে

পৌঁছতে যতটুকু দেরী! সে এখানে গাড়ি রেখে গিয়েছে; জানে যে, সাতরঙ্গীকে নিশ্চয়ই যেতে হবে আজ কালাবালুয়ায়; যেমন ক'রে হ'ক; নইলে সরসৌনির সিংদের কথার খেলাপ হয়ে যাবে; বন্ধুর কাছে মিথ্যাবাদী হতে হবে; হরখ্‌চন্দ্‌ সিঙের খানদানকে একটা নাটের কাছে মাথা নোয়াতে হবে।...বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না! তখন প্রাত্যহিক পশ্চিমে ধুলোর ঝড় সবে আরম্ভ হয়েছে। ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। ঘোড়ার খুরের শব্দ। ফুটন্ত লোহার টগবগানি! আসছে হরখ্‌চন্দ সিং। সরসৌনি গাঁখানাকে জালিয়েই বুঝি আজ হোলি খেলবে! আমাদের মুণ্ডুগুলোকে নিয়েই বুঝি ভাঁটা খেলা হবে আজ! আমরা মেয়েমানুষরা ঢুকে গেলাম দরজার আড়ালে! কাঁপতে কাঁপতে দেখছি বেড়ার ফাঁক দিয়ে।...সাদা ঘোড়ার থেকে নামল লাফিয়ে, হরখ্‌চন্দ্‌ সিং! হাতে চামড়ার বিনুনীপাকানো চাবুক। সর্দার বাইরের বারান্দার উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। "আদাব হুজুর" ব'লে ঝুঁকে সেলাম করল মালিককে।......ঘোড়াটার মুখ দিয়ে গেঁজলা বার হচ্ছে!......কোনদিকে না তাকিয়ে গটগট করে এগিয়ে যায় মালিক রাঘো সর্দারের দিকে।...... "আবার আদাব হুজুর করা হচ্ছে। হারামজাদা! নেমকহারাম! খানদানের বেইজ্জত করে আবার আদাব হুজুর। এই নে আদাব-হুজুর।...এই নে।...... এই নে!......এই নে!"

হোলির দিনে লাল বিনুনীর ছাপ কেটে বসেছে সর্দারের বুকে পিঠে! সাঁই সাঁই করে শব্দ হচ্ছে চাবুকটার! মাথা নিচু করে সর্দার দাঁড়িয়ে আছে। সাজা নিচ্ছে।...মালিকের রাগ তো হওয়ারই কথা। বড়লোকের কথার দামই তো আসল! ইয়ার দোস্তরা খোঁটা দেবে পরে! মারবার পর রাগ পড়ে যাবে! আবার ওবেলায় দেউড়ির জলসায় হেসে সর্দারকে পানের খিলি দেবে!......

হাত ব্যথা হয়ে গেলে হরখ্‌চন্দ্‌ সিং থামে। বারান্দা থেকে নেমে সে আমাদের দরজার দিকে আসে।......"সাতরঙ্গী! শীগ্‌গির বেরিয়ে আয়, সাজ পোশাক নিয়ে। এই গাড়োয়ান, বলদ জোত গাড়িতে।"

"খবরদার!"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে বুড়োবট, চোখে আগুনের হল্‌কা নিয়ে। সমাজের

এতকালকার নিয়মগুলো হোলির ফাগ নয় যে, যার ইচ্ছা গুঁড়ো গুঁড়ো করে উড়িয়ে দেবে! বাপদাদারা তাকে সরসৌনির নাটদের ভালমন্দর অছি করে গিয়েছে। এক মুহূর্ত সময় লাগল তার মন স্থির করে নিতে। মাথার নাড়ানিতে বটের-ঝুরি বাবরি চুলের থোকাগুলো নড়ে চড়ে ছড়িয়ে বসল কাঁধের উপর। মালিকের ইজ্জত আর নাটসমাজের ইজ্জত, দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিয়েছে সে। আপনার দোস্তের খাটিয়ার মাথার বাতায় গোঁজা বল্লমখান সে হেঁচকা টান মেরে বার করে নেয়। আমরা ভাল করে ব্যাপারটা বুঝবার আগেই অব্যর্থ নিশানায় ছুটে এল বল্লমখান, রোদের ঝলক ডগায় নিয়ে। বাপরে ব'লে ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেল হরখ্‌চন্দ্‌ সিং।......ভয়ে আমরা সবাই চোখ বুজে ফেলেছি তখন।......সে কি রক্ত, কি রক্ত। অত যে বালি, তাও যেন শুষে শেষ করতে পারে না। হোলির দিনই বটে।"

"তোমাদের মালিক বেঁচে গিয়েছে তো?"

"বাঁচল আর কই? সেইতো গোলমাল!"

"মারা গেল?"

"সর্দারও ভাল, মালিকও ছিল ভাল। তবু কেন যে এমন হয়!"

"সর্দারের কি হল? পুলিসে ধরেছে?"

"সেই বিপদের জন্যইতো আপনার দোস্ত আপনাকে ডেকেছে।"...

তুলসীর কি এর মধ্যে? সে পাতরঙ্গীর বাড়িতে কি বাজনদার হিসাবে থাকে?...আরও কত প্রশ্ন পিলের মনে উঁকিঝুঁকি মারছে তখন। ভারি সুন্দর কথা বলে পাতরঙ্গী নাট্নী।...নাচগানের সঙ্গে কথা বেচাও যে এদের পেশা!...

থোকরধারা পুল এসে গিয়েছে।

"কে? ডাক্তার?"...তুলসী এসে পিলেকে জড়িয়ে ধরেছে। কতদিন পর দেখা।...পিলে বলে ডাকতে পারেনি, বলেছে ডাক্তার।

"আমি তো অবাক চিঠি পেয়ে। কি করছিস আজকাল?"...কথাটা বোধ হয় জিজ্ঞাসা করা উচিত হয়নি!

তুলসী হো হো করে হেসে বলে: "ঐ যা চিরকাল করি। ডাক্তার ইংরাজী

কি রে? ঐ দেখ, ভুলে গিয়েছি ইংরাজীটি।—গীত গাবত, ড্যারেণ্ডা ভাজত, তবলা বাজাওত বঁধুয়া—বুঝলি?"···সেই পুরনো তুলসী!

"সরসৌনিতেই তো আছিস?"

"তুই জানলি কি করে? ও পাতরঙ্গীর সব বলা হয়ে গিয়েছে? কথা বলতে পেলে একবার, আর ওকে দেখতে হচ্ছে না! হ্যাঁ সরসৌনিই Summer capital, আর শীতকালে মেলায় মেলায়। চলে যাচ্ছে একরকম জোড়াতাড়া দিয়ে।"

"দেখি তোর চেহারাটা কেমন হয়েছে!" পিলে সাইকেলের আলো ফেলে দেখে। বড় রোগা রোগা গোছের হয়ে গিয়েছে তুলসী! মাথায় বাবরি চুল। পোশাক হিন্দুস্থানী নাটদের মত।

"তোরটাও একবার দেখেনি। যাক! তোর গোঁফ দেখছি বেশ কড়া হয়েছে। কি সাইকেল রে? এ কিনতে গেলি কেন? —হচ্ছে best; ভাঙতে জানে না।···আমার সাইকেলের ফ্রেমখানা এতদিনে বেচে দিতে হল। টাকার দরকার পড়েছিল কেন, সেই কথা বলবার জন্যই তোকে ডাকা।···কিগো পাতরঙ্গী সব বলে ফেলেছ, না আমার জন্যও কিছু বাকি রেখেছ? ···আবার হাসি হচ্ছে! হাসি! সত্যিই রাঘো সর্দারকে ভগবানের চাইতেও fine লোক বলা চলে! এত বিশ্বাস করে আমাকে!···আজকাল তারই চেলা কিনা আমি।·· তার জন্যই সরসৌনিতে থাকা।···বেচারাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছে ···পুলিস খুব জ্বালাতন করছে গাঁয়ে। তাই সরসৌনির কেউ জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে সাহস পায় না।···আমাকেও পুলিস কম ভয় দেখাচ্ছে না সাক্ষী দেবার জন্য।···তবু আমি যেতাম তার সঙ্গে দেখা করতে জেলে। কিন্তু বুঝিসইতো তুই। ও শহরে আর আমি যাব না।···একবার জেলখানায় তার সঙ্গে দেখা করে উকিলটুকিল ঠিক করে দিতে পারবি না?···ওটাকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে। অত ভাল লোক আমি দেখিনি। সরসৌনির প্রত্যেকের চোখের জল পড়ছে ওর জন্য।···"

পিলের হাত চেপে ধরেছে তুলসী।

"তুই বলছিস। আর এটুকুও করব না আমি তোর জন্য ?"

"এইনে, ক'টা টাকা রাখ। মোকদ্দমার খরচের জন্য।"

"ঠিক আছে। টাকা দেবার দরকার নেই।"

"কি যে বলিস! আছেতো সব জিনিসেরই একটা···! আজকাল খুব পশার জমিয়েছিস বুঝি? good! তোকে যে সবাই বিশ্বাস করে! রুগীর বিশ্বাসেই ডাক্তারের পয়সা। তোর উপর বিশ্বাস করতে পারা যায় বলেইতো আজ তোর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম!···সিগারেট খাস? তবে মরাকাটা শিখলি কি করে?"

তুলসী সিগারেট ধরাল। দেশলায়ের আলোয় দেখা গেল যে, তার নাকটা আগের চেয়ে অনেক ছুঁচলো হয়ে উঠেছে রোগা হয়ে। তাই গাঙ্গুলিমশায়ের সঙ্গে তার মুখের মিল স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।···

"বুঝলি, তোর বাবা অনেকদিন অপেক্ষা করে দেশে চলে গেলেন।"

"যেতে দে ওসব কথা!" তুলসীর গলার স্বর গম্ভীর হয়ে উঠেছে।··· পাড়ার কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা সে বলতে চায় না পিলের সঙ্গে।···সে জানে যে এরপরই উঠবে নতুনদিদিমার কথা, আর তার চলে আসবার কথা।···

বুঝতে পেরে পিলে থেমে গেল। দুটো টান মেরে তুলসী সিগারেটটা দেয় পাতরঙ্গীর হাতে। কিন্তু গল্প আর জমল না।···পিলে যে নতুনদিদিমার কথা তুলবে না, এসম্বন্ধে তুলসী নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

ফিরবার আগে পিলে জিজ্ঞাসা করে, "আবার কবে দেখা হবে তোর সঙ্গে?"

"তার কি ঠিক আছে? অসুখে পড়ে মরমর হলে তখন ডাক্তার পিলেকে" 'কল' দিয়ে নিয়ে যাব। যাবিতো?"

পাতরঙ্গী বাধা দিল: "ডাক্তারসাহেব, যখনই দোস্তের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হবে, তখনই যাবেন আমাদের গাঁয়ে। এক শীতকাল ছাড়া!"

"থামো! হয়েছে। নারে ডাক্তার আসিস না; সরসৌনি তোদের যাবার মত গ্রাম না। এক যেতে পারিস রুগী মারতে। সেরকম অসুখে পড়লে তোকে 'কল' দেব, মাইরি বলছি। পাতরঙ্গী তোর সঙ্গে দেখা করতে যাবে তরশু। এর মধ্যে সব ঠিক করে রাখিস সর্দারের!"

আসবার সময় হঠাৎ সাইকেলের আলো পড়ায়, তুলসীর শতভালি মারা জুতোর দিকে নজর পড়ল। সেদিকে তাকাতেই সে বুঝে গিয়েছে পিলের মনের কথা। হেসে উড়িয়ে দেবার জন্য বলে: "সবই জোড়াতালি, তার আবার জুতো। যেই দেখবি খুব আরাম লাগছে, অমনি বুঝবি যে tear, tore, torn-এর আর দেরী নেই। আমার জুতোজোড়ায় আজকাল খুব আরাম লাগছে মাইরি।"...

হাসলে কি হবে, তার এখনকার হাসিতে প্রাণ নেই। জোনাকপোকার মিটমিটুনি পুলের নীচের অন্ধকার আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

সাইকেলে ফিরবার সময় পিলের কেবলই মনে পড়তে লাগল, যে বাংলা বলতে গিয়ে তুলসীর আটকে আটকে যাচ্ছিল। চার বছর বাংলা কথা না বললেই এই রকম হয়ে যায় নাকি? তবে একটি জিনিস সে লক্ষ্য করেছে; পিলের মতই তুলসীরও নতুনদিদিমার বাকভঙ্গী অজ্ঞাতে কথার মধ্যে এসে যায়। 'জীবনটাই জোড়াতালি', 'আছে তো সব জিনিসের একটা', 'হাসি হচ্ছে হাসি'!—এসব তাঁর কাছ থেকে পাওয়া কথা।...নতুনদিদিমার প্রভাব যে কত দিক দিয়ে পড়েছে, তাদের দুজনের জীবনের উপর! গ্রামোফোন রেকর্ডের উপরের দাগের মত, ছোটবেলার ভাললাগাগুলো মনের উপর দাগ কেটে যায়। চেষ্টা করে নতুন ভাললাগাগুলোকে সেইসব লাইনেই টেনে আনতে হয়।... নতুন জায়গার আড্ডাকে ভাল লাগাতে হলে টেনে আনতে হয় পুরানোকালের মনে দাগ-কাটা আড্ডার ছায়া। কাউকে ভাল লাগলেই খোঁজ করতে হয় মনের মধ্যে, যে তার কথাবার্তাও নতুনদিদিমার মত কিনা!...

সে এখান থেকে সোজা নতুনদিদিমার কাছে যাবে, যত রাত্রিই হ'ক না কেন।...কত কথা, কত কথা!...

পিলে সে রাত্রে তুলসীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা নতুনদিদিমাকে বলেনি। বাড়ির কাছাকাছি এসে মত বদলে গিয়েছিল। বলেছিল বহুদিন পর; থাকতে না পেরে। তারপর তাঁর প্রশ্ন আর থামে না।

"বিয়ে করেছে না কি রে সেই মেয়েটাকে ? জিজ্ঞাসা করিসনি ? কেন, তা জিজ্ঞাসা করতে আবার কি হয়েছে ? আমি তো তোদের ভাববার ধারাই বুঝতে পারি না ! বিয়ে করলেও করেছে, না করলেও করেছে। বদ মেয়েমানুষগুলো ! কি জাতের ওরা ? নাটরা হিন্দুও হয়, মুসলমানও হয় ? সে আবার কি ! দু' জাত হয় কি ক'রে ? আচ্ছা কেমন দেখলি গন্ধপাতাকে তাই বল্। হ্যাঁ হ্যাঁ, শরীরের কথা বলছি। তোকে দেখেই জড়িয়ে ধরল, না ? কি ভাল যে বাসত তোকে। তুই যখন প্রথম প্রথম ডিব্রুগড়ে গেলি না, সেই যে যখন তোকে রবিবারে রবিবারে চিঠি লিখবার কথা—তখন কতদিন হয়েছে, আমি হয়তো ভুলে গিয়েছি, কিংবা কাজের ভিড়ে রবি সোমবারে হয়তো চিঠি লিখে উঠতে পারিনি— অত ঘড়ি ধ'রে চিঠি লিখতে কি আমরা পারি—সেই সময় গন্ধপাতা বলেছে আমাকে, আজ মঙ্গলবার হ'ল তো কি হ'ল ; তুমি চিঠির কোণে রবিবার লিখে দাও ; না হ'লে পিলেটার মন খারাপ হবে। আমি বলি—মিথ্যা লিখব ? কিছুতেই ছাড়বে না। বলে—তা হোক, কত দূরদেশে পড়তে গিয়েছে একা। ...অত ভাল বোধ হয় ও আর কাউকে বাসত না। নিজের বাপের কথা ভাবল না, অথচ কে না কে এক সর্দারের জন্য মাথা কুটে মরছে। এদের ভাবও তো আমি বুঝে পাই না। না না, সর্দারকে কি আমি খারাপ লোক বলছি ? ভাল-মন্দ সব জাতের মধ্যেই আছে। সর্দার উঁচু-মনের লোক। নইলে মেয়েমানুষের দুঃখ-দরদ কি বেটাছেলেতে বোঝে ? নিজের মা-বাপেই ব'লে বোঝে না, তার আবার অন্য লোক। ঐ দেখ না—পেটে তো ধরেছিল। তবু পয়সার লোভে পাঠাচ্ছিল তো মেয়েকে ! আরে ওদের কথা বাদ দে ; ভদ্দরলোকের বাড়িতেই কন্যাদায় উদ্ধার হবার সময় একবার ভাবে না যে, নিজের মেয়েটাকে গলায় পাথর বেঁধে গঙ্গায় ডুবিয়ে দিচ্ছে কি না। মা-বাপ তো আমার মা-বাপই ! চোর-ডাকাতগুলোরও তো ছেলেপিলে হয়। কিন্তু তুই এত খোশামোদ করলি, তবু সে বুড়ো-সর্দার, উকিল—মোক্তার রাখল না কেন ? তাহলে বোধ হয় তাকে দশ বছর জেলে পচতে হ'ত না ! দোষ স্বীকার করলে কি জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়ে ? তবু কি ভাগ্যি যে, ফাঁসির সাজা দেয়নি ! দেখ দিকি কিসে থেকে কি কাণ্ড হয়ে গেল ? হ্যাঁ রে, ওই মেয়েমানুষগুলোর গায়ে খুব দুর্গন্ধ,

না রে? যা পিঁয়াজ-রশুন খায়! ঢুকতে দিস কেন ওগুলোকে ডিস্‌পেন্সারিতে? যত সব বদ! হয়েছে, হয়েছে! বাজে বকিস কেন? কে তোর বক্তিমে শুনতে চাইছে। আমি যে তাকে 'এদের বাড়ি'তে আসতে বারণ করেছিলাম, সে কথা কিছু বলল না কিরে গন্ধপান্তা? না না, তুই চাপিস না আমার কাছে। আমি কিছু মনে করব না। আর কারও কাছে না বলুক, তোর কাছে সে বলবেই বলবে। খুব দুঃখ করছিল, না রে? রেগে একেবারে মুখ হুম্-ম্ করে না? আচ্ছা না বললি না বললি! সাধে কি আর আমি বলি, তুই চিরকাল সেই একই রকম চাপা থেকে গেলি! আমি যখন তখন বসে বসে ভাবি, সে ছেলের একেবারে নিরুদ্দেশ হবার মানে কি? আমার কাছে না হয় না-ই আসতিস। কোন্ চালে যে চলে এরা! কি ভাবে, কি করে—ভগবান জানেন। এই তো তুই কেমন দিব্যি ঘর-সংসার করছিস; সেও তো করতে পারত? সবই এদের অন্য রকম! হ্যাঁ রে পিলে, সে মেয়েটার কথাবার্তা ছোটলোকদের মত, না রে? ছোটলোক—তার আবার হবে কি রকম! যত রাজ্যের বদ! গন্ধপান্তাও আর জায়গা পেল না! ওদের মধ্যে থাকতে গেল কেন? একথা বিশ্বাস না করতে পারলেই ছিল ভাল। এতদিন তবু কথাটাকে মিথ্যা ভেবে মনকে বুঝ দেবার একটা উপায় ছিল। তুই সে রাস্তাও বন্ধ করলি। ও ওখানে থাকে, এ আমার একটুও ভাল লাগে না। কিন্তু ভাল না লাগলেই বা করছি কি! হ্যাঁ রে, তোর 'গোস্‌তো' আমার কথা কিছু বলল না?"

এইটিই আসল প্রশ্ন। এতক্ষণকার বাকি সব প্রশ্নগুলো অবান্তর; ইচ্ছা হয় উত্তর দাও, না হয় দিও না। কিন্তু এ প্রশ্নটির জাত আলাদা। এই কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যই তিনি এত অন্য কথা বলছিলেন। পুরনোকালের 'গোস্ত' শব্দটি ব্যবহার ক'রে পিলের মন ভিজিয়ে নেবারও বোধ হয় চেষ্টা আছে এর মধ্যে। উদ্‌গ্রীব হয়ে তিনি প্রতীক্ষা করছেন দেখে পিলেকে মিছে কথা বলতেই হ'ল।

"হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কেমন আছেন?"

"তুই কি বললি?"

"বললাম, বেশ ভাল আছেন।"

কেন যেন নতুন-দিদিমা চটে উঠলেন—"ভালো তো আমার ভালই! কেমন ক'রে তুই একথা বললি, আমি ভেবে পাই না। কি ভালো তুই দেখলি? 'মাইজী' কথাটার মানে পর্যন্ত বদলে গেল এদের সংসারে আমি বেঁচে থাকতেই। ঝি-চাকরে মাইজী বলতে বোঝে বউমাকে। কেন? বউমাকে বহুমাইজীই তো আগে ব'লত। তোদের সংসার, তোরাই গিন্নী; আমি কি তোদের গিন্নীপনা কেড়ে নিতে যাচ্ছি না কি; তর সইছে না এদের। ঐ মাইজী নামটুকুই তো ছিল। হবিষ্যি ঘরে রাঁধবার জন্য যা হাত তুলে দাও, সেইটুকুকে রাঁধি। এইটুকুনই তো তোদের সংসারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। দিলে বেশ; না দিলেও আমি কোনদিন চাইতে যাব না তোমাদের কাছে। এসব হচ্ছে বুঝবার কথা। দেখে দেখে একেবারে নিজের উপর ঘেন্না ধরে গেল। সব নির্ভর করে বাড়ির কর্তার উপর। বাকি সকলে তো টিয়াপাখী—যেমন পড়াবে তেমনি পড়বে।

এই 'মাইজী' বলা আরম্ভ হ'ল কবে থেকে জানিস তো? আর কেউ খেয়াল করেনি, কিন্তু আমার মনে আছে। এ জিনিস তারার মাথায় ঢোকে, গুটলির একদিনের কথা থেকে। গুটলি অবশ্য ভাল ভেবেই বলেছিল; তাকে দোষ দিই না। আমসত্ত্ব দেবার জায়গার অভাব। রামশরণকে বললাম দে তো দেখি একটা কেরোসিনের টিন কেটে, নীচে-উপরটা বাদ দিয়ে। সবে কাটতে বসেছে, এমন সময় তারা এসে ঢুকল বাড়িতে। এসেই এই তেরিয়া। —টিন কাট্‌তা হ্যায় কাহে? মাইজী বলেছে? টিন বড় সস্তা? আমি তোকে বলেছিলাম না পশ্চিম বাগান থেকে বোম্বাই আমগুলো পেড়ে আনতে আজ সকালে? কানে গিয়েছিল? বদমাস কাঁহাকা? মাইজী বলেছে, ওসব কর অন্য বাড়িতে গিয়ে।

রামশরণ গজ গজ করে—এ বাড়িতে মাইজী একরকম বলে, বাবু আর এক রকম বলে, কার কথা রাখে সে। গুটলি আর বউমা রান্নাঘরের বারান্দায়। চিরকাল গুটলিটার তো মাথায় বুদ্ধি খেলে খুব। সে বলে যে ভাঁড়ার ঘরে আমের আঁতিল পচছে। তাই আমসত্ত্ব দেবার জন্য বউদি রামশরণকে টিন কেটে দিত বলল। মাইজী হচ্ছে গুটলির বউদি। অমনি জোঁকের গায়ে নুন

পড়ল। আর একটি কথা নয়। গুটি গুটি তারাধন বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। গুটলি হেসে গড়িয়ে পড়ে। এতে রামশরণের চাকরি না হয় বাঁচল, কিন্তু আমার মান থাকল কই? এইদিন থেকে তারার মাথায় ঢোকে বউমাকে মাইজী টাইটেল দেবার। কেননা পরের দিনই আমি লক্ষ্য করলাম, বাড়ি ঢুকেই বলল —এই রামশরণ, মাইজীকে চা করতে বল শীগ্‌গির।—আমি সম্মুখে বসে তখন। রামশরণ তো জানে যে, আমি চা করিনা; চা করে বউমা......'বাড়ির-মানুষ' চলে যাবার পর আমি দাসী-বাঁদিরও অধম হয়ে গিয়েছি এদের সংসারে, বুঝলি? ঘেন্নায় মরে যাই। বাড়ির চাকরটা পর্যন্ত গেরাহ্যির মধ্যে আনে না। আনবেই বা কেন? বাড়ির কর্তাকে যেমন ব্যবহার করতে দেখবে, তেমনিই তো শিখবে! ঝি-চাকরে দেখছে তো তারার ব্যবহারে, যে আমার হুকুম এ বাড়িতে অচল। বলো! এই রকম সংসারে কি থাকতে ইচ্ছা করে? ইচ্ছা হয় কাশীটাশী কোথাও গিয়ে থাকি। কিন্তু তাতেও যে টাকা লাগে! সে টাকা আমি কোথায় পাব? তারা দিলে তো! দিলেও তার কাছে আমি হাত পাততে যাব না। যে দিকে দুচোখ যায়, সেদিকে যদি চলে যেতে পারতাম। ইচ্ছে করে, কেষ্টকে টেনে বড় ক'রে দিই একদিনে। ভিখুয়ার মা আর তেলী-বউকে আমি যে টাকা ধার দিই সুদে, তা কি একদিনের মধ্যেই টেনে বাড়িয়ে অনেক ক'রে দেওয়া যায়? তা কি হয়? বুঝি তো সব! কিন্তু মন মানে কই। ......আরে কেষ্টর উপরও কি তারা খুশী নাকি? ছাই। দেখলি না সেদিন? ঐ যেদিন ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বার হ'ল? বলে কি আর পড়াব না। আমার সঙ্গে ঠিকেদারির কাজে ঢুকিয়ে দেবো।...তোমাদের সব কথা আমি সহ্য করতে পারি, সব অপমান মাথা পেতে নিতে পারি, কিন্তু কেষ্টর বেলায় আমি মুখ বুজে থাকব না। আমি সেদিন স্পষ্ট ব'লে দিলাম—তোমরা তো চিনেছ পয়সা। অমন পয়সা রোজগারে কেষ্টর দরকার নেই। ওকে আমি মুখ্যু থাকতে দেব না, তোমাদের গুষ্টির সকলের মত। ঠিকেদার দেখতে দেখতে আমার চোখ পচে গিয়েছে।"

"তারাদা তো শেষ পর্যন্ত বলল যে, পড়তেই যদি হয় তাহলে ওভারসিয়ারী পড়াবে। ওভারসিয়ারী পাস করা ঠিকেদারের রোজগার খুব।"

"পিলে তুইও যে দেখি আজকাল তারার দিকে টেনে কথা বলতে আরম্ভ করেছিস! ওভারসিয়ারী আবার একটা পড়া নাকি? যাক্, টাকা দেবে পড়বার, ওর দাদা। আমি বললেই বা কি হচ্ছে। কিন্তু ঠিকেদারী আমি কিছুতেই করতে দেব না কেষ্টকে। মরে গেলেও না।

এই তো আমার মনের ইচ্ছা। এখন দেখা যাক্, কপালে কি আছে! যে যা চায়, তা পায় না; যা পায় তা চায় না! আবার কেষ্ট বড় হয়ে কি মূর্তি ধরবেন কে জানে! ওর উপরও কি তারা খুশী নাকি? কেষ্টর যখন দু'বছর বয়স, তখন একদিন তারার ঘর নোংরা করে ফেলেছিল। তাই নিয়ে কি ফাটাফাটি। কই আজকাল যে নিজের ছেলে নিত্যি ঘর নোংরা করছে, কোন দিন তো কিছু বলতে শুনি না। ক্ষীরের চাঁচি, দুধের সর, তাতেই বুঝি আপন-পর। শুধু কি কেষ্ট? আমার কাছে যে ছেলেমেয়েরা আসে, তাদের কেউ ঢুকুক তো তারার ঘরে। অমনি মুখ একেবারে বিষ! তাদের ওঘরে যাওয়ার জন্য যেন আমিই দায়ী। বুঝি তো সব। ও দাঁত-মুখ খিঁচুনি যে আমারই উপর। কিন্তু বউমার কোন বন্ধুর ছেলেপিলে ও ঘরে ঢুকলে তার সাত-খুন মাপ। তা'রা যে আমার কাছে আসেনি। দেখে দেখে দেখে একেবারে চোখ পচে গেল। কত দেখলাম; বেঁচে থাকলে আরও কত দেখব। যে গুটলির আমার কোল ঘেঁষে না শুলে এখনও ঘুম আসে না—এই বয়সেও—সেটাসুদ্ধ যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। সেদিন আমি 'বাড়ির মানুষের' কথা কি যেন বলছিলাম,—মনে পড়ছে না। কি কথাটা—অমনি মেয়ে ফোঁস ক'রে উঠেছে; "না মা, তুমি অমন ক'রে বাবার নামে ব'ল না।"

আরে তোরই বাবা, আমার বুঝি কেউ না? লোকে ঠিকই বলে। এক গাছের বাকল কি আর এক গাছে জোড়া লাগে? একেবারে তুল্যের তুল্য ক'রে দিয়েছি এদের। কেউ বলুক তো একটুও ত্রুটির কথা। তবু কি এক হয়ে যেতে পেরেছে এরা মনের থেকে। হ্যাঁ, একটা কথা বলি—আমার নিজের ভাবা কথা অবিশ্যি। আমি গুটলি সবাই সেবার বাসুকিনাথের স্নানে গিয়েছিলাম না? সব সময় যেন তারাটারারা আমার চেয়ে একটু দূরে দূরে থেকে লোককে বুঝোতে চায়, আমি তাদের মা নই। আমার আর তারার মধ্যের বয়সের

তফাৎ খুব একটা বেশী নয় ব'লে তার বোধ হয় বাইরের লোকের কাছে মা ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা করে। আমার সন্দেহ হয় যে, এই ভাবটা গুটলি, বউমা সকলের মধ্যেই আছে। আমি পড়ে থাকলাম কোথায় পিছনে, আর ওরা অনেক আগে আগে চলেছে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে। আমার ভাবা ভুল হতে পারে—তবে আমার মনে হয়েছিল গাড়িতে আমার পরিচয় দেবার সময় নতুন লোকের কাছে একটু যেন কিন্তু কিন্তু ভাব ওদের।···কপাল! জোড়াতালি দিতে দিতেই জীবন গেল। কেবল জোড়াতালি! কেবল জোড়াতালি! তারার চিরকাল আক্রোশ আমার উপর। তাই সে চায় কেষ্টকে নিজের মুঠোর মধ্যে রাখতে। সেইজন্যই না ওটাকে ঠিকেদার করবার জন্য এত উঠে পড়ে লেগেছে।...আচ্ছা, ভগবান আছেন; সে দিন যদি তিনি দেন তো দেখিয়ে দেব!"

এসব কথা পিলের কাছে নতুন নয়। কতদিন শোনে এসব। কিন্তু দিন পেলে কি দেখাবেন নতুনদিদিমা? কি চান তিনি? তিনি নিশ্চয়ই সব ভেবে ঠিক করে রেখেছেন। নইলে কথার মধ্যে এত দৃঢ়তা আসবে কোথা থেকে? পিলে ঠিক আন্দাজ করতে পারে না। তবে সে ভালভাবেই জানে যে, এত কোমলতার মধ্যেও তাঁর এক জায়গায় দৃঢ়তা অসীম। জোর ক'রে কেউ তাঁর মাথা নোয়াতে পারবে না। এই দৃঢ়তাকেই তারাদা বলে 'জিদ', গুটলিদি বলে 'তেজ', ঠিকেদারবাবু ভাবতেন অভিমান। নিজের কপালের উপর অভিমান এর মধ্যে মেশানো আছে ঠিকই। বর্তমান তাঁর বিরুদ্ধে; তাই কি তিনি তাঁর মিষ্টি ছেলেবেলা খুঁজে পেতে চান, পাড়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে? না, তিনি ভাবছেন এখানকার বিসঙ্গতির হাত থেকে কোনরকমে ছিঁড়ে নিজেকে বার ক'রে নিয়ে যেতে পারলে অন্য কোন হারিয়ে-যাওয়া সুর খুঁজে পাবেন?··· কেবল জোড়াতালি! কেবল জোড়াতালি! কেউ বলে; কেউ বলে না। কেউ বোঝে, কেউ-বা হাতড়ে বেড়ায়,—বাড়িতে কি যেন একটা মনে-না-পড়া জিনিস ফেলে গেলাম—ভাববার সময়ের মত। কেউ হা-হুতাশ করে, কেউ-বা প্রতিবাদ করে। পিলের বাবার মত লোক চকোলেট চুরি ক'রে খান, পিলে মনোজগতে কল্পলোকের সৃষ্টি করে, পিসিমার মত লোকেরা একাদশীর রাত্রে

লুকিয়ে জল খান, নতুন-দিদিমা দিন পেলে দেখিয়ে দেবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন।
...অত সোজা নয় জোড়াতালির হাত থেকে পালানো। তুলসীও পারেনি।
...নতুনদিদিমা বলছেন তখনও।

"হ্যাঁরে পিলে, তুই হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেলি কেন? তোর 'আপনার-লোক' তারাদার সম্বন্ধে এত কথা বললাম বলে? না বললে কি আমি শুনি! ঠিক তাই। আচ্ছা, আর বলব না। ভাবতে গেলেই মাথা গরম হয়ে ওঠে, তাই এত কথা বলে ফেলি। আর তোর কাছে ব'লেই বলি। অন্যর কাছে কি বলতে যাই?...

শোন, আমার আর একটা মনের কথা। চুপি চুপি! গন্ধপাতার নাটনাট্টীনদের সঙ্গে থাকাটা আমার আরও খারাপ লাগে কেন জানিস্? সে ছিল পাড়ার লোকদের চক্ষুশূল। নাট্টীনদের সঙ্গে থাকবার খবরে তাদের জোর বাড়ে, আর আমার জোর কমে। তোর তারাদা একদিন যদি আমায় শুনিয়ে দেয় যে, দেখলে, ও লক্ষ্মীছাড়াটাকে আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দিতে বারণ করেছিলাম কেন—তখন আমার কিছু উত্তর দেবার মুখ রাখল না গন্ধপাতা। ছি ছি ছি! জবাব আমি দিতামও ঢের। তবে মনের দিক থেকে ও কথার জবাব দেবার আমি জোর পাব না আর।...

আমি কি বলতে চাইছি, তুই বুঝলি না বোধ হয়? তোর কাছে এর চেয়ে পরিষ্কার ক'রে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। সব কথা কি সকলের কাছে পরিষ্কার ক'রে বলা যায়? আছে তো সব জিনিসেরই একটা... !

সংসার চিরকাল তাঁর উপর অবিচার করেছে; কিন্তু সংসার কথাটি বড় অস্পষ্ট। চব্বিশ ঘণ্টা মনের আয়নায় ধরবার জন্য এর চেয়ে একটা স্পষ্টতর অবয়বের দরকার। যতদিন ঠিকাদারবাবু বেঁচে ছিলেন, ততদিন তিনিই ছিলেন এই প্রতিকূল সংসারের মূর্ত রূপ। তিনি চলে যাবার পর সংসারের অবিচারের সূচিমুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে তারাদা, নতুন-দিদিমার চোখে।

* * * * *

পাতরঙ্গীর সঙ্গে মাঝে আর একবার দেখা হয়েছিল। একবার মেলার মরসুমের পর এসেছিল ইন্‌জেকসন নিতে। পিলের আনন্দ যে, এর কাছ থেকে তুলসীর সব খবর পাওয়া যাবে, আর এর চিকিৎসা করলে তুলসী খুশীও হবে। পাতরঙ্গীর কাছেই শোনে যে, সর্দার পুলিসের সঙ্গে চলে যাবার সময় তুলসীকে বলে গিয়েছিল সরসৌনির নাটদের দেখাশোনা করতে—নইলে তারা সব গাঁ ছেড়ে পালাবে। আপনার দোস্ত আছে বলেই নাটরা টিকে আছে এখনও। নান্নু সিং বড় জুলুম আরম্ভ করেছে। খাজনা চায়; বর্ষায় খেয়া পার হতে গেলে পয়সা চায়। সরসৌনির নাটদের সময়টা পড়েছে খারাপ। হবারই কথা। জমিদার বিরুদ্ধে। ঘর ছাইবার ঘাস, বাঁশ কখনও পয়সা দিয়ে কিনতে হয়নি এর আগে।...সবই তাদের দুঃখের কাহিনী, তুলসীর কথা কম! যাক্, এখন অনেকদিন থাকতে হবে তাকে এখানে চিকিৎসার জন্য। তারই মধ্যে আস্তে আস্তে তুলসীর কথা বার ক'রে নিতে হবে পাতরঙ্গীর কাছ থেকে। এর আগে সর্দারের মোকদ্দমার সময় তুলসীর তখনকার জীবনের সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়েছিল, তারই ভিত্তিতে তাকে নিয়ে গল্প হ'ত প্রত্যহ নতুন-দিদিমার সঙ্গে। এতদিনে সঠিক খবর জানবার তবু একটা উপায় পাওয়া গেল। পিলে তখনই ছোটে নতুন-দিদিমাকে পাতরঙ্গী নাট্টীনের খবর দেবার জন্য। শুনেই তিনি চটে উঠলেন।

"ঢুকতে দিস্ কেন ওদের? যত সব বদ!"

"ডিস্‌পেন্সারীতে রুগী ঢুকবে না?"

"ওদের গায়ে খুব দুর্গন্ধ না রে? যা সব রশুন-পিঁয়াজ, অখাদ্য-কুখাদ্য খায়। ভাবলেও গা ঘিন্ ঘিন্ করে।"

এর আগেরবার পাতরঙ্গীর কথা শুনবার পরও ঠিক এই কথাই নতুন-দিদিমার মনে পড়েছিল—পিলের মনে আছে। এ ধারণা উনি কেন ক'রে নিয়েছেন?

বোধ হয় ওঁর ধারণা যে, অখাদ্য খেলে গায়ে খুব দুর্গন্ধ হয়। সত্যিই ইন্‌জেকসন দেবার সময় পাতরঙ্গীর কাপড়চোপড়ের কিংবা গায়ের হিঙ্ হিঙ্ গন্ধ সে পেয়েছে। এরকম গোছের ঘামপচা গন্ধ তো নতুনদিদিমার গায়েও হয়—যতই হবিষ্যি খান না কেন তিনি।

"এখানে এতদিন থাকবে কোথায় রে?"

"ডিস্‌পেন্সারীর বারান্দায় শোবে, আর ওই পাশের বটগাছতলায় রাঁধবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের ওতেই যথেষ্ট। যে না রান্নার ছিরি এদেশের! না আছে ফোড়ন, না আছে কিছু। এরা কি খেতে জানে? থোড়, মোচা, কাঁঠালের বীচি, কুমড়োর ডাঁটা এসব খেতে দেখলে অবাক হয়ে যায়। তোর কোন্ তরকারী সবচেয়ে ভাল লাগে রে? ডাল-ছড়ানো তরকারী? ছাখ্ কেমন হাত গুনে বললাম। আমার ইচ্ছা করে যে, এদেশের সবাইকে বাঙালী গেরস্তবাড়ির রান্না শিখিয়ে দিই। তোর ঐ রুগীটাকে আজকে বলে দিস্, কি ক'রে ডাল-ছড়ানো তরকারী রাঁধতে হয়। ও তো এখন থাকবে এখানে কিছুদিন। তোকে বরঞ্চ আমি রোজ, এক একটা তরকারী কি ক'রে রাঁধতে হয় মুখস্থ করিয়ে দেব।"

এতক্ষণে পিলে খুই পেল নতুন-দিদিমার অন্তরের। তিনিও বুঝলেন যে, পিলে ধরতে পেরেছে কেন পাতরঙ্গীকে গেরস্তবাড়ির রান্না শেখাতে তাঁর এত আগ্রহ। কিন্তু পরের দিন সকালবেলায় আর পাতরঙ্গীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সে ভেবেছিল একটা ইন্‌জেকসন নিলেই রোগ সেরে যায়। অতগুলো স্থচ ফোটাতে হবে শুনে রাতারাতি পালিয়েছিল ভয়ে। সেইদিন থেকেই পাতরঙ্গীর নাম দিয়েছিলেন নতুন-দিদিমা 'সরসৌনি-বিজুনিয়ার রুগী'। কতদিন যে এ গল্প হয়েছে! 'সরসৌনি-বিজুনিয়ার রুগী' কথাটি উচ্চারণ করবার সময় দু'জনের চোখে-মুখেই হাসির ঝলক খেলে যায়। হাসির খোরাক নিশ্চয়ই; কিন্তু যে ডাক্তারের রুগী পালিয়েছিল, হাসির সঙ্গে তার মনের মধ্যে জড়িয়ে আছে আর একটি করুণ সুর।...

যেদিন ডাল-ছড়ানো তরকারী রাঁধা শেখানর কথা হ'ল, সেই রাত্রে পিলে এক জায়গা থেকে রুগী দেখে ফিরছে ডিস্‌পেন্সারিতে। হঠাৎ নজরে পড়ল,— বাঙালী ভদ্রমহিলা না? ঘোমটা মাথায়!...অল্প আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না! চলন নতুন-দিদিমার মত লাগছে!...বাজারের এই রাস্তার উপর দিয়ে তখনকার দিনে বাঙালী-বাড়ির মেয়েছেলেদের হেঁটে যাওয়ার ঠিক চলন ছিল না, স্থানীয় বাঙালী সমাজে; হয় গাড়িতে, না হয় এই রাস্তাটি ছাড়া অন্য কোন

পথ দিয়ে যেতে হ'ত। সেইজন্যই বাঙালী ভদ্রমহিলাটি পিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তার ডিস্‌পেন্সারির একটু আগে তিনি দু'তিন মিনিট দাঁড়ালেন পথের উপর।···দূরে গাছতলায় পাতরঙ্গী রাঁধছে।···রান্নার আগুনের আলো পড়লে কি হবে, তবু তার মুখের ধাঁচ-ধরন স্পষ্ট বোঝা যায় না এত দূর থেকে!···তারপর তিনি পথ দিয়ে এগিয়ে চলে গেলেন। পিলে ডিস্‌পেন্সারি হয়ে বাড়ি ফিরল। ঠিকই নতুন-দিদিমা এসেছেন তাদের বাড়িতে।—"গোকুল-পিঠে করেছিলাম। ভাবলুম দিয়ে আসি গিয়ে, খানকয়েক পিলের বউকে।"...

তিনি পিলের বাড়িতে আসেন মধ্যে মধ্যে ঠিকই; কিন্তু ঐ রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসা, এই প্রথম, আর বোধ হয় এই শেষ। অপ্রস্তুত হয়ে যাবেন ভেবে একথা পিলে কোনদিন জিজ্ঞাসা করেনি তাঁকে।···

'সরসৌনি-বিজুনিয়ার রুগী' কথাটির আরম্ভই শুধু ঐ হাসি দিয়ে। হাসিটুকু উভয় পক্ষের স্বীকৃত ইঙ্গিত তুলসীর কথা পাড়বার। সেখানকার কল্পিত জীবনযাত্রা গল্পের বিষয়বস্তু'...এ একেবারে তাঁদের গল্পের প্রাত্যহিক রুটিন।···এরপরই নতুনদিদিমা কথাচ্ছলে আনেন কেষ্টর কথা।···আগে তিনি কেষ্টর কথা বলতেন না পারতপক্ষে; কিন্তু আজকাল তিনি বদলেছেন। আর কেষ্টর কথা উঠলেই সেই অনুষঙ্গে উঠতে বাধ্য তারাদার কথা— 'এদের-সংসারের' কথা। তারাদার বিরুদ্ধে বলা কথাগুলোর ঝাঁজ আগেকার থেকে বেড়েছে। খোলাখুলি ঝাঁজালো হককথা শোনাবার সাহস বাড়তে দেখে তারাদার বিরোধ আজকাল অন্য পথ নিয়েছে। সে আর আগেকার মত রূঢ়ভাবে চেঁচামেচি গালাগালি ক'রে সংসারের উপর নিজের প্রভুত্ব ফলায় না। বাড়িতে সে কর্তৃত্ব জাহির করে মায়ের সম্বন্ধে একটা নির্বাক উদাসীনতা দেখিয়ে। নতুন-দিদিমার ভাষায়—"আছ, বেশ; না থাকলেও ক্ষতি ছিল না! বড়ি দিচ্ছ, বড়ি দাও; নীলের উপোস করছ, করো! কিন্তু একটা মানুষ যে আছে এ বাড়িতে, তার অস্তিত্বটা পর্যন্ত স্বীকার করতে চায় না। আচ্ছা বলো! একটা কুকুর-বিড়াল থাকলেও তো চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে লোকে!···সব

জিনিসের একটা সীমা আছে বুঝেছিস! দেখে দেখে দেখে— আর পারি না! কখন যে কোন্ মতলবে চলে ও!···কপাল! নইলে একদিনের জন্যও কি ওরা আমার কাছে কেষ্টর থেকে অন্যরকম ব্যবহার পেয়েছে! ওদের জন্য কি আমি কিছু করিনি? কেষ্ট নামটা পর্যন্ত আমার রাখা নয়! আমার ইচ্ছা নয় যে ও নাম রাখি; কিন্তু গুটলি ঐ নামে ডাকে; সে আবার কি মনে করবে। সে যদি মনে করে যে নিজের মায়ের পেটের ভাই নয় ব'লে মা তাকে এই সামান্য অধিকারটুকুও দিল না! তটস্থ! আমার মত মায়ে কি যা মন চায় করতে পারে? কেউ যদি ভাবে যে মা নিজের অধিকার ফলাচ্ছে! পেটের ছেলেটাকে আপন ব'লে ভাবতে পর্যন্ত ভয় হয়, পাছে আবার কেউ আমার মনের কথা জেনে ফেলে ব'লে। কে কি ভাবল, কোন্ কাজটা কেমন দেখাল চব্বিশঘণ্টা যার এই ভয়, তার মধ্যের মানুষটা যে যায় পিষে।...আরে তোরা তো যেতে দাও, ব'লেই খালাস! যার ব্যথা সেই বোঝে। ওই যে সেই বলে না,—যারে নিয়ে ঘর করনি সে বড় ঘরণী--তোদের হয়েছে তাই!···ছোটবেলায় কেষ্ট, গুটলির কোলে-কাঁখেই থাকত। তোর পিসি-টিসি, পাড়ার আরও কত লোক আমাকে বলেছে যে, একাজ ঠিক হচ্ছে না—গুটলির একটু আলাদা-আলাদা থাকা ভাল। কারও কথায় আমি কান দিইনি। ধবল ছোঁয়াচে কিনা জানি না! কিন্তু ভেবেছি, যা হয়েছে গুটলির তা যদি ভগবান কেষ্টকেও দেন, তাই হবে! বিধিলিপি কে খণ্ডাবে বল! কেষ্টতো তবু ছেলে—একটা কিছু ক'রেই নেবে; কিন্তু গুটলি যে মেয়ে। সারাজীবন যে ওর সমুখে পড়ে!···ওর কথা ভাবতে গেলেই বুকের ভিতর হিম হয়ে আসে।···আমার এসব কি তারার একদিনও নজরে পড়েনি? চোখ বুজে থাকত না কি সে সময়? ও আমার দিকের সম্বন্ধটুকু মুছে ফেলে দিতে চায় বুঝলি?···কেষ্টর চোখ খারাপ হয়েছে, চশমা নিতে হবে শুনে সেবার তোর তারাদার প্রথম কথা কি জানিস্? বলে কি—আমার কিংবা বাবার তো কোনদিন চোখের দোষ হয়নি; কেষ্ট নিশ্চয়ই এ জিনিস পেয়েছে মামার বাড়ির দিক থেকে।···শোন একবার কথা! আবার আমার সাতগুষ্টিকে টেনে নিয়ে আসিস্ কেন?···তারার স্বভাবটাই ঐ রকম। চিরকাল। যার উপর ওর আক্রোশ, তার সব খারাপ! কোনদিন তার মধ্যে ভাল দেখতে পায় না কিছু!···

আমারই মত ওর বিষনজরে পড়েছিল সে ছেলেটা। গন্ধপাতার কথা বলছি। ও তোকে সেবার বলেছিল না যে দুনিয়াতে কেউ ওকে বিশ্বাস করেনি? এক ঐ সর্দার ছাড়া!···কত বড় কথা! কম দুঃখে সে একথা বলেছে! শুনলেই বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে! কি বলব! কথা তো মিছে নয়! এখানে কেউ ওকে বিশ্বাস করেনি! কত বড় অভিমান নিয়ে সে গিয়েছে, আমাদের সকলের উপর। ···তাই না ও আজকে বুড়ো সর্দারের কথা রাখছে।···ছি ছি ছি! নাট-নাটীন সামলানো কি তোর কাজ? তুই হলি বামুনের ছেলে!···পইতে-টইতে কবে বোধ হয় টান মেরে ফেলে দিয়েছে না রে? হ্যাঁরে, নাটরা বলেছিলি হিঁদুও হয়, মোছলমানও হয়—ওরা মুর্গি-টুর্গি নিশ্চয়ই পোষে বাড়িতে? নাটের গুরু নিত্যানন্দ! তুই বামুন হয়ে নাটদের জাতব্যবসা আগলাচ্ছিস! কপাল! কপালের লেখা ওর গান-বাজনা। সেই ছোটবেলা থেকে। মনে আছেরে পিলে সেই 'দিয়ে করতালি নাচ হরি বলি'—গেয়েছিল গন্ধপাতা রায়বাহাদুরের মেয়ে শুভঙ্করীর বিয়ের দিন···আজও স্পষ্ট চোখের সাম্‌নে ভাসছে। মা সরস্বতী তোকে দিলেন লেখাপড়া, ওকে দিলেন গানবাজনা···যাক্, তোর বেলাতো সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর কোঁদল নেই! বেশ রোজগার করছিস্, ঘরসংসার করছিস্, দিন দিন পশার বাড়ছে, কিন্তু গন্ধপাতাটা কি করল?···তোদের ভাল দেখলেই আমাদের আনন্দ।···হ্যাঁরে, তুই যে বলছিলি রায়বাহাদুরদের পুরনো গাড়িখানা কিনবি তার কি হ'ল?"

"ওঁদের নতুনগাড়ি এলে তবে আমাকে দেবেন পুরনো গাড়িটা।"

"তোর মোটরে আমাকে চড়াতে হবে কিন্তু।"

"কিনে আগে নিজে চালাতে শিখব; তারপর আপনাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে নিয়ে আসব একদিন।···এই রে! উঠি! আর এখানে থাকা নয়! এরা সব এসে গেল দেখছি।"

এরা মানে পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের দল। তুলসী চলে যাবার পর, তারাদার উপর রাগ ক'রে পাড়ার ছেলেমেয়েদের বছরখানেক বাড়িতে ঢুকতে দেননি তিনি। আবার কবে থেকে যেন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এদের আসা-যাওয়া; নতুনদিদিমাকে ঘিরে খেলাধুলো গল্প করা। ঠিক সেই পিলেদের

ছোটবেলাকার মত।···গত কয়েক বছরে পিলের মনেও একটু পরিবর্তন হয়তো এসেছে। আজকাল পিসিমা বা অন্য কারো কাছে নতুন-দিদিমার গল্প করতে আর বাধো-বাধো লাগে না! আগে পাড়ার কোন ভোজে-কাজে অন্যান্য পরিচিতাদের মধ্যে তাঁকে দেখলে সে ভাব দেখাতে চেষ্টা করত যে, তাঁদের থেকে নতুন-দিদিমার সঙ্গে তাঁর বেশী আলাপ নেই। এ ভাবটাও আজকাল কেটে গিয়েছে। অপরের ভালো লাগানোটাকে বাড়াবার প্রয়াস আর নেই। তৃপ্তি ও ব্যথার আনন্দ ও আশঙ্কার আলোড়ন বিক্ষোভ আর মনে জাগে না।···তবু নতুন-দিদিমার কাছে পৌঁছবামাত্র মন অনাবিল আনন্দে ভরে ওঠে। তাঁর কথা শোনবামাত্র ছেলেমানুষদের প্রাণপ্রাচুর্য, তুচ্ছ জিনিসে আনন্দবিহ্বল হবার ক্ষমতা, বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া আরও অনেক মনের ভাব ফিরে পায়। সব সময় এই ভেবে তৃপ্তি পাওয়া যায় যে, তার এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবার নির্বিঘ্ন স্থান আছে। বাংলাদেশকে কোনদিনই সম্পূর্ণ জানতে পারবে না, তাই নতুন-দিদিমার আকর্ষণও কোনদিন যাওয়ার নয়। রহস্যভরা, নতুন-দিদিমাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা তার আজও ফুরল না।··· এখনও এইসব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হৈ-চৈ করতে দেখে মনে হচ্ছে—তাঁকে চেষ্টা ক'রে বয়সের চেয়ে বড় দেখাতে হয়েছে চিরকাল ব'লেই কি তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছেলেবেলায় ফিরে যাওয়ার—এদের সঙ্গে মিশে?···সব চেয়ে আশ্চর্য যে আজও ছেলেপিলের দলকে নিয়ে নতুন-দিদিমাকে সেকালের মত মাতামাতি করতে দেখলে, অন্তরের গভীরে ঐ ছোটদের সঙ্গেও একটু রেষারেষি গোছের ভাব জেগে ওঠে।···ওরে অর্বাচীনের দল তোরা প্রত্যেকে গর্বে অস্থির যে নতুন-দিদিমা তোকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। কতটুকু তোরা জানিস্? কে 'ফার্স্ট', কে 'সেকেন' তার খবর রাখিস?···

নতুন-দিদিমা বললেন: "উঠলি কেন পিলে?"

"আরে, আমরা এখন পচে গিয়েছি!"

পিলের কথার সুর নতুন-দিদিমা ধরতে পারেন। "পচলি আবার কিসে? আয় তুইও ব'স না কেন এখানে! ওরে তোরা—তোদের পিলেদা যখন ছোট ছিল, তখন এখানে একদিন কি করেছিল জানিস? একদিন রেগে হুম্-মু,

এমনি মুখ ক'রে বসেছিল। আমি আদর ক'রে যত রাগ ভাঙাতে যাই, তত আরও চটে ওঠে। বলে, আমি হলাম পিঁপড়ে, আপনারা আমায় দেখবেন কি করে? আমি বুঝোই—তুই হলি প্রকাণ্ড হাতী, তোকে দেখতে পাইনি তা কি হয়? তবে পিলেবাবুর রাগ পড়ে।...কম জ্বালিয়েছে ও আমাকে!" ...ছেলেপিলেরা হেসে আকুল। "ধেৎ! পিলেদা যে বড়! নতুন-দিদিমা চালাকি ক'রে বলছে রে।"

ছেলেপিলেদের মধ্যে যারা বড়, তারা পিলেদা সম্মুখে থাকার জন্য হাসিখুশীর স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়েছে।...

পিলে বেরুবার সময় সেই কজনের মুখ-চোখের দিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখল—। সলজ্জ পুলক-নিবিড় চাউনি তাদের। এদের মনেও কি সেই আলোকচোরা রাগিণীর মূর্ছনা লেগেছে?—এ রসের অতি সূক্ষ্ম ধারাও ভুক্তভোগী পিলের নজর এড়ায় না।...

পিলে দরজার বাইরে গিয়েও থমকে দাঁড়াল নতুন-দিদিমার কথা শুনতে পেয়ে।—"ওরে তোরা সাঁঝ-সেঁজুতি-সাঁঝের-বাতি জানিস? আমি একবার সেঁজুতিবেরতো করবার সময়, করেছিলাম কি..."

কেষ্ট পাস ক'রে এসেই ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ওভারসিয়ারের চাকরি নিল। এই নিয়ে তারাদার সঙ্গে খুব গণ্ডগোল। দাদা চটে আগুন; কিন্তু কেষ্ট কণ্ট্রাক্টরের কাজ করবে না কিছুতেই; চাকরিই তার পছন্দ। কমলপুরে থাকতে হবে; এখান থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে। চাকরি-বাকরির সম্বন্ধে নতুন-দিদিমা ছেলেকে একটিও কথা বলেননি; তবু সে ঠিকেদারি করেনি। এইজন্য তাঁর আনন্দ রাখবার জায়গা নেই।..."ও কাজ ভদ্দরলোকে করে? যত সব বদ ছোটলোকদের নিয়ে কারবার! দেখেছি তো! কেষ্টটা মায়ের মন বোঝে। ওই চুপচাপ থাকলে কি হয়, বোঝে সব! চোখকান বুজে তো আর কেউ থাকে না। ঠিকেদারির কাজ না ক'রে, ও আমার মান রেখেছে। ও কি বোঝে না, কেন ওর মা নিজে হাতে তুলে ওকে খেতে দেয়নি কোনদিন। বড় ভাই

পড়িয়ে শুনিয়ে মানুষ ক'রে দিয়েছে সেই চের! এত নীচু মন তার যেন কখনও না হয়, যে জীবনে একটি পয়সাও সে আর এদের সংসার থেকে নেয়। আমি শুধু এইটুকুই চাই! তোমরা শুধু বলো, যে সে বেঁচে বর্তে থাকুক!...তোর তারাদা খুব পয়সা রোজগার করুক! ভগবান করুন তারা যেন তার বাপের রাখা সম্পত্তি চারগুণ বাড়িয়ে ধনে-পুত্রে সুখী হয়ে ভোগ করুক! ঠাকুর জানেন, এ কথা আমি অন্তর থেকে বলছি কিনা!...এখন কেষ্টটা কমলপুরে কি যে করছে, কি যে খাচ্ছে তাই ভাবি। মেসে হোস্টেলে ছিল কি ক'রে জানি না। এখনও যে ও ছেলে পাটির উলটো সোজা চেনে না!·· হ্যাঁরে, তোর আপনার-লোক-তারাদা কেষ্টর কমলপুর যাওয়া নিয়ে কিছু বলছিল না কি রে তোকে? নিশ্চয়ই বলেছে,—তুই হলি ওর বিশ্বাসের লোক আজকাল।... আচ্ছা বলিস না!...আর আমি তারার রাগকে ভয় করি না। সেদিন আমার চলে গিয়েছে। অনেক সহ্য করেছি! তিল তিল করে!···কেষ্টটাকে যাওয়ার সময় বলে তো দিয়েছি যে নদীর জল যেন না খায়। তোর সেই 'সরসৌনি-বিজুনিয়ার রুগী' বলেছিল না যে কমলপুরের জল খেলে গলগণ্ড হয়? মাইলচারেক দূরে হবে সরসৌনি থেকে কমলপুর, না রে?···থানা সাবরেজেষ্ট্রি অফিস যখন আছে তখন কমলপুরের হাট-বাজার ভালই হবে কি বলিস?···তবে সরসৌনি-বিজুনিয়ার রুগীর তো কথা! ও পদের মেয়েরা যদি বলে পুবে যাচ্ছি, তবে যায় পশ্চিমে! বদ সব!...তবু ভাল যে কমলপুর নামটা খারাপ না। নইলে কি যে সব নামের ছিরি এদেশে! ছাখতো! সরসৌনি-বিজুনিয়া! প্রকাণ্ড বড় মন্তরের মত নাম! এ নামের কোন মানে হয়? বড় নাম থাকবে না কেন, আমাদের দেশেও আছে। চড়াইকোল—পাঁচুখালি—সে নামের একটা তবু মানে বোঝা যায়! যেমন সব গাঁ, তেমনি তার নাম!···পিলে! তোর সেই সরসৌনি-বিজুনিয়ার রুগীর অনেকদিন কোন খোঁজ খবর নেই না রে?"···

সত্যিই পাতরঙ্গী সেই যে ইন্‌জেকশনের ভয়ে পালিয়েছিল, আর তার কোন খবর পাওয়া যায়নি।

পাওয়া গেল এ-কথার অনেক দিন পর। সরসৌনিতে ডেকে পাঠিয়েছে পাতরজী ডাক্তার সাহেবকে। সরসৌনির একটি ছেলেকে পাঠিয়েছে। পাতরজী নিজেই আসত, কিন্তু ডাক্তার সাহেবের দোস্তের অসুখ যে খুব বেশি। তাকে ফেলে আসে কেমন করে? বহু চিকিৎসা করানো হয়েছে। বিজুনিয়ার বৈদজীকে দিয়ে পর্যন্ত দেখানো হয়েছিল। তাঁর দেওয়া অত ধকওয়ালা ওষুধ—তাতে পর্যন্ত কোন কাজ হয়নি। তার চেয়েও জোরালো ওষুধ যেন ডাক্তার-সাহেব নিয়ে আসেন আসবার সময়। খবর পাওয়া মাত্র চলে আসতে বলেছে।···

তুলসীর অসুখ!

"কি অসুখ?"

ছেলেটা বলে "বায়ু উপড়ে গিয়েছে।"

যে কোন কঠিন রোগকে এদেশের লোকে বলে বায়ু উপড়ে যাবার রোগ।

"কতদিন থেকে জ্বর হচ্ছে বাবুর? তিন চার মাস?"

"হ্যাঁ।"

"সাত আট মাস?"

"হ্যাঁ, তা হবে বইকি! কবে থেকে দেখছি বৈদজী আনাগোনা করছে। শীতকালে মেলার সময়ও বাবুজী যেতে পারেনি।"

এ লোকের কাছে রুগীর সম্বন্ধে কোন খবর জিজ্ঞাসা করা বৃথা! অসুখ নিশ্চয়ই খুবই কঠিন! নইলে কি আর তাকে ডেকে পাঠিয়েছে? তুলসীকে হয়তো পাতরজী জানায়নি তাকে ডাকবার কথা। জানতে পারলে তুলসী কখনই রাজী হ'ত না—চেনা আছে তো তাকে!···সরসৌনিতে যাওয়ার আগে একবার নতুনদিদিমাকে একথা না ব'লে যেতে পিলের মন সরে না।···হয়তো তিনি একটু বেশী উতলা হয়ে পড়বেন। কিন্তু উপায় কি। তুলসীর অসুখের খবর কখনও তাঁকে না দিলে চলে?···

তারাদাদের বাড়ি, অষ্টপ্রহর হট্টগোলের বাড়ি। সেখানে একটু থমথমে ভাব দেখলেই বুঝতে হবে যে বাড়ির আবহাওয়া স্বাভাবিক নেই।···ঠিক যা ভেবেছে!···

গুটলিদি ঠাকুরঘরের বারান্দায় চুপ ক'রে বসে ; তারাদার বউ ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় ; তারাদা আর নতুনদিদিমা নিজের নিজের ঘরে।…সব চুপচাপ। পিলে যাওয়াতে কেউ কোন কথা বলল না। কেবল তারাদার বউ মাথার কাপড় একটু টেনে দিল মাত্র।…ব্যাপার তাহ'লে সাধারণের চেয়ে গুরুতর !… নতুনদিদিমা ঘরের মেঝেতে শুয়েছিলেন, পিলে ঢোকায় উঠে বসলেন।…মেঝে ভরা কাপড়-চোপড় ছিটানো ! বাক্স পেঁট্রার ডালা খোলা…তুলসীর অসুখের কথাটা পাড়তে হবে একটু গুছিয়ে ভেবে চিন্তে !…কিন্তু সে সুবিধা পাওয়া গেল না।

"কে ? পিলে ? ব'স !"

তারপরই আরম্ভ হয়ে গেল পুরনো কাহিনীর সবচেয়ে নতুন অধ্যায়।

…"তারার বউয়ের ঐ একটিইতো ছেলে। তারপর পর পর দুটো নষ্ট হয়ে গেল,—সেতো তুই জানিসই।…আমরা পোয়াতির ভাল ক'রে দেখাশোনা করতে পারি না, না কি ভাবল তারা, তা' সে-ই জানে ! এবার বউকে পাঠিয়েছিল বাপের বাড়িতে তার মায়ের কাছে।…আমাদের কারও কাছে জিজ্ঞাসাও করে না, বলেও না। বলবেই বা কেন ? মাও যা ঘটিও তাই !…তা' এবারকারটিও তো গেল !…তারার শাশুড়ী ব'লে দিয়েছেন মেয়েকে এবার একটা জগৎ-ঠাকরুণের কবচ ধারণ করতে—খুব না কি জাগ্রত !…জগৎঠাকরুণ আমার মাথায় থাকুন—তাঁকে প্রণাম করছি, তিনি যেন আমার দোষ না নেন ! কিন্তু সেই কবচের ব্যাপার দিয়ে তোর তারাদা' আজ আমায় কি বলল শুনেছিস ? সকাল বেলা দেখি আমার ঘরে ঢুকেছে !…একটু যেন ভক্তিতে গদগদ ভাব।… পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠেছে দেখছি আজ !…কি ব্যাপার ?…বলল—একটা কথা বলতে এসেছি ; শাশুড়ী খবর পাঠিয়েছেন ওর একটা কবচ ধারণের কথা।… আমি বলি—সে তো ভাল কথা ; তা তুই শাশুড়ী বলছিস কেন ? মা বল। আমাকে না হয় মা না বললি, তাঁকে তো বলতে পারিস ! আমার সমুখে লজ্জা করছে বুঝি বলতে ?…অন্ধের কিবা রাত্রি, কিবা দিন ! আর আমি তারার সঙ্গে পুতুপুতু ক'রে কথা বলি না, সেদিন আমার গিয়েছে।…তারা সে কথার জবাব না দিয়ে বলে—জগৎঠাকরুণের কবচ মায়ের গায়ের সোনা দিয়ে

তয়ের করাতে হয়।...শুনেই আহ্লাদে নেচে উঠল বুক আমার। প্রাণভরা মা ডাক না দিক, তবু তো তারা ঘুরিয়ে আমায় মা বলেছে, আমার সম্মুখে! মা ব'লেতো কোনদিন ডাকে না; ওই ঠেলামারা ঠেলামারা অন্য কথাটথা দিয়ে কোনরকমে কাজ সারত আগে। তারপর আজকাল তো কথাটথা সব ঘুচেই গিয়েছে।...বললাম—সেকথা তো কাল গুটলির মুখে শুনেছি। গুটলিকে দিয়ে তো কাল বলিয়েছিলি একটু সোনা দেবার জন্য। আমার গায়ের সোনা ছিলও তো ভারি! কত না তোর বাবা আমায় গহনাগাটি কিনে দিয়েছিল? যাও ছিল, তার থেকে ভেঙে ভেঙেইতো দেওয়াথোওয়া, সাধ আহ্লাদ, লোক-লৌকিকতা সব করতে হয়েছে এতকাল। আমার তো অন্য তালুক-মুলুক নেই। এইতো তোর ছেলেকেই তো ভাতের সময় চেনহার গড়িয়ে দিয়েছিলাম। তার তো আর এখনও হার গলায় দেবার বয়স নেই। সেইটা থেকেও খানিকটা সোনা তো নিতে পারতিস। কতটুকুই বা সোনা লাগে একটা কবচ করতে। কালকে তো আমি ব'লেই দিয়েছিলাম গুটলিকে যে আজ বার ক'রে দেব খুঁজে পেতে একটু সোনা, ঐ কবচের জন্য। গুটলি বলেনি? থাকবার মধ্যে আছে তো চুড়ি ক'গাছ। তারই একগাছা নে না হয়। দাঁড়া, আলমারিটা খুলি। তুই মুখ ফুটে চাইলি, আর তোকে দেব না? বউমার মঙ্গল হবে; ঠাকুরদেবতার ব্যাপার; এর জন্যও দেব না তো, কেন রেখেছিলাম সোনাটুকুকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে?

তারা গম্ভীর হয়ে বলে: না, ওতে হবে না।

—কেন হবে না শুনি? একটা কবচ করতে আবার কত সোনা লাগে যে একগাছা চুড়িতে হবে না?...তারা জবাব দিলে কি জানিস?—মা, তা নয়; সেখান থেকে বলে দিয়েছে যে, নিজের মায়ের গায়ের সোনা দিয়ে কবচ করতে হবে।

ছেঁকা লাগবার মত ছ্যাঁৎ ক'রে লাগল কথাটা বুকে।—ও আমার কপাল! নিজের-মা? আমি যে হ'লাম পরের-মা! আমার গায়ের সোনার দরকার নেই; দরকার ওর নিজের-মায়ের গায়ের সোনার! ঘেন্নায় মরে গেলাম—নিজের উপর। ছি! ছি! ছি! কি নিয়ে আছি এদের বাড়িতে! নিজের-

মা ! কি খারাপ কথাটা !···গুটলিকে বোধ হয় বলেছিল তারা পরিষ্কার ক'রে কথাটা আমায় বুঝিয়ে বলতে ; গুটলি পারেনি লজ্জায় ; তাই তারা নিজেই বলতে এসেছে !···বুক একেবারে ভেঙে গেল ।···বেশ ! পরের-মা তো আছিই । কিন্তু তাই ব'লে কি উঠতে বসতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে, যে এই হচ্ছে পরের-মা, এই হচ্ছে পরের-মা ? জগৎঠাকরুণ নিজের-মা, পরের-মা শেখান না কি ?···তারা আমাকে পরের-মা বলেছে । কথাটা তো মিথ্যে নয় !···কিন্তু মনের দুঃখে তারার কথার আসল মানে এতক্ষণ ধরতে পারেনি । হঠাৎ খেয়াল হ'ল ।···তাই তো ! তারা নিজের-মায়ের গায়ের সোনা আমার কাছে চাইল কেন ? ওর নিজের-মায়ের গয়নাতো আমি একদিনও ব্যবহার করিনি । সে সব তো 'বাড়ির-মানুষের' সিন্দুকে ছিল । তাই দিয়েই তারার বউকে দেওয়া হয়েছিল গহনা গড়িয়ে, বিয়ের সময় ।···কি করেছে কে জানে···তারাকে বললাম সে কথা । তারা বলে কি—হ্যাঁ সেগুলোর সঙ্গে আরও সাতরকম বাইরের সোনাটোনা মেলানো হয়েছিল কি না, তাই তোমার কাছে চাইছি –যদি কিছু থাকে আলাদা করা । চাও তো আমি তার দাম দিয়ে দেব ।···শোন একবার কথা ! আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল ।···এত বড় কথা ! কি, বলতে চাস কি ? তোর নিজের-মায়ের গহনা আমি চুরি করেছি ? দেখিস্ না আমার সর্বাঙ্গ গহনায় ভরা ? ভগবান শাঁখা রাখবার বরাতটুকু দিয়েও যদি পাঠাতেন পৃথিবীতে তবু না-হয় বলতিস ! আমাকে দাম দেখাতে এসেছিস তুই ? আমি করব গহনা চুরি ? বলছিস না ? আবার কি ক'রে ব'লে লোকে ? তোর নিজের-মায়ের গহনা আমি একদিনও ছুঁইনি—শুধু এইসব কথা ভেবে, বুঝলি ? পাছে যদি তুই কিছু মনে করিস কোনদিন । সেই অপবাদই তুই দিলি শেষ পর্যন্ত ! সে গহনা কিসের জন্য রাখব ? কেষ্টর বউকে দেবার জন্য ? তেমন ছেলে কেষ্ট নয়, বুঝেছিস ! সে এক পয়সাও তোদের সংসার থেকে নিতে আসবে না কোনদিন, এ জেনে রেখে দিস্ ! আর সে মন থাকলে, আমি অনেক কিছু করতে পারতাম, বুঝলি । আবার বলছিস্ আমি সামান্য কথাকে বড় করছি ? সামান্য কি ? তোর নিজের-মায়ের গহনা নেবার অপবাদটা হ'ল সামান্য কথা ? আবার চোখ রাঙাচ্ছিস কি ! তোর চোখ-রাঙানিকে ভয়

করবার দিন আমার চ'লে গিয়েছে! কি? ধ'রে মারবি না কি? তা'হলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়! এই নে ফেলে দিলাম আমার চাবি! প্রত্যেকটা বাক্স, পেঁটরা, আলমারি খুলে হাঁটকে দেখে নে—তোর নিজের-মায়ের কিছু আছে কিনা! দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ কেন? খোল্! ছাখ্! আচ্ছা তুই না খুলিস্ আমি খুলে দিচ্ছি!—এই ছাখ্!—এই ছাখ্!—এই নে! নিজের কি পরের-মায়ের জিনিস দেখে নে···ঘেন্না ধ'রে গেল নিজের উপর! আছি শুধু গিলতে! আগে তারার বাবার খেতাম, এখন খাই তারার! কি লজ্জার কথা! আমি নিয়েছি তোর নিজের-মায়ের গায়ের সোনা! যে ক'টা দিন ভগবান গায়ে সোনা রাখবার কপাল দিয়েছিলেন, সে ক'দিনই কত সোনাদানা গায়ে দিতাম, দেখিস্ নি? জ্বলে পুড়ে মলাম, সেই এ বাড়িতে ঢুকবার দিন থেকে! কেন যে ঠাকুরদেবতারা এ নিয়ম ক'রে গিয়েছিলেন!······"

এরকম ঝগড়াঝাঁটি পিলে এ বাড়িতে আগেও বহুদিন দেখেছে। এত কথা তার এখন ভাল লাগছে না। যে খবরটি দেবার জন্য সে এসেছে, নতুনদিদিমার কথার স্রোতে বাধা দিয়ে, সে কথাটি বলতেই হ'ল। তিনি চমকে উঠলেন।

—"তাই বলো! আমি ভাবছি পিলে হঠাৎ অসময়ে কেন? একটা কি যেন হবে, কি যেন হবে ভেবে কাল থেকেই আমার মনটা চঞ্চল হ'য়েছে! হ্যাঁরে অসুখ কি বেশি?"

"যা খবর পেয়েছি তা' তো বললাম।"

"কিছু খারাপ টারাপ নয়তো?"

"না দেখে কি ক'রে বলি!"

"তুই চেপে যাচ্ছিস্ আমার কাছে?"—তিনি পিলের হাত চেপে ধরেছেন।

"চেপেই যদি যাব, তবে খবর দিতে এলাম কেন? না এলেও তো পারতাম।"

"অতশত তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারব না। ডাক্তারের মন কি বলছে!—ভাল না খারাপ?—আছে তো সব জিনিসেরই একটা······!"

"ওদের কথা থেকে কি রোগের কিছু বোঝা যায়?"

"তা' হ'লে?"

কে জবাব দেবে এ কথার! জবাব নতুনদিদিমা চানও নি। উদ্বেগবিহ্বল মন নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করছে; দিশেহারা হ'য়ে পথ খুঁজছে।...দু'জনেই নির্বাক—অনেকক্ষণ ধ'রে।......

"আচ্ছা আমি আগে দেখে তো আসি সরসৌনি থেকে।" আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ দু'জনেই।......তারপর নতুনদিদিমা বললেন:

"তুই নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছিস তো? আমাকেও ঐ সঙ্গে পৌঁছে দে না কেন কমলপুরে?"

"যেতে হ'লে তারাদাকে একবার বলতে তো হয় আপনার?"

"কিছু দরকার নেই! তোর ইচ্ছা হয়, বল গিয়ে! আমি আর কোনদিন কারও হুকুম নিয়ে চলব না এদের সংসারে!"......

নতুনদিদিমা মনস্থির ক'রে ফেলেছেন।...জীবনে ন্যায্য স্বীকৃতি পান নি তিনি। অবিচারের সঙ্গে আপসে মিটমাট ক'রে নেবার চেষ্টা করেছেন সারা জীবন। কিন্তু আর গোঁজামিল চলে না। এতদিনে প্রতিবাদের চরম মুহূর্ত এসেছে!......এখানকার দুঃসহ আবহাওয়া থেকে তিনি মুক্তি চাইছেন।...... কার কি মনে হবে, না হবে সে জানে না; তবে পিলের নিজের ভাল লাগবে না—খালি খালি লাগবে। তাঁর কাছাকাছি থাকবার জন্যই সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা, বাংলা দেশের গ্রামে গিয়ে ডাক্তারি করবার বাসনা ছেড়েছিল।...কিন্তু তিনি তো পিলের কথা একটুও ভাবলেন না এখন।......

নতুন-দিদিমা বোধ হয় পিলের মনের ভাব বুঝলেন।—"এ সবের পরও কি তুই আমাকে এখানে থাকতে বলিস? ভাবছিস কেন? যখন ইচ্ছা হবে আমার কাছে চলে যাবি। দেখা ক'রে আসবি। তোরা তো আর মেয়েমানুষ না। বেটাছেলের আবার ভাবনা যাওয়া-আসা নিয়ে! নিজের গাড়ি। হুট ক'রে চলে যাবি, যখন মন চায়।...চোখ ছলছল করবে কেন—বেটাছেলে তুই!"

পিলে বলতেই তারাদা রুখে জবাব দিল—"কেউ যদি কমলপুর যেতে চায় তো আমি কি তাকে আটকে রেখে দেব?"

হ'ক রাগের কথা। তারাদাকে না ব'লে নিয়ে যাওয়ার কুণ্ঠা পিলের কেটে গেল।

বাড়িশুদ্ধ কেউই তৈরি ছিল না এর জন্য। সকলেরই যেন আর একটু ভাববার সময় পেলে সুবিধা হ'ত। স্নানাহ্নিক পর্যন্ত নতুনদিদিমার তখনও হয়নি যে গুটলিদি তাঁকে কিছু খাইয়ে দেবে বেরুবার আগে।

নতুনদিদিমা কাঁদছেন; গুটলিদি কাঁদছে; তারাদার বউ কাঁদছে। চাকর, ঠাকুর, দাই, নির্বাক বিস্ময়ে দেখছে এইসব, রান্নাঘরের বারান্দা থেকে।······ এত বড় কাণ্ড বাড়িতে। মা স্বেচ্ছায় তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কেষ্টর কাছে—সঙ্কোচকাতরতায় গুটলিদি, তারাদার বউ কেউ বারণ করতে পারে না। গুটলি এঁকে নিজের-মা ব'লেই জানে; তারাদার বউ এঁর কাছ থেকে নিজের শাশুড়ীর মতই ব্যবহার পেয়েছে; তবু তাদের নতুনদিদিমাকে কিছু বলতে বাধে। বাইরের ছেলেমেয়েদের যেটুকু অধিকার আছে, অন্য মায়ের ছেলে-মেয়েদের সেটুকুও বুঝি নেই!—উনি যে কেষ্টর দাবিকেই উঁচুতে মনে করেছেন—তাই গুটলিদির পর্যন্ত কুণ্ঠা এসে যাচ্ছে।······নতুনদিদিমা কি তাদের দিক থেকে জিনিসটাকে কখনও ভেবে দেখেছেন?······পিলে এখনও তাঁর 'সাইড'এ। তবু একথা না ভেবে পারে না।······

নতুনদিদিমা ডাকলেন: "রামশরণ, কোদালখানা নিয়ে আয়তো! ইঁদারার ধারের কাব্‌লে কলার ঝাড়টা কেটে ও জায়গাটা পরিষ্কার ক'রে দে! শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিস, নইলে ও গাছ আবার হবে।"

······নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক, গন্ধপাতার চিহ্ন 'এদের-বাড়ি' থেকে!···

এত মনের জোর তিনি হঠাৎ পেলেন কি ক'রে?···

দুখান থান ধুতি, দুখান মটকার কাপড়, পিলের দেওয়া কবিকঙ্কণ চণ্ডী, তুলসীর মায়ের মহাভারতখানি, তিনি গামছায় বেঁধে নিলেন।······পিলে দেওয়ালের ঐ শিবের মুখোশটা পেড়ে দিস তো! গুটলি এক ঘটি গঙ্গাজল দিবি গাড়িতে, মনে করে!······কি হবে বেশী জিনিসপত্র নিয়ে!···

বোঝা গেল, তিনি 'এদের-সংসারের' আর একটিও জিনিস নিতে চান না। তারাদার বউ কিছু ফলমুল এনে দিল গুটলিদির হাতে গাড়িতে দিয়ে দেবার জন্য—কি জানি ঠাকুরপোর ওখানে একেবারে খবর না দিয়ে যাওয়া।······

যত মনের জোরই থাক, নতুনদিদিমার চোখের জল বাধা মানছে না। 'এদের-সংসার' হলে কি হয়; এরওতো অজস্র মিষ্টি বাঁধন আছে! সবটুকুই কেবল কর্তব্য আর শোভন-অশোভনের বাঁধন নয়। কোন সুখের স্মৃতিই কি তাঁর জড়ান নেই এখানকার সঙ্গে?......কেষ্ট হয়েছে এই বাড়িতেই।......এই তুলসীতলাতেই 'বাড়ির মানুষকে' নামানো হয়েছিল......এই কামিনী গাছ নিজে হাতে লাগানো।......ঠাকুরঘরে ঠাকুর থাকলেন। আরও কত কি, কত কি!......এসব ছেড়ে যাওয়া কি সোজা কথা!......এই উঠনটুকুর মধ্যেই তাঁর এত বড় জীবনটা কেটেছে।......

শেষ মুহূর্তে বোধ হয় তাঁর মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠেছে। ঠাকুরঘরের প্রণাম সেরে তিনি এলেন বউমার কাছে। তারাদার বউ প্রণাম করল। সে আজকের কাণ্ডের জন্য নিজেকে দোষী মনে করছে; তার বাপের বাড়ির বলা কবচের জন্যই তো এত গণ্ডগোল।......"কেঁদো না বউমা! দরকার পড়লেই আবার আমি আসবো।"...গুটলিকে নিয়েই তাঁর যত ভাবনা!—একদিনও সে মাকে ছেড়ে থাকেনি।......এই উঠনে প্রথম দিন ঢুকে সেই এতটুকুনি গুটলিকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন!......"গুটলি, তোকে নিয়েই আমার যত ভাবনা। তোকে কি আমি কখনও ফেলে যাই। এখানে ঠাকুর থাকলেন—একজন কারও না থাকলে কি চলে? সেখানে গিয়ে, ঠাকুর থাকবার মত একটা ঘর টর ক'রে নিই আগে। তারপর তোকে নিয়ে যাব। নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। কাঁদিস না।"......

পিলে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

সুরকিকোটা বুড়ী দুখিয়ার-মা লাঠিতে ভর দিয়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে আসছে। হাতে একটা মাটির হাঁড়ি। রামশরণের কাছে শুনেছে মাইজীর চলে যাবার কথা। নতুনদিদিমার কাছ থেকে বহুকাল আগে গোটাকয়েক টাকা ধার নিয়েছিল। কিছু কিছু শোধ দিয়েছে মধ্যে মধ্যে। যতবার একটা ক'রে টাকা দিয়েছে ততবার একটি পাটের দড়িতে একটি ক'রে গিঁঠ দিয়ে রাখত। দড়িটা অনেক দিন থেকে এই হাঁড়ির মধ্যে রাখা ছিল। মাইজী চলে যাবেন শুনে সেইটার কথা মনে পড়ে। নামিয়ে দেখে যে পুরনো দড়িটি পচে না

পোকা লেগে একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে !···মাইজীর ধারতো শোধ দেওয়াই হ'ল না—হিসাবটা পর্যন্ত থাকল না !···এ কি করলেন ভগবান !··· এখন জন্ম জন্ম তাকে নরকে পচতে হবে !···সে তো মাইজীকে ফাঁকি দিতে চায়নি, তবু কেন এমন হ'ল !······বিশ্বাস করুন মাইজী !······

নতুনদিদিমা ইশারা ক'রে কালা বুড়ীকে বুঝোতে চেষ্টা করলেন—সে যেন ও টাকার কথা না ভাবে। সব তিনি পেয়ে গিয়েছেন।

কি বুঝল না বুঝল সে-ই জানে। অবুঝ বুড়ীর অবিরাম কান্না ও চেঁচামেচি পিছনে ফেলে গাড়ি চলল।···

···তুখিয়ার মাও খাপ খাওয়াতে পারছে না নিজেকে, পুরনো-গ্রন্থি হারানোর সঙ্গে।···এত সাহস নতুনদিদিমা পেলেন কি করে ? পিলের সাহস তো দিন দিন কমছে। এখন কি সে গ্রীষ্মের রাত্রে ঐ কাঁঠালগাছতলার ভাঁটবনে বসে থাকতে পারে ? সাহস নেই ব'লেই জীবনে যা কিছু তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে চেষ্টা করে সে।···আগে কতবার শুনেছে নতুনদিদিমার মুখে যে কাশীতে গিয়ে থাকবার বাসনা তাঁর।·· সে সব বাজে কথা ! কমলপুরই কি তাঁর কাশী ? কেষ্টকে নিয়ে থাকাই তাহ'লে তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য ! সঙ্কোচে বলতে পারেননি সে কথা কারও কাছে।···নিজের সংসারে নিজের মত ক'রে থাকতে চান ;—যেখানে তাঁর উপর কথা বলবার কেউ নেই ; কে কি মনে করল এ কথা ভাববার দরকার নেই কোন বিষয়ে ; যেখানে বউ এসে জিজ্ঞাসা করবে মা আজ কোন তরকারি কুটবো ; যেখানে কাশী যাবার কথা তুললে ছেলে অভিমান করবে ; দ্বাদশীর সকালের ফলমূল নিজে মনে ক'রে কিনে এনে রাখবে আগের দিন ; সেই অনাস্বাদিত স্বর্গ তিনি গড়ে তুলতে চান কেষ্টকে নিয়ে।···

হিংসা হয় কেষ্টর উপর।···সে তো কোনদিন ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না !······ আজ হঠাৎ কেষ্ট কি ক'রে 'ফাস্ট' হয়ে যাচ্ছে ? অন্যায় কথা না ? বিনা নোটিসে তুলসী পিলেকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে !···এ নীচে নামায় মান অপমানের প্রশ্ন নেই ; কিন্তু ব্যথা আছে ; অভিমানের বেদনা আছে ; স্মৃতি রোমন্থন ক'রে পক্ষপাতহীন বিচারের প্রয়াস আছে !···চিরকাল সে 'সেকেন' !··· এখন বোধ হয় কেষ্ট 'ফাস্ট', পিলে 'সেকেন' !

তুলসীর অসুখের কথা পিলের কাছে গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুহূর্তের মধ্যে।

·নতুনদিদিমাও নিশ্চয়ই কত কি ভাবছিলেন। ডাকলেন: পিলে। কেউ আমাকে লেখেনি তার কাছে যেতে। তবু যাচ্ছি!···ওমা! গঙ্গাজল যে উছলে উছলে পড়ছে ঘটি থেকে!"

কি যেন বলতে গিয়ে বললেন না নতুনদিদিমা। পিলে সম্মুখে বসে গাড়ি চালাচ্ছে। পিছনের সিটে নতুনদিদিমা। আবার অনেকক্ষণ পর বললেন: "মনের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে কেউ কোনদিন আমার উপর কোন কথা বলবে না। এ বিশ্বাস কোনদিন পাইনি 'এদের-সংসারে'।"...

আবার কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করেন··· "কমলপুর কতদূর রে আর?"

"মাইল পাঁচ ছয় হবে।"

জোর ক'রে আনা স্থৈর্য আর টিকলো না—"ওমা! সরসৌনি তাহ'লে এসে গেল যে! তাই না? চার মাইল দূরে বলেছিল না 'সরসৌনি-বিজুলীয়ার রুগী'? গ্রামের বাইরেই গাড়ি থামাস!"

অবাক হয়ে গেল পিলে।

"আমি ভাবছিলাম, আপনাকে আগে কমলপুরে পৌঁছে দিয়ে, তারপর আবার সরসৌনিতে ফিরে আসব!"

"কি যে তুই বলিস!"

পিলে অপ্রতিভ হয়ে গেল।—"না না, আমি ভেবেছিলাম কি না যে আপনি নাটনাটীনদের বাড়ি যাবেন না, তাই···"

"যাব তো না-ই! কে বলল আমি যাব? ঐ সব ছত্রিশ জাতের অনাচার মনাচারের মধ্যে আমি গেলাম আর কি! বদ সব! ওর মধ্যে যাব আমি? কি যে বলিস! কি যে ভাবিস!"

সত্যিই পিলে এখনও ঠিক ধরতে পারেনি তিনি কি করতে চান। সে গাড়ি থামাল। গঙ্গাজলের ঘটি আর মটকার থান নিয়ে নতুনদিদিমা গাড়ি থেকে নামলেন। প্রশান্ত আত্মবিশ্বাসের দ্যুতি তাঁর মুখে চোখে।

"আমি ততক্ষণ দেখি যদি আহ্নিকটা সেরে নিতে পারি এই গাছতলায়। তুই গ্রামের মধ্যে গিয়ে গাড়িতে ক'রে গন্ধপাতাকে নিয়ে আয়। সেখানকার

কাপড়চোপড় পরিয়েই আনিস না যেন! গাড়ির মধ্যে থানধুতি আছে আমার। তারই একখানা পরিয়ে আনিস! দেখিস, ছিষ্টি ছুঁয়ে একাকার করিস না! এখানে এলে আমি গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেব। বলিস আমার কথা!…দুর্গা! দুর্গা!…বলবি যে তাকে যেতে হবে কমলপুরে। খুব সাবধানে আনবি...যা রাস্তা! ওদের কাউকে আবার সঙ্গে টঙ্গে নিয়ে আসিস না যেন! বদ সব। গন্ধপাতাকে বলিস্, আমি নিতে এসেছি।''…

পিলেকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। মুহূর্তের মধ্যে চিরকেলে 'সেকেন' পিলে, 'সেকেন' থেকে 'থার্ড'এ নেমে গেল!…তুলসী ফাস্ট, কেষ্ট সেকেন, পিলে থার্ড!…

পাতরঙ্গীর বাড়ির কাছাকাছি গাড়ি থামতেই হেসে এগিয়ে এল সে ডাক্তার সাহেবকে ভিতরে নিয়ে যাবার জন্য! হীরাধারের উপরেই বাড়ি। পাতরঙ্গীরা গরীব তা পিলে জানত, কিন্তু এত গরীব তা বুঝতে পারেনি আগে। আর ঘর দুয়োর কি নোংরা! নাচগান যাদের জীবিকা, তাদের বাড়িঘর এর চাইতে পরিষ্কার হবে আশা করেছিল পিলে।…বারান্দার উপর থেকে মুর্গিটাকে তাড়িয়ে দিল পাতরঙ্গী ডাক্তারসাহেবের খাতিরে।…ভাগ্যে নতুনদিদিমা আসেননি!…দড়ির খাটিয়ায় তুলসী শুয়ে। খাটিয়ার পায়ার সঙ্গে একটা রামছাগল বাঁধা।…তুলসী অসম্ভব রোগা হয়ে গিয়েছে! কোটরের মধ্যে থেকে চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।…জ্বর আছে।…

"আয় পিলে! পাতরঙ্গী ডাক্তারসাহেবকে একটা কিছু দে বসবার জন্য।"

"না না ঠিক আছে।"

পিলে তুলসীর খাটিয়াতে ব'সে তার জ্বর কত দেখল।

"রামছাগলের বোটকা গন্ধটা হিঙের মত, না রে তুলসী?"

তুলসী হাসল।—"ঠিক বলেছিস।"

পাতরঙ্গী শুধু বুঝল যে, রামছাগলটার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।

"রামছাগল বেঁধে রাখতে বলেছে বিজুনিয়ার বৈদজী। এর গন্ধে অসুখ সারে।"

এ-কথারও জবাব পিলে দেয়, তাদের গুপ্তদলের সাঙ্কেতিক ভাষায় : "বৈদঙ্গী তো আমার বৈদঙ্গীই ! এ সব রোগা ছাগলে হবে না। আরও তেজীয়ান তেজীয়ান ছাগল এনে বাঁধতে, তবে না রোগ সারত !"

পিলে হাসছে ; তুলসীও হাসছে। আনন্দ কৌতুকের দীপ্তি লেগেছে তার রুগ্ন মুখচোখে। সে বুঝতে পারছে যে পিলে সেই আগেকার মত নতুনদিদিমাকে নকল ক'রে কথা বলছে।

"রোগ আর সারছে কই ! কি চেহারা ছিল আর কি হয়েছে দেখছেন তো ! কত ওষুধ, কত চিকিৎসা হ'ল। দিনদিনই খারাপ হচ্ছে ! দিনদিনই খারাপ হচ্ছে ! আপনার দোস্ত মরদ। ও ভয় পায় না আমার মত স্থচ ফোটাতে। আমি আর থাকতে না পেরে আপনাকে খবর দিলাম। খুব ধকওলা ইনজেকৃশন দিন আপনার দোস্তকে ডাক্তারসাহেব।"

রুগীকে কেমন দেখলেন একথা ডাক্তারসাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে পারছে না পাতরঙ্গী ভয়ে। হাওয়াগাড়িওলা এত বড় ডাক্তারসাহেব রুগীকে ছুঁলেই রোগ অর্ধেক সেরে যাবে। তবু ভয়ে কাঁপে মন—যদি···

তুলসীই কথা বলল। "শিগ্‌গিরই সেরে ওঠা, কিংবা একটা কিছু এসপার ওসপার হয়ে যাওয়া আমার দরকার বুঝলি। আমার নিজের জন্ম না, ওর জন্মই ! এবার শীতে ও মেলায় যেতে পারেনি। রোজগার বন্ধ। আমারই জন্ম।"···

"আচ্ছা আপনিই বলুন ডাক্তারসাহেব, এই রুগী ফেলে বাড়ির বার হওয়া যায় ? ও কেবলই আমাদের বলবে মেলায় যাও, মেলায় যাও, নইলে খাবে কি ?···তার আর করছি কি ? ভগবানই খারাপ দিন দিয়েছেন, আবার তিনিই ভাল দিন দেবেন। ওর মুখের দিকে তাকালেই আমার বুক শুকিয়ে আসে ডাক্তারসাহেব !"···

"বিশ্বাস করিসনারে ওর সব কথা পিলে ! এত রঙিয়ে কথা ব'লে আমি ওর নাম দিয়েছি বাতরঙ্গী !"···

যত দেরি হচ্ছে ততই আসল কথাটি বলা শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে পিলের পক্ষে।···না আর দেরি না ক'রে সে এইবার কাজের কথা পাড়বে তুলসীর কাছে। রুগীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে পিলে বলে :

"কেষ্ট এসেছে কমলপুরে, চাকরি নিয়ে।"

"কোন্ কেষ্ট ?"

" ঐ যে তারাদার ভাই।"...

"সে এত বড় হয়ে গিয়েছে ? তাতো হবেই !"

"আমার সঙ্গে নতুনদিদিমা এসেছেন, তোকে কমলপুরে নিয়ে যাবার জন্য।"

"নতুনদিদিমা !"

গম্ভীর মানসিক উত্তেজনা প্রকাশ পেল শুধু তার উজ্জ্বল চোখদুটির মধ্যে দিয়ে।

"হ্যাঁ। তিনি অপেক্ষা করছেন বড় রাস্তার উপর, একেবারে গঙ্গাজল-টঙ্গাজল নিয়ে।"

হাসতে গিয়েও পিলে ভাল ক'রে হাসতে পারল না। পাতরঙ্গী এখনও ব্যাপারটা বোঝেনি। একবার ভাবল যে, ডাক্তারসাহেবের সঙ্গে হাসাই উচিত। কিন্তু তুলসীর মুখের ভাব দেখে বোঝে যে, কথাটা ঠিক হাসিঠাট্টার নয়।...নিশ্চয়ই রোগের কথা ! রোগ যে খুব কঠিন তা' তার জানতে বাকি নেই !...

"সে আর হয় না রে পিলে !"

এই ভয়ই করছিল পিলে। দুর্বল তুলসীর চোখের কোণে জল এসে গিয়েছে।...পাতরঙ্গী কি বুঝেছে না বুঝেছে তা সেই জানে। সে পা জড়িয়ে ধরেছে পিলের। মাথা কুটছে পায়ের উপর।..."এত কঠিন রোগ তা' আমি আগে বুঝিনি ডাক্তারসাহেব। খুব জোরালো ওষুধ দিন বড় সূচে ক'রে ! দামী দামী ওষুধ দিন ! কত ধকওলা ওষুধ তো আপনাদের জানা ! রাজারাজড়াদের যে ওষুধ দেন আপনারা, সেই ওষুধ দিন।"...

অর্থহীন কতকগুলো কথার ধ্বনি পিলের কানে ঢুকছে কিন্তু সে শুনছে না কিছুই।...পায়ের উপর কিসের ভার তারও খেয়াল নেই।...এখানে থেকেও সে এ পরিবেশের বাইরে।...তাকিয়ে আছে বারান্দার নীচের হীরাধারের দিকে, কিন্তু দেখছে না।...ফাস্ট, সেকেন, থাড় হবার চিরকেলে হিসাব তার মনের মধ্যে ভিড় ক'রে আসছে না এখন।...তুলসীর চিকিৎসা বা রোগের কথা পর্যন্ত

সে ভুলে গিয়েছে ক্ষণিকের জন্ত !······বন্ধ্যা অস্পষ্টতার মধ্যে শুধু জল জল করছে একখানি মুখ—গভীর আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত—মুক্তির আনন্দে উদ্দীপিত—শান্ত সাহসে ভরা—অল্প টাকপড়া-সিঁথির দুইদিককার কাঁচাপাকা মেশানো চুলগুলি কপালে এসে পড়েছে।···মটকার থান পরে তিনি তৈরী হয়ে রয়েছেন তাঁর এতদিন-পর-ফিরেপাওয়া গন্ধপাতাকে কোলে টেনে নেবার জন্ত।···গাড়ি যেতেই যে তিনি ছুটে আসবেন !···কি ক'রে তাঁর সম্মুখে যাবে ? কি ক'রে বলবে এ কথা তাঁর কাছে ? কি জবাব দেবে তাঁর প্রশ্নের ?···এরই জন্ত তিনি এতদিন ধ'রে নিজের মনকে তৈরী করেছেন ! এত মনের জোর—এত সাহস—কোন কাজে এল না !···আজ তাঁকে না ব'লে চ'লে এলেই হ'ত !····তুলসীর মাথার চুল ভিজে উঠেছে ঘামে।···লাল শ্যাওলার তল থেকে ভুড়ভুড়ি কাটছে হীরাধারের জলে।—বুদ্-বুদ্-বুদ্—একটা, দুটো, তিনটে।···

···গন্ধবামুন !···গন্ধপাতা !···ও আমার গন্ধপাতা !······

সমাপ্ত